গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কলিকাতা ২০৩।১।১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, "ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস" হইতে
ক, খ ফর্ম্মা (অর্থাৎ ভূমিকা, টাইটেল, উৎসর্গপত্র, সূচীপত্রাদি)
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।
কলিকাতা ৬১নং বৌবাজার ষ্ট্রীট "প্রকাশ প্রেস" হইতে ১—৩৬৮ পৃষ্ঠা।
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ-পত্রম্

কলিকাতা-বাগবাজার-বাস্তব্যায়
সংস্কৃতভাষারবিন্দ-মধু-মত্ত-মধুপায়
শাস্ত্রানুকূল-ধর্ম্ম-কর্ম্ম-কুশলায়
ভূস্বামি-বর্য্যায় বন্ধু-বরায়

রায় শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বসু

মহোদয়ায়

উৎসৃষ্টোঽয়ং গ্রন্থঃ

(১)

দোষে কর্কশতা গুণে প্রণয়িতা পাপে পরং ভীরুতা
সত্যে নির্ভয়তা বুধে বিনয়িতা বিত্তে পরিত্যাগিতা।
সাধৌ সাদরতা খলে বিমুখতা বাক্যে তথা স্বল্পতা
শক্তৌ সক্ষমতা বিরাজতি সদা ত্বয্যেব সংমিশ্রিতা॥

দেখিলে দোষীর দোষ তুমি হে বিরস,
দেখিলে গুণীর গুণ পরম সরস।
যাহা পাপ, তাহে তব ভয় আছে অতি,
যাহা সত্য, তাহে তব ভয়শূন্য মতি।
পণ্ডিত জনের প্রতি দেখাও বিনয়,
মুক্তহস্ত থাক তুমি দানের সময়।

সাধুর উপরি রাখ পরম আদর,
বিমুখ থাকহ তুমি খলের উপর।
মিত-ভাষিতাও তব আছে বিলক্ষণ,
শক্তি থাকিতেও তুমি করহ মার্জ্জন।
একাধারে এত গুণ বিপিনবিহারি!
কিরূপে ধরিয়া থাক, বুঝিতে না পারি।

(২)

সত্যে নিত্যরতঃ সদা নয়যুতঃ সাধুঃ সতাং সম্মতঃ
শাস্ত্রোদ্বোধিতধর্ম্মকর্ম্মনিচয়ানুষ্ঠাননিষ্ঠাগতঃ।
মিত্রৈর্দারসুতাদিভিশ্চ মুদিতো দাক্ষিণ্যসংমণ্ডিতো
হে শ্রীমন্ পুরুষোচিতৈর্গুণচয়ৈর্নিত্যং ভবান্ ভূষিতঃ॥

যাহা সত্য, তাহাতেই থাক তুমি রত,
যাহা নীতি, তাহাতেই থাক তুমি নত।
পরম সাধুত্ব তব আছে বিদ্যমান,
করেন সজ্জন-গণ তোমার সম্মান।
যাহা কিছু ধর্ম্ম-কর্ম্ম নীতি-শাস্ত্রে কয়,
তাহাতেই রত তুমি সকল সময়।
স্নেহ রাখি' মিত্র-পত্নী-কন্যাদির প্রতি
সকল সময় তুমি থাক সুখী অতি।
দয়াবান্ থাক তুমি সবারি উপরে,
পুরুষের যাবতীয় গুণ একাধারে।

(৩)

মিত্রাণাং সুখবর্দ্ধনো ভব সদা নৈদাঘনীরং যথা
শত্রূণাং ভয়বর্দ্ধনো ভব ভৃশং নৈদাঘরৌদ্রং যথা।

আয়ুস্তে পরিবর্দ্ধতাং প্রতিদিনং নৈদাঘঘস্রো যথা
প্রত্যূহঃ ক্ষয়মেতু নিত্যমপি তে নৈদাঘরাত্রির্যথা ॥

গ্রীষ্মকালে সুশীতল জলের মতন
করহ বন্ধুর প্রিয় কার্য্য অনুক্ষণ।
প্রচণ্ড সূর্য্যের মত গ্রীষ্মের সময়
দেখাও শক্রর প্রতি সুবিষম ভয়।
গ্রীষ্মকালে দিন যথা বাড়ে অনুক্ষণ,
সেরূপ বর্দ্ধিত হোগ তোমার জীবন।
ক্ষয় পায় রাত্রি যথা গ্রীষ্মের সময়,
সেরূপ তোমার যেন হয় বিঘ্নক্ষয়।

(৪)

ইষ্টং খচন্দ্রগুণিতং শশিনা সমেতং
রামান্বিতং যুগযুতং নিহতং শরেণ।
যচ্ছেষিতং শরকরেণ বসুঘ্নমব্দং
ত্বং জীব হে বসুবর স্বজনৈঃ পৃথিব্যাম্ ॥

যে কোন একটী অঙ্ক করিয়া গ্রহণ
দশ দিয়া তাহা তুমি করহ গুণন।
তাহাতে পাইবে তুমি গুণফল যাহা,
এক তিন চারি সনে যোগ কর তাহা।
যোগফলে পাঁচ দিয়া করিয়া গুণন
তাহারে পঁচিশ দিয়া করহ হরণ।
পরে শুধু ভাগশেষ গ্রহণ করিয়া
গুণন করহ তাহা আট অঙ্ক দিয়া।
যত হবে, তত বর্ষ বিপিনবিহারি!
জীবিত থাকহ সুখে, এ কামনা করি।

(৫-৬)

উদ্ভট-শ্লোক-মালেয়ং সুমনঃসুমনোভবা
গ্রথিতা গুণহীনেন পূর্ণচন্দ্রেণ কেনচিৎ।
ইয়ং যত্নার্জ্জিতা মালা গুণিনে ভবতেঽর্পিতা
নির্গুণেন ময়া মিত্র পুষ্পস্খলনশঙ্কয়া॥

সুকবি-কুসুম-চয় করিয়া চয়ন
এ "উদ্ভট-শ্লোক-মালা" করিয়া গ্রন্থন
তব কণ্ঠে যত্ন সহ দিনু পরাইয়া,
কিন্তু এক কথা আছে, দেখিও ভাবিয়া।
আমি গুণহীন, কিন্তু গুণবান্ তুমি,
তাই এই নিবেদন করিতেছি আমি,—
যাতে না কুসুমগুলি ঝ'রে প'ড়ে যায়,
সর্ব্বদাই রহিলাম আমি সে আশায়।

তদীয়াশ্রববিধেয়েন বন্ধুজনেন
শ্রীপূর্ণচন্দ্রেণ

মঙ্গলাচরণম্ ।

(১)

যঃ স্থাণুস্তুহিনালয়স্থিতিগতো মূলেন হীনশ্চ যঃ
সাঽপর্ণা স্বয়মেব যস্য লতিকা পুত্রো বিশাখস্তথা ।
যো নিত্যঞ্চ পরোপনীতকুসুমৈরিষ্টং প্রসূতে ফলং
স স্থিত্বা মম ভূরিপঙ্কহৃদয়ে প্রাপ্নোতু পুষ্টিং পরাম্ ॥

যিনি স্থাণু,—একটীও শাখা যাঁর নাই,
তুষার-গিরিতে যাঁর স্থিতি সর্ব্বদাই ;
অপর্ণা-নামেতে লতা,—পত্র নাই তাঁর,
যাঁর দেহে জড়াইয়া রন্ অনিবার ;
বিশাখ-নামক পুত্র,—যাঁর শাখা নাই,
পুষ্প দিলে ফল যিনি দেন সর্ব্বদাই ;
পঙ্কিল হৃদয়ে মোর সেই স্থাণু আসি
বসতি করুন সদা,—এই অভিলাষী ।

(২)

যস্যাঃ শিল্পমনল্পকং ত্রিভুবনং কাব্যঞ্চ বেদত্রয়ং
যন্নাথস্ত্রিপুরান্তকস্ত্রিপথগা যস্যাঃ সপত্নী মতা ।
যা কালত্রয়মীক্ষিতুং সুবিপুলং ধত্তে চ নেত্রত্রয়ং
সা ত্রৈগুণ্যযুতা করোতু কুশলং দেবী ত্রিশূলায়ুধা ॥

যাঁহার অপূর্ব্ব শিল্প এই ত্রিভুবন,
বেদত্রয় কাব্য যাঁর অপূর্ব্ব রচন ;
ত্রিপুরারি-পতি সনে যাঁহার বিহার,
ত্রিপথগা গঙ্গাদেবী সপত্নী যাঁহার ;

ত্রিকাল হেরিতে যাঁর রহে ত্রিনয়ন,
স্বকরে ত্রিশূল যিনি করেন ধারণ ;
ত্রি-সংখ্যা পরম-প্রিয়া যাঁর অবিরল,
সেই দেবী সর্ব্বদাই করুন কুশল ।

(৩)

যা ত্রিদোষবিনাশায় ভক্তং নিজজলাশ্রিতম্ ।
ন লজ্জতে চতুর্দ্দোষং কর্ত্তুং তাং নৌমি জাহ্নবীম্ ॥

ত্রিদোষ-বিনাশ হেতু যাঁহার সলিলে
স্নান হেতু ভক্ত জন যায় কুতূহলে,
চতুর্দ্দোষ করি দিতে লজ্জা নাই যাঁর,
সেই জাহ্নবীর পদে প্রণাম আমার ।

(৪)

সজলজলদকালং প্রেমবাপীমরালম্
অভিনববনমালং ক্ষেমবল্লীপ্রবালম্ ।
ভুবননলিননালং যক্ষরক্ষঃকরালং
নিখিলমনুজপালং নৌমি তং নন্দবালম্ ॥

সজল-জলদ-সম কৃষ্ণকান্তি যাঁর,
রম্য রাজহংস যিনি প্রেম-বাপিকার,
যাঁর কণ্ঠদেশে বনমালা অভিনব,
কল্যাণ-লতার যিনি নবীন-পল্লব,
ভুবন-পদ্মের যিনি সুকোমল নাল,
যক্ষ-রাক্ষসের যিনি বিষম করাল,
সমগ্র মানবে যিনি করেন পালন,
সেই বাল-গোপালের ভজি শ্রীচরণ ।

(৫)

পুলিনবনবিহারী বল্লবীচিত্তহারী
দনুজদলনকারী যোগিহৃৎপদ্মচারী।
ভবজলনিধিতারী পীতকৌষেয়ধারী
শমনদরবিদারী পাহি মাং বিশ্বভারী॥

পুলিন-বনেতে নিত্য যাঁহার বিহার,
হরণ করেন যিনি চিত্ত গোপিকার;
করিয়া থাকেন যিনি দানব-দলন,
যোগীর হৃদয়-পদ্মে যাঁর বিচরণ;
ভব-সিন্ধু তরাইতে যিনি কর্ণধার,
পরিধানে পীত-কোষ-বস্ত্র রহে যাঁর;
শমনের ভয় যিনি করেন হরণ,
সেই বিশ্বম্ভর মোরে করুন রক্ষণ।

(৬)

শঙ্খোঽন্তঃকুটিলো বহিশ্চ ধবলশ্চক্রঞ্চ বক্রং তথা
বদ্ধাস্থা চ গদাঽম্বুজং মলভবং শেষঃ সহস্রাননঃ।
বৃক্ষাত্মা তুলসী চলা চ কমলা পাষাণকঃ কৌস্তুভো
ভক্তং দর্শয়তে বৃতোঽপি কুটিলৈরেতৈস্তু যস্তং ভজে॥

করুণ-হৃদয় সেই দেব নারায়ণ
নির্দ্দয় তাঁহার কিন্তু পারিষদ-গণ।
বাহিরে পরম-শুভ্র শঙ্খ অনিবার,
বিষম কুটিল কিন্তু ভিতর তাহার।
চক্রের গুণের কথা না যায় বর্ণন,
সর্ব্বদাই বক্র-ভাব সে করে ধারণ।

গদার বদনখানি বদ্ধ নিরন্তর,
পদ্মের হ'য়েছে জন্ম পঙ্কের ভিতর।
অনন্ত ধরিয়া রহে সহস্র-বদন,
তুলসী, কাষ্ঠের প্রাণ করয়ে ধারণ।
কমলা চঞ্চলা বড়,—না পাই সন্ধান,
কৌস্তুভের কথা কিবা, সেও ত পাষাণ।
এরূপ নিষ্ঠুর যত পারিষদ-গণ
ভক্তেরে না দেয় নারায়ণের দর্শন।
তথাপি দর্শন দেন তিনি ভক্ত-জনে,
এ হেতু প্রণাম করি তাঁর শ্রীচরণে।

ভূমিকা

ভারত-ভূমি প্রকৃতই একটী রত্নাকর। কালিদাস, ভট্টি, ভারবি, ভবভূতি, মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি এক একটী কবি এই রত্নাকরের এক একটী মহোজ্জ্বল ও মহামূল্য রত্ন। এই সুপ্রসিদ্ধ কবি-গণের এক একটী কবিতা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইঁহাদের প্রত্যেকের রচিত এক বা ততোধিক পৃথক্ গ্রন্থ আছে। ইঁহাদের মত তীক্ষ্ণ-মনীষা-সম্পন্ন আরও অনেক বহুদর্শী সহৃদয় কবি জন্ম-গ্রহণ করিয়া সময়-বিশেষে বিষয়-বিশেষ অবলম্বন-পূর্ব্বক সংস্কৃত-কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। যদিও এই সকল কবিতা কোন গ্রন্থ-বিশেষের অন্তর্গত নহে, তথাপি ইহারা এত জ্ঞানগর্ভ ও সুমধুর যে, বহুকাল হইতেই ইহারা মহা-সমাদরে পণ্ডিত-গণের মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে। এই সকল কবিতার নাম 'উদ্ভট-কবিতা'। আমরা বাঙ্গালা দেশে যাহাকে 'উদ্ভট-কবিতা' বলিয়া থাকি, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাহা 'সুবচন', 'সুভাষিত', 'সূক্তি' বা 'সদুক্তি' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

প্রাচীন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-মহাশয়-গণ উদ্ভট-কবিতার অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের পণ্ডিত-মহাশয়-গণ উদ্ভট-কবিতার প্রতি সেরূপ আস্থা প্রদর্শন করেন না। যখন ৺কাশীধামে গমন করিতাম, তখন পূজ্যপাদ রাখালদাস ন্যায়রত্ন, কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, সুধাকর দ্বিবেদী, শিবকুমার শাস্ত্রী, গঙ্গাধর শাস্ত্রী, গোবিন্দ শাস্ত্রী, বামাচরণ ন্যায়-বৈশেষিকাচার্য্য প্রভৃতি স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-গণ আমার মুখে 'উদ্ভট-কবিতা' শুনিয়া নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিতেন। নবদ্বীপ-

নিবাসী স্বর্গত নৈয়ায়িক ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয় উদ্ভট-কবিতা অত্যন্ত ভালবাসিতেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি যখন চিকিৎসার নিমিত্ত পান্‌সী করিয়া কলিকাতায় আসিতেছিলেন, তখন তাঁহার পুত্র শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "নগেন্দ্র, আমার নিকটে অনেক অমূল্য রত্ন আছে। তুমি ইহা সংগ্রহ করিয়া রাখ।" ভুবনমোহনের ছাত্র, স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন, "অনধ্যায়ের দিন অধ্যাপক মহাশয় টোলে বসিয়া উদ্ভট-কবিতা শুনাইতেন এবং ছাত্রদিগকে সমস্যা-পূরণ করিতে দিতেন। আমরা এই সকল কবিতা যত্ন-পূর্ব্বক মুখস্থ করিতাম। পূর্ণবাবু, তিনিও আপনার মত উদ্ভট-ভক্ত ছিলেন।" নবদ্বীপ-নিবাসী স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় শ্লেষ-পূর্ণ কবিতা লিখিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি স্বরচিত ও অন্যান্য অনেক উদ্ভট-কবিতা আমাকে দিয়াছিলেন। কলিকাতায় মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়-পঞ্চানন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, স্বর্গত মহারাজ বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, স্বর্গত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বর্গত হরিনাথ দে মহাশয়কে নানা রস-ভাব-পূর্ণ উদ্ভট-কবিতা শুনাইতাম। ইঁহারাও উদ্ভট-কবিতার নিরতিশয় অনুরাগী ছিলেন। স্বর্গত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয়ের ত কথাই নাই। একদিন স্যার আশুতোষ, তাঁহার বাটীতে হরিনাথ দে ও সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সম্মুখে আমাকে 'উদ্ভট-কবিতা' শুনাইতে বলেন। তদনুসারে আমি তাঁহাদিগকে ইহা শুনাইয়াছিলাম। কবিতাগুলির ভাবার্থ বুঝিয়া লইয়া তিনি পরম প্রীত হইয়াছিলেন! এই ঘটনার কয়েক মাস পরে স্যার আশুতোষ, মৎ-সঙ্কলিত "উদ্ভট-সাগর" গ্রন্থখানি আদ্য, মধ্য ও উপাধি-পরীক্ষায় পাঠ্য-পুস্তক করিয়া দিয়াছিলেন। ইউরোপীয়-গণের মধ্যে ৺কাশীধামস্থ গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত-কলেজের প্রিন্সিপ্যাল

এ-ভিনিস সাহেব, কলিকাতাস্থ প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সি-টনি সাহেব, বোম্বাই এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পি-পিটার্স‌ন্‌ সাহেব এবং লণ্ডন-নগরস্থ জে-বি-চেম্বারলেন সাহেবের সহিত 'উদ্ভট-কবিতা' সম্বন্ধে আমার অনেক চিঠি-পত্র লেখালেখি হইয়াছিল। তাঁহাদের সংস্কৃত-ভাষার জ্ঞান যেরূপ অধিক ছিল, উদ্ভট-কবিতার প্রতি অনুরাগ তদপেক্ষা অধিক ছিল।

'উদ্ভট'-শব্দের অর্থ কি এবং 'উদ্ভট-কবিতা' বলিলে কি বুঝায়, তাহাই এস্থলে বিচার্য্য। এ বিষয়ে চারিটী মত আছে ঃ—

প্রথমতঃ। কেহ কেহ কহেন, যাহা কোন গ্রন্থ-বিশেষের কবিতা নহে, অর্থাৎ কোন কবি কোন সময়ে কোন বিষয়-বিশেষ অবলম্বন করিয়া যে একটী বা ততোধিক কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহাই 'উদ্ভট-কবিতা'।

দ্বিতীয়তঃ। হেমচন্দ্র স্বীয় সংস্কৃত "অভিধান-চিন্তামণি"-গ্রন্থে 'উদ্ভট'-শব্দের অর্থ 'মহাশয়' অর্থাৎ 'মহাত্মা' বলিয়া গিয়াছেন। মহাশয় অর্থাৎ মহাত্মা লোকের রচিত যে কবিতা, তাহাই 'উদ্ভট-কবিতা'।

"মহেচ্ছে ভূদ্ভটোদারোদাত্তোদীর্ণমহাশয়াঃ।
মহামনা মহাত্মা চ।" (অভিধান-চিন্তামণি)

তৃতীয়তঃ। "উৎপল-মালা"-নামক সংস্কৃত অভিধানে (১) দেখিতে

---

(১) প্রায় ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে কনিষ্ঠ-সোদর-সদৃশ সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বসু মহাশয়ের সহিত জয়পুরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। মহামহোপাধ্যায় স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গত মেঘনাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তৎকালে জয়পুর-কলেজের প্রোফেসার ছিলেন। তিনি একদিন আমাকে জয়পুর-মহারাজের "সংস্কৃত-লাইব্রেরী" দেখাইবার নিমিত্ত লইয়া গিয়াছিলেন। গিয়া দেখিলাম, নানা শাস্ত্রের নানা প্রাচীন পুঁথি ও মুদ্রিত পুস্তক রহিয়াছে। কত শত অভিধানের পুঁথি যে রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। দেখিতে দেখিতে "উৎপল-মালা" আমার চক্ষে পড়িল। এই গ্রন্থখানি অতি প্রাচীন, দুর্লভ

পাওয়া যায়, 'উদ্ভট'-শব্দ বিশেষ্য হইলে ইহার অর্থ 'কচ্ছপ' ও 'সূর্য্য' এবং বিশেষণ হইলে ইহার অর্থ 'প্রকৃষ্ট' অর্থাৎ 'উৎকৃষ্ট'। সুতরাং 'উদ্ভট-কবিতা'-শব্দের অর্থ 'উৎকৃষ্ট-কবিতা'।

"উদ্ভটঃ কচ্ছপে সূর্য্যে প্রকৃষ্টে তু ত্রিলিঙ্গকঃ।" (উৎপল-মালা)

চতুর্থতঃ। কহ্লণ-কবি-কৃত "রাজ-তরঙ্গিণী"-নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। ইহাতে কাশ্মীর-দেশস্থ নৃপতি-গণের ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে লিখিত আছে যে, জয়াপীড়-নামক একজন রাজা কাশ্মীরের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি ৭৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩৪ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি স্বয়ং সুপণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন। ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে বহু-সংখ্যক সুবিদ্বান্ ও সুকবি আনিয়া তিনি আপনার সভা সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ভট্টোদ্ভট, দামোদর গুপ্ত, মনোরথ, শঙ্খদত্ত, চটক, সন্ধিমান্, বামন ও ক্ষীর, এই কয়েক জনেরই নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে ভট্টোদ্ভট সর্ব্ব-প্রধান ছিলেন। ইঁহার আরও দুইটী নাম আছে,—উদ্ভট-ভট্ট ও উদ্ভটাচার্য্য। উদ্ভট-কবি এরূপ সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন যে, তিনি মহারাজ জয়াপীড়কে স্বরচিত কবিতা শুনাইয়া ও তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যহ একলক্ষ দীনার (৩২ রতি পরিমিত স্বর্ণমুদ্রা) প্রাপ্ত হইতেন—

"বিদ্বান্ দীনারলক্ষেণ প্রত্যহং কৃতবেতনঃ।
ভট্টোঽভূদুদ্ভটস্তস্য ভূমিভর্ত্তুঃ সভাপতিঃ॥

ও প্রামাণিক। ইহা আকারে তত বড় নহে। মল্লিনাথ "মেঘদূত"-গ্রন্থের টীকায় ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ হইতে কতকগুলি দুরূহ শব্দের অর্থ লিখিয়া লইয়াছিলাম। "উদ্ভট"-শব্দের যে অর্থ পাইয়াছিলাম, তাহাই উপরি-ভাগে লিখিত হইল।—গ্রন্থকার

স দামোদরগুপ্তাখ্যং কুট্টনীমতকারিণম্।
কবিং কবিং বলিরিব ধুর্য্যং ধীসচিবং ব্যধাৎ ॥
মনোরথঃ শঙ্খদত্তশ্চটকঃ সন্ধিমাংস্তথা।
বভূবুঃ কবয়স্তস্য বামনাদ্যাশ্চ মন্ত্রিণঃ ॥
(রাজতরঙ্গিণী ৪।৪৯৪-৪৯৬)

উদ্ভট-ভট্ট তিন খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের নাম, ‘কুমারসম্ভবম্’, ‘কাব্যালঙ্কার-সংগ্রহঃ’ ও ‘ভামহালঙ্কার-বিবরণম্’। প্রতীহারেন্দুরাজ ‘কাব্যালঙ্কার-সংগ্রহের’ ‘লঘুবৃত্তি’-নাম্নী টীকায় এই তিনখানি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বুলার-সাহেব মহাশয়ও ‘কাশ্মীর-রিপোর্ট’-নামক গ্রন্থের ৬৫ পৃষ্ঠে লিখিয়া গিয়াছেন, “উদ্ভট-ভট্ট” কাশ্মীরাধিপতি মহারাজ জয়াপীড়ের সভাপতি থাকিয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যহ একলক্ষ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) প্রাপ্ত হইতেন। তিনি কোন বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তিনি স্বীয় “কাব্যালঙ্কার-সংগ্রহঃ”-গ্রন্থে যে যে শ্লোক দিয়াছেন, তাহা তিনি স্বরচিত “কুমারসম্ভবম্” হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন।

পুনা-এল্‌ফিন্‌স্‌টোন্-কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পিটার-পিটার্সন্ সাহেব বলিয়াছেন, নিম্ন-লিখিত ৪টী শ্লোক উদ্ভট-ভট্ট কবির রচিত :—

(১)

“খিন্নং স্বেন সমুদ্ভটেন সরসং স্বীয়ং মনো জায়তে
শ্রুত্বাঽন্যস্য সমুদ্ভটং খলু মনঃ শ্রোতুং পুনর্বাঞ্ছতি।
অজ্ঞান্ জ্ঞানবতোঽপি যেন বশগান্ কর্ত্তুং সমর্থঃ সুধীঃ
কার্য্যস্তস্য সমুদ্ভটস্য মনুজৈরাবশ্যকঃ সংগ্রহঃ ॥”

(২)

"অয়ং বন্ধুঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
পুংসামুদারচিত্তানাং বসুধৈব কুটুম্বকম্॥"

(৩)

"কিং কৌমুদীঃ শশিকলাঃ সকলা বিচূর্ণ্য
সংযোজ্য চামৃতরসেন পুনঃ প্রযত্নাৎ।
কামস্য ঘোরহরহুঙ্কৃতিদগ্ধমূর্ত্তেঃ
সঞ্জীবনৌষধিরিয়ং বিহিতা বিধাত্রা॥"

(৪)

"কিমিহ বহুভিরুক্তৈর্যুক্তিশূন্যৈঃ প্রলাপৈ-
র্দ্বয়মিহ পুরুষাণাং সর্ব্বদা সেবনীয়ম্।
অভিনবমদলেখালালসং সুন্দরীণাং
স্তনভরপরিখিন্নং যৌবনং বা বনং বা॥"

(উদ্ভট-ভট্টস্য)

এতদ্দ্বারা বোধ হয় যে. কবি উদ্ভট-ভট্ট উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিয়া মহারাজ জয়াপীড়ের যেরূপ মনোরঞ্জন করিতেন, সেইরূপ তাঁহার পরবর্ত্তী সহৃদয় ও সূক্ষ্মদর্শী কবিগণও সময়-বিশেষে বিষয়-বিশেষ অবলম্বন-পূর্ব্বক যে সকল কবিতা রচনা করিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিতেন এবং এখনও করিতেছেন, এবং যাহা অদ্যাবধি লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে, তাহাই 'উদ্ভট-কবিতা' বলিয়া খ্যাত। উদ্ভট-ভট্ট কবির নামানুসারেই 'উদ্ভট-কবিতা' এরূপ নাম হইয়াছে।

"উদ্ভট-শ্লোক-মালার" প্রথম-সংস্করণ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। নানা কারণ-বশতঃ তাহা এতদিন পুনর্মুদ্রিত হয় নাই।

দ্বিতীয়-সংস্করণে প্রায় ১৫০টী সুন্দর-ভাবার্থ-ঘটিত অধিক শ্লোক দেওয়ায় সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৫০০ (পাঁচ শত) শ্লোক সন্নিবেশিত রহিল।

৺কাশীধামস্থ গভর্ণমেণ্ট-সংস্কৃত-কলেজের পাণিনীয়-ব্যাকরণাধ্যাপকচর ও অধুনা কলিকাতা-সংস্কৃত-কলেজের বর্ত্তমান পাণিনীয়-ব্যাকরণাধ্যাপক, কনিষ্ঠ-সোদর-সদৃশ শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আমার অনেক সাহায্য করিয়াছেন। মদীয় কল্যাণ-ভাজন পুত্রদ্বয় শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথ দে ও শ্রীমান্ সত্যনারায়ণ দে কর্ত্তৃক সূচীপত্র-সংকলন-সময়ে আমি বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। এই হেতু ইঁহাদের নিকটে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম।

১০ বি নেবুবাগান লেন।
বাগবাজার, কলিকাতা।
২১ জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ।
৪ জুন, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ।

সংগ্রাহক ও অনুবাদক
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর।

বিষয়-সূচী

শ্লোক-সূচী

অশুদ্ধি-শোধন

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
"পদ্মে মূর্খজনে" (৮ পৃষ্ঠ, ১৯ পংক্তি)	"মূর্খায় দ্রবিণং"
দ্ব্যাদিগুণাম্বিতোঽপি (১২ পৃষ্ঠ, ২ পংক্তি)	দ্বিগুণাদ্যুন্নতোঽপি
ভেষজাতীতঃ (১৩ পৃষ্ঠ, ৫ পংক্তি)	ভেষজাতিগঃ
জ্যোতির্বিনা (২৫ পৃষ্ঠ, ৬ পংক্তি)	শোচির্বিনা
পনসচূতকুন্দাভা (৪৬ পৃষ্ঠ, ১৭ পংক্তি)	পনসাম্রকুন্দসমা
ক্বচিৎ (৪৭ পৃষ্ঠ, ১০ পংক্তি)	ক্বচিদ্
দুর্জ্জনে (৫৭ পৃষ্ঠ, ৩ পংক্তি)	দুর্ধিয়ো
শেতে সুখং (৮১ পৃষ্ঠ, ১৪ পংক্তি)	সুখং শেতে
ব্যাঘ্রগজেন্দ্রসেবিতং (১০৬ পৃষ্ঠ, ১৫ পংক্তি)	ব্যাঘ্রমৃগেন্দ্রসেবিতং
স্বলাঙ্গুলং (১৬৫ পৃষ্ঠ, ৩ পংক্তি)	শ্বলাঙ্গুলং
সংচর্ণয় (১৯৯ পৃষ্ঠ, ১১ পংক্তি)	সংচূর্ণয়
স্তয্যেব (২০৫ পৃষ্ঠ, ১১ পংক্তি)	স্তয্যেব
গোবিন্দশ্রীযতীন্দ্র (২১৮ পৃষ্ঠা, ১১ পংক্তি)	গোবিন্দাৎৈর্য্যর্যতীন্দ্র
চন্দ্রকান্ত (ঐ)	চন্দ্রকান্তৈঃ
নায়াত (২২১ পৃষ্ঠ, ৯ পংক্তি)	নায়াতি
দৈব (২২৮ পৃষ্ঠ, ৯ পংক্তি)	নৈব
বালগতে (২৬৬ পৃষ্ঠ, ১২ পংক্তি)	ভক্তনতে
পুস্পাঞ্জলি (২৬৬ পৃষ্ঠ, ১৮ পংক্তি)	পুষ্পাঞ্জলি
পুত্রোঽতঃ (২৬৮ পৃষ্ঠ, ১৭ পংক্তি)	পুত্রেঽতঃ
ধর্ম্মাম্ভো (২৭৬ পৃষ্ঠ, ১০ পংক্তি)	ঘর্ম্মাম্ভো

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সরস্বান্ (২৮০ পৃষ্ঠ, ১২ পংক্তি)	সমুদ্রঃ
ইত্যুক্ত্বা (২৮০ পৃষ্ঠ, ১৩ পংক্তি)	প্রোচোদং
ব্রজেন্দ্রনাথ ও শ্রীহরেন্দ্রনাথ (২৯৩ পৃষ্ঠ, ২২ পংক্তি)	ব্রজেন্দ্রকুমার ও শ্রীহরেন্দ্রকুমার
ভ্রাতুস্পুত্র (২৯৪ পৃষ্ঠ, ৭ পংক্তি)	ভ্রাতুষ্পুত্র
সার্থকচন্দ্র দে (২৯৪ পৃষ্ঠ, ১৮ পৃষ্ঠ)	সার্থকরাম দে
সার্থকচন্দ্রকে (২৯৪ পৃষ্ঠ, ২২ পংক্তি)	সার্থকরামকে
সার্থকচন্দ্র (২৯৫ পৃষ্ঠ, ১৩ পংক্তি)	সার্থকরাম
সার্থকচন্দ্র (২৯৫ পৃষ্ঠ, ২৪ পংক্তি)	সার্থকরাম
গলধৃতবসনো (৩০৯ পৃষ্ঠ, ১০ পংক্তি)	গলধৃতবসনঃ
সূর্য্য (৩৪২ পৃষ্ঠ, ২১ পংক্তি)	পাণ্ডু

উদ্ভট-শ্লোক-মালা।

একরত্নম্।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রশ্ন :—

কস্য নাম নরস্যেহ ব্রজেৎ সাম্যং মহাকবিঃ।
মমৈতং কথয় প্রশ্নং রাজসংসদি কোবিদ॥

কার সঙ্গে হয় মহাকবির তুলনা?
এ বিষয় মনে মনে করিয়া কল্পনা,
আমার সভায় বসি ওহে বুধ জন!
সদুত্তর দাও এই প্রশ্নের এখন।

নবরত্নের মধ্যে এক রত্নের উত্তর :—

পাকা কবি হইতে হইলে, পাকা চোরের সমস্ত লক্ষণই তাঁহার থাকা উচিত। এই সব লক্ষণ কি, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে :—

ধীরং নিক্ষিপতে পদং হি পরিতঃ শব্দং সমুদ্বীক্ষতে
নানার্থাহরণঞ্চ বাঞ্ছতি মুদাঽলঙ্কারমাকর্ষতি।

আদত্তে বিমলং সুবর্ণনিচয়ং ধত্তে রসান্তর্গতং
দোষান্বেষণতৎপরো বিজয়তে সচ্চোরবৎ সৎকবিঃ ॥ (১)

চারিদিকে পদক্ষেপ করে সাবধানে,
কিরূপ হ'তেছে শব্দ, কাণ দিয়া শুনে;
নানা অর্থ-আহরণে মহা কুতূহলী,
আকর্ষণ করে হর্ষে অলঙ্কার গুলি;
হরণ করিয়া লয় সুবর্ণ-নিচয়,
তুলে লয় যাহা কিছু রসান্তরে রয়;
সর্ব্বদাই রহে দোষান্বেষণে নিরত,
পাকা কবি ঠিক এক পাকা চোর মত!

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রত্যুত্তর:—

"ধীরং নিক্ষিপত" ইতি শ্লোকো যো রচিতোঽধুনা।
"একরত্নং" স বিজ্ঞেয়ঃ কাব্যকোবিদকণ্ঠগম্॥

"ধীরং নিক্ষিপতে" শ্লোক কবি-কণ্ঠ-হার,
"একরত্ন" এই নাম রহিল ইহার!

---

(১) ব্যাখ্যা। পদং—সুপ্তিঙন্তাদি পদ; (পক্ষে) চরণ। শব্দং সমুদ্বীক্ষতে—ইহা শিষ্ট বা দুষ্ট শব্দ, ইহার বিচার করে; (পক্ষে) কোথায় কি শব্দ হইতেছে, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখে। নানার্থাহরণং—শ্লিষ্ট পদ প্রয়োগ করিয়া নানা অর্থ-করণ; (পক্ষে) স্বর্ণ-রৌপ্যাদির আহরণ। অলঙ্কারং—উপমাদি অলঙ্কার; (পক্ষে) কঙ্কণাদি ভূষণ। সুবর্ণনিচয়ং—সুন্দর বর্ণ-সমূহ; (পক্ষে) স্বর্ণ-সমূহ। রসান্তর্গতং—শৃঙ্গারাদি-রস-মিশ্রিত বাক্য; (পক্ষে) রসার (পৃথিবীর) অভ্যন্তরস্থ ধনাদি। দোষান্বেষণতৎপরঃ—কোথায় কি কাব্য-দোষ হইতেছে, তাহার অন্বেষণে তৎপর; (পক্ষে) দোষা (রাত্রি) কালের অন্বেষণে তৎপর।

দ্বিরত্নম্।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রশ্ন :—

কে গুণাঃ পণ্ডিতে নিত্যং কে বা দোষা অপণ্ডিতে।
এতৌ কথয়তং প্রশ্নৌ কোবিদৌ রাজসংসদি ॥

পণ্ডিতের কোন্ কোন্ মহাগুণ রয়?
মূর্খের বা কোন্ কোন্ মহাদোষ হয়?
সভায় বসিয়া, ওহে দুই বুধবর!
দুইটী প্রশ্নের দাও দুইটী উত্তর।

নবরত্নের মধ্যে দুই রত্নের ক্রমশঃ উত্তর :—

(১)

পণ্ডিত লোকের কি কি আটটী গুণ থাকে, তাহাই এই শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে :—

দম্ভং নোদ্বহতে ন নিন্দতি পরান্ নো ভাষতে নিষ্ঠুরং
প্রোক্তং কেনচিদপ্রিয়ঞ্চ সহতে ক্রোধঞ্চ নালম্বতে।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রমপি প্রভূতমনিশং সন্তিষ্ঠতে মূকবদ্
দোষাংশ্ছাদয়তে গুণান্ বিতনুতে চাষ্টৌ গুণাঃ পণ্ডিতে ॥

না রাখেন অহঙ্কার মনে কদাচন,
না করেন পর-নিন্দা ভুলেও কখন,
কদাপি নিষ্ঠুর বাক্য না আনেন মুখে,
কটু কথা শুনিয়াও রন্ মহাসুখে,

ক্রোধকেও মনে কভু না দেন আশ্রয়,
বোবা রন্ জানিয়াও শাস্ত্র-সমুদয়,
পর-দোষ দেখিয়াও করেন গোপন,
দেখিয়া পরের গুণ করেন কীর্ত্তন,
যথার্থ পাণ্ডিত্য-লাভ হইয়াছে যাঁর,
এই অষ্ট মহাগুণ থাকিবে তাঁহার!

(২)

মূর্খ লোকের কি কি আটটী দোষ থাকে, তাহা কবি এই শ্লোকে বিদ্রূপ-সহকারে নিরূপণ করিতেছেন :—

মূর্খত্বং সুলভং ভজস্ব কুমতে মূর্খস্য চাষ্টৌ গুণা
নিশ্চিন্তো বহুভোজকোঽতিমুখরো রাত্রিন্দিবং স্বপ্নভাক্।
কার্য্যাকার্য্যবিচারণাবিরহিতো মানাপমানে সমঃ
প্রায়েণাময়বর্জ্জিতো দৃঢ়বপুর্মূর্খঃ সুখং জীবতি॥

মূর্খতা সুলভ বস্তু সদাই সংসারে,
তাই বলি রে দুর্ম্মতি! ধর গিয়া তারে।
মূর্খের আটটী গুণ বড় চমৎকার,
থাকে যদি সব গুলি অভাব কি আর!
চিন্তাশূন্য, বহুভোজী, অত্যন্ত বাচাল,
দিবানিশি নিদ্রা যায়,—নাহি কালাকাল;
নাহি থাকে কিছুমাত্র হিতাহিত জ্ঞান,
মান অপমান তার দুটীই সমান।
রোগ শোক প্রায় কভু ভোগ নাহি করে,
দেহ খানি হৃষ্ট পুষ্ট,—বহু বল ধরে।

একাধারে অষ্ট গুণ করিয়া ধারণ
মহাসুখে বেঁচে রয় মূর্খ যেই জন!

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রত্যুত্তর :—

"দন্তং নোদ্বহতে" "মূর্খঃ" শ্লোকদ্বয়মিদং ক্রমাৎ।
"দ্বিরত্নং" জ্ঞায়তে নিত্যং পণ্ডিতানাং সুখাস্পদম্॥

"দন্ত" "মূর্খ" শ্লোক-দ্বয় পণ্ডিত জনার
অতি সুখপ্রদ,—নাম দ্বিরত্ন ইহার!

ত্রিরত্নম্।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রশ্ন :—

প্রতিকূলা বুধে লক্ষ্মীরনুকূলাঽবুধে কথম্।
কেন সাম্যং ব্রজেদ্ ভিক্ষুঃ কো নিরন্নশ্চিরং ভুবি॥

কমলার বিষ-দৃষ্টি পণ্ডিতের প্রতি,
কিন্তু তাঁর কি কারণ মূর্খ সনে রতি?
ভিক্ষুকের সনে হয় কাহার তুলনা?
কাহার দুর্গতি নিত্য অন্ন-বস্ত্র বিনা?

নবরত্নের মধ্যে তিন রত্নের ক্রমশঃ উত্তর :—

(১)

মূর্খেরই উপরি লক্ষ্মীর কৃপা হইয়া থাকে, কিন্তু পণ্ডিতের

উপরি তাঁহার কৃপা হয় না। ইহার কারণ জানিবার জন্য কবি লক্ষ্মীকে প্রশ্ন করিতেছেন এবং লক্ষ্মীও তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন :—

মূর্খায় দ্রবিণং দদাসি কমলে বিদ্বৎসু কিং মৎসরো
নাহং মৎসরিণী ন চাপি চপলা নৈবাস্তি মূর্খে রতিঃ।
মূর্খেভ্যো দ্রবিণং দদামি নিতরাং তৎকারণং শ্রূয়তাং
বিদ্বান্ সর্ব্বগুণেন ভূষিততনুর্মূর্খস্য নান্যা গতিঃ॥

কবি প্রশ্ন করিতেছেন :—

ওমা লক্ষ্মি! এ সংসারে মূর্খ যেই জন,
তাহারেই বহু ধন কর বিতরণ;
কিন্তু মাগো! এ সংসারে পণ্ডিত যে হয়,
তার প্রতি কেন তুমি হও মা! নির্দ্দয়?

লক্ষ্মী উত্তর দিতেছেন :—

পণ্ডিতের প্রতি মোর কভু দ্বেষ নাই,
মূর্খ সনে থাকিতেও কভু নাহি চাই।
সকলেই ডাকে মোরে "চঞ্চলা" বলিয়া,
ইহার কারণ কিছু না পাই ভাবিয়া;
তবে যে মূর্খেরে আমি দিই বহু ধন,
ইহারো কারণ বলি, করহ শ্রবণ,—
বহু গুণে বিভূষিত যে জন বিদ্বান্,
সহস্র উপায় তার রহে বিদ্যমান।
কিন্তু যে পরম মূর্খ হয় এ ধরায়,
আমা বিনা তার আর না আছে উপায়!

(২)

সন্নিপাত-জ্বরে রোগীর যে সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়, ভিক্ষা করিবার সময়েও ভিক্ষুকের সেই সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ :—

সপ্রস্বেদঃ পুলকপরুষঃ সংভ্রমী সপ্রকম্পঃ
সান্তর্দাহঃ প্রশিথিলধৃতিঃ সাস্যশোষঃ সতর্ষঃ।
সংবৃত্তো যো গুরুরপি লঘুর্হন্ত তৈস্তৈঃ প্রকারৈ-
র্যাচ্ঞাশব্দঃ স্পৃশতি পদবীং সন্নিপাতজ্বরস্য॥

কাল ঘাম ছুটে যায় তখনি শরীরে,
গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে সর্ সর্ ক'রে;
কি বলিতে কিবা বলে, নাহি থাকে জ্ঞান,
আসিয়া প্রবল কম্প হয় বিদ্যমান;
ভিতর পুড়িতে থাকে আগুনের মত,
যত কিছু ধৈর্য্য থাকে, সব হয় হত;
দেখিতে দেখিতে মুখ শুকাইয়া যায়,
ছাতি যেন ফেটে যায় প্রবল তৃষ্ণায়;
পরম প্রবল হ'য়ে উঠিবে প্রথমে,
কিন্তু হায়, ক্রমে ক্রমে বেশ যায় ক'মে;
যে সব লক্ষণ রয় সন্নিপাত-জ্বরে,
ভিক্ষা-কালে সেই সব হয় এ সংসারে!

(৩)

কবি চিরকালই নিরন্ন। তাই কোন কবি কৌশল-সহকারে এই শ্লোকে কবির দুঃখ জানাইয়া কহিতেছেন :—

কস্ত্বং ভোঃ কবিরস্মি তৎ কিমু সখে ক্ষীণোঽস্যনাহারতো
ধিক্ দেশং গুণিনোঽপি দুর্গতিরিয়ং দেশং ন মামেব ধিক্।
পাকার্থী ক্ষুধিতো যদৈব বিদধে পাকায় বুদ্ধিং তদা
বিন্ধ্যে নেন্ধনমম্বুধৌ ন সলিলং পৃথ্ব্যাঞ্চ নো তণ্ডুলঃ॥

পথিক—কে তুমি? আমার কাছে দাও পরিচয়?
কবি—আমি কবি, আর কিবা পরিচয় রয়!
পথিক—কি কারণে তুমি এত হইয়াছ ক্ষীণ?
কবি—নিত্য অনাহারে মোর কাটিতেছে দিন!
পথিক—ধিক্ দিই দেশে, আর ধিক্ গুণি-জনে!
কবি—দেশে কেন ধিক্? ধিক্ এই অভাজনে!
কবি—ক্ষুধার জ্বালায় যবে হইয়া কাতর
অন্ন-পাক হেতু যাই দিগ্-দিগন্তর,
পোড়া ভাগ্যে নাহি মিলে বিন্ধ্যেও ইন্ধন,
সমুদ্রেও গিয়া জল না দেখি তখন!
তণ্ডুল চক্ষেও নাহি দেখি এই ভবে,
হায় রে কবির অন্ন কোথা মিলে কবে?

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রত্যুত্তর:—

"পদ্মে মূর্খজনে" "সপ্রস্বেদঃ" "কস্ত্ব"মিতি ক্রমাৎ।
"ত্রিরত্নং" ভুবি বিজ্ঞেয়ং পণ্ডিতানাং পরং প্রিয়ম্॥

"পদ্মে" "সপ্রস্বেদঃ" "কস্ত্বং" এই শ্লোক-ত্রয়
"ত্রিরত্ন" নামক বুধ-প্রিয় সাতিশয়!

চতূরত্নম্।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রশ্ন :—

দশমোঽস্তি গ্রহঃ কো বা কিং ষষ্ঠং পাতকং মহৎ।
কথং মক্ষিকানির্ব্বেদঃ কস্য ক্ষুদ্রমনাঃ সমঃ॥

বিষম দশম গ্রহ বলা যায় কারে?
কিবা ষষ্ঠ মহাপাপ রহে এ সংসারে?
হাত পা ঘষিয়া থাকে মাছি কি কারণ?
কাহার সমান হয় ক্ষুদ্রচেতাঃ জন?

নবরত্নের মধ্যে চারি রত্নের ক্রমশঃ উত্তর :—

(১)

শাস্ত্রানুসারে "নয়"টী গ্রহেরই নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন আর একটী গ্রহ আছেন। "জামাই" বাবুই এই "দশম" গ্রহ। নবগ্রহের যে সকল গুণ থাকে, ইহারও ঠিক সেই সকল গুণ আছে! ইহাই এই শ্লোকে কবির বক্তব্য বিষয় :—

সদা বক্রঃ সদা ক্রূরঃ সদা পূজামপেক্ষতে।
কন্যারাশিপ্রিয়ো নিত্যং জামাতা দশমো গ্রহঃ॥

সর্ব্বদাই বক্র-ভাব করেন ধারণ,
সর্ব্বদাই ক্রূর-ভাবে অবস্থিত রন্,
সর্ব্বদাই চেষ্টা রয় পূজা পাইবার,
সর্ব্বদাই কন্যা-রাশি লইয়া বিহার,—

এ হেন জামাই বাবু নব-গ্রহ ছাড়ি
আর এক গ্রহ রন্ শ্বশুরের বাড়ী!

(২)

শাস্ত্রে "পঞ্চ" মহাপাতকেরই নাম-নির্দ্দেশ আছে। এতদ্ভিন্ন আরও এক মহাপাতক রহে; "দারিদ্র্য"ই এই "ষষ্ঠ" মহাপাতক। ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ:—

সংসর্গং ন হি কশ্চিদস্য কুরুতে সম্ভাষ্যতে নাদরাৎ
সংপ্রাপ্তো গৃহমুৎসবেষু ধনিনাং সাবজ্ঞমালোক্যতে।
দূরাদেব মহাজনস্য বিচরত্যল্পচ্ছদো লজ্জয়া
মন্যে নির্ধনতা প্রকামমপরং ষষ্ঠং মহাপাতকম্॥

দরিদ্র জনের সঙ্গ কেহ নাহি চায়,
আদর করিয়া কেহ না ডাকে তাহায়।
উৎসবে ধনীর গৃহে করিলে গমন,
তুচ্ছ ভাবি তারে সবে করে দরশন।
পরিয়া সামান্য বস্ত্র ধনীরে দেখিয়া
লজ্জায় ঘুরিতে থাকে বহু দূরে গিয়া।
"পঞ্চ" মহাপাপ রয়,—শাস্ত্রে ইহা কয়,
"ষষ্ঠ" মহাপাপ কিন্তু দারিদ্র্য নিশ্চয়!

(৩)

যে ধনী জন অপরকে ধনদান বা স্বয়ং ধনভোগ করেন না, তাঁহার বহুকষ্টে সঞ্চিত ধন পরিণামে অপরের ভোগ্য হয়। মধু-মক্ষিকার মধু-সঞ্চয়ের দুঃখজনক পরিণাম দেখাইয়া কবি এই শ্লোকে ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন:—

দাতব্যং কৃতিভির্ধনং হি নধনে নো সঞ্চিতং সর্ব্বদা
দানং শ্রীবলিকর্ণবিক্রমপতেঃ খ্যাতং পৃথিব্যাং পরম্।
আশ্চর্য্যং মধু দানভোগরহিতং নষ্টং চিরাৎ সঞ্চিতং
নির্ব্বেদাদিতি পাণিপাদযুগলং ঘর্ষন্ত্যহো মক্ষিকাঃ॥

ধন-হীনে ধন-দান কৃতীর উচিত,
চিরদিন নাহি রয় ধন সুসঞ্চিত!
কিবা বলি, কর্ণ, বিক্রমাদিত্য নৃপতি,
দান হেতু ইঁহাদের পৃথিবীতে খ্যাতি।
পাইয়া কতই কষ্ট মক্ষিকা-নিচয়,
মধু টুকু রেখে দেয় করিয়া সঞ্চয়।
হাত তুলে কাহাকেও দিতে নাহি চায়,
আপনিও পোড়া পেটে কিছুতে না খায়।
হায় রে মানুষ কিন্তু কিছুদিন পরে
আগুন জ্বালিয়া দিয়া মুখের উপরে
মধু টুকু সমস্তই করে আহরণ,
দান ভোগ না করিলে ধন অকারণ!
মনের দুঃখেতে তাই মক্ষিকা-নিচয়
হাত পা ঘষিয়া থাকে পাইলে সময়!

(৪)

যে ব্যক্তির চিত্ত স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র, তাহার সাংসারিক অবস্থা যতই উন্নত হউক, তথাপি সে তাহার ক্ষুদ্রত্ব পরিহার করিতে পারে না। কবি এরূপ ক্ষুদ্র-চিত্ত ব্যক্তিকে "৯" অঙ্কের সহিত তুলনা করিয়া কহিতেছেন :—

স্বভাবেন হি যঃ ক্ষুদ্রো দ্ব্যাদিগুণান্বিতোঽপি সঃ।
ন জহাতি নিজং ভাবং সংখ্যাঙ্কে লাকৃতির্যথা॥

যাহার স্বভাব ছোট, ছোটই সে রয়,
বাড়ুক যতই গুণ, তবু বড় নয়!
অঙ্ক-শাস্ত্রে যথা "নয়" ছোট হ'য়ে নিজে—
বাড়ুগ্ যতই গুণ—ধর্ম্মটী না ত্যজে।
"নয়"কে দ্বিগুণ করি "আঠার" পাইবে,
কিন্তু এক-আট-যোগে ঠিক "নয়" হবে!
"নয়" অষ্ট-গুণ হ'লে হয় বাহাত্তর,
সাত-দুই-যোগে কিন্তু "নয়" নিরন্তর।
"নয়" শত-গুণ হ'লে নয় শত হয়,
কিন্তু "নয়" দুটী-শূন্য-যোগে তাই রয়!
এইরূপে "নয়" অঙ্ক যতই বাড়িবে,
নিজে ক্ষুদ্র ব'লে ঠিক ক্ষুদ্রই রহিবে।
তাই বলি স্বভাবতঃ ক্ষুদ্রচিত্ত যারা,
অঙ্ক-শাস্ত্র "নয়" সম চির-ক্ষুদ্র তারা!

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রত্যুত্তর :—

"সদা বক্রশ্চ" "সংসর্গং" "দাতব্যং কৃতিভির্ধনম্"।
"স্বভাবেন" "চতূরত্নং" কাব্যকোবিদকণ্ঠগম্॥

"সদা" "সংসর্গ" "দাতব্য" "স্বভাবেন" আর
"চতূরত্ন"-নাম-ধারী কবি-কণ্ঠ-হার!

পঞ্চরত্নম্।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রশ্ন :—

কিং কেন ভুবনে ভাতি, কিমসাধ্যং বিধেরপি।
কিং ত্যাজ্যঞ্চ বুধৈ, রাজ্যাৎ প্রিয়ং, কো ভেষজাতীতঃ॥

এ সংসারে শোভা হয় কিসে বা কাহার?
কি কার্য্য করিতে শক্তি নাই বিধাতার?
কারে কারে জ্ঞানী জন করেন বর্জ্জন?
রাজ্য-অপেক্ষাও কিবা আদরের ধন?
ঔষধ পরাস্ত হয় নিকটে কাহার?
ক্রমশঃ উত্তর দাও করিয়া বিচার!

নবরত্নের মধ্যে পঞ্চ রত্নের ক্রমশঃ উত্তর :—

(১)

কোন্ বস্তুর সংযোগে কোন্ বস্তুর পরম শোভা হয়, তাহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

নাগো ভাতি মদেন কং জলরুহৈঃ পূর্ণেন্দুনা শর্ব্বরী
শীলেন প্রমদা জবেন তুরগো নিত্যোৎসবৈর্ম্মন্দিরম্।
বাণী ব্যাকরণেন হংসমিথুনৈর্নদ্যঃ সভা পণ্ডিতৈঃ
সৎপুত্রেণ কুলং নৃপেণ বসুধা লোকত্রয়ং বিষ্ণুনা॥

মদের ক্ষরণ হ'লে হস্তী শোভা পায়,
জল শোভা পায় যদি পদ্ম ফুটে তায়।

রাত্রি শোভা পায় যদি পূর্ণ-চন্দ্রোদয়,
নারী শোভা পায় যদি সচ্চরিত্রা হয়।
অশ্ব শোভা পায় যদি থাকে দ্রুত গতি,
উৎসব থাকিলে নিত্য গৃহ শোভে অতি।
ব্যাকরণ জানিলেই বাক্য শোভা ধরে,
নদী শোভা পায় যদি হংস-যুগ চরে।
পণ্ডিত থাকিলে তবে সভা শোভা পায়,
বংশ শোভা পায় যদি সুপুত্র জন্মায়।
রাজা থাকিলেই শোভা রাজ্যের তখন,
বিষ্ণুর স্থিতিতে শোভা পায় ত্রিভুবন!

(২)

সমস্ত অপ্রীতিকর বিষয়কে বশে আনিবার জন্য ঈশ্বর এক একটী উপায় বিধান করিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু দুষ্ট ব্যক্তির চিত্তকে বশে আনিবার জন্য তিনি কোন প্রকার ব্যবস্থা করেন নাই। তাই কবি আক্ষেপ করিয়া কহিতেছেন :—

**পোতো দুস্তরবারিরাশিতরণে দীপোঽন্ধকারাগমে
নির্ব্বাতে ব্যজনং মদান্ধকরিণাং দর্পোপশান্ত্যৈ সৃণিঃ।
ইত্থং তদ্ ভুবি নাস্তি যস্য বিধিনা নোপায়চিন্তা কৃতা
মন্যে দুর্জ্জনচিত্তবৃত্তিহরণে ধাতাঽপি ভগ্নোদ্যমঃ॥**

তরির হ'য়েছে সৃষ্টি সাগর তরিতে,
দীপের হ'য়েছে সৃষ্টি আঁধার হরিতে।
পাখার হয়েছে সৃষ্টি সমীর-সেবনে,
অঙ্কুশের সৃষ্টি হস্তি-দর্পের দমনে।

এ জগতে কোন কিছু কভু নাহি হেরি,
না রাখেন বিধি যার প্রতীকার করি;
কেবল দুষ্টের মন বশে আনিবার
বুঝিলাম বিধাতার শক্তি নাই আর!

(৩)

এ সংসারে বুদ্ধিমান্ লোকের কি কি পরিত্যাজ্য, কোনও কবি এই শ্লোকে এইরূপে তাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—

বৈদ্যং পানরতং নটং কুপঠিতং স্বাধ্যায়হীনং দ্বিজং
যোধং কাপুরুষং হয়ং গতরয়ং মূর্খং পরিব্রাজকম্।
রাজানঞ্চ কুমন্ত্রিভিঃ :পরিবৃতং দেশঞ্চ সোপদ্রবং
ভার্য্যাং যৌবনগর্ব্বিতাং পররতাং মুঞ্চন্তু শীঘ্রং বুধাঃ॥

চিকিৎসক বটে, কিন্তু মদ্যপানে রত;
নট বটে, কিন্তু তার শিক্ষা নাহি তত;
ব্রাহ্মণ বটেন, কিন্তু নাহি বেদ-জ্ঞান;
যোদ্ধা বটে, কিন্তু প্রাণে ভয় বিদ্যমান;
অশ্ব বটে, কিন্তু তার নাহি দ্রুত গতি;
সন্ন্যাসী বটেন, কিন্তু গণ্ডমূর্খ অতি;
রাজা বটে, কিন্তু আছে কুমন্ত্রী লইয়া;
দেশ বটে, কিন্তু আছে বিপদে ভরিয়া;
ভার্য্যা বটে, কিন্তু দেখি নিজের যৌবন
পতিরে গণিয়া তুচ্ছ ভজে অন্য জন;
এ সংসারে এই সব বড় ভয়ঙ্কর,
বর্জ্জন করেন যেন বুদ্ধিমান্ নর!

(৪)

এ সংসারে কোন্ কোন্ বস্তু প্রার্থনীয় এবং কোন্ কোন্ বস্তু অপ্রার্থনীয়, কবি এই শ্লোকে কৌশল-সহকারে তাহারই নিরূপণ করিয়া দিতেছেন :—

ক্ষান্তিশ্চেৎ কবচেন কিং কিমরিভিঃ ক্রোধোঽস্তি চেদ্ দেহিনাং
জ্ঞাতিশ্চেদনলেন কিং যদি সুহৃদ্ দিব্যৌষধৈঃ কিং ফলম্।
কিং সর্পৈর্যদি দুর্জ্জনঃ কিমু ধনৈর্বিদ্যাঽনবদ্যা যদি
ব্রীড়া চেৎ কিমু ভূষণৈঃ সুকবিতা যদ্যস্তি রাজ্যেন কিম্॥

কবচে কি প্রয়োজন, ক্ষমা যদি রয়?
ক্রোধ যদি রয়, অন্য শত্রুতে কি ভয়?
জ্ঞাতি যদি থাকে, তবে কি করে অনল?
সুহৃদ্ রহিলে, দিব্য ঔষধে কি ফল?
দুর্জন রহিল যদি, সর্পে কিবা ভয়?
সুবিদ্যা রহিল যদি, ধনে কিবা হয়?
লজ্জা-গুণ থাকে যদি, কি করে ভূষণ?
সুকবি হইলে, রাজ্যে কিবা প্রয়োজন?

(৫)

অগ্নি, বৃষ্টি, রৌদ্র, ব্যাধি, বিষ প্রভৃতি যাবতীয় দুর্জ্জয় পদার্থেরও প্রতীকার-জনক এক একটি উপায় দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু মূর্খ লোকের প্রতীকার-জনক কোনরূপ উপায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাই এই শ্লোকে কবির খেদোক্তি :—

শক্যো বারয়িতুং জলেন হুতভুক্ ছত্রেণ বর্ষাতপৌ
নাগেন্দ্রো নিশিতাঙ্কুশেন সমদো দণ্ডেন গোগর্দ্দভৌ।

ব্যাধির্বৈদ্যকভেষজৈর্বহুবিধৈর্মন্ত্রপ্রয়োগৈর্বিষং
সর্ব্বস্যৌষধমস্তি শাস্ত্রবিহিতং মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধম্‌॥

জলের প্রভাবে হয় অগ্নির দমন,
ছত্র-যোগে বৃষ্টি-রৌদ্র হয় নিবারণ।
মত্ত হস্তী শান্ত হয় অঙ্কুশ মারিলে,
গো গর্দ্দভ শান্ত হয় দণ্ডাঘাত দিলে।
বৈদ্যের ঔষধ পে'লে রোগ দূরে যায়,
মন্ত্র-বলে বিষ ছুটে কোথায় পলায়।
শাস্ত্র-মত প্রতীকার র'য়েছে সবার,
কেবল মূর্খের নাহি কোন প্রতীকার!

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রত্যুত্তর :—

"নাগঃ" "পোত"স্তথা "বৈদ্যং" "ক্ষান্তিঃ" "শক্যো" যথাক্রমম্‌।
"পঞ্চরত্ন"মিদং প্রোক্তং বিদুষামপি দুর্লভম্‌॥

"নাগ" "পোত" "বৈদ্য" "ক্ষান্তি" "শক্য",—শব্দ চয়
পাঁচটী শ্লোকের অগ্রে যথাক্রমে রয়;
"পঞ্চরত্ন"-নাম তাই দিলাম এখন,
বিদ্বানেরো পক্ষে ইহা সুদুর্লভ ধন!

ষড়্‌রত্নম্‌।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রশ্ন :—

কিং ন বশ্যং, ন নিস্তার্য্যঃ কঃ, কিং বিড়ম্বিতং ভুবি।
কিং বা স্বর্গপথ, স্তাপয়ন্তি কে, কিং নৃণাং মৃতিঃ॥

কে কে না করিতে চায় বশ্যতা-স্বীকার?
কোন্ জন কিছুতেই না পায় নিস্তার?
এ সংসারে কি কি রয় মহা বিড়ম্বন?
কি কি বস্তু স্বর্গপথ করে প্রদর্শন?
কিসে হয় মনুষ্যের সন্তপ্ত হৃদয়?
মানবের পক্ষে কিবা মৃত্যুবৎ হয়?

নব রত্নের মধ্যে ষড্ রত্নের ক্রমশঃ উত্তর :—

(১)

শাস্ত্র, রাজা ও যুবতী রমণীকে বশীভূত ভাবিয়া কিছুতেই নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। তাই কবি, ইহাদিগের উপরি বিশ্বাস সংস্থাপন করিতে নিষেধ করিতেছেন :—

শাস্ত্রং সুচিন্তিতমপি প্রতিচিন্তনীয়ং
স্বারাধিতোঽপি নৃপতিঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ।
অঙ্কে স্থিতাঽপি যুবতিঃ পরিরক্ষণীয়া
শাস্ত্রে নৃপে চ যুবতৌ কথমাত্মভাবঃ॥

স্থচিন্তা করিয়া শাস্ত্র পড়ে বুদ্ধিমান্,
তবু তার প্রতিচিন্তা পরম বিধান।
বিধিমতে উপাসনা ক'রেও রাজার
কিছুতে না যায় যেন আশঙ্কা তোমার।
যুবতী ভার্য্যারে যদি রাখ কোলে ক'রে,
তবু না বিশ্বাস ক'রো তিলার্দ্ধের তরে।
শাস্ত্র, রাজা, যুবতীরে বশে রাখা দায়,
এই সবে 'আপনার' বলা নাহি যায়!

(২)

এ সংসারে কোন্ কোন্ বিষয় অবশ্যম্ভাবী, তাহাই কবি এই শ্লোকে নির্দ্দেশ করিতেছেন :—

কোঽর্থান্ প্রাপ্য ন গর্ব্বিতো বিষয়িণঃ কস্যাপদো নাগতাঃ
স্ত্রীভিঃ কস্য ন খণ্ডিতং ভুবি মনঃ কো নাম রাজ্ঞাং প্রিয়ঃ।
কঃ কালস্য ন গোচরান্তরগতঃ কোঽর্থী গতো গৌরবং
কো বা দুর্জনবাগুরানিপতিতঃ ক্ষেমেণ যাতঃ পুমান্॥

গর্ব্ব নাহি বাড়ে কার বাড়ে যদি ধন?
নাহি আসে বিষয়ীর বিপদ্ কখন্?
কোন্ স্ত্রী না ছিন্ন করে পুরুষের মন?
রাজার হ'য়েছে প্রিয় কোথা কোন্ জন?
যমেরে দিইয়া ফাঁকি কেবা পায় পার?
প্রার্থনা করিতে গে'লে মান থাকে কার?
পড়িয়া দুষ্টের ফাঁদে কে কোথা কখন্
করিয়াছে নিরাপদে বাহিরে গমন?

(৩)

কোন্ ছয় জনের জীবন বিড়ম্বনা মাত্র, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে :—

মূর্খো দ্বিজাতিঃ স্থবিরো গৃহস্থঃ
কামী দরিদ্রো ধনবাংস্তপস্বী।
বেশ্যা কুরূপা নৃপতিঃ কদর্য্যো (১)
লোকে ষড়েতানি বিড়ম্বিতানি॥

ব্রাহ্মণ বটেন, কিন্তু শাস্ত্র-জ্ঞান-হীন;
বয়সে প্রাচীন, কিন্তু গৃহে সমাসীন;
লম্পট বটেন, কিন্তু অর্থ নাই হাতে;
সন্ন্যাসী বটেন, কিন্তু বহু ধন তাতে;
বেশ্যা বটে, কিন্তু দেহে রূপ নাহি তার;
রাজা বটে, কিন্তু তার "কদর্য্য" আচার;
সংসার ভিতরে হায় এই ছয় জন
নিশ্চিত জানিও মনে মহা বিড়ম্বন!

(৪)

কোন্ কোন্ কার্য্য করিলে স্বর্গলাভ হয়, তাহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

---

(১) "কদর্য্য" একটী পারিভাষিক শব্দ। "কদর্য্য লোক" বলিলে কি বুঝায়, তাহা স্মৃতি-গ্রন্থের নিম্ন-লিখিত শ্লোকটী দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় :—

"আত্মানং ধর্ম্মকৃত্যঞ্চ পুত্রদারাংশ্চ পীড়য়ন্।
যো লোভাৎ সঞ্চিনোত্যর্থান্ স কদর্য্য ইতি স্মৃতঃ"॥ ইতি দেবলোক্তিঃ

দানং দরিদ্রস্য বিভোঃ ক্ষমিত্বং
যূনস্তপো জ্ঞানবতশ্চ মৌনম্‌।
সুখেহপ্রবৃত্তিশ্চ সুখান্বিতস্য
দয়া কঠোরস্য দিবং নয়ন্তি॥

অর্থ-দান করে যদি দরিদ্র কখন্‌,
প্রভু যদি হন সদা ক্ষমা-পরায়ণ,
যুবা যদি ঈশ্বরের উপাসনা করে,
জ্ঞানী জন মুখে যদি সদা মৌন ধরে,
সুখী যদি সুখ-ভোগে মগ্ন নাহি রয়,
কঠিন-প্রাণের প্রাণে দয়া যদি হয়,
তা হ'লেই অনায়াসে সেই সব জন
মহাসুখে স্বর্গধামে করেন গমন!

(৫)

কুমন্ত্রীর দুর্নীতি, কুপথ্য-ভোজীর দুর্জয় রোগ, ধনবানের অহঙ্কার, দেহীর মৃত্যু ও বিষয়ী লোকের অনুতাপ অবশ্যম্ভাবী। ইহাই এই শ্লোকে কবির বক্তব্য বিষয়:—

দুর্মন্ত্রিণং কমুপযান্তি ন নীতিদোষাঃ
সন্তাপয়ন্তি কমপথ্যভুজং ন রোগাঃ।

যে রাজা ধর্ম্মকার্য্যে বিসর্জ্জন দিয়া এবং স্ত্রী, পুত্র ও আপনাকে বঞ্চিত করিয়া লোভ-বশতঃ অর্থ-সঞ্চয় করে, তাহাকেই "কদর্য্য নৃপতি" কহে:—

"কুৎসিতোঽর্য্যঃ পতিঃ কোঃ কৎ"

ইতি অমরটীকায়াং মহেশ্বরঃ।

কং শ্রীর্ন দর্পয়তি কং ন নিহন্তি মৃত্যুঃ
কং স্বীকৃতা ন বিষয়া ননু তাপয়ন্তি ॥

দুষ্ট-মন্ত্রি-যুত হেন কোন্ জন রয়,
দুর্নীতি যাহার কাছে না লয় আশ্রয়?
রোগ-ভোগ নাহি করে কে কোথা কখন্,
কুপথ্য করিতে যার সদা যায় মন?
দর্প নাহি হয় কার, হয় যদি ধন?
যম কারে ভুলে যায় করিতে নিধন?
বিষয়-আসক্তি হায় মন নাহি কার
অনুতাপানলে দগ্ধ করে অনিবার?

(৬)

লোভই বিষম দোষ, খলতাই বিষম পাপ, সৌজন্যই পরম গুণ, নিজ মাহাত্ম্যই শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার, সত্যই পরম তপস্যা, নির্ম্মল চিত্তই পরম তীর্থ, সুবিদ্যাই পরম ধন এবং অখ্যাতিই যথার্থ মরণ। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে:—

লোভশ্চেদগুণেন কিং পিশুনতা যদ্যস্তি কিং পাতকৈঃ
সৌজন্যং যদি কিং গুণৈঃ স্বমহিমা যদ্যস্তি কিং মণ্ডনৈঃ।
সত্যং চেৎ তপসা চ কিং শুচি মনো যদ্যস্তি তীর্থেন কিং
সদ্বিদ্যা যদি কিং ধনৈরপযশো যদ্যস্তি কিং মৃত্যুনা ॥

লোভ হ'তে অন্য দোষ কি রহে সংসারে?
খলতা হইতে পাপ কি থাকিতে পারে?

সুজনতা থাকে যদি, কিবা অন্য গুণে ?
থাকিলে মাহাত্ম্য নিজ কি কাজ ভূষণে ?
তপ-জপে কিবা ফল, সত্য যার বল ?
মন যার শুচি, তার তীর্থে কিবা ফল ?
সুবিদ্যা রহিল যদি, কিবা হয় ধনে ?
অপযশ থাকে যদি, ক্ষতি কি মরণে ?

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রত্যুত্তর :—

"শাস্ত্রং" "কোঽর্থান্" তথা "মূর্খো" "দানং" "দুর্মন্ত্রিণং" তথা।
"লোভশ্চে"দিতি "ষড়্‌রত্নং" পণ্ডিতানাং পরং প্রিয়ম্॥

"শাস্ত্র" "কোঽর্থ" "মূর্খ" "দান" "দুর্মন্ত্রী" ও "লোভ",—
"ষড়্‌রত্ন" নষ্ট করে পণ্ডিতের ক্ষোভ।

সপ্তরত্নম্।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রশ্ন :—

কঃ প্রণম্যো, বুধৈস্ত্যাজ্যো, দেশো গহ্যো জনৈঃ
পুংযৌবনং কদাঽসারং, কল্পবৃক্ষশ্চ জীবনম্॥

পরম প্রণম্য কোন্ নরের চরণ ?
বর্জ্জন করেন কারে সুপণ্ডিত জন ?
কোন্ দেশে নমস্কার করিয়া ত্যজিবে ?
সংসারে পরম প্রিয় কেবা হয় কবে ?

কিসে হয় পুরুষের অসার যৌবন?
প্রয়োজন নাই কল্প-বৃক্ষেও কখন্?
জীবনেও প্রয়োজন নাহি রয় কার?
বিশেষ বিচারি দাও উত্তর ইহার!

নব রত্নের মধ্যে সপ্ত রত্নের ক্রমশঃ উত্তর :—

(১)

কি কি গুণ থাকিলে মনুষ্য নমস্য হন, কবি এই শ্লোকে তাহারই নির্ণয় করিতেছেন :—

বাঞ্ছা সজ্জনসঙ্গমে পরগুণে প্রীতির্গুরৌ নম্রতা
বিদ্যায়াং ব্যসনং স্বযোষিতি রতির্লোকাপবাদাদ্ ভয়ম্।
ভক্তিশ্চক্রিণি শক্তিরাত্মদমনে সংসর্গমুক্তিঃ খলে
এতে যেষু বসন্তি নির্ম্মলগুণাস্তেভ্যো নরেভ্যো নমঃ॥

বাসনা করেন যিনি সাধু-সহবাস,
দেখিয়া পরের গুণ যাঁহার উল্লাস,
গুরুজন প্রতি যিনি নম্র-ভাবে রন্,
বিদ্যা-লাভ হেতু যাঁর বিশেষ যতন,
আপন ভার্য্যার প্রতি প্রীতি যাঁর রয়,
পাছে লোক নিন্দা করে, এই যাঁর ভয়,
হরির চরণে সদা থাকে যাঁর মন,
আত্ম-দমনের শক্তি ধরেন যে জন,
ত্যজিতে খলের সঙ্গ সদা চেষ্টা যাঁর,
সেই সব মহাত্মার পদে নমস্কার!

(২)

কোন্ কোন্ মনুষ্য ও কোন্ কোন্ বস্তু ত্যাগ করা বুদ্ধিমান্ লোকের উচিত, তাহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

রাজা ধর্ম্মবিনা দ্বিজঃ শুচিবিনা জ্ঞানং বিনা যোগিনঃ
কান্তা সত্যবিনা হয়ো গতিবিনা ভূষা চ জ্যোতির্বিনা।
যোদ্ধা শৌর্য্যবিনা তপো ব্রতবিনা ছন্দো বিনা গায়নো
ভ্রাতা স্নেহবিনা নরো হরিবিনা মুঞ্চন্তু শীঘ্রং বুধাঃ॥

রাজা বটে, কিন্তু তার ধর্ম্মে নাহি রুচি!
জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু সর্ব্বদা অশুচি!
শাস্ত্র-জ্ঞান নাহি কিছু, তথাপি সন্ন্যাসী!
ভার্য্যা বটে, কিন্তু কভু নহে সত্যভাষী!
অশ্ব বটে, কিন্তু তার নাহি দ্রুত গতি!
অলঙ্কার বটে, কিন্তু নাহি তার জ্যোতিঃ!
যোদ্ধা বটে, কিন্তু তার নাহি শৌর্য্য-ধন!
তপ জপ করে, কিন্তু নাহি তায় মন!
গান গায়, কিন্তু ছন্দে দৃষ্টি নাহি হয়!
সহোদর, কিন্তু তার স্নেহ নাহি রয়!
নর বটে, কিন্তু নাহি হরি-গুণ-গান!
এ সবারে ত্যজে যেন শীঘ্র বুদ্ধিমান্।

(৩)

যে দেশে গুণের অনাদর ও অগুণের সমাদর হইয়া থাকে, তাহার মত হতভাগ্য দেশ আর নাই! ইহাই কবি এই শ্লোকে আক্ষেপ-সহকারে কহিতেছেন :—

ছেদশ্চন্দনচূতচম্পকবনে রক্ষা চ শাখোটকে
হিংসা হংসময়ূরকোকিলকুলে কাকেষু বহ্বাদরঃ।
মাতঙ্গেন খরক্রয়ঃ সমতুলা কর্পূরকার্পাসয়ো-
রেষা যত্র বিচারণা গুণিগণে দেশায় তস্মৈ নমঃ॥

ছেদন করিয়া আম্র চম্পক চন্দন
স্যাওড়া গাছেরে রাখে করিয়া যতন ;
ময়ূর কোকিল আর হংস বধ করি
কাকেরে আদর করি রেখে দেয় ধরি ;
হস্তীর বদলে করে গর্দ্দভ গ্রহণ ;
কর্পূর-কার্পাসে ভেদ না দেখে কখন ;
যে দেশে গুণীর প্রতি এরূপ বিচার,
সে দেশের শ্রীচরণে লক্ষ নমস্কার !!!

(৪)

এ সংসারে কেহই কাহারও স্বভাবতঃ প্রিয় নহে। স্বার্থ-সাধনের উদ্দেশেই লোকে লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। নানাবিধ দৃষ্টান্ত দিয়া কবি এই শ্লোকে ইহাই সপ্রমাণ করিতেছেন :—

বৃক্ষং ক্ষীণফলং ত্যজন্তি বিহগাঃ শুষ্কং সরঃ সারসাঃ
পুষ্পং পর্য্যুষিতং ত্যজন্তি মধুপা দগ্ধং বনান্তং মৃগাঃ।
নির্দ্রব্যং পুরুষং ত্যজন্তি গণিকা ভ্রষ্টশ্রিয়ং মন্ত্রিণঃ
সর্ব্বঃ কার্য্যবশাজ্জনোঽভিরমতে কস্যাস্তি কো বল্লভঃ॥

বৃক্ষ ছেড়ে যায় পক্ষী না রহিলে ফল ;
সারস সরসী ছাড়ে না থাকিলে জল ;

ভৃঙ্গ পুষ্প ছাড়ে, যদি মধু নাহি পায়;
দগ্ধ বন ছেড়ে মৃগ দূরে চ'লে যায়;
বেশ্যা ছাড়ে লম্পটেরে না পাইলে ধন;
রাজ্য-শূন্য হ'লে রাজা ছাড়ে মন্ত্রিগণ;
সবাই সবার বন্ধু স্বার্থ-বশে হয়,
স্বার্থ ফুরাইলে হায় কেহ কারো নয়!!

(৫)

কিরূপ স্থলে ধন, পরিচর্য্যা, নারী-সম্ভোগ ও যৌবন বিফল হয়, তাহাই এই শ্লোকে কবির নির্দ্দেশ্য বিষয়:—

বিত্তেন কিং বিতরণং যদি নাস্তি দীনে
কিং সেবয়া যদি পরোপকৃতৌ ন যত্নঃ।
কিং সঙ্গমেন তনয়ো যদি নেক্ষণীয়ঃ
কিং যৌবনেন বিরহো যদি বল্লভায়াঃ॥

দান যদি নাহি করে, কিবা ফল ধনে?
হিত যদি নাহি করে, কি ফল সেবনে?
না হ'লে সুন্দর পুত্র, কি ফল রমণে?
প্রিয়ার বিচ্ছেদ হ'লে কি ফল যৌবনে?

(৬)

কিরূপ স্থলে স্বর্গ, বেশ-ভূষা, চন্দ্র-কিরণ ও কল্পবৃক্ষ আদরের বস্তু হইলেও তাহা অনাদরণীয়, এবং কিরূপ স্থলে মৃত্যু ও ঘৃণা অনাদরের বস্তু হইলেও তাহা আদরণীয় বলিয়া বোধ হয়, তাহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন:—

স্বর্গঃ কিং যদি বল্লভা নিজবধূঃ কিং বা বিভূষাবিধি-
র্লাবণ্যং যদি কিং সুধাকরকরৈঃ শৃঙ্গারগর্ভা গিরঃ।
মৃত্যুঃ কিং যদি দুর্জনেন বসতিঃ কিং ধিগ্ যদি প্রার্থনা
প্রাপ্তেষ্টঃ করিকেতনো যদি ভবেৎ কিং কল্পভূমীরুহৈঃ॥

আপন পত্নীর প্রতি প্রেম রয় যার,
কোথায় বা লাগে বল স্বর্গ-সুখ তার?
শরীরে রহিল যদি লাবণ্য-রতন,
পরিচ্ছদ-অলঙ্কারে কিবা প্রয়োজন?
শৃঙ্গারের কথা ল'য়ে মুগ্ধ যেই জন,
কোথা লাগে তার কাছে চন্দ্রের কিরণ?
দুর্জ্জনের সহবাসে যেই জন রয়,
মৃত্যু কি তাহার কাছে অতি তুচ্ছ নয়?
হীনতা স্বীকার করি প্রার্থনা যে করে,
আর কি ঘৃণার বস্তু তার এ সংসারে?
অভীষ্ট সাধিয়া ইন্দ্র হয় যেই জন,
কল্প-বৃক্ষে বল তার কিবা প্রয়োজন?

(৭)

কোন্ কোন্ স্থলে ধন, শক্তি, শাস্ত্র-জ্ঞান ও আত্মা সুনিষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়, তাহাই এই শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে:—

ধনেন কিং যো ন দদাতি যাচকে
বলেন কিং যশ্চ রিপুং ন বাধতে।

শ্রুতেন কিং যো ন চ ধর্ম্মমাচরেৎ
কিমাত্মনা যো ন জিতেন্দ্রিয়ো ভবেৎ ॥

ধন-দান নাহি করে ভিক্ষুরে যে জন,
বল, তার ধনে কিবা আছে প্রয়োজন?
শক্রনাশ যেই জন করিতে না পারে,
বল, তার শক্তি রয় কোন্ উপকারে?
বেদোচিত ধর্ম্ম-কার্য্যে নাহি যার মতি,
বল, তার বেদ পড়ি কি হইবে গতি?
যে জন না করিয়াছে ইন্দ্রিয়-দমন,
বল, তার আত্মা ল'য়ে কিবা প্রয়োজন?

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রত্যুত্তর :—

"বাঞ্ছা" "রাজা" তথা "চ্ছেদো" "বৃক্ষং" "বিত্তেন কিং" তথা।
"স্বর্গো" "ধনেন কিং" জ্ঞেয়ং "সপ্তরত্নং" সুধীপ্রিয়ম্ ॥

"বাঞ্ছা" "রাজা" "ছেদ" "বৃক্ষ" "বিত্ত" "স্বর্গ" "ধন",—
"সপ্তরত্ন" প্রিয় তার সুধী যেই জন!

অষ্টরত্নম্।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রশ্ন :—

কিং সুখং, কো দূরগ্রাহী, লক্ষ্মীশূন্যশ্চ, কর্ম্ম কিম্।
নির্ভয়ং কিং, জড়ো ধাতা কথং, শল্যমসীম কিম্ ॥

কি কি সুখকর বস্তু রহে এ সংসারে ?
হাত বাড়াইয়া দূর হ'তে কেবা ধরে ?
কাহারে ছাড়িয়া লক্ষ্মী বহু দূরে যান ?
কোন্ বলবৎ কর্ম্ম সবারি প্রধান ?
হেন বস্তু কিবা রয় নাহি যাহে ভয় ?
বিধাতার মূর্খতার কিসে পরিচয় ?
হৃদয়ের শেল সম কি আছে সদাই ?
হেন বস্তু কিবা রয় সীমা যার নাই ?

নব রত্নের মধ্যে অষ্ট রত্নের ক্রমশঃ উত্তর :—

(১)

ধনাগম, নীরোগতা, প্রিয়ভাষিণী ও প্রিয়তমা ভার্য্যা, বশীভূত পুত্র এবং অর্থকরী বিদ্যা ইহলোকে পরম সুখের বস্তু। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

অর্থাগমো নিত্যমরোগিতা চ
প্রিয়া চ ভার্য্যা প্রিয়বাদিনী চ।
বশ্যশ্চ পুত্রোঽর্থকরী চ বিদ্যা
ষড্ জীবলোকেষু সুখানি রাজন্॥

প্রতিদিন গৃহ-মধ্যে সমাগত ধন,
রোগ-শোক-পরিশূন্য দেহ আর মন,
ভার্য্যা প্রিয়তমা, পুনঃ মধুরভাষিণী,
বশীভূত পুত্র, বিদ্যা অর্থ-প্রদায়িনী,—

এ ছটী দুর্লভ ধন, শুন মহারাজ!
সংসারে সুখেরি তরে করয়ে বিরাজ!

(২)

যে প্রাণী যত দূর-পথেই থাকুক, আর যত উত্তম বা অধমই হউক, সে কিছুতেই যমের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় না। ইহাই এই শ্লোকে কবির অভিপ্রেত বিষয়:—

ব্যোমৈকান্তবিহারিণোঽপি বিহগাঃ সংপ্রাপ্নুবন্ত্যাপদং
বধ্যন্তে নিপুণৈরগাধসলিলাদ্ মৎস্যাঃ সমুদ্রাদপি।
দুর্নীতং কিমিহাস্তি কিং সুচরিতং কঃ স্থানলাভে গুণঃ
কালো হি ব্যসনপ্রসারিতকরো গৃহ্লাতি দূরাদপি॥

আকাশের প্রান্ত-ভাগে উড়িয়া বেড়ায়,
তবু দেখ পক্ষি-গণ ধরা প'ড়ে যায়।
ঘুরিয়া বেড়ায় মৎস্য গভীর সাগরে,
তথাপি সে ধরা পড়ে ধীবরের করে।
সুনীতি দুর্নীতি কিবা স্থান-গুণ আর,
কিছুই কালের হাতে না পায় নিস্তার।
যতই দূরেতে যাও, ওহে জীব-গণ!
হাত বাড়াইয়া কাল করে আকর্ষণ!

(৩)

ইন্দ্রের মত পরম ঐশ্বর্য্যশালী দেবতাও কি কি কাজ করিলে লক্ষ্মীছাড়া হইয়া যান, কবি এই শ্লোকে তাহাই নিরূপণ করিতেছেন:—

নিত্যং ছেদস্তৃণানাং ক্ষিতিনখলিখনং পাদয়োরল্পপূজা
দন্তানামল্পশৌচং বদনমলিনতা রূক্ষতা মূর্দ্ধজানাম্।
দ্বে সন্ধ্যে চাপি নিদ্রা বিবসনশয়নং গ্রাসহাসাতিরেকঃ
স্বাঙ্গে পীঠে চ বাদ্যং হরতি ধনপতেঃ কেশবস্যাপি লক্ষ্মীম্ ॥

হাতে পাইলেই তৃণ ফেলিবে ছিঁড়িয়া,
মাটির উপরে বৃথা লেখে নখ দিয়া,
পা'দুটার সব ঠাঁই জল নাহি পায়,
দাঁতগুলা মাজে, কিন্তু মল-গন্ধ তায়,
মুখখানা ছাতা-ধরা ময়লা লাগিয়া,
চুলগুলা রূক্ষ থাকে তেল না পাইয়া,
দুই সন্ধ্যা নিদ্রা যায় হ'য়ে অচেতন,
উলঙ্গ হইয়া করে শয্যায় শয়ন,
উদর সর্ব্বস্ব, সদা উচ্চ হাসি মুখে,
নিজাঙ্গে আসনে পুনঃ বাদ্য করে সুখে,
স্বয়ং কুবের, কিংবা দেব নারায়ণ
এ সব বিষয়ে যদি সদা রত রন্,
তা হ'লে তাঁদেরো প্রতি প্রীতি না রাখিয়া
লক্ষ্মী-দেবী চ'লে যান্ বিরক্ত হইয়া!

(৪)

যে কর্ম্মের কঠোর-শাসনের অনুবর্ত্তী হইয়া স্বয়ং ব্রহ্মাকেও কুম্ভকারের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড-নির্ম্মাণে সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছে; যে কর্ম্মের অপ্রতিহত-প্রভাবে স্বয়ং বিষ্ণুকেও দশবার দশমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল; যে

কর্ম্মের অনিবার্য্য নিয়মে স্বয়ং মহেশ্বরকেও হস্তে নর-কপাল লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হয়; যে কর্ম্মের দুর্জয় আদেশে স্বয়ং সূর্য্যদেবকেও প্রত্যহ আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রবল-বেগে প্রধাবিত হইতে হয়, সেই অনিবার্য্য কর্ম্মের অনন্ত শক্তির প্রাধান্য-কীর্ত্তন করাই এই শ্লোকে কবির উদ্দেশ্য :—

ব্রহ্মা যেন কুলালবন্নিয়মিতো ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে
বিষ্ণুর্যেন দশাবতারগহনে ন্যস্তো মহাসঙ্কটে।
রুদ্রো যেন কপালপাণিপুটকে ভিক্ষাটনং কারিতঃ
সূর্য্যো ধাবতি নিত্যমেব গগনে তস্মৈ নমঃ কর্ম্মণে॥

যাঁহার আজ্ঞায় ব্রহ্মা কুম্ভকার মত
গঠিতে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড আছেন ব্যাপৃত;
যাঁর বশে দশ বার দশ রূপ ধরি
কত শত কষ্ট সহ্য করিলেন হরি;
যাঁর বশে মহেশ্বর ভিক্ষার লাগিয়া
দ্বারে দ্বারে ঘুরে নর-কপাল লইয়া;
যাঁর বশে শূন্যে সূর্য্য ঘুরে অবিরাম,
সেই কর্ম্মে করি আমি অসংখ্য প্রণাম!

(৫)

এই সংসারে সমস্ত বিষয়েই ভয় আছে, কিন্তু কেবল বৈরাগ্যে ভয় নাই। ইহাই এই শ্লোকে কবির বক্তব্য বিষয় :—

ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্ ভয়ং
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে তরুণ্যা ভয়ম্।

শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ ভয়ং
সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্ ॥

ভোগে রোগ-ভয়, কুলে দুনামের ভয়,
ধনে রাজ-ভয়, মানে দৈন্য-ভয় হয় ;
বলে শত্রু-ভয়, রূপে যুবতীর ভয়,
শাস্ত্রে বাদি-ভয়, গুণে খল-ভয় রয় ;
দেহে যম-ভয়, কিবা ভয় ছাড়া নয় ?
সংসারে কেবল এক বৈরাগ্যে অভয় !

(৬)

চন্দ্রের কলঙ্ক, পদ্মনালের কণ্টক, যুবতীর কুচ-নম্রতা, কেশ-পাশের শুক্লতা, সমুদ্র-জলের অপেয়তা, পণ্ডিতের নির্ধনতা ও বৃদ্ধ-কালে ধন-সঞ্চয়ে লোকের সাবধানতা দেখিলে বিধাতার নির্বুদ্ধিতা লক্ষিত হয়। ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ :—

শশিনি খলু কলঙ্কঃ কণ্টকঃ পদ্মনালে
যুবতিকুচনিপাতঃ পক্কতা কেশজালে।
জলধিজলমপেয়ং পণ্ডিতে নির্ধনত্বং
বয়সি ধনবিবেকো নির্বিবেকো বিধাতা ॥

কতই কলঙ্ক রয় চন্দ্রের শরীরে,
কতই কণ্টক পদ্ম-নালের উপরে,
যুবতীর পয়োধর অধোমুখ হয়,
চুলগুলি পাকে,—আর কাল নাহি রয়,

জলধির লোণা জল মুখে নাহি সয়,
পণ্ডিত পেটের লাগি প্রাণে ম'রে রয়,
বৃদ্ধ-কালে অর্থ হেতু লোক সাবধান,
ওরে বিধি! তোর চে'য়ে কে আর অজ্ঞান!

(৭)

কোন্ কোন্ সাতটি পদার্থ হৃদয়ের শূল-স্বরূপ, তাহাই কবি এই শ্লোকে নির্ণয় করিতেছেন :—

শশী দিবসধূসরো গলিতযৌবনা কামিনী
সরো বিগতবারিজং মুখমনক্ষরং স্বাকৃতেঃ।
প্রভুর্ধনপরায়ণঃ সততদুর্গতঃ সজ্জনো
নৃপাঙ্গণগতঃ খলো মনসি সপ্ত শল্যানি মে॥

দিবসে চন্দ্রের হয় ধূসর বরণ,
নারীর না থাকে রূপ যাইলে যৌবন;
পদ্ম যদি শুকাইয়া যায় সরোবরে,
সরোবর তত শোভা আর নাহি ধরে;
অতি সুপুরুষ জন স্বভাব-সুন্দর,
কিন্তু মুখ খানি তার রহে নিরক্ষর;
রক্ষা-কর্ত্তা প্রভু হন্ ধন-পরায়ণ,
সুজন বটেন কিন্তু পরম নির্ধন,
খল জন করে বাস রাজার ভবনে,
এই সাত শেল সম বোধ হয় মনে!

(৮)

এ জগতে সকলেই আশার মোহিনী মায়ায় সমাচ্ছন্ন। পরম নিঃস্ব ব্যক্তি হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর পর্য্যন্ত সকলেই দুর্জ্জয় আশার বশবর্ত্তী। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

নিঃস্বোঽপ্যেকশতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপো
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশতাং কাঙ্ক্ষতি।
চক্রেশঃ সুররাজতাং সুরপতির্ব্রহ্মাস্পদং বাঞ্ছতি
ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং হরিঃ শিবপদং তৃষ্ণাবধিং কো গতঃ॥

শত মুদ্রা ইচ্ছা করে যে জন নির্দ্ধন,
পে'লেও শতেক মুদ্রা সহস্রে মনন!
সহস্র পে'লেও হ'তে চায় লক্ষ-পতি,
লক্ষ-পতি চায় পুনঃ হইতে নৃপতি!
ভূপতিও ইচ্ছা করে হই চক্রেশ্বর,
চক্রেশ্বর ইচ্ছা করে হই পুরন্দর!
পুরন্দর ব্রহ্ম-পদ, ব্রহ্মা বিষ্ণু পদ,
বিষ্ণুও বাসনা করে শিবের সম্পদ্!
যত চায়, তত পায়, তবু ইচ্ছা করে,
হায় রে দুরাশা! তোর পেট নাহি ভরে!

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রত্যুত্তর :—

"অর্থো" "ব্যোম" তথা "নিত্যং" "ব্রহ্মা" "ভোগে" "শশিন্য"পি।
"শশী" "নিঃস্ব"শ্চ বিজ্ঞেয়"মষ্টরত্নং" সুখাস্পদম্॥

"অর্থ" "ব্যোম" "নিত্য" "ব্রহ্মা" "ভোগ" "শশী" "শশী"
"নিঃস্ব"—"অষ্টরত্ন" সুখ-প্রদ দিবানিশি !

নবরত্নম্ ।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রশ্ন :—

কো বশ্যঃ কেন, কঃ কষ্টী, ভূষণং কিং, নৃপে গুণাঃ ।
হতং বিড়ম্বিতং, কিঞ্চ বলং, হাস্যং, নৃপো হি কঃ ॥

কিসে কেবা বশীভূত রহে অবিরাম ?
ভিন্ন ভিন্ন দুষ্কৃতির কিসে পরিণাম ?
কিসে কার হয় অতি রম্য অলঙ্কার ?
কি কি মহাগুণ থাকা উচিত রাজার ?
কোন্ দোষে কোন্ গুণ নষ্ট হ'য়ে যায় ?
কি কি মহা বিড়ম্বন রহে বা ধরায় ?
কিসে বা কাহার বল রহে অনুক্ষণ ?
পৃথিবীতে হাস্যাস্পদ কোন্ কোন্ জন ?
কিরূপ নৃপতি সুখী চিরদিন ধরি ?
ক্রমশঃ উত্তর দাও বিশেষ বিচারি !

নব রত্নের মধ্যে এক এক রত্নের ক্রমশঃ উত্তর :—

(১)

এই পৃথিবীতে কাহাকে কি উপায়ে বশীভূত রাখিতে পারা যায়, কবি এই শ্লোকে তাহাই কহিতেছেন :—

মিত্রং স্বচ্ছতয়া রিপুং নয়বলৈর্লুব্ধং ধনৈরীশ্বরং
কার্য্যেণ দ্বিজমাদরেণ যুবতিং প্রেম্ণা শমৈর্বান্ধবান্।
অত্যুগ্রং স্তুতিভির্গুরুং প্রণতিভির্মূর্খং কথাভির্বুধং
বিদ্যাভী রসিকং রসেন সকলং শীলেন কুর্য্যাদ্ বশম্॥

মিত্রকে করিবে বশ সাধু আচরিয়া,
শত্রুকে করিবে বশ নীতি-বল দিয়া,
লোভীকে করিবে বশ ধন-বিতরণে,
প্রভুকে করিবে বশ কার্য্য-সমাপনে,
সম্মানে করিবে বশ যতেক ব্রাহ্মণ,
প্রণয়ে করিবে বশ যুব-নারী-জন,
মনের সংযমে রে'খো বশে বন্ধু-গণে,
স্তব করি বশে রে'খো অতি ক্রুদ্ধ জনে,
গুরুকে রাখিবে বশে সদা নত হ'য়ে,
মূর্খকে রাখিবে বশে মিষ্ট কথা ক'য়ে,
পণ্ডিতেরে রে'খো বশে শাস্ত্র-আলাপনে,
রসিকেরে রে'খো বশে রসের কথনে,
অন্য সবে বশে রে'খো করি শিষ্টাচার,
তা হ'লে সবাই বশে থাকিবে তোমার!

(২)

এ সংসারে কিরূপ লোকের কিরূপ দুর্গতি হয়, তাহাই কবি এই শ্লোকে নির্দ্দেশ করিতেছেন :—

অর্থী লাঘবমুচ্ছ্রিতো নিপতনং কামাতুরো লাঞ্ছনং
লুব্ধোঽকীর্ত্তিমসঙ্গরঃ পরিভবং দুষ্টোঽন্যদোষে রতিম্।
নিঃস্বো বঞ্চনমুন্মনা বিকলতাং দোষাকুলঃ সংশয়ং
দুর্বাগপ্রিয়তাং দুরোদরবশঃ প্রাপ্নোতি কষ্টং মুহুঃ॥

প্রার্থনা করিলে লোক লঘু হ'য়ে রয় ;
অতি বাড় বাড়িলেই পড়িবে নিশ্চয় ;
লম্পট হইলে লোক, লাঞ্ছনা তাহার ;
দুর্নাম রটিবে তার, লোভ রহে যার ;
যুদ্ধ নাহি জানে যেই, তার পরাজয় ;
দেখিলে পরের দোষ, দুষ্ট সুখী রয় ;
বঞ্চনা তাহার নিত্য, অর্থ নাই যার ;
অস্থির যাহার চিত্ত, বৈকল্য তাহার ;
দোষ করিলেই, মনে সদাই সন্দেহ ;
দুর্ব্বাক্য কহিলে, নাহি ভালবাসে কেহ ;
পাশা খেলা ল'য়ে যেই মত্ত অনুক্ষণ,
অনন্ত দুঃখের ভাগী হয় সেই জন!

(৩)

কোন্ বস্তু কাহার অলঙ্কার-স্বরূপ, তাহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

নীতির্ভূমিভুজাং নতির্গুণবতাং হ্রীরঙ্গনানাং রতি-
র্দম্পত্যোঃ শিশবো গৃহস্য কবিতা বুদ্ধেঃ প্রসাদো গিরাম্।
লাবণ্যং বপুষঃ শ্রুতং সুমনসঃ শান্তির্দ্বিজস্য ক্ষমা
শক্তস্য দ্রবিণং গৃহাশ্রমবতাং সত্যং সতাং মণ্ডনম্ ॥৮

রাজা শোভা পায়, যদি থাকে তার নীতি ;
গুণী জন শোভা পায় থাকিলে বিনতি ;
নারী শোভা পায়, যদি থাকে লজ্জা-ভয় ;
স্ত্রী-পুরুষ শোভা পায়, প্রেম যদি রয় ;
গৃহ শোভা পায়, যদি শিশু থাকে তায় ;
কবিতা লিখিলে তবে বুদ্ধি শোভা পায় ;
বাক্য যদি মিষ্ট হয়, তবে শোভা করে ;
কান্তি যদি থাকে, তবে দেহ শোভা ধরে ;
শাস্ত্র-জ্ঞানে শোভে সদা পণ্ডিতের মন ;
শান্তি-গুণ থাকিলেই শোভে দ্বিজ-গণ ;
শক্ত শোভা পায়, যদি ক্ষমা রহে তার ;
সে গৃহস্থ শোভা পায়, অর্থ রহে যার ;
সাধু শোভে, যদি সত্য রহে নিরন্তর ;
যার যাহা, তার তাহা হ'লে মনোহর !

(৪)

কোন্ কোন্ কার্য্যে লক্ষ রাখা রাজার কর্ত্তব্য, তাহাই এই শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে :—

ধর্ম্মঃ প্রাগেব চিন্ত্যঃ সচিবগতিমতী ভাবনীয়ে সদৈব
জ্ঞেয়া লোকানুবৃত্তির্বরচরনয়নৈর্মণ্ডলং বীক্ষণীয়ম্।
প্রচ্ছাদ্যৌ রাগরোষৌ মৃদুপরুষগুণৌ যোজনীয়ৌ চ কালে
স্বাত্মা যত্নেন রক্ষ্যো রণশিরসি পুনঃ সোঽপি নাপেক্ষণীয়ঃ॥

প্রথমতঃ ধর্ম্ম-চিন্তা নিশ্চিত করিবে,
অমাত্যের মতি গতি সদাই বুঝিবে,
বুঝিয়া দেখিবে অন্য লোকের প্রকৃতি,
দেখিবে চরের চক্ষে রাজ্য-রীতি-নীতি,
কিবা ক্রোধ, কিবা স্নেহ রাখিবে চাপিয়া,
মৃদু বা কঠিন হবে সময় বুঝিয়া,
যতনে রক্ষিবে সদা নিজের জীবন,
কিন্তু যুদ্ধে তার মায়া না রে'খো কখন!

(৫)

কোন্ কোন্ দোষে কোন্ কোন্ গুণ নষ্ট হইয়া যায়, তাহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন:—

কার্পণ্যেন যশঃ ক্রুধা গুণচয়ো দম্ভেন সত্যং ক্ষুধা
মর্য্যাদা ব্যসনৈর্ধনঞ্চ বিপদা স্থৈর্য্যং প্রমাদৈর্দ্বিজঃ।
পৈশুন্যেন কুলং মদেন বিনয়ো দুশ্চেষ্টয়া পৌরুষং
দারিদ্র্যেণ জনাদরো মমতয়া চাত্মপ্রকাশো হতঃ॥

কৃপণ হইলে লোক যশ নাহি রয়,
ক্রোধ হ'লে নষ্ট হয় গুণ-সমুদয়,

সত্য কথা নাহি তার দম্ভ রহে যার,
পেটের জ্বালায় কোথা মান থাকে কার?
কাম-পানাদির দোষে হয় ধন-ক্ষয়,
বিপদ্ আসিলে কারো ধৈর্য্য নাহি রয়,
প্রমাদ ঘটিলে নষ্ট হয় দ্বিজ-গণ,
বংশ নষ্ট হয়, যদি থাকে খল জন,
বিনয় বিনষ্ট হয় মত্ততা রাখিলে,
পৌরুষ বিনষ্ট হয় দুশ্চেষ্টা থাকিলে,
দারিদ্র্য থাকিলে হয় আদর-বিনাশ,
মমতায় নষ্ট হয় আত্মার বিকাশ!

(৬)

এ সংসারে কি কি বিষম বিড়ম্বনা, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে :—

মূর্খোঽশান্তস্তপস্বী ক্ষিতিপতিরলসো মৎসরো ধর্ম্মশীলো
দুঃস্থো মানী গৃহস্থঃ প্রভুরতিকৃপণঃ শাস্ত্রবিদ্ ধর্ম্মহীনঃ।
আজ্ঞাহীনো নরেন্দ্রঃ শুচিরপি সততং যঃ পরান্নোপভোজী
বৃদ্ধো রোগী দরিদ্রঃ স চ যুবতিপতির্ধিগ্ বিড়ম্বপ্রকারান্॥

সন্ন্যাসী অশান্ত, তায় গণ্ডমূর্খ অতি;
রাজা বটে, কিন্তু নাহি রাজ-কার্য্যে রতি;
ধার্ম্মিক হইয়া দম্ভে দেখিতে না পান;
দরিদ্র গৃহস্থ, কিন্তু তবু চায় মান;

প্রভুও বটেন, কিন্তু পরম কৃপণ;
শাস্ত্রজ্ঞ বটেন, কিন্তু ধর্ম্মে নাহি মন;
আজ্ঞা নাহি দিতে পারে, যদিও নৃপতি;
শুচি, কিন্তু পর-অন্ন বিনা নাই গতি;
একে দুঃখী, তায় রোগী, তায় বৃদ্ধ অতি,
ভার্য্যাটি তাহার কিন্তু নবীনা যুবতি;
যার যাহা নাহি সাজে, থাকে যদি তার,
তার চে'য়ে বিড়ম্বনা কিবা আছে আর?

(৭)

কাহার কি প্রধান বল, তাহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে:—

স্ত্রীণাং যৌবনমর্থিনামনুগমো রাজ্ঞাং প্রতাপঃ সতাং
সত্যং স্বল্পধনস্য সঞ্চিতিরসদ্বৃত্তস্য বাগ্‌ডম্বরঃ।
স্বাচারস্য মনোদমঃ পরিণতের্বিদ্যা কুলস্যৈকতা
প্রজ্ঞায়া ধনমুন্নতেরতিনতিঃ শাস্তের্বিবেকো বলম্॥

নারীর পরম বল তাহার যৌবন,
ভিক্ষুর পরম বল পশ্চাদ্-গমন,
রাজার পরম বল প্রতাপ দুর্জ্জয়,
সাধুর পরম বল সত্য যদি রয়,
সঞ্চিত হইলে অর্থ, দরিদ্রের বল,
দুষ্টের বাক্যের ছটা পরম মঙ্গল,
শিষ্টের পরম বল মনের দমন,
প্রাচীনের মহাবল এক বিদ্যা-ধন,

বংশের পরম বল ঐক্য যদি রয়,
বুদ্ধির পরম বল ধন যদি হয়,
উন্নতির মহাবল থাকিলে বিনতি,
শান্তির পরম বল বিবেক-শকতি!

(৮)

পৃথিবীতে কোন্ কোন্ ব্যক্তি হাস্যাস্পদ, কবি এই শ্লোকে তাহাই নিরূপণ করিতেছেন :—

বিদ্বান্ সংসদি পাক্ষিকঃ পরবশো মানী দরিদ্রো গৃহী
বিত্তাঢ্যঃ কৃপণো যতির্বসুমনা বৃদ্ধো ন তীর্থাশ্রিতঃ।
রাজা দুঃসচিবপ্রিয়ঃ সুকুলজো মূর্খঃ পুমান্ স্ত্রীজিতো
বেদান্তী হতসৎক্রিয়ঃ কিমপরং হাস্যাস্পদং ভূতলে॥

পক্ষ-পাত করে বসি সভায় বিদ্বান্;
পরাধীন বটে, কিন্তু সদা চায় মান;
গৃহী বটে, কিন্তু নাহি কিছুমাত্র ধন;
বহু ধন আছে, কিন্তু বড়ই কৃপণ;
সন্ন্যাসী বটেন, কিন্তু ধনে রয় মন;
বৃদ্ধ বটে, কিন্তু তীর্থে না করে গমন;
রাজা বটে, কিন্তু থাকে দুষ্ট মন্ত্রী ল'য়ে;
বড় বংশে জন্ম, কিন্তু আছে মূর্খ হ'য়ে;
নর বটে, কিন্তু তারে হারায়েছে নারী;
বেদ-শাস্ত্র পড়ে, কিন্তু কার্য্য নাই তারি;
এই সব বিড়ম্বনা থাকিলে সংসারে,
তা হ'তে হাসির কথা কি থাকিতে পারে!

(৯)

উত্তম রাজা হইতে হইলে, উত্তম মালাকারের সমস্ত গুণই তাঁহার থাকা কর্ত্তব্য। এই সব গুণ কি কি, তাহাই এই শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে :—

উৎখাতান্ প্রতিরোপয়ন্ কুসুমিতান্ চিন্বন্ লঘূন্ বর্দ্ধয়ন্
প্রোত্তুঙ্গান্ নময়ন্ নতান্ সমুদয়ন্ বিশ্লেষয়ন্ সংহতান্।
তীব্রান্ কণ্টকিতান্ বহির্নিরসয়ন্ ম্লালান্ পুনঃ সেচয়ন্
মালাকার ইব প্রয়োগনিপুণো রাজা চিরং নন্দতি॥

উৎখাত দেখিয়া পুনঃ করিয়া রোপণ,
পুষ্পিত দেখিয়া পুনঃ করিয়া চয়ন,
বল-শূন্য শিশুগুলি বর্দ্ধন করিয়া,
অত্যুন্নত দেখিলেই নত ক'রে দিয়া,
অবনত দেখি পুনঃ করিয়া উন্নত,
সংহত দেখিয়া পুনঃ করিয়া বিযুত,
তীক্ষ্ণ কণ্টকিত দেখি দূর ক'রে দিয়া,
ম্লান দেখি পুনঃ তাহা সেচন করিয়া,
প্রয়োগে পরম পটু মালাকার মত,
থাকেন মনের সুখে রাজা অবিরত!

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রত্যুত্তর :—

"মিত্র" "মর্থো" তথা "নীতি" "ধর্ম্ম" "কার্পণ্য" "মূর্খকাঃ"।
"স্ত্রীণাং" "বিদ্বান্" ত"থোৎখাতান্" "নবরত্নং" নূহুর্লভম্॥

"মিত্র" "অর্থী" "নীতি" "ধর্ম্ম" "কার্পণ্য" "মূর্খক"
"স্ত্রী" "বিদ্বান্" "উৎখাত,"—নব-কবিতা-বাচক।
নবরত্ন-কৃত ইহা, সুদুর্লভ ধন,
"নবরত্ন" নামে খ্যাত হোগ্ সর্ব্বক্ষণ!

ভাবরত্নম্

(বিকটনিতম্বা-বিরচিতম্)

(১)

কবি সমগ্র মানব-মণ্ডলীকে "উত্তম," "মধ্যম" ও "অধম" এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, "উত্তম"কে কাঁটাল-গাছের, "মধ্যম"কে আম-গাছের ও "অধম"কে কুঁদ-গাছের সহিত তুলনা করিয়াছেন। যাঁহারা কথা না দিয়া একবারেই কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহারাই "উত্তম' লোক। যাঁহারা প্রথমে কথা দিয়া পরে তাহা কার্য্যে পরিণত করেন, তাঁহারাই "মধ্যম" লোক। যাহারা কথা দেয়, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করে না, তাহারাই "অধম" লোক। ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ :—

পনসচূতকুন্দাভা উত্তমমধ্যমাধমাঃ।
ফলং পুষ্পং ফলং পুষ্পং কর্ম্ম বাক্ কর্ম্ম বাগপি॥ (১)

---

(১) ব্যাখ্যা। কাঁটাল-গাছ ফুল না দিয়া একবারেই ফল দিয়া থাকে; "উত্তম" ব্যক্তিও কথা না দিয়া একবারেই কার্য্য করিয়া থাকেন; এজন্য "উত্তম"

উত্তম মধ্যম আর অধম যে জন
কাঁটাল রসাল কুন্দ বৃক্ষের মতন।
কাঁটাল রসাল কুন্দ, এ তিন যেমন
ফল, পুষ্প ফল, পুষ্প করে বিতরণ,
উত্তম মধ্যম আর অধম তেমন
কার্য্যে, বাক্যে কার্য্যে, বাক্যে করে সমাপন!

(২)

মৃত্যু, মূর্খ-কবি, খল-ব্যক্তি, কু নৃপতি ও চোর, এই পাঁচ জনের একরূপতা নিম্নবর্ত্তী শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে :—

বর্ণস্থং গুরুলাঘবং ন গণয়ত্যাশঙ্কতে ন ক্বচিৎ
রূপং নৈব পরীক্ষতে ন পুরুষং বৃত্তেষু বার্ত্তা কুতঃ।
কষ্টং নাঽযশসো বিভেতি মহতো নৈবাপশব্দান্তরাদ্
মৃত্যুর্মূর্খকবিঃ খলঃ কুনৃপতিশ্চৌরশ্চ তুল্যক্রিয়াঃ॥

কিবা গুরু, কিবা লঘু, না করে বিচার,
অণুমাত্র শঙ্কা নাহি হয় একবার;

ব্যক্তি কাঁটাল-গাছের মত। আম-গাছ ফুল (বউল) দিয়া তৎপরে ফল দিয়া থাকে; "মধ্যম" ব্যক্তিও কথা দিয়া তৎপরে তাহা কার্য্যে পরিণত করেন; এজন্য "মধ্যম" ব্যক্তি আম-গাছের মত। কুঁদ-ফুলের গাছ ফুল দিয়াই ক্ষান্ত হয়, ফল দেয় না; "অধম" ব্যক্তিও কথা দেয়, কিন্তু তদনুরূপ কার্য্য করে না; এজন্য "অধম" ব্যক্তি কুঁদ-ফুলের গাছের মত। [পিঙ্গলের মতে এই শ্লোকটীর প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে ছন্দোদোষ রহিয়াছে; কিন্তু শ্লোকটী অতি প্রাচীন বলিয়া দুষ্ট অংশদ্বয়ের পরিবর্ত্তন করা হইল না]

রূপ বৃত্ত পুরুষ পরীক্ষা নাহি করে,
আপন অভীষ্ট পথে অবাধে বিচরে;
অপযশে নাহি হয় কষ্টের সঞ্চার,
অপশব্দে ক্ষুব্ধ নহে অন্তর তাহার;—
মৃত্যু, মূর্খ-কবি, খল, কু-নৃপ, তস্কর,—
এ সবার একরূপ কার্য্য নিরন্তর!

(৩)

এ জগতে সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী কে, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে :—

লোকেষু নির্ধনো দুঃখী ঋণী দুঃখী ততোঽধিকম্।
তাভ্যাং রোগযুতো দুঃখী তেভ্যো দুঃখী কুভার্য্যকঃ॥

ত্রিভুবনে সেই দুঃখী যে জন নির্ধন,
তা হ'তে অধিক দুঃখী ঋণী যেই জন।
সে দু-জন হ'তে দুঃখী রোগ যারে ধরে,
সব হ'তে দুঃখী, যার নষ্টা নারী ঘরে!

(৪)

দুইটী গৃহিণী লইয়া ঘর করিলে পুরুষের কিরূপ দুর্গতি হয়, তাহাই কবি এই শ্লোকে সর্প ও বিড়ালের মধ্যগত ইন্দুরের উদাহরণ দিয়া কহিতেছেন :—

বিলাদ্বহির্বিলস্থান্তঃস্থিতমার্জারসর্পয়োঃ।
মধ্যে চাখুরিবাভাতি পত্নীদ্বয়যুতো নরঃ॥

থাকিলে বিড়াল এক গর্ত্তের বাহিরে,
থাকে যদি সর্প এক গর্ত্তের ভিতরে,
তাহাদের মধ্যে এক ইন্দুর থাকিলে
যেরূপ দুর্গতি তার হয় সেই কালে,
সেরূপ দুর্গতি সেই পুরুষের হয়,
দুইটী গৃহিণী যার নিত্য ঘরে রয়!

(৫-৬)

যে সকল স্ত্রৈণ পুরুষ স্ত্রীর অঞ্চল ধরিয়া গৃহে বসিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ-পাত করিয়া কবি কহিতেছেন ঃ—

আলোকী গুপ্তজল্পী চ বন্দী ক্ষিতিবিদারকঃ।
গ্রামনিন্দী সভাকারী প্রবাসী বিত্তবঞ্চকঃ॥
ধর্ম্মদ্বেষ্যুপবাসী চ স্বয়ং পক্বাত্মঘাতকঃ।
এতানি মাসচিহ্নানি স্ত্রৈণানাং হি প্রচক্ষতে॥

শুধু সেই মুখখানি দেখিছে সতত,
কানে কানে ফুস্-ফাস্ করে অবিরত,
বন্দি-ভাবে যোড়-হাতে সদাই দাঁড়ায়,
কথায় কথায় যেন মেদিনী ফাটায়,
গ্রামে লোক নাই বলি কত নিন্দা করে,
লোক ডে'কে সভা করে বাড়ীর ভিতরে,
আছে আছে ব'লে উঠে, যাব দেশ ছেড়ে,
টাকা কড়ি দেছে যাহা ল'তে যায় কেড়ে,

শুধু বলে পৃথিবীতে ধর্ম্ম নাই আর,
অনাহারে কতদিন কেটে যায় তার,
কখনও স্বয়ং অন্ন পাক করি খায়,
আত্মঘাতী হ'তে চায় কথায় কথায়,
হায় রে সংসারে স্ত্রৈণ হয় যেই জন,
থাকিবে তাহার এই বারটী লক্ষণ!

(৭)

নব-বিবাহিতা বালিকা, পতিকে দেখিয়া যাহা যাহা করে, ধনবান্ ব্যক্তিও ভিক্ষুককে দেখিয়া ঠিক সেইরূপ কার্য্যই করিয়া থাকেন। ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ:—

আনম্রাননমাগতে বিতনুতে নো ভাষতে ভাষিতে
স্থানাদ্ গন্তুমপীহতে ন কুরুতেঽপ্যালাপমাত্রং ক্বচিৎ।
রুদ্ধে বর্ত্মনি বক্তি নিষ্ঠুরতরং ব্রুতে চ গুপ্তাক্ষরং
ভিক্ষুং বীক্ষ্য ধনী ধবং নববধূর্যদ্বৎ সদা চেষ্টতে॥

মুখখানি নীচু করে সম্মুখে পড়িলে,
কথা কহিলেও কোন কথা নাহি বলে।
বিধিমতে চেষ্টা করে সরিয়া পড়িতে,
দুটা মিষ্ট কথা বলি না চায় তুষিতে।
পথ রোধ করিলেই কটু কথা কয়,
বিড়্ বিড়্ শব্দ কত করে সে সময়।
নব-বধূ করে যাহা পতি-দরশনে,
ভিক্ষুকে দেখিয়া তাহা করে ধনী জনে!

(৮)

এই ঘোর কলি-কালে স্বামীর প্রতি গৃহিণীর আধিপত্য কিরূপ, তাহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

ভাষন্তে বনিতাঃ কলৌ প্রতি কূলং ভর্ত্তুঃ সমং সর্ব্বদা
তাসাং যৎ পতিদেবতেতি কথনং ষষ্ঠীসমাসে কৃতম্।
লজ্জাধর্ম্মভয়ং ন তাসু কতিচিৎ স্বেচ্ছানুকার্য্যে রতা
নাসাবদ্ধগবানিব স্বকপতীন্ সঞ্চারয়ন্তি ধ্রুবম্॥

এই ঘোর কলি-কালে নারী-সমুদয়
পতির বিরুদ্ধ হ'য়ে প্রায় কথা কয়।
তাহাদের রহে "পতি-দেবতা" যে নাম,
ষষ্ঠী-সমাসেই তাহা জে'নো অবিরাম;
পতি-গণ নারীদের দেবতা,—কে বলে?
নারী-গণ পতিদেরি দেবতা ভূতলে!
কলিতে নারীর নাই লজ্জা-ধর্ম্ম-ভয়,
ইচ্ছামত কার্য্য করে সকল সময়!
নাকে দড়ি দিয়া ঠিক ষাঁড়ের মতন
পতি-গণে ঘুরাইয়া মারে নারী-গণ!

(৯)

কি শত্রু, কি মিত্র উভয়েই পরম দুঃখদায়ক। তবে শত্রুকে ত্যাগ করিয়া মিত্র-লাভের জন্য লোকে এত ব্যস্ত হয় কেন! ইহাই এই শ্লোকে কবির অভিপ্রেত বিষয় :—

শত্রুর্দহতি সংযোগে বিয়োগে মিত্রমপ্যহো।
উভয়োর্দুঃখদায়িত্বং কো ভেদঃ শত্রুমিত্রয়োঃ॥

শত্রুর মিলনে মনে অতি কষ্ট হয়,
বন্ধুর বিচ্ছেদে হয় কষ্ট সাতিশয়।
উভয়েই বহু কষ্ট যদি দেয় মনে,
শত্রু-মিত্রে কিবা ভেদ তবে এ ভুবনে!

(১০)

ভিন্ন ভিন্ন জীব এক বস্তুকেই ভিন্ন ভিন্ন চক্ষে দেখিয়া থাকে। রমণীর দৃষ্টান্ত দিয়া কবি ইহা সপ্রমাণ করিতেছেন:—

এক এব পদার্থস্তু ত্রিধা ভবতি বীক্ষিতঃ।
কুণপঃ কামিনী মাংসং যোগিভিঃ কামিভিঃ শ্বভিঃ॥

স্ত্রীলোক বিচিত্র বস্তু নিশ্চিত সংসারে,
ভিন্ন-ভাবে ভিন্ন জীব চক্ষে হে'রে তারে।
যোগি-গণ হে'রে তারে মড়ার মতন,
কামিনী ভাবিয়া তারে হে'রে কামি-গণ!
মাংস-পিণ্ড হে'রে তারে কুক্কুর সকল,
কি আশ্চর্য্য,—ভিন্ন চক্ষে ভিন্ন দৃষ্টি-ফল!

(১১)

বেশ্যার মত লক্ষ্মীরও কুটিল ব্যবহার দেখিয়া কবি মনের দুঃখে কহিতেছেন:—

তীক্ষ্ণাদুদ্বিজতে মৃদৌ পরিভবত্রাসান্ন সন্তিষ্ঠতে
মূর্খান্ দ্বেষ্টি ন গচ্ছতি প্রণয়িতামত্যন্তবিদ্বৎস্বপি।
শূরেভ্যোঽপ্যধিকং বিভেত্যুপহসত্যেকান্তভীরূনপি
শ্রীর্লব্ধপ্রসরেব বেশবনিতা দুঃখোপচর্য্যা ভৃশম্॥

যে বেশ্যার বাড়িয়াছে বড়ই পসার,
লক্ষ্মীরো তাহার মত দেখি ব্যবহার ;—
যাহার মেজাজ্ কড়া, তারে ভয় পায়,
মেজাজ্ নরম যার, তারেও না চায়।
মূর্খের উপরি তার ঘৃণা অহর্নিশ,
পরম পণ্ডিত তার দু-চক্ষের বিষ।
বীর দেখিলেই ভয়ে উঠিবে কাঁপিয়া,
ভীরু দেখিলেই হে'সে দিবে উড়াইয়া।
কিবা বেশ্যা, কিবা লক্ষ্মী,—কাহারো কখন
হাতে পায়ে ধরিলেও নাহি পাবে মন!

(১২)

কোনও এক বিরহী পুরুষ স্বীয় নায়িকার মুক্তাহার দেখিয়া তাহার প্রতি আক্ষেপ করিয়া কহিতেছে :—

স্বচীমুখেন সকৃদেব কৃতব্রণস্ত্বং
মুক্তাকলাপ লুঠসি স্তনয়োঃ প্রিয়ায়াঃ।
বাণৈঃ স্মরস্য শতশো বিনিকৃত্তমর্ম্মা
স্বপ্নেঽপি তাং কথমহং ন বিলোকয়ামি॥

ধন্য ধন্য ধন্য তুমি, ওহে মুক্তাহার!
সৌভাগ্যের কথা তব কি কহিব আর;—
একবার-মাত্র সূচি-বিদ্ধ হইয়াই
প্রিয়ার স্তনেতে পড়ি আছ সর্ব্বদাই।
পরম দুর্ভাগ্য আমি এই ত্রিভুবনে,
শতবার বিদ্ধ হ'য়ে মদনের বাণে
শতখণ্ড হইয়াছে এদেহ এখন,
স্বপনেও তবু তার না পাই দর্শন!

(১৩)

যে সকল মহাপুরুষ মাতা পিতা, ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া আজীবন শ্বশুরালয়েই দিনপাত করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের প্রতি তীব্র কটাক্ষ-পাত করিয়া এই স্ত্রী-কবি লিখিয়াছেন ঃ—

শ্বশুরগৃহনিবাসঃ স্বর্গবাসো ধরায়াং
যদি নিবসতি কশ্চিৎ পঞ্চষড়্ বাসরাণি।
তদধিকমপি তিষ্ঠেদ্ দুগ্ধলুব্ধো বিড়াল-
স্তদধিকমপি তিষ্ঠেৎ পাদুকাপুণ্যঘাতঃ॥

পাঁচ ছয় দিন মাত্র শ্বশুরের ঘরে
যে পুরুষ রয়, তার স্বর্গ এ সংসারে!
তারো বেশী দিন যদি করে অবস্থিতি,
দুগ্ধ-লুব্ধ বিড়ালের মতন দুর্গতি!
তারো বেশী থাকে যদি সেই স্ত্রী-লম্পট,
তার ভাগ্যে রহে শেষে পুণ্য পটাপট্!

(১৪)

কোনও এক বিরহিণী নায়িকা নায়কের নিকট স্বীয় দূতীকে দৌত্য কর্ম্মে পাঠাইয়াছিলেন। দূতী ফিরিয়া আসিলে নায়িকা তাহার অবস্থান্তর দেখিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিতেছেন এবং দূতীও তাহার উত্তর দিতেছে। রাক্ষসী-রূপিণী নষ্ট-চরিত্রা রমণীর বুদ্ধি কিরূপ তীক্ষ্ণ, তাহাই এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে:—

স্বিন্নং কেন মুখং দিবাকরকরৈস্তে রাগিণী লোচনে
রোষাৎ তদ্বচনোত্থিতাদ্ বিলুলিতা নীলালকা বায়ুনা।
ভ্রষ্টং কুঙ্কুমমুত্তরীয়কষণাৎ ক্লান্তাঽসি গত্যাগতৈ-
র্যুক্তং তৎ সকলং ক্ষতং কিমধরে দুষ্টৈর্মশৈর্দংশনাৎ॥

নায়িকা—ঝরিছে তোমার কেন ঘর্ম্ম-বিন্দু এত?
দূতী—প্রচণ্ড সূর্য্যের তাপে হ'য়েছি তাপিত।
নায়িকা—চক্ষু দুটী লাল-বর্ণ কেন দেখা যায়?
দূতী—রাগ হ'য়েছিল বড় তাহারি কথায়।
নায়িকা—আলুলিত কেন চূর্ণ-কুন্তল তোমার?
দূতী—বায়ু-ভরে এইরূপ অবস্থা আমার।
নায়িকা—নষ্ট হ'লো কিরূপে বা কুঙ্কুম-লেপন?
দূতী—ইহার কারণ গাত্র-বস্ত্রের ঘর্ষণ।
নায়িকা—ক্লান্ত হ'য়ে পড়িয়াছ কিসের কারণ?
দূতী—যাতায়াতে হইয়াছে কষ্ট অগণন।
নায়িকা—সকলি বুঝিনু,—ক্ষত কেন বা অধর?
দূতী—মশার কামড় সখি! বড় ভয়ঙ্কর!

দুর্জ্জনাষ্টকম্

(নিবিড়নিতম্বা-বিরচিতম্)

(১)

সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিতে হইলে মঙ্গলাচরণ করিতে হয়; এবং এই মঙ্গলাচরণে আশীর্ব্বাদ, নমস্কার অথবা বস্তু-নির্দ্দেশ করিবারই বিধান আছে। এই স্ত্রী-কবি কোনও দেব-দেবীর চরণে নমস্কার না করিয়া দুর্জ্জনের ভয়ে ভীত হইয়া তাহাকেই নমস্কার করিতেছেন :—

দুর্জ্জনং প্রথমং বন্দে সুজনং তদনন্তরম্।
মুখপ্রক্ষালনাৎ পূর্ব্বং গুহ্যপ্রক্ষালনং যথা॥

অগ্রেই বন্দনা করি দুর্জ্জন-চরণ,
পরে সুজনের পদ করিব বন্দন।
তাহার প্রমাণ দেখ,—লোকে শৌচে গিয়া
আগে ধোয় গুহ্য-দেশ, মুখ না ধুইয়া!

(২)

তক্ষক, বৃশ্চিক ও মক্ষিকার বিষ বিশেষ কষ্ট-দায়ক হইলেও তাহা এই সব জন্তুর এক এক অঙ্গেই বিদ্যমান আছে। কিন্তু দুর্জ্জনের বিষ এই সব জন্তুর বিষ হইতেও তীব্রতর, এবং তাহা দুর্জ্জনের সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপিয়া থাকে! ইহাই এই শ্লোকে কবির বক্তব্য বিষয় :—

তক্ষকস্য বিষং দন্তো মক্ষিকায়া বিষং শিরঃ।
বৃশ্চিকস্য বিষং পুচ্ছং সর্ব্বাঙ্গং দুর্জ্জনে বিষম্॥

মক্ষিকার শিরে বিষ, তক্ষকের দাঁতে,
বৃশ্চিকের পুচ্ছে বিষ, দুঃখ নাই তাতে।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য দেখ, দুষ্ট যেই জন
তাহার সর্ব্বাঙ্গে বিষ রহে সর্ব্বক্ষণ!

(৩)

শত শত উপায় অবলম্বন করিলেও দুর্জ্জনকে কখনই সুজন করা যাইতে পারে না। ইহাই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয়:—

দুর্জ্জনঃ সুজনো ন স্যাদুপায়ানাং শতৈরপি।
অপানং মৃৎসহস্রেণ ধৌতং চাস্যং কথং ভবেৎ॥

করুক যতই চেষ্টা লোকে সর্ব্বক্ষণ,
তথাপি দুর্জ্জন কভু না হয় সুজন।
হাজার লাগাও মাটী মার্গে বিলেপিয়া,
যে মার্গ সে মার্গ রয়,—মুখ না হইয়া!

(৪)

শ্লেষ্মা ও দুর্জ্জনের প্রকৃতি একরূপ; কারণ ইহাদের প্রত্যেকেই মিষ্ট-রসে বৃদ্ধি ও কটু-রসে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে:—

অহো প্রকৃতিসাদৃশ্যং শ্লেষ্মণো দুর্জ্জনস্য চ।
মধুরৈঃ কোপমায়াতি কটুকেনৈব শাম্যতি॥

শ্লেষ্মা আর দুর্জ্জনের একই প্রকৃতি,
কি আশ্চর্য্য! তাহাদের না হয় বিকৃতি।
মিষ্ট-রসে তাহাদের প্রকোপ-বর্দ্ধন,
কটু-রসে কিন্তু হয় দর্প-নিবারণ!

(৫)

খল ও কণ্টক উভয়েই দুঃখ-দায়ক। এই দুঃখ-দূরীকরণের দুইটী উপায় আছে। এই দুইটী উপায় কি কি, তাহাই এই স্ত্রী-কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন:—

খলানাং কণ্টকানাঞ্চ দ্বিবিধৈব প্রতিক্রিয়া।
উপানন্মুখভঙ্গো বা দূরতো বাপি বর্জ্জনম্॥

খল আর কণ্টকের দুটী প্রতীকার,—
পাদুকায় মুখ-ভঙ্গ, দূরে পরিহার!

(৬)

কবি এই শ্লোকে ইন্দুরের সহিত দুর্জ্জনের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন:—

দুর্জ্জনঃ স্বপ্রকৃত্যৈব পরকার্য্যং বিলুম্পতি।
নোদরতৃপ্তিমায়াতি মূষিকো বস্ত্রভক্ষকঃ॥

যে জন দুর্জ্জন হয় সে জন না ভাল রয়
পরের অনিষ্টে সদা যায় তাঁর মতি।
ক্ষয় করে বস্ত্র কে'টে কিন্তু নাহি দেয় পেটে
ইন্দুরের দেখ এই অপরূপ রীতি!

(৭)

কোমল-হৃদয় দানশীল ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকটে খল-স্বভাব লোক থাকিলে প্রার্থি-জনের প্রার্থনা পূর্ণ হয় না। অগ্নি ও ধূমের উদাহরণ দিয়া কবি এই শ্লোকে ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন:—

প্রায়ঃ স্বভাবমলিনো মহতাং সমীপে
তিষ্ঠন্ খলঃ প্রকুরুতেঽর্থিজনোপঘাতম্।
শীতার্দ্দিতৈঃ সকললোকসুখাবহোঽপি
ধূমে স্থিতে ন হি সুখেন নিষেব্যতেঽগ্নিঃ॥

মলিন স্বভাব যার, সেই খল জন
বড় মানুষের কাছে থাকি অনুক্ষণ,
খারাপ করিয়া দিয়া কাণ দুটী তাঁর
ভিক্ষুক জনের কত করে অপকার।
আগুন পোহাইয়া সুখ শীতের সময়,
কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যদি ধূম তথা রয়,
সে আগুন পোহাইয়া শীতার্ত্ত যেমন
কিছুমাত্র সুখ নাহি পাইবে তখন!

(৮)

যে ব্যক্তি সম্পদের সময় অহঙ্কারে মত্ত হইয়া পরের মনে বিশেষ কষ্ট দেয়, ঈশ্বর শীঘ্রই তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া তাহার অধঃপতন করিয়া দেন। কবি স্তনের সহিত এই বিষয়টীর সৌসাদৃশ্য দেখাইয়া কহিতেছেন:—

সমুন্নত্যাং সত্যাং য ইব বসুমত্যাং জড়মতিঃ
পরেষাং পীড়ায়ৈ প্রভবতি বিধিস্তস্য কুরুতে।
মুখং ম্লানং কৃত্বা হ্যচিরদিবসে ভূরিপতনং
প্রমাণং নারীণাং কুচকলস এব প্রভবতি॥

এ সংসারে যে দুর্ম্মতি উন্নতি-সময়
অপরের মনঃপীড়া দেয় সাতিশয়,
মুখে কালী দিয়া হায় বিধাতা তখন
নিশ্চিত করিয়া দেন তাহার পতন।
যুবতীর পয়োধর প্রথমে উন্নত,
শেষে কাল মুখ ল'য়ে হয় নিপতিত॥

সুজনাষ্টকম্।

(নিবিড়নিতম্বা-বিরচিতম্)

(১)

যিনি স্বভাবতঃ সাধু, তাঁহার সাধুত্ব চিরদিনই একভাবে বিদ্যমান থাকে। কবি এই শ্লোকে ইহাই কৌশল-সহকারে কহিয়াছেন:—

গবাদীনাং পয়োঽন্যেদ্যুঃ সদ্যো বা জায়তে দধি।
ক্ষীরোদধেস্তু নাদ্যাপি মহতাং বিকৃতিঃ কুতঃ॥

আজ হোগ্, কা'ল হোগ্, যবে হোগ্ হায়,
ট'কিয়া গরুর দুধ দ'ই হ'য়ে যায়।
কত দুধ রহে দেখ ক্ষীরোদ-সাগরে,
ট'কিয়া না গেল তবু এতদিন পরে!
সংসারে যথার্থ সাধু হন্ যেই জন,
অন্যথা না হয় তাঁর স্বভাব কখন!

(২)

যাঁহারা স্বয়ং অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়াও অপরের কষ্ট নিবারণ করেন, তাঁহারাই যথার্থ সুজন। সুজনের সহিত ব্যজনের (পাখার) তুলনা করিয়া কবি এই শ্লোকে ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন:—

সুজনং ব্যজনং মন্যে চারুবংশসমুদ্ভবম্।
আত্মানং হি পরিভ্রম্য পরতাপনিবারকম্॥

কিবা সাধু জন, আর কিবা পাখা খানি,
দু'য়েরি হ'য়েছে জন্ম বড় বংশে জানি!
প্রত্যেকেই ঘুরে ঘুরে তাপিত হইয়া
অপরের তাপ-রাশি দেয় বিনাশিয়া!

(৩)

সকল কবিই কহিয়া থাকেন যে, সাধুর হৃদয় নবনীতবৎ কোমল। কিন্তু এই স্ত্রী-কবি কহিতেছেন যে, ইহা নবনীত অপেক্ষাও কোমলতর! ইহাই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয়:—

সজ্জনস্য হৃদয়ং নবনীতং
যদ্ বদন্তি কবয়স্তদলীকম্।

অন্যচিত্তবিলসন্মৃদুতাপাৎ
সজ্জনো দ্রবতি নো নবনীতম্ ॥

সাধুর কোমল মন ননীর মতন,
নিশ্চিত অলীক এই কবির বচন!
পর-মনস্তাপে গলে সাধুর হৃদয়,
সে তাপে কি নবনীত কভু দ্রব হয়?
তাই বলি তুল্য জ্ঞান কভু নহে ঠিক,
সাধুর কোমল মন ননীর অধিক!

(৪)

সাধু-সংসর্গ একটী অপূর্ব্ব প্রদীপ! সাধারণ প্রদীপে যে সকল দোষ থাকে, সাধু-সঙ্গ-প্রদীপের সে সব দোষ কিছুই নাই। ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ:—

পাত্রং পবিত্রয়তি নৈব মলং প্রসূতে
স্নেহং ন সংহরতি নৈব গুণান্ ক্ষিণোতি।
দোষাবসানরুচিরশ্চলতাং ন ধত্তে
সৎসঙ্গমঃ সুকৃতসদ্মনি কোঽপি দীপঃ॥

যে পাত্রে থাকিবে, তাহা সুপবিত্র করে,
কারেও মলিন নাহি করে এ সংসারে;
নাহি করে কিছুমাত্র স্নেহের ব্যত্যয়,
ক্ষয় না করিতে দেয় গুণ-সমুদয়;
দোষাবসানেও হয় পরম রুচির,
কিছুতেই নাহি হয় কদাপি অস্থির,

সাধু-সঙ্গ-প্রদীপের তুল্য নাহি মিলে,
পুণ্যবান্ হ'লে লোক তারি গৃহে জ্বলে।

(৫)

মহান্ লোকই মহত্তর লোকের অভীষ্ট-সাধনে সমর্থ হন। নীচ লোকের এরূপ শক্তি নাই যে, তাঁহার অভীষ্ট-সাধন করিতে পারে। মেঘ ও নদীর উদাহরণ দিয়াই কবি এই কথাটী সপ্রমাণ করিতেছেন :—

তুঙ্গাত্মনাং তুঙ্গতরাঃ সমর্থা
মনোরুজং ধ্বংসয়িতুং ন নীচাঃ।
ধারাধরা এব ধরাধরাণাং
নিদাঘতাপোপশমা ন নদ্যঃ॥

উচ্চ হ'তে উচ্চতর হন্ যেই জন,
তিনিই তাঁহার দুঃখ করেন মোচন।
কিন্তু যত নীচ লোক রহে এ সংসারে,
তাঁহার মনের দুঃখ নাশিতে না পারে।
গ্রীষ্ম-কালে দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়া
পর্ব্বতের দেহ যবে দেয় পুড়াইয়া,
তখন উপর হ'তে ঢে'লে দিয়া জল
মেঘ তাহা ক'রে দেয় পরম শীতল।
নিম্ন-দেশে রহে কত নদী অনিবার,
কিন্তু তাহে পর্ব্বতের কিবা উপকার?

(৬)

সঙ্গ-গুণে বা সঙ্গ-দোষে মানুষ সাধু বা অসাধু হয় না,—স্বভাব-গুণ বা স্বভাব-দোষেই সাধু বা অসাধু হইয়া থাকে। সংসর্গ অপেক্ষা স্বভাবই বলবত্তর; ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থঃ—

অসাধুঃ সাধুর্বা ভবতি খলু জাত্যৈব পুরুষো
ন সঙ্গাদ্ দৌর্জ্জন্যং ন হি সুজনতা কস্যচিদপি।
প্ররূঢ়ে সংসর্গে মণিভুজগয়োর্জন্মজনিতে
মণির্নাহের্দোযান্ স্পৃশতি ন হি সর্পো মণিগুণান্॥

অসাধু অথবা সাধু মানুষ যে হয়,
স্বভাবই হেতু তার, সঙ্গ হেতু নয়।
জন্মাবধি থাকে মণি সর্পের মাথায়,
তথাপি তাহার দোষ কিছুতে না পায়!
সর্পও মণির সনে থাকে সর্ব্বক্ষণ,
তথাপি তাহার গুণ না করে গ্রহণ!

(৭)

সাধু জনের কি কি গুণ থাকে, তাহাই এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয়ঃ—

ধর্ম্মে তৎপরতা মুখে মধুরতা দানে সমুৎসাহিতা
মিত্রেঽবঞ্চকতা গুরৌ বিনয়িতা চিত্তেঽতিগম্ভীরতা।
আচারে শুচিতা গুণে রসিকতা শাস্ত্রেঽতিবিজ্ঞানিতা
রূপে সুন্দরতা হরৌ ভজনিতা সৎস্বেব সংদৃশ্যতে॥

ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেই রহেন তৎপর,
রাখেন মধুর বাক্য মুখে নিরন্তর,
দান করিবার হেতু ব্যস্ত অনুক্ষণ,
বন্ধু-জনে নাহি কভু করেন বঞ্চন,
গুরু-জন প্রতি সদা রহেন বিনত,
গাম্ভীর্য্য রাখেন নিজ চিত্তে অবিরত,
শাস্ত্র-মত শুদ্ধাচারে রত সর্ব্বক্ষণ,
বুঝিতে গুণীর গুণ দক্ষ বিলক্ষণ,
নানা শাস্ত্র-পাঠে রন্ সাতিশয় জ্ঞানী,
ধারণ করিয়া রন্ রম্য মূর্ত্তিখানি,
হরির সেবায় রন্ বিশেষ নিপুণ,
সাধু হইলেই তাঁর এই সব গুণ!

(৮)

যে স্থানে সজ্জনের সমাগম হইবার কথা, সে স্থানেও দুর্জ্জনের সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এই পৃথিবীতে সজ্জনের থাকিবার স্থান অতি বিরল। ইহাই এই শ্লোকে এই স্ত্রী-কবির খেদোক্তি:—

গেহং দুর্গতবন্ধুভির্গুরুগৃহং ছাত্রৈরহঙ্কারিভি-
র্হট্টং পত্তনবঞ্চকৈর্মুনিজনৈঃ শাপোন্মুখৈরাশ্রমান্।
সিংহাদ্যৈশ্চ বনং খলৈর্নৃপসভাং চৌরৈর্দিগন্তানপি
সংকীর্ণান্যবলোক্য সত্যসরলঃ সাধুঃ ক্ব বিশ্রাম্যতি॥

দরিদ্র আত্মীয় রয় আত্মীয়ের ঘরে,
গুরু-গৃহে অহঙ্কারী ছাত্র বাস করে!
বিলক্ষণ প্রতারণা চলিবে বলিয়া
দুষ্ট জন হাটে থাকে নগর ছাড়িয়া!
শত মুখে শাপ-দানে পটু মুনি-গণ
তপোবনে গিয়া করে আশ্রয় গ্রহণ!
সিংহাদি অরণ্যে বাস করে অবিরত,
রাজার সভায় থাকে খল শত শত!
কত শত চোর চুরি করিব বলিয়া
ঘুরিতেছে সদা দিগ্-দিগন্ত ব্যাপিয়া!
দুষ্টে পরিপূর্ণ পৃথিবীর সব ঠাঁই,
কোথায় বা রন্ সাধু, বুঝিয়া না পাই!

লক্ষ্মী-চরিত্রম্

(বিজ্জকা-বিরচিতম্)

(১)

সরস্বতী এই কবিতায় লক্ষ্মীকে পাপীয়সী, ক্ষণস্থায়িনী, দুশ্চারিণী ও নীচগামিনী বলিয়া তিরস্কার করিতেছেন:—

হে লক্ষ্মি ক্ষণিকে স্বভাবচপলে মূঢ়ে চ পাপেঽধমে
ন ত্বং চোত্তমপাত্রমিচ্ছসি খলে প্রায়েণ দুশ্চারিণী।

যে দেবার্চ্চনসত্যশৌচনিরতা যে চাপি ধর্ম্মে রতা-
স্তেভ্যঃ কুপ্যসি নির্দ্দয়ে গতমতির্নীচো জনো বল্লভঃ ॥

শুন শুন ওলো লক্ষ্মি! শুন মোর বাণী,
বলিব তোমার কিছু গুণের কাহিনী,—
কারো বাড়ী নাহি তুমি থাক অনিবার,
পরম চঞ্চল সদা স্বভাব তোমার!
নির্ব্বোধ তোমার মত না দেখি কখন,
পাপ-কার্য্যে লিপ্ত তুমি থাক সর্ব্বক্ষণ।
নীচমনাঃ তব সব কেবা আছে আর,
খলের সহিত তুমি কর ব্যভিচার।
যার দেহে মহাগুণ রহে অহর্নিশ,
সে জন তোমার দেখি দু-চক্ষের বিষ।
দেব-পূজা-রত সত্যবাদী শুচি জনে
ধার্ম্মিকেও দে'খে তুমি ক্রুদ্ধ হও মনে।
তাহাতেই মন তব নির্দ্দয় যে জন,
অতি নীচ জন তব হৃদয়ের ধন!

(২)

লক্ষ্মী নিম্ন-লিখিত শ্লোকে আপনার দোষ-ক্ষালন করিয়া সরস্বতীকে কহিতেছেন :—

নাহং দুশ্চরিতা ন চাপি চপলা মূঢ়ো ন মে রোচতে
নো শূরো ন চ পণ্ডিতো ন চ শঠো হীনাক্ষরো নৈব চ।

পূর্ব্বস্মিন্ কৃতপুণ্যযোগবিভবো ভুঙ্‌ক্তে স মে সৎ ফলং
লোকানাং কিমসহ্যতা সখি পুনর্দৃষ্ট্বা তদীয়ং সুখম্॥

কারো সনে কভু নাহি করি ব্যভিচার,
না জানি কেন যে নাম "চঞ্চলা" আমার।
মূঢ়, শূর, সুপণ্ডিত, মূর্খ, শঠ জন
মোর মনে নাহি ধরে কেহই কখন।
পূর্ব্ব-জন্মে যেই জন বহু পুণ্য করে,
তাহারেই থাকি আমি চিরদিন ধ'রে।
তবে কেন সে জনের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া
লোকের টাটায় চোখ, না পাই ভাবিয়া!

(৩)

লক্ষ্মীকে "চঞ্চলা" বলিয়া লোকে তাঁহার দুর্নাম রটায়। পিতা যদি অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়া যুবতী কন্যাকে বুড়ার হস্তে সমর্পণ করেন, তাহা হইলে তাহাতে কন্যার কোনই দোষ নাই, পিতারই সম্পূর্ণ দোষ। তাই কবি লক্ষ্মীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কহিতেছেন :—

যদ্ বদন্তি চপলেত্যপবাদং
নৈব দূষণমিদং কমলায়াঃ।
দূষণং জলনিধের্হি ভদেৎ তৎ
যৎ পুরাণপুরুষায় দদৌ তাম্॥

লক্ষ্মীরে "চঞ্চলা" বলি দুর্নাম রটায়,
সমুদ্রেরি দোষ তাহে, লক্ষ্মীর কি তায়?
পুরাণ পুরুষ এক, বয়ঃক্রম যার
গণনা করিতে পারে, হেন শক্তি কার!
এ হেন বুড়ার হাতে লক্ষ্মীরে ধরিয়া
সমুদ্র সঁপিয়া দিল কিছু না ভাবিয়া!
হায় রে বুড়ার হাতে পড়িলে যুবতী,
"চঞ্চলা" না হ'লে তার কিবা আর গতি!

(৪)

লক্ষ্মীকে "চঞ্চলা" বলিয়া লোকে তাঁহার অপবাদ দিয়া থাকে। কিন্তু এই স্ত্রী-কবি পরিহাস-চ্ছলে তাঁহাকে পরম পতিব্রতা বলিয়া প্রমাণ করিতেছেন :—

গোভিঃ ক্রীড়িতবান্ কৃষ্ণ ইতি গোসমবুদ্ধিভিঃ।
ক্রীড়ত্যদ্যাপি সা লক্ষ্মীরহো দেবী পতিব্রতা॥

লইয়া গরুর পাল সুখে বৃন্দাবনে
কেলি করিতেন কৃষ্ণ তাহাদের সনে;
আজিও গরুর মত যারা বুদ্ধি ধরে,
তাহাদেরি সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী ঘুরে ফিরে।
তাই বলি, ধন্য তুমি লক্ষ্মি ঠাকুরাণি!
দেখাইলে পতি-ভক্তি, হেন মনে গণি।
সতী সাধ্বী পতিব্রতা নারী যদি রয়,
তুমিই যথার্থ আছ, বলিব নিশ্চয়!

(৫)

বিষ, বিষ নয়, লক্ষ্মীই যথার্থ বিষ। লক্ষ্মীর সংসর্গে থাকিলে লোকে যেরূপ অজ্ঞান হইয়া পড়ে, বিষ-পান করিলে লোকে সেরূপ অজ্ঞান হইয়া পড়ে না। ইহার উদাহরণ দেখাইয়া কবি কহিতেছেন :—

হলাহলো নৈব বিষং বিষং রমা
জনঃ পরং ব্যত্যয়মত্র মন্যতে।
নিপীয় জাগর্ত্তি সুখেন তং হরঃ
স্পৃশন্নিমাং মুহ্যতি নিদ্রয়া হরিঃ॥

লক্ষ্মীই যথার্থ বিষ, বিষ বিষ নয়,
এ কথা সহজে লোক না করে প্রত্যয়।
ঢক্ ঢক্ ক'রে বিষ গলায় ঢালিয়া
মহাদেব মহাসুখে আছেন জাগিয়া!
লক্ষ্মীরে করিয়া স্পর্শ কিন্তু নারায়ণ
অঘোর নিদ্রায় পড়ি রন্ অচেতন!

(৬)

লক্ষ্মী যখনই যাহার সম্মুখে গিয়া পদার্পণ করেন, তখনই সে ব্যক্তি অন্ধ হইয়া যায়। ইহার হেতু নির্দ্দেশ করিয়া কবি কহিতেছেন :—

মন্যে সত্যমহং লক্ষ্মীঃ সমুদ্রাদ্ ধূলিরুত্থিতা।
পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি শ্রীমন্তো ধূলিলোচনাঃ॥

কি কাণ্ড হইয়াছিল সমুদ্র-মন্থনে,
সমুদ্রই বেশ তাহা বুঝিয়াছে মনে।
সমুদ্রের প্রাণে সব স'য়ে ছিল বটে,
ধূলি উড়েছিল কিন্তু ঘর্ষণের চোটে।
এখন আমার মনে এই টুকু লয়,
লক্ষ্মী সেই ধূলি ছাড়া আর কিছু নয়!
লক্ষ্মী ধূলি না হইলে, তবে কি কারণ,
দেখিয়াও দেখিতে না পান ধনী জন!

(৭)

মহা দাতা, মহা বীর এবং মহা পণ্ডিতকেও ত্যাগ করিয়া লক্ষ্মী কেবল মহা কৃপণকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন! ইহার হেতু নির্দ্দেশ করিয়া লক্ষ্মী স্বয়ং কহিতেছেন:—

শূরং ত্যজামি বৈধব্যাদুদারং লজ্জয়া পুনঃ।
বিদ্বাংসমপি সাপত্ন্যাৎ তস্মাৎ কৃপণমাশ্রয়ে॥

যেই জন বীর, তারে কভু নাহি চাই,
পাছে বা বিধবা হই, এ ভয় সদাই!
যে জন পরম দাতা, নাহি চাই তারে,
পাছে মোরে স'পে দেয় অপরের করে!
নাহি তারে ভালবাসি পণ্ডিত যে জন,
পাছে সতীনের জ্বালা করে বা দহন।
এই তিন জন মোর দু-চক্ষের বিষ,
তাই ত কৃপণ ল'য়ে থাকি অহর্নিশ!

(৮)

লক্ষ্মীকে এক স্থানে রাখিবার জন্য যতই চেষ্টা কর না কেন, কিছুতেই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। ইহার কারণ দেখাইয়া কবি কহিতেছেন:—

অপি দোর্ভ্যাং পরিবদ্ধা
বদ্ধাপি গুণৈরনেকধা নিপুণৈঃ।
নির্গচ্ছতি ক্ষণাদিব
জলধিজলোৎপত্তিপিচ্ছিলা লক্ষ্মীঃ॥

লক্ষ্মীরে দু-হাতে লোক ধরুক্ জড়িয়া,
অথবা বাঁধুক্ তারে বহু গুণ দিয়া,
চতুরের চূড়ামণি যদিও সে হয়,
লক্ষ্মীরে বাঁধিয়া রাখা সাধ্য তার নয়।
সমুদ্রের জলে বাস চিরকাল যার,
সে যে পিছ্লিয়া যাবে, বৈচিত্র্য কি তার!

(৯)

লক্ষ্মী ঠাকুরাণী একবার যাহার স্কন্ধে চাপিয়া বসেন, সে ব্যক্তি অমনি বাক্য, চক্ষুঃ ও কর্ণের মাথাটী খায়। এই টুকু মাত্র করিয়াই যে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী চুপ করিয়া থাকেন, ইহাই পরম সৌভাগ্যের কথা!

বাক্‌চক্ষুঃশ্রোত্রলয়ং
লক্ষ্মীঃ কুরুতে নরস্য কো দোষঃ।
গরলসহোদরজাতা
ন মারয়তি যচ্চ তচ্চিত্রম্॥

মানুষের বাক্য চক্ষুঃ কর্ণ দুটী আর
একা লক্ষ্মী সব গুলি করে ছারখার।
মানুষের কোন দোষ নাহি তায় রয়,
লক্ষ্মীর নিজের দোষ, জানিও নিশ্চয়।
যে লক্ষ্মীর সহোদর দুরন্ত গরল,
প্রাণে যে মারে না, সেই পরম মঙ্গল!

(১০)

লক্ষ্মীবান্ লোক কিছুতেই গুণবান্ লোকের আদর করিতে চায় না। কবি এই কথাটীর যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত পদ্মিনী ও চন্দ্রের উদাহরণ দিয়া কহিতেছেন:—

লক্ষ্মীসম্পর্কজাতোঽয়ং দোষঃ পদ্মস্য নিশ্চিতম্।
যদেষ গুণসন্দোহধাম্নি চন্দ্রে পরাঙ্মুখঃ॥

লক্ষ্মী গিয়া চাপে যার স্কন্ধের উপর,
সে জন না করে কভু গুণীর আদর।
পদ্মিনীতে রহে লক্ষ্মী দিবস-যামিনী,
গুণবান্ চন্দ্রে তাই বিমুখ পদ্মিনী!

(১১)

লক্ষ্মী পরম চঞ্চলা, পরম কুটিলা, এবং পরম মোহ-কারিণী। তাঁহার এরূপ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু গুণবান্ লোকের উপর তাঁহার মারাত্মক বিষ-দৃষ্টি কেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া কবি বিস্মিত হইয়া কহিতেছেন :—

চাঞ্চল্যমুচ্চৈঃশ্রবসস্তুরঙ্গাৎ
কৌটিল্যমিন্দোর্বিষতো বিমোহঃ।
ইতি শ্রিয়াঽশিক্ষি সহোদরেভ্যো
ন বেদ্মি কস্মাদ্ গুণবদ্বিরোধঃ॥

উচ্চৈঃশ্রবা নামে এক আছে তব ভাই,
চঞ্চলতা শিখিয়াছ তুমি তার ঠাঁই।
চন্দ্র নামে আর এক ভাই তব আছে,
কুটিলতা শিখিয়াছ তুমি তার কাছে।
বিষ নামে আর এক ভাই আছে তব,
তাহার গুণের কথা কি অধিক কব ;—
অজ্ঞান করিতে হয় কিসে সর্ব্ব জনে,
তাহাই শিখেছ তুমি থাকি তার সনে।
কিন্তু এক কথা আমি ভাবি অহর্নিশ,
গুণী জন কেন তব দু-চক্ষের বিষ!

(১২)

যে কবি লক্ষ্মীকে সামুদ্রিক জল-জন্তু বলিয়া বর্ণনা করেন, তাঁহার বর্ণনার যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিয়া এই স্ত্রী-কবি কহিতেছেন :—

লক্ষ্মীর্যাদোনিধের্যাদো নাদো বাদোচিতং বচঃ।
বিভেতি ধীবরেভ্যো যা জড়েষ্বেব নিমজ্জতি॥ ( )

সমুদ্রের জল-জন্তু, লক্ষ্মীরে যে বলে,
তার মত সত্যবাদী নাই ভূমণ্ডলে!
যদি ইহা মিথ্যা হবে, তবে কি কারণ
ধীবরে দেখিলে লক্ষ্মী ভয়ে ভীত হন!
কি কারণ তবে লক্ষ্মী জলে(ড়ে)তে ডুবিয়া
বারমাস স্থির রন্, না পাই ভাবিয়া!

(১৩)

লক্ষ্মী পরের বাড়ী গিয়া সুস্থির ভাবে কেন বারমাস বাস করিতে চাহেন না, তাহার কারণ দেখাইয়া কবি কহিতেছেন :—

যা স্বসদ্মনি পদ্মেঽপি সন্ধ্যাবধি বিজৃম্ভতে।
সেন্দিরা মন্দিরেঽন্যেষাং কথং স্থাস্যতি নিশ্চলা॥

যে লক্ষ্মী নিজের ঘর রম্য পদ্ম-বনে
সন্ধ্যাবধি থাকিতেও সুখী নয় মনে,
সে লক্ষ্মী পরের ঘরে সুস্থির হইয়া
কিরূপে থাকিবে সদা, না পাই ভাবিয়া!

---

(১) টিপ্পনী। যাদোনিধেঃ—সমুদ্রস্য। যাদং—জলজন্তুঃ। নাদো বাদোচিতং বচঃ—অদো বচো বাক্যং ন বাদোচিতং অপবাদজনকং, অপি তু প্রকৃতমেব। ধীবরেভ্যঃ—কৈবর্ত্তেভ্যঃ, (পক্ষে) ধীমদ্ভ্যঃ পণ্ডিতেভ্যঃ। জড়েষু—(ডলয়োঃ সাবর্ণ্যাৎ) জলেষু, (পক্ষে) মূর্খেষু। নিমজ্জতি—অন্তর্দেশং গচ্ছতি, (পক্ষে) সুস্থিরং তিষ্ঠতি।

(১৪)

ব্রাহ্মণের প্রতি চিরকালই লক্ষ্মীর বিষ-দৃষ্টি কেন, কবি তাহা নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

পত্যৌ কৃতপদঘাত-
শ্চুলুকিততাতঃ সপত্নিকাসেবী।
ইতি দোষাদিব রোষাদ্
মাধবযোষা দ্বিজং ত্যজতি॥

লক্ষ্মী-পতি নারায়ণ লক্ষ্মী-পতি নারায়ণ
করিলেন তাঁর বুকে ভৃগু পদার্পণ।
জন্মদাতা রত্নাকর জন্মদাতা রত্নাকর
অগস্ত্য পূরিলা তাঁরে পেটের ভিতর।
তাহে ভারতী সতীন তাহে ভারতী সতীন
ব্রাহ্মণেরা তাঁর গুণ গান প্রতিদিন।
দেখি এই সব দোষ দেখি এই সব দোষ
লক্ষ্মীর মনেতে হ'লো বিষম আক্রোশ।
লক্ষ্মী সেই রোষ-ভরে লক্ষ্মী সেই রোষ-ভরে
না করেন পদার্পণ ব্রাহ্মণের ঘরে!

(১৫)

লক্ষ্মী উচ্চ-কুলোদ্ভবা হইলেও তিনি নীচ-পথ-গামিনী; এই জন্য কবি বিস্মিত হইয়া বলিতেছেন :—

তাতঃ ক্ষীরপয়োনিধিঃ শিব শিব ভ্রাতা সুধাদীধিতিঃ
কান্তঃ কেশিনিসূদনস্ত্রিজগতীদুর্জ্জেয়বীর্য্যঃ সুতঃ।
কাঙ্ক্ষন্ত্যেকধিয়ঃ সুরাসুরগণা যস্যাঃ কটাক্ষং সদা
সা চেন্নীচপথানুগা পুনরহো কে নাম লোকে বয়ম্॥

যাঁর জন্মদাতা সেই ক্ষীরোদ-সাগর,
যাঁর সহোদর সেই দেব শশধর,
পতি যাঁর নারায়ণ কেশি-নিসূদন,
ত্রিলোক-বিজয়ী হন যাঁহার নন্দন,
করুণা-কটাক্ষ যাঁর প্রাপ্তির কারণ
একমনে ধ্যান করে দেব-দৈত্য-গণ,
সে লক্ষ্মী করেন যদি কুপথে গমন,
মানুষের কথা আর কোথায় তখন!

(১৬)

কবির চক্ষে লক্ষ্মী পরম অসতী ও সরস্বতী পরম সতী। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া এই স্ত্রী-কবি কহিতেছেনঃ—

সুখয়তিতরাং ন রক্ষসি
পরিচয়লেশং গণাঙ্গনেব শ্রীঃ।
কুলকামিনীব নোজ্‌ঝতি
বাগ্‌দেবী জন্মজন্মাপি॥

লক্ষ্মীর গুণের কথা কি কহিব আর
বেশ্যার মতন তার দেখি ব্যবহার!

আগে মহাসুখ দেয় ধ'রে পিয়া যারে,
কিছুদিন পরে কিন্তু চিনিতে না পারে!
কিন্তু কি আশ্চর্য্য দেখ, সরস্বতী হায়
সতী সাধ্বী পতিব্রতা রমণীর প্রায়;—
অন্য কাহারেও আর না ভজি কখন
জন্মে জন্মে ধ'রে রন্ সেই এক জন!

বর্ণ-সপ্তকম্

(মারুলা-বিরচিতম্)

(১)

কোন্ কোন্ "ক"কার-বিশিষ্ট পাঁচটী বিষয় থাকিলে মনুষ্য প্রাধান্য লাভ করে, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে:—

কথয়া কান্ত্যা কীর্ত্ত্যা চ কারুণ্যেন কুলেন চ।
ককারৈঃ পঞ্চভিরেভির্নরো যাতি প্রধানতাম্॥

কথা কান্তি কীর্ত্তি কুল কারুণ্য,—"ক"কার
ক'রে দেয় মানবের প্রাধান্য-প্রচার!

(২)

এ সংসারে কোন্ কোন্ "জ"কার-যুক্ত বিষয় সুদুর্লভ, তাহাই এই শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে:—

জননী জন্মভূমিশ্চ জনকশ্চ জনার্দ্দনঃ।
জাহ্নবীজলপানঞ্চ জকারাঃ পঞ্চ দুর্ল্ভাঃ॥

জনক জননী জন্মভূমি জনার্দ্দন
জাহ্নবীর জল,—পঞ্চ সুদুর্লভ ধন!

(৩)

কি কি "জ"কার-বিশিষ্ট পদার্থের কিছুতেই উদর-পূর্ত্তি হয় না, তাহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

জামাতা জঠরং জায়া জাতবেদা জলাশয়ঃ।
পূরিতা নৈব পূর্য্যন্তে জকারাঃ পঞ্চ দুর্ভরাঃ॥

জামাতা জঠর জায়া আর জলাশয়
পুনঃ জাতবেদা (অগ্নি), এই পাঁচ মহাশয়!
যত পায়, তত খায়, নাহি ভরে পেট্,
ভরাইতে যেই যায়, তারি মাথা হেঁট্!

(৪)

কোন্ কোন্ "ত"কারাদি বিষয় সম্ভোগ করিতে না পারিলে মনুষ্য এ সংসারে হতভাগ্য বলিয়া গণ্য হয়, তাহাই এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয় :—

তাম্বূলং তপনস্তৈলং তূলস্তন্বী তনূনপাৎ।
হেমন্তে যৈর্ন সেব্যন্তে তে নরা বিধিবঞ্চিতাঃ॥ (১)

(১) ব্যাখ্যা। তূলঃ—তুলা ইতি ভাষা। তন্বী—কৃশাঙ্গী, সুন্দরী। তনূনপাৎ—অগ্নিঃ

তাম্বূল, তপন, তৈল, তুল, তন্বী নারী,
তনূনপাৎ,—ছয় বস্তু সংসারে নেহারি।
হেমন্তে এ ছয় বস্তু ভাগ্যে যার নাই,
তার প্রতি বিধি বাম, জানিও সদাই॥

(৫)

যে যে "ম"কার-বিশিষ্ট বিষয় অত্যন্ত চঞ্চল, তাহাদেরই নাম এই শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে:—

মনো মধুকরো মেঘো মানিনী মদনো মরুৎ।
মা মদো মর্কটো মৎস্যো মকারা দশ চঞ্চলাঃ॥

মন মধুকর মেঘ মানিনী মদন
মর্কট মরুৎ মৎস্য মদ মা (লক্ষ্মী) ভীষণ!
এ দশ "ম"কার অতি চঞ্চল ধরায়,
কিছুতে ইহারা নাহি স্থির হ'তে চায়!

(৬)

যে যে "ব"কারাদি বস্তু প্রাপ্ত হইলে লোকে গৌরবান্বিত হয়, কবি এই শ্লোকে তাহাদেরই নাম নির্দ্দেশ করিতেছেন:—

বস্ত্রেণ বপুষা বাচা বিদ্যয়া বিভবেন চ।
বকারৈঃ পঞ্চভির্যুক্তো নরঃ প্রাপ্নোতি গৌরবম্॥

বস্ত্র, বপুঃ, বাক্য, বিদ্যা, বিভব যাহার
সংসারে বিরাজ করে এ পাঁচ "ব"কার,
হায় রে যেখানে কেন যাক্ না যখন,
পরম খাতির যত্ন পায় সেই জন!

(৭)

কোন্ সাতটী "স"কারাদি বস্তু এ সংসারে বড়ই দুর্লভ, তাহা কবি এই শ্লোকে নিরূপণ করিয়া দিতেছেন :—

সম্পৎ সরস্বতী সত্যং সন্তানঃ সদনুগ্রহঃ।
সত্তা সুকৃতসম্ভারঃ সকারাঃ সপ্ত দুর্লভাঃ॥

সম্পৎ সন্তান সত্য সত্তা (সাধুত্ব) সরস্বতী
সংকৃপা সুকৃত,—সপ্ত সুদুর্লভ অতি!

নীতি-নবকম্

(শীলাভট্টারিকা-বিরচিতম্)

(১)

লক্ষ্মীবান্ লোক পরের ব্যথা বুঝিতে পারেন না। ইহাই কবি কৌশল-ক্রমে এই শ্লোকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন :—

শেষে ভবভরাক্রান্তে শেতে সুখং হরিঃ শ্রিয়া।
লক্ষ্মীবন্তো ন জানন্তি দুঃসহাং পরবেদনাম্॥

একে ত অনন্ত নাগ মাথার উপর
ধ'রে রয় ব্রহ্মাণ্ডের ভার নিরন্তর;

তথাপি উপরে তার দেব নারায়ণ
লক্ষ্মীরে লইয়া সুখে করেন শয়ন।
লক্ষ্মী যার ঘাড়ে গিয়া চাপে এ সংসারে,
সে জন পরের ব্যথা বুঝিতে না পারে!

(২)

পরম পণ্ডিত, অত্যল্প পণ্ডিত ও গো-মূর্খের বচন-বিন্যাস কিরূপ, তাহাই এই শ্লোকে কৌশল-সহকারে কথিত হইয়াছে :—

শব্দায়তে শ্রুতিকঠোরমলং জলেন
হীনো ঘটোঽর্দ্ধসলিলাদপি রৌতি ঘোরম্।
পূর্ণোঽরবো ভবতি যৎ তদয়ং বিশেষো
বিদ্যাবতোঽল্পবিদুষঃ খলু বালিশস্য॥

জল-শূন্য ঘট কাণ ঝালা-পালা করে,
অর্দ্ধ-জল হইলেও কটু রব ধরে।
কিন্তু সেই ঘট যদি জল-পূর্ণ হয়,
কিছুমাত্র শব্দ তার কভু নাহি রয়।
তাই বলি এ সংসারে, হেন মনে লয়,
এই তিন-রূপ ঘটে প্রভেদ যা রয়,
পরম গো-মূর্খ, আর অত্যল্প বিদ্বান্,
পরম পণ্ডিত তিনে, তাই বিদ্যমান!

(৩)

সুলভ বস্তুর আদর নাই। ইহাই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয় :—

যে লোকা মলয়োপকণ্ঠনিলয়াস্তেত্বিন্ধনং চন্দন-
স্তীরোপান্তনিবাসিনাং জলনিধে রত্নানি পাষাণবৎ।
কাশ্মীরেষু নিবাসিনামপি নৃণাং নাস্ত্যাদরঃ কুঙ্কুমে
যদ্ দ্রব্যং নিকটে মহার্ঘমপি তৎ ক্ষীণাদরং বর্ত্ততে॥

মলয়-পর্ব্বত-পার্শ্বে যাহাদের বাস,
চন্দনে ইন্ধন ভাবে তারা বারমাস।
রত্নাকর সমুদ্রের তীরে থাকে যারা,
রতনে পাষাণ ভাবে মনে মনে তারা।
কাশ্মীর-প্রদেশে যারা থাকে সর্ব্বক্ষণ,
নাহি থাকে তাহাদের কুঙ্কুমে যতন।
অতি মহামূল্য দ্রব্য থাকুক্ নিকটে,
তথাপি তাহার প্রতি অনাদর ঘটে!

(৪)

কোন্ বস্তু কাহার অলঙ্কার, তাহাই কবি এই শ্লোকে নির্দ্দেশ করিতেছেন :—

নভোভূষা পূষা কমলবনভূষা মধুকরো
বচোভূষা সত্যং বরবিভবভূষা বিতরণম্।
মনোভূষা মৈত্রী মধুসময়ভূষা মনসিজঃ
সদোভূষা সূক্তিঃ সকলগুণভূষা চ বিনয়ঃ॥

আকাশের অলঙ্কার দেব দিবাকর,
পদ্মিনীর অলঙ্কার মুগ্ধ মধুকর,

সত্য থাকিলেই তবে বাক্যের ভূষণ,
ধনীর ভূষণ নিত্য ধন-বিতরণ,
মনের ভূষণ হয় মিত্রতা থাকিলে,
মদন ভূষণ হয় বসন্ত আসিলে,
সভার ভূষণ যদি সাধু বাক্য রয়,
সর্ব্ব-গুণ-বিভূষণ কেবল বিনয়!

(৫)

কে কোন্ বিষয়ে রত্ন-স্বরূপ, তাহা কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

কলারত্নং গীতং গগনতলরত্নং দিনমণিঃ
সভারত্নং বিদ্বান্ শ্রবণপুটরত্নং হরিকথা।
নিশারত্নং চন্দ্রঃ শয়নতলরত্নং শশিমুখী
মহীরত্নং শ্রীমান্ জয়তি রঘুনাথো নৃপবরঃ॥

চৌষট্টি কলার মধ্যে মহারত্ন গান,
আকাশের মহারত্ন সূর্য্য বিদ্যমান,
সভার পরম রত্ন বিদ্বান্ যে জন,
শ্রবণের রত্ন হরি-নাম-সংকীর্ত্তন,
রজনীর মহারত্ন দেব নিশাকর,
শয্যার পরম রত্ন রমণী সুন্দর,
পৃথিবীর মহারত্ন রাম রাজবর,
জয় জয় জয় তাঁর জয় নিরন্তর!

(৬)

কিসে কাহার শোভা হয়, তাহাই এস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে :—

মণিনা বলয়ং বলয়েন মণি-
র্মণিনা বলয়েন বিভাতি করঃ।
কবিনা চ বিভুর্বিভুনা চ কবিঃ
কবিনা বিভুনা চ বিভাতি সভা॥
শশিনা চ নিশা নিশয়া চ শশী
শশিনা নিশয়া চ বিভাতি নভঃ।
পয়সা কমলং কমলেন পয়ঃ
পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ॥ (১)

বলয়ের শোভা, যদি মণি থাকে তায়,
বলয়ে থাকিলে, তবে মণি শোভা পায়।
বলয় ও মণি যদি দুই থাকে করে,
তা হ'লেই সেই কর অতি শোভা ধরে।
রাজা শোভা পান, যদি কবি থাকে তাঁর,
রাজাও থাকিলে, কবি শোভে অনিবার।
কবি আর রাজা যদি থাকেন সভায়,
তবেই পরম শোভা সেই সভা পায়!

---

(১) উপর্যুক্ত দুইটী শ্লোকের প্রত্যেকটী "তোটক"-ছন্দে গ্রথিত। দুইটী তোটক-ছন্দের শ্লোক একত্রীভূত হইলেই তাহা "বৃত্ত-চন্দ্রিকায়" মতে "ক্রমিলা-ছন্দঃ" ও "বাগ্‌বল্লভের" মতে "দ্বিমিলা-ছন্দঃ" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এখানে তাহাই হইয়াছে।—গ্রন্থকার

রাত্রি শোভা পায়, যদি চন্দ্র থাকে তায়,
রাত্রি যদি থাকে, তবে চন্দ্র শোভা পায়।
রাত্রি ও চন্দ্রের হ'লে একত্র মিলন,
মহাশোভা পায় এই অনন্ত গগন।
পদ্ম শোভা পায় যদি, থাকে বহু জল,
পদ্ম থাকিলেই জল শোভে অবিরল।
একত্র থাকিলে পদ্ম জল নিরন্তর,
পরম সুন্দর শোভা ধরে সরোবর!

(৭)

তেজস্বী পুরুষের গৃহে রমণী প্রাধান্য প্রকাশ করিতে পারে না। ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ:—

শক্ত্যা যুক্তে বিদ্যমানে হি কান্তে
ন প্রাধান্যং যোষিতাং ক্বাপি দৃষ্টম্।
শুক্লে পক্ষে শীতরশ্মৌ বলিষ্ঠে
ন প্রাধান্যং তারকাণাঞ্চ দৃষ্টম্॥

পুরুষ সর্ব্বদা শক্ত হইলে সংসারে,
নারীর প্রাধান্য কভু থাকিতে না পারে।
শুক্ল-পক্ষে চন্দ্র যবে বলবান্ হন,
নাহি রহে তারকার প্রাধান্য তখন!

(৮)

কি কি গুণ দেখিয়া পুরুষের পরীক্ষা করিতে হয়, তাহাই এই শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে:—

যথা চতুর্ভিঃ কনকং পরীক্ষ্যতে
নিঘর্ষণচ্ছেদনতাপতাড়নৈঃ।
তথা চতুর্ভিঃ পুরুষঃ পরীক্ষ্যতে
শ্রুতেন শীলেন কুলেন কর্ম্মণা॥

ঘর্ষণ, ছেদন, তাপ আর বিতাড়ন
করে যথা সুবর্ণের পরীক্ষা গ্রহণ,
তথা কুল শীল বিদ্যা কর্ম্ম চারি ধন
নরের করিয়া থাকে পরীক্ষা-গ্রহণ!

(৯)

কোন্ কোন্ অসুখকর বিষয় কিরূপ অবস্থাপন্ন হইলে সুখকর হয়, তাহাই এই শ্লোকে কবির বক্তব্য বিষয়:—

দরিদ্রতা ধীরতয়া বিরাজতে
কুরূপতা শীলতয়া বিরাজতে।
কুভোজনং চোষ্ণতয়া বিরাজতে
কুবস্ত্রতা শুভ্রতয়া বিরাজতে॥

দরিদ্রের শোভা যদি থাকে সুধীরতা,
কুরূপের শোভা যদি থাকে সুশীলতা,
কুখাদ্যের শোভা হয় উষ্ণ যদি রয়,
কুবস্ত্রের শোভা হয় শুভ্র যদি হয়!

নীতি-প্রদীপঃ

(বেতালভট্ট-বিরচিতঃ)

(১)

সাধুর ধন পরোপকারেই ব্যয়িত হইয়া থাকে। সমুদ্র, বিন্ধ্য-গিরি ও মলয়-গিরির কার্য্য-কলাপ দেখাইয়া কবি এই কথাটীর যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিতেছেন :—

রত্নাকরঃ কিং কুরুতে স্বরত্নৈ-
র্বিন্ধ্যাচলঃ কিং করিভিঃ করোতি।
শ্রীখণ্ডখণ্ডৈর্মলয়াচলঃ কিং
পরোপকারায় সতাং বিভূতিঃ॥

সমুদ্রের কিবা ফল রাখিয়া রতন?
বিন্ধ্যের বা কিবা ফল রাখি হস্তিগণ?
মলয়ের কিবা ফল রাখিয়া চন্দন?
পরের হিতের লাগি মহতের ধন!

(২)

গুণী জন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াও যদি নির্গুণ জনের নিকটে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং যদি নির্গুণ জন গুণি-জনের অভ্যর্থনা না করিয়া তাঁহাকে দূরীভূত করে, তবে তাহাতে নির্গুণ জনেরই ক্ষতি হইবে; গুণী জন অন্য স্থানে গিয়া মহা সমাদর প্রাপ্ত

হইবেন। ভৃঙ্গ ও হস্তীর উদাহরণ দিয়া কবি কৌশল-ক্রমে এই শ্লোকে এই কথাই কহিতেছেন :—

কর্ণাবঘাতনিপুণেন চ তাড্যমানা
দূরীকৃতাঃ করিবরেণ মদান্ধবুদ্ধ্যা।
তস্যৈব গণ্ডযুগমণ্ডনহানিরেষা
ভৃঙ্গাঃ পুনর্বিকচপদ্মবনে চরন্তি॥

হস্তী সাতিশয় পটু কর্ণ-সঞ্চালনে
মদস্রাবে মহামত্ত হ'য়ে মনে মনে,
মাথা হ'তে তাড়াইল যবে ভৃঙ্গগণ,
অমনি গণ্ডের শোভা কমিল তখন।
বিকসিত পদ্ম-বনে থাকি অনিবার
ভ্রমর করিবে কেলি, দুঃখ কিবা তার?

(৩)

ঈশ্বরের বিধান অতিক্রম করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। স্বাধীন ব্যক্তিকেও কাল-বশে পরাধীন হইয়া পড়িতে হয়। দুর্জ্জয় হস্তীর শোচনীয় পরিণাম দেখাইয়া কবি এই বাক্যের সত্যতা নিরূপণ করিতেছেন :—

যেনাহকারি মৃণালপত্রমশনং ক্রীড়া করিণ্যা সহ
স্বচ্ছন্দং ভ্রমণঞ্চ কন্দরচয়ে পীতং পয়ো নৈর্ঝরম্।
সোঽয়ং বন্যকরী নরেষু পতিতঃ পুষ্ণাতি দেহং তৃণৈ-
র্যদ্দৈবেন ললাটপত্রলিখিতং তৎ প্রোজ্‌ঝিতুং কঃ ক্ষমঃ॥

খাইত মৃণাল-পত্র যেই অবিরত,
হস্তিনীর সনে যার কেলি ছিল কত,
গুহায় স্বচ্ছন্দে যার হইত ভ্রমণ,
ঝরণার জলে যার তৃষ্ণা-নিবারণ,
সেই বন্য-হস্তী আজ নরের অধীন,
তৃণ খে'য়ে দেখ তার কাটিতেছে দিন;
হায় রে সংসারে আছে হেন কোন্ জন,
ললাটে বিধির লিপি যে করে খণ্ডন!

(৪)

রাহুর চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রাস, মনুষ্যের গজ-ভুজঙ্গ-বন্ধন এবং বুদ্ধিমান্ পুরুষের দারিদ্র্য দর্শন করিয়া স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, বিধাতার বিধান অতিক্রম করা মনুষ্যের শক্তি-বহির্ভূত। ইহাই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয়:—

শশিদিবাকরয়োর্গ্রহপীড়নং
গজভুজঙ্গময়োরপি বন্ধনম্।
মতিমতাঞ্চ বিলোক্য দরিদ্রতাং
বিধিরহো বলবানিতি মে মতিঃ॥

চন্দ্র-সূর্য্যে রাহু-গ্রহ করিছে পীড়ন,
হস্তি-সর্পে নরগণ করিছে বন্ধন,
দারিদ্র্য হইতে দুঃখ পায় বুদ্ধিমান্,
বুঝিনু বিধিই একমাত্র বলবান্!

(৫)

ব্যোমৈকান্তবিহারিণোঽপি বিহগাঃ সংপ্রাপ্নুবন্ত্যাপদং
বধ্যন্তে নিপুণৈরগাধসলিলাদ্ মৎস্যাঃ সমুদ্রাদপি।
দুর্নীতং কিমিহাস্তি কিং সুচরিতং কঃ স্থানলাভে গুণঃ
কালো হি ব্যসনপ্রসারিতকরো গৃহ্লাতি দূরাদপি॥

* "অষ্টরত্ন"-প্রবন্ধের দ্বিতীয় শ্লোকের মুখবন্ধ ও অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

(৬)

বিধাতা অনুকূল থাকিলে লোকে তুচ্ছ ভাবিয়া উত্তম বস্তুও পরিত্যাগ করে, কিন্তু তিনি প্রতিকূল হইলে তাহাকে অধম বস্তুও গ্রহণ করিতে হয়। মধুকরী ও বদরীর উদাহরণ দিয়া কবি এই শ্লোকে এই কথাটীর সত্যতা নিরূপণ করিতেছেন:—

অবিদলন্মুকুলে বকুলে যয়া
পদমধায়ি কদাপি ন হেলয়া।
অহহ সা সহসা বিধুরে বিধৌ
মধুকরী বদরীমনুবর্ত্ততে॥

অক্ষত-মুকুলে যেই বকুলের ফুলে
কদাপি না পদার্পণ ক'রেছিল ভুলে,
হায় রে বিধাতা যবে কৃপা নিল হরি,
বদরী ধরিল গিয়া সেই মধুকরী!

(৭)

সময় মন্দ হইলে অসম্ভব বিষয়ও সম্ভবপর হইয়া থাকে। মানুষ প্রবল পিপাসার বশবর্ত্তী হইয়া এক গণ্ডূষে অনন্ত সমুদ্রকেও শুষ্ক করিয়া দিতে পারে। এরূপ অদ্ভুত ঘটনা তাহার কর্ম্মফল ভিন্ন আর কিছুই নহে! ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ:—

গতোঽস্মি তীরং জলধেঃ পিপাসয়া
স চাপি শুষ্কশ্চুলুকীকৃতো ময়া।
ন লক্ষ্যতে দোষলবোঽপি তোয়ধে-
র্মমৈব তৎ কর্ম্মফলং বিজৃম্ভতে॥

জল-পান হেতু আমি হইয়া অধীর
ধীরে ধীরে যাইলাম সমুদ্রের তীর।
পেট ভ'রে খাব জল, ছিল বড় আশা,
গণ্ডূষে শুকায়ে গেল, না গেল পিপাসা।
সমুদ্রের কিবা দোষ বল তায় আর,
আমারি কর্ম্মের ফল,—বুঝিলাম সার!

(৮)

অস্থানে পতিত হইলে মহান্ লোকেরও পরম দুর্গতি উপস্থিত হয়। ব্যাধ-পত্নী গজ-মুক্তাকেও বদরী-ভ্রমে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া দূরে ফেলিয়া দেয়। ইহাই এই শ্লোকে কবির বক্তব্য বিষয়:—

সিংহক্ষুণ্ণকরীন্দ্রকুম্ভগলিতং রক্তাক্তমুক্তাফলং
কান্তারে বদরীধিয়া দ্রুতমগাদ্ ভিল্লস্য পত্নী মুদা।

পাণিভ্যামবগৃহ্য শুক্লকঠিনং তদ্বীক্ষ্য দূরে জহা-
বস্থানে পততামতীব মহতামেতাদৃশী দুর্গতিঃ॥

করি-কুম্ভ দিল সিংহ বিদীর্ণ করিয়া,
রক্ত-মাখা মুক্তা এক পড়িল খসিয়া।
দেখিতে কুলের মত ভাবি তাহা মনে,
আহ্লাদে ব্যাধের পত্নী ছুটে গেল বনে।
দু-হাতে টিপিয়া দেখে শক্ত সাতিশয়,
ফে'লে দিল,—শাদা রঙ্ দেখিয়া বিস্ময়!
অস্থানে পতিত যদি হন মহাজন,
এরূপ দুর্গতি তাঁর হইবে তখন!

(৯)

অন্তঃসার-শূন্য ব্যক্তির বাহ্যাড়ম্বর হইতে কোনরূপ সুফল-প্রাপ্তির প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না। পুষ্প-পত্রাদি-সমন্বিত অথচ ফল-শূন্য অশোকের তলে বসিয়া ক্ষুধার্ত্ত পথিক যখন আপনার ক্ষুধা-শান্তি করিতে অক্ষম, তখন অশোক-বৃক্ষের জীবন-ধারণই বৃথা। ইহাই এই শ্লোকে কবি আক্ষেপ করিয়া কহিতেছেন:—

কিং তে নম্রতয়া কিমুন্নততয়া কিং বা ঘনচ্ছায়য়া
কিং বা পল্লবলীলয়া কিমনয়া বাশোক পুষ্পশ্রিয়া।
যত্বন্মূলনিষণ্ণখিন্নপথিকস্তোমঃ স্তুবন্নন্বহং
ন স্বাদূনি মৃদূনি খাদতি ফলান্যাকণ্ঠমুৎকণ্ঠিতঃ॥

হও না যতই নম্র, যতই উন্নত,
ছায়ায় কর না কেন যতই আবৃত,
যতই হোক্ না তব পল্লব সুন্দর,
যতই হোক্ না তব পুষ্প মনোহর,
থাকুক যতই গুণ সংসারে তোমার,
হে অশোক! এক বিনা সকলি অসার;—
যেহেতু পথিক-গণ ক্ষুধার জ্বালায়
আশা ক'রে ছুটে গিয়া তোমার তলায়,
কোমল সুমিষ্ট ফল পাড়ি বা কুড়িয়া
খেতে নাহি পায় কভু আকণ্ঠ পূরিয়া!

(১০)

যে ব্যক্তির বাহ্য আড়ম্বর আছে, অথচ কোনরূপ পরোপকারিতা নাই, তাহার আশ্রয়ে থাকিলে অর্থি-জনের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। শাল্মলি-বৃক্ষের উদাহরণ দিয়া কবি আক্ষেপ করিয়া ইহাই কহিতেছেন:—

দূরে মার্গান্নিবসসি পুনঃ কণ্টকৈরাবৃতোঽসি-
চ্ছায়াশূন্যঃ ফলমপি চ তে বানরৈরপ্যভক্ষ্যম্।
নির্গন্ধস্ত্বং মধুপরহিতঃ শাল্মলে সারশূন্যঃ
সেবাস্মাকং ভবতি বিফলা তিষ্ঠ নিঃশ্বস্য যামঃ॥

পথ হ'তে বহু দূরে করহ নিবাস,
কাঁটায় আচ্ছন্ন হ'য়ে থাক বারমাস;

ছায়া নাই,—হেন ফল করহ ধারণ,
বানরেও নারে যাহা করিতে ভক্ষণ।
পুষ্পেও সুগন্ধ নাই, না বসে ভ্রমর,
কিছুমাত্র সার নাই কাষ্ঠের ভিতর;
হে শাল্মলি! বৃথা সব হইল যখন,
নিশ্বাস ফেলিয়া মোরা চলিনু এখন!

(১১)

পরম ধনাঢ্য কৃপণ ব্যক্তির বাটীতে আসিয়া অর্থি-গণ বিকল-মনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হয়। শাল্মলি-বৃক্ষ কত জীবকেই প্রবঞ্চিত করিয়া থাকে। ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ:—

হংসাঃ পদ্মবনাশয়া মধুলিহঃ সৌরভ্যলাভাশয়া
পান্থাঃ স্বাদুফলাশয়া বলিভুজো গৃধ্রাশ্চ মাংসাশয়া।
দূরাহৃত্তমপুষ্পরাগনিকরৈর্নিঃসার মিথ্যোন্নতে
রে রে শাল্মলিপাদপ প্রতিদিনং কে ন ত্বয়া বঞ্চিতাঃ॥

হংস-গণ ছুটে আসে ভাবি পদ্ম-বন,
সুগন্ধ লভিতে ছুটে আসে ভৃঙ্গ-গণ,
মিষ্ট-ফল-লোভে আসে পথিকের দল,
মাংস ভাবি আসে কাক শকুনি সকল,
দূর হ'তে রক্তবর্ণ পুষ্প মনোহর
দেখিয়াই আসে কত প্রাণী নিরন্তর।
হে শাল্মলি! তাই আমি জিজ্ঞাসি এখন,—
কারে বা বঞ্চনা তুমি না কর কখন?

(১২)

পৃথিবীতে অনেক লোক আছে বটে, কিন্তু যাঁহার আশ্রয়ে আসিলেই অতি ক্ষুদ্র লোকেরও পরম উন্নতি সাধন হইয়া থাকে, তিনিই যথার্থ মহান্ লোক। পৃথিবীতে সুবর্ণ-গিরি (সুমেরু) রৌপ্য-গিরি (কৈলাস) প্রভৃতি অনেক পর্ব্বত আছে সত্য, কিন্তু একমাত্র মলয়-পর্ব্বতই ধন্য! কারণ তাহাকে অবলম্বন করিলেই স্যাওড়া, নিম, কুর্‌চি প্রভৃতি অতি তুচ্ছ বৃক্ষও চন্দন হইয়া থাকে। ইহাই এই শ্লোকের ভাবার্থঃ—

কিং তেন হেমগিরিণা রজতাদ্রিণা বা
যত্র স্থিতা হি তরবস্তরবস্ত এব।
মন্যামহে মলয়মেব যদাশ্রয়েণ
শাখোটনিম্বকুটজা অপি চন্দনাঃ স্যুঃ॥

সুরম্য সুবর্ণময় সুমেরু-পর্ব্বতে
অথবা রজতময় কৈলাস-গিরিতে
যে বৃক্ষই প'ড়ে থাক্ হইয়া বিলীন,
সে বৃক্ষ সে বৃক্ষ রয় হায় চিরদিন!
আছে বটে, দেখি এক মলয়-ভূধর,
এ জগতে সবে যার করে সমাদর।
যে হেতু করিলে তার আশ্রয়-গ্রহণ,
স্যাওড়া কুর্‌চি নিম হইবে চন্দন!

(১৩)

যথাকালে কার্য্য না করিলে তাহা নিষ্ফল হইয়া যায়। কয়েকটী

দৃষ্টান্ত দিয়া কবি এই শ্লোকে এই কথাটীর সত্যতা প্রতিপাদন করিতেছেন :—

নির্ব্বাণদীপে কিমু তৈলদানং
চৌরে গতে বা কিমুতাবধানম্।
বয়োগতে কিং বনিতাবিলাসঃ
পয়োগতে কিং খলু সেতুবন্ধঃ ॥

প্রদীপ নিবিলে কিবা ফল তৈল-দানে?
চোর পলাইলে কিবা ফল অবধানে?
বয়স্ কাটিয়া গে'লে ভার্য্যায় কি ফল?
বাঁধ বেঁধে কিবা ফল বাহিরিলে জল?

(১৪)

মূঢ় ব্যক্তিই অযথাকালে কার্য্য করিয়া থাকে। অযথাকালে কি কি কার্য্য করা অনুচিত, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে :—

শীতেঽতীতে বসনমশনং বাসরান্তে নিশান্তে
ক্রীড়ারম্ভং কুবলয়দৃশাং যৌবনান্তে বিবাহম্।
সেতোর্বন্ধং পয়সি চলিতে বার্দ্ধকে তীর্থযাত্রাং
বিত্তেঽতীতে বিতরণমতিং কর্ত্তুমিচ্ছন্তি মূঢ়াঃ ॥

শীত-কাল গে'লে শীত-বস্ত্র-পরিধান,
আহার-গ্রহণ যবে দিন-অবসান,
রাত্রি-কাল শেষ হ'লে প্রেম-আলিঙ্গন,
বিবাহ করিতে সাধ যাইলে যৌবন,

বাঁধ বাঁধিবার ইচ্ছা জল চ'লে গে'লে,
তীর্থ-ধামে পর্য্যটন বৃদ্ধ-কাল হ'লে,
ধন গে'লে বড় সাধ ধন-বিতরণে,
এ সব করিতে ইচ্ছা করে মূঢ় জনে!

(১৫)

সাধারণতঃ নূতন বস্তুর যেরূপ আদর থাকে, পুরাতন বস্তুর সেরূপ আদর থাকে না; কিন্তু কোন্ কোন্ পুরাতন বস্তুর অত্যন্ত আদর, তাহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে:—

নবং বস্ত্রং নবং ছত্রং নব্যা স্ত্রী নূতনং গৃহম্।
সর্ব্বত্র নূতনং শস্তং সেবকান্নে পুরাতনে॥

নূতন বসন আর ছত্রও নূতন,
নূতন রমণী পুনঃ নূতন ভবন,
সমস্ত নূতন বস্তু পরম সুন্দর,
কিন্তু পুরাতন ভৃত্য অন্ন মনোহর!

(১৬)

নারিকেলে জল-সঞ্চারের ন্যায় লক্ষ্মীর আগমন কেহই দেখিতে পায় না। গজ-ভুক্ত অন্তঃসার-শূন্য কপিত্থ (কদ্‌বেল) ফলের মত তাঁহার বহির্গমনও মানবের দৃষ্টি-শক্তির বহির্ভূত। ইহাই এই শ্লোকের বক্ষ্যমাণ বিষয়:—

সমায়াতি যদা লক্ষ্মীর্নারিকেলফলাম্বুবৎ।
বিনির্যাতি যদা লক্ষ্মীর্গজভুক্তকপিত্থবৎ॥

কখন্ আসেন লক্ষ্মী, বুঝে উঠা ভার,
নারিকেলে হয় যথা জলের সঞ্চার।
কখন্ বা যান্ লক্ষ্মী, বুঝে উঠা দায়,
গজ-ভুক্ত (১) কপিত্থের মত বলি তায়!

নীতি-রত্নম্

(বররুচি-বিরচিতম্)

(১)

চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখই যাঁহার বিহার-ভূমি, এবং বাচালতাই যাঁহার প্রধান অলঙ্কার, সেই সরস্বতী-দেবীর পদে প্রণাম করিয়া কবি মঙ্গলাচরণ করিতেছেন ঃ—

চতুর্ম্মুখমুখাম্ভোজশৃঙ্গাটকবিহারিণীম্।
নিত্যপ্রগল্‌ভবাচালামুপতিষ্ঠে সরস্বতীম্॥

চতুর্ম্মুখ-মুখ-পদ্মে চতুষ্পথ রয়,
তাহাতে বিহার যাঁর হইয়া তন্ময়,
নিরন্তর বাচালতা বদনে যাঁহার,
সেই ভারতীর পদে প্রণাম আমার!

---

(১) এখানে "গজ"-শব্দের অর্থ "হস্তী" নহে,—কপিত্থের (কদ্‌বেলের) ভিতরে যে অতি সূক্ষ্ম কীট থাকে, তাহাকে "গজ" কহে। "কপিত্থান্তর্গতঃ কীটো গজ ইত্যভিধীয়তে।"—উৎপলমালা

(২)

এ সংসারে যাবতীয় দুঃখ সহ্য হইতে পারে, কিন্তু অরসিক ব্যক্তির সহিত রসালাপ করিয়া যে বিষম দুঃখ হয়, তাহা কিছুতেই সহ্য হয় না। ইহাই এই শ্লোকের নিষ্কষিতার্থ :—

ইতরতাপশতানি যদৃচ্ছয়া
বিলিখ তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রহস্য নিবেদনং
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ॥

ত্রিজগতে যত দুঃখ আছে চতুর্ম্মুখ!
যত পার লিখে দাও, নাহি তায় দুখ।
অরসিক সনে যার রসালাপ হয়,
তাহার কপালে সুখ কিছুতে না রয়।
"জীবন ধরিয়া তুমি যত দিন রবে,
অরসিক সনে তব রসালাপ হবে",—
এ কথাটী যেন প্রভু! কপালে আমার
লিখ না, লিখ না, তুমি ভুলে একবার!

(৩)

কাব্যামৃত-পান ও সাধুর সহিত আলাপন, এই দুইটী পদার্থই এই অসার সংসারে সারবৎ বস্তু। ইহাই এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয় :—

সংসারবিষবৃক্ষস্য দ্বে ফলে অমৃতোপমে।
কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সর্ব্বদা সাধুসঙ্গমঃ॥

এ সংসার বিষ-বৃক্ষ জানিও নিশ্চয়,
সুধা-সম দুটী ফল সদা তায় রয়;
প্রথমটী, কাব্য-সুধা-রস-আস্বাদন,
দ্বিতীয়টী, সাধু-জন সনে আলাপন!

(৪)

পণ্ডিতের সমস্তই গুণ এবং মূর্খের সমস্তই দোষ। এই হেতু সহস্র মূর্খ অপেক্ষাও একটীমাত্র পণ্ডিতের আদর অধিক! ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে:—

পণ্ডিতে হি গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষা হি কেবলাঃ।
তস্মান্মূর্খসহস্রেভ্যঃ প্রাজ্ঞ একো বিশিষ্যতে॥

এ সংসারে যত গুণ রহে অনুক্ষণ,
সব গুলি আছে তাঁর পণ্ডিত যে জন।
দোষ ব'লে যাহা কিছু এ সংসারে রয়,
সব গুলি লয় গিয়া মূর্খের আশ্রয়।
এক সুপণ্ডিত যদি রন্ বিদ্যমান,
সহস্র মূর্খও তাঁর না হয় সমান!

(৫)

যখন মনুষ্যের সময় মন্দ হয়, তখন চতুর্দ্দিক্ হইতেই তাহার বিপদের আশঙ্কা থাকে। কবি হরিণ-শিশুর দৃষ্টান্ত দিয়া পাঠক-গণকে এই শিক্ষা দিতেছেন:—

পুরো রেবাপারে গিরিরতিদুরারোহশিখরো
ধনুষ্পাণিঃ পশ্চাচ্ছবরনিকরো ধাবতি পুনঃ।
সরঃ সব্যেঽসব্যে দবদহনদাহব্যতিকরঃ
ক যামঃ কিং কুর্ম্মো হরিণশিশুরেবং বিলপতি॥

সম্মুখে নর্ম্মদা নদী পর-পারে যার
দুরারোহ গিরি এক রহে অনিবার।
পশ্চাতে ধনুক হস্তে ল'য়ে ব্যাধ-গণ
দ্রুত-বেগে মোর দিকে আসিছে এখন।
বাম দিকে রহিয়াছে এক সরোবর,
দক্ষিণে দাবাগ্নি ঘোর জ্বলে নিরন্তর।
কি করি, কোথায় যাই কোন্ দিক্ দিয়া,—
ভাবিছে হরিণ-শিশু প্রমাদ গণিয়া!

(৬)

ছেদশ্চন্দনচূতচম্পকবনে রক্ষা চ শাখোটকে
হিংসা হংসময়ূরকোকিলকুলে কাকেষু বহ্বাদরঃ।
মাতঙ্গেন খরক্রয়ঃ সমতুলা কর্পূরকার্পাসয়ো-
রেষা যত্র বিচারণা গুণিগণে দেশায় তস্মৈ নমঃ॥

"সপ্তরত্নম্"-প্রবন্ধের তৃতীয় শ্লোকের মুখবন্ধ ও অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

(৭)

নীচ লোক যতই মহৎ কার্য্য করুক, তথাপি সে তাহার জাতীয় ভাব ত্যাগ করিতে অক্ষম। সিংহের দৃষ্টান্ত দিয়া কবি ইহাই এই শ্লোকে প্রতিপন্ন করিতেছেন:—

ভিনত্তি ভীমং করিরাজকুম্ভং
বিভর্ত্তি বেগং পবনাদতীব।
করোতি বাসং গিরিরাজশৃঙ্গে
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ॥

করুক ভীষণ করি-কুম্ভ-বিদারণ,
করুক পবন-বেগে সদাই গমন,
করুক সদাই গিরি-শৃঙ্গ অধিকার,
তবু সিংহ পশু বিনা কিছু নয় আর!

(৮)

মহাগুণ-সম্পন্ন হইলেও ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রত্ব কিছুতেই অপনীত হয় না। কাকের দৃষ্টান্ত দিয়া ইহাই এই শ্লোকে কবি কহিতেছেন:—

কাকস্য চঞ্চুর্যদি হেমযুক্তা
মাণিক্যযুক্তৌ চরণৌ চ তস্য।
একৈকপক্ষে গজরাজমুক্তা
তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ॥

সোণায় কাকের ঠোঁট দাও বাঁধাইয়া,
মাণিক প্রত্যেক পায়ে দাও বসাইয়া,
জুড়ে দাও গজ-মুক্তা প্রত্যেক ডানায়,
কাক ছাড়া রাজহংস কে বলিবে তায়?

(৯)

পণ্ডিত লোক অসীম বিদ্যা-সঞ্চয় করিয়াও গর্ব্ব-প্রকাশ করেন

না, কিন্তু মূর্খ ব্যক্তি অত্যল্প বিদ্যা-লাভ করিয়াই মহা গর্ব্ব করিয়া থাকে। কোকিল ও ভেকের দৃষ্টান্ত দিয়া কবি এই নীতি-শিক্ষা দিতেছেন :—

দিব্যং চূতরসং পীত্বা ন গর্ব্বং যাতি কোকিলঃ।
পীত্বা কর্দ্দমপানীয়ং ভেকো মকমকায়তে॥

সুমধুর আম্র-ফল করিয়া ভক্ষণ
কোকিলের অহঙ্কার না হয় কখন।
কিন্তু ব্যাঙ ঘোলা জল যদি করে পান,
ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ শব্দে তার ফে'টে যায় কাণ!

(১০)

সদাশয় ব্যক্তি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইলেও তাঁহার অহঙ্কার নাই; কিন্তু নীচাশয় ব্যক্তি সামান্য ধন-লাভ করিয়াই অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া উঠে। রোহিত ও শফরী মৎস্যের দৃষ্টান্ত দিয়া কবি এই শ্লোকে এই জ্ঞান-শিক্ষা দিতেছেন :—

অগাধজলসঞ্চারী ন গর্ব্বং যাতি রোহিতঃ।
অঙ্গুষ্ঠোদকমাত্রেণ শফরী ফর্ফরায়তে॥

সদাই অগাধ জলে ঘুরিয়া বেড়ায়,
তবু রুই গর্ব্ব নাহি করে কভু তায়।
কিন্তু পুঁঠি মাছ অল্প জলের ভিতরে
চারিধারে ঘুরে মরে ফর্ ফর্ ক'রে!

(১১)

যে স্থান মূর্খের প্রলাপ-বাক্যে প্রতিধ্বনিত হয়, সেই স্থানে পণ্ডিতের মৌন অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য! কোকিল ও ভেকের উদাহরণ দিয়া কবি এই শ্লোকে এই নীতি-শিক্ষা দিতেছেন:—

ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলৈর্জলদাগমে।
দর্দ্দুরা যত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শোভনম্॥

বর্ষারে আসিতে দেখি বুঝিয়া শুঝিয়া
কোকিল বসিয়া রয় মুখটী চাপিয়া।
প্যাঁক্ প্যাঁক্ করে ব্যাঙ্ থাকিয়া যেখানে,
চুপ ক'রে থাকা ভাল বসিয়া সেখানে!

(১২)

মূর্খের আদর ও পণ্ডিতের অনাদর করিলেও মূর্খের মূর্খত্ব ও পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য কিছুমাত্র অপনীত হয় না। কাচ ও মণির দৃষ্টান্ত দিয়া কবি এই শ্লোকে এই মহাবাক্যের যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিতেছেন:—

মণির্লুঠতি পাদেষু কাচঃ শিরসি ধার্য্যতে।
যথৈবাস্তে তথৈবাস্তাং কাচঃ কাচো মণির্ম্মণিঃ॥

মণিরে ফেলিয়া রাখ পায়ের তলায়,
কাচেরে ধরিয়া রাখ তুলিয়া মাথায়,
যেখানে সেখানে কেন থাক্ না যখনি,
কাচ সেই কাচ, আর মণি সেই মণি!

(১৩)

দুই জনের বাহ্য ভাব একরূপ হইলেও যথাকালে তাহাদের আভ্যন্তরিক গুণ বা দোষ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কোকিল ও কাকের উদাহরণ দিয়া কবি এই শ্লোকে ইহাই কহিতেছেন :—

কাকঃ কৃষ্ণঃ পিকঃ কৃষ্ণঃ কো ভেদঃ পিককাকয়োঃ।
বসন্তে সমুপায়াতে কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ॥

কাকের বরণ কাল, কোকিলেরও তাই,
রঙে রঙে ঠিক মিল,—ভেদ কিছু নাই।
প্রত্যেকে বসন্তে কিন্তু যবে দেয় ডাক,
যে কোকিল সে কোকিল, যে কাক সে কাক!

(১৪)

নির্ধন হইয়া বন্ধু-গণের সহিত এ সংসারে বসতি করা অপেক্ষা অরণ্যে গমন করাও সুখজনক। ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ :—

বরং বনং ব্যাঘ্রগজেন্দ্রসেবিতং
দ্রুমালয়ঃ পত্রফলাম্বুভোজনম্।
তৃণানি শয্যা বসনঞ্চ বল্কলং
ন বন্ধুমধ্যে ধনহীনজীবনম্॥

সিংহ-ব্যাঘ্র-পরিপূর্ণ সদাই যে বন,
বরং তাহাও ভাল, হেন লয় মন।
ফল পত্র কিংবা জল বরং খাইয়া
অরণ্যে থাকিব গিয়া সংসার ছাড়িয়া।

বরং তৃণের শয্যা করিব রচন,
বরং বল্কল-বস্ত্র করিব ধারণ,
তবু যেন ধন-হীন হ'য়ে এ জীবনে
থাকিতে না হয় কভু বন্ধু-গণ সনে!

(১৫)

কোন্ কোন্ স্থলে কোন্ কোন্ লোকের জীবন মরণবৎ বোধ হয়, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছেঃ—

সাধুস্ত্রীণাং দয়িতবিরহে মানিনাং মানভঙ্গে
সল্লোকানামপি জনরবে নিগ্রহে পণ্ডিতানাম্।
অন্যোদ্রেকে কুটিলমনসাং নির্গুণানাং বিদেশে
ভৃত্যাভাবে ভবতি মরণং ভূরিসম্ভাবিতানাম্॥

পতির বিরহ-দুঃখ সয় যেই সতী,
মরণ হইল যেন, এই তার মতি।
বারেক মানীর মান নষ্ট যদি হয়,
নিশ্চিত মরণ ব'লে তার মনে হয়।
সজ্জনের অপবাদ কভু যদি রটে,
অমনি ভাবিয়া লয় মরণ নিকটে।
পণ্ডিত জনের কেহ করিলে পীড়ন,
বোধ হয় যেন তার হইল মরণ!
পরের দেখিলে ভাল কুটিল যে জন,
মরণ হইল যেন, এই তার মন।

গুণ-হীন জন যদি যাইল বিদেশে,
মরণ হইল তার বলি ভাবে শেষে।
ভৃত্যের অভাব যদি হ'ল একবার,
যে জন ঐশ্বর্য্য-শালী মরণ তাহার!

নীতি-সারঃ

(ঘটকর্পর-বিরচিতঃ)

(১)

যে দুই জন পরস্পর মিত্রতা-সূত্রে চিরদিন আবদ্ধ থাকে, তাহারা বহুদূরে বসতি করিলেও সেই দূরপথ দূরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয় না, এবং তাহাদের মিত্রতাও কিছুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ:—

গিরৌ কলাপী গগনে পয়োদো
লক্ষান্তরেঽর্কশ্চ জলেষু পদ্মম্।
ইন্দুর্দ্বিলক্ষে কুমুদস্য বন্ধু-
র্যো যস্য মিত্রং ন হি তস্য দূরম্॥

ময়ূর বসতি করে পর্ব্বত-শিখরে,
কিন্তু তার বন্ধু মেঘ আকাশ-উপরে।
লক্ষ যোজনের পথে দেব দিবাকর,
প্রেয়সী পদ্মিনী তাঁর জলের উপর।

দ্বিলক্ষ যোজনে চন্দ্র আকাশের তলে,
প্রণয়িনী কুমুদিনী কিন্তু রহে জলে।
এই সব পরস্পর থাকে কত দূরে,
কিন্তু সবে বাঁধা আছে প্রণয়ের ডোরে।
যার প্রতি রহে যার প্রগাঢ় প্রণয়,
তাহাদের পথ কভু দূর বোধ হয়?

(২)

পুরুষের ধন না থাকিলে, তাহার মাতা, পিতা, পুত্র, ভার্য্যা, সহোদর, ভৃত্য প্রভৃতি কেহই তাহাকে ভাল বাসে না। ধনই মানুষকে বশে রাখিয়া দেয়। ধনের মহত্ত্ব-বর্ণনই এই শ্লোকে কবির অভিপ্রেত বিষয়:—

মাতা নিন্দতি নাভিনন্দতি পিতা ভ্রাতা ন সম্ভাষতে
ভৃত্যঃ কুপ্যতি নানুগচ্ছতি সুতঃ কান্তা চ নালিঙ্গতি।
অর্থপ্রার্থনশঙ্কয়া ন কুরুতেঽপ্যালাপমাত্রং সুহৃৎ
তস্মাদর্থমুপার্জ্জয়স্ব সুমতে হ্যর্থেন সর্ব্বে বশাঃ॥

কত নিন্দা করে মাতা, আদর না করে পিতা
নিজ সহোদর নাহি করে সম্ভাষণ!
ভৃত্য বাক্য-বাণ হানে, পুত্র নাহি কভু মানে,
গৃহিণীও নাহি করে প্রেম-আলাপন!
পাছে কিছু দিতে হয়, এই ভয়ে বন্ধু রয়,
একটী কহিতে কথা কিছুতে না চায়!

শুন ওহে বুদ্ধিমন্ কর অর্থ উপার্জ্জন,
অর্থ বলে বশীভূত সবাই ধরায়!

(৩)

ধনের প্রশংসা করিয়া কবি কহিতেছেন:—

ধনৈর্নিষ্কুলীনাঃ কুলীনা ভবন্তি
ধনৈরাপদং মানবা নিস্তরন্তি।
ধনেভ্যঃ পরো বান্ধবো নাস্তি লোকে
ধনান্যর্জ্জয়ধ্বং ধনান্যর্জ্জয়ধ্বম্॥

নাই যার কুল, তার কুল হয় ধনে,
প্রধান উপায় ধন বিপদ্-মোচনে,
ধন্ হ'তে শ্রেষ্ঠ বস্তু না আছে সংসারে,
প্রাণপণ কর ধন-উপার্জ্জন তরে!

(৪)

ধনের মহিম-বর্ণনই এই শ্লোকে কবির উদ্দেশ্য:—

ন নরস্য নরো দাসো দাসশ্চার্থস্য সর্ব্বদা।
গৌরবং লাঘবং বাপি ধনাধননিবন্ধনম্॥

নরের দাসত্ব নাহি কভু করে নর,
অর্থের দাসত্ব নর করে নিরন্তর।
পরম সম্মান্ তার, ধনী যেই জন,
অতি অপমান তার, যে জন নির্ধন!

(৫)

নীচ, অতি নীচ, এমন কি যৎপরোনাস্তি নীচ উপায়েও কার্য্য-সাধন করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য। নিজ কার্য্য উদ্ধার করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণকেও কখনও বামন কখনও বা শূকর, কখনও বা নৃসিংহের মূর্ত্তি ধারণ করিতে হইয়াছিল। বক্ষ্যমাণ শ্লোকে ইহাই কবির বক্তব্য বিষয়ঃ—

ত্রিবিক্রমোঽভূদপি বামনোঽসৌ
স শূকরশ্চেতি স বৈ নৃসিংহঃ।
নীচৈরনীচৈরতিনীচনীচৈঃ
সর্ব্বৈরুপায়ৈঃ ফলমেব সাধ্যম্॥

কিবা নীচ, অতি নীচ, নীচ তারো চেয়ে
সাধিবে আপন কার্য্য যে কোন উপায়ে।
তার সাক্ষী ত্রিবিক্রম দেব নারায়ণ
বামন, শূকর, শেষে নরসিংহ হন!

(৬)

মনুষ্যের চিত্ত, বিত্ত, জীবন, যৌবন প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থই বিনশ্বর; কিন্তু তাহার একমাত্র কীর্ত্তিই চিরস্থায়িনী। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছেঃ—

চলং চিত্তং চলং বিত্তং চলং জীবনযৌবনম্।
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি॥

কিবা ধন, মন, কিবা জীবন, যৌবন,
স্থির নয় এ সবার কিছুই কখন!
কীর্ত্তিই সুস্থির-ভাবে থাকে অনিবার,
যথার্থ জীবিত সেই, কীর্ত্তি রহে যার!

(৭)

এ সংসারে যাঁহার শৌর্য্যাদি ও দানাদি বিষয়-জনিত সুনাম থাকে, তিনিই যথার্থ জীবিত; কিন্তু যে ব্যক্তির এরূপ সুনাম নাই, সেই ব্যক্তিই জীবিত থাকিয়াও মৃতবৎ গণ্য হয়। ইহাই এই শ্লোকের ভাবার্থ ঃ—

স জীবতি যশো যস্য কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।
অযশোঽকীর্ত্তিসংযুক্তো জীবন্নপি মৃতোপমঃ॥

সুনাম রহিবে যার শৌর্য্যাদি-জনিত,
এ সংসারে সেই জন যথার্থ জীবিত।
দানাদি-জনিত যার রহিবে সুনাম,
যথার্থ জীবিত সেই জন অবিরাম।
যে জনের যশঃ কীর্ত্তি না রহে কখন,
প্রাণ থাকিলেও তার যথার্থ মরণ!

(৮)

আহার ও বিহার এই দুই বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয়ে বৃদ্ধের কথা গ্রহণ করা উচিত। কবি এই শ্লোকে ইহাই বলিতেছেন ঃ—

বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে হ্যুপস্থিতে।
সর্ব্বত্রৈবং বিচারে তু নাহারে ন চ মৈথুনে॥

উপস্থিত হয় যবে বিপৎ-সময়,
শুনিবে বৃদ্ধের কথা হইয়া তন্ময়।
সমস্ত কার্য্যেই রেখো বৃদ্ধের বচন,
ভোজনে মৈথুনে কিন্তু না রেখো কখন!

(৯)

যে ব্যক্তি ক্ষণে ক্ষণে রুষ্ট ও ক্ষণে ক্ষণে তুষ্ট হয়, অর্থাৎ যাহার চিত্তের স্থিরতা নাই, তাহার প্রসাদেও বিষাদ এবং অনুগ্রহেও নিগ্রহ আছে। ইহাই এই শ্লোকের কথ্যমান বিষয়ঃ—

ক্বচিদ্ রুষ্টঃ ক্বচিৎ তুষ্টো রুষ্টস্তুষ্টঃ ক্ষণে ক্ষণে।
অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ॥

কখনও রুষ্ট হয়, কখনও তুষ্ট রয়
ক্ষণে ক্ষণে রুষ্ট তুষ্ট যেই জন হয়,
তার মন এক নয়, ভিন্ন কালে ভিন্ন হয়,
তার প্রসাদেও রহে বিপদের ভয়!

(১০)

ক্রোধ করিবার যে কারণ থাকিলে মানুষ ক্রুদ্ধ হয়, সেই কারণ দূরীভূত হইলেই তাহার ক্রোধ-নিবৃত্তি হইয়া থাকে; কিন্তু কারণ না থাকিলেও যে ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়, তাহার ক্রোধ কিছুতেই প্রশমিত হয় না। ইহাই এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয়ঃ—

নিমিত্তমুদ্দিশ্য হি যঃ প্রকুপ্যতি
ধ্রুবং স তস্যাপগমে প্রসীদতি।
অকারণদ্বেষি মনোঽস্তি যস্য তু
কথং জনস্তং পরিতোষয়িষ্যতি॥

কারণ থাকিলে তবে ক্রোধ যার হয়,
সে কারণ গেলে, তাহা নাহি আর রয়।
নাহি যার কিছুমাত্র ক্রোধের কারণ,
অথচ যদ্যপি ক্রোধ করে সেই জন,
হেন জন কেবা কোথা রহে এ সংসারে,
সন্তুষ্ট করিতে পারে যে জন তাহারে?

(১১)

(সিংহের প্রতি শূকরের উক্তি)

মহামূর্খই মহাপণ্ডিতের নিকটে আপনার পাণ্ডিত্যাভিমান প্রকাশ করিয়া সাধারণ লোকের হাস্যাস্পদ হয়। ইহাই কবি কৌশল-সহকারে শূকর ও সিংহের উদাহরণ দিয়া কহিতেছেন:—

দশ ব্যাঘ্রা জিতাঃ পূর্ব্বং সপ্ত সিংহাস্ত্রয়ো গজাঃ।
পশ্যন্তু দেবতাঃ সর্ব্বা অদ্য যুদ্ধং ত্বয়া ময়া॥

দশ ব্যাঘ্র, সপ্ত সিংহ, তিন হস্তী আর
পরাজিত হইয়াছে নিকটে আমার।
দর্শন করুক যত দেবতা-নিকর,
তোমাতে আমাতে আজ বাঁধিবে সমর!

(১২)

(শূকরের প্রতি সিংহের প্রত্যুক্তি)

মহাপণ্ডিত মহামূর্খের নিকটে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা না করিয়া স্বেচ্ছাক্রমেই পরাজয় স্বীকার করেন। পণ্ডিতই, পণ্ডিত ও মূর্খের প্রভেদ বুঝিতে পারেন। সিংহ ও শূকরের উদাহরণ দিয়া কবি এই শ্লোকে ইহাই কহিতেছেন:—

গচ্ছ শূকর ভদ্রং তে ব্রূহি সিংহো ময়া জিতঃ।
পণ্ডিতা এব জানন্তি সিংহশূকরয়োর্বলম্॥

যাও হে শূকর! তুমি থাক হে কুশলে,
সিংহেরে করেছি জয়, বলিও সকলে।
এ সংসারে বুদ্ধি যার আছে বিলক্ষণ,
সিংহ-শূকরের বল বুঝে সেই জন!

(১৩)

তেজস্বী পুরুষই উদ্যম এবং কাপুরুষই দৈব-বল অবলম্বন করিয়া থাকে। দৈব-বলে বিশ্বাস না করিয়া স্বীয় পৌরুষ প্রদর্শন করাই পুরুষত্বের প্রধান লক্ষণ। কোন কর্ম্মে যত্নবান্ হইয়াও তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিলে কর্ম্ম-কর্ত্তার দোষ হয় না। ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ:—

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী-
র্দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং বিহায় কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ॥

উদ্যোগ করিয়া থাকে যেই নিরন্তর,
হইবে লক্ষ্মীর কৃপা তাহারি উপর!
দৈব-বলে সব মিলে, এ কথা যে বলে,
নিশ্চিত সে কাপুরুষ জানিও ভূতলে।
দৈব-নাম দূর করি, রে অবোধ নর!
উদ্যোগ করহ সদা হইয়া তৎপর।
যত্নও করিলে যদি সিদ্ধি নাহি হয়,
তবে আর কিবা দোষ বল তায় রয়?

(১৪)

সংসারে নানাবিধ দুশ্চিন্তার বিষয় থাকিলেই পুরুষ তাহা মনে মনে নিরন্তর আন্দোলন করিয়া অবশেষে কাষ্ঠবৎ শুষ্ক হইয়া যায়। ইহার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত কবি স্বয়ং ভগবানেরও দুর্গতির কথা এই শ্লোকে কহিতেছেন:—

একা ভার্য্যা প্রকৃতিমুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া
পুত্রোঽপ্যেকো ভুবনবিজয়ী মন্মথো দুর্নিবারঃ।
শেষঃ শয্যা শয়নমুদধৌ বাহনং পন্নগারিঃ
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং দারুভূতো মুরারিঃ॥

এক ভার্য্যা সরস্বতী বড়ই মুখরা,
যাঁহার মুখের চোটে ফেঁটে যায় ধরা!
আর এক ভার্য্যা রন্, লক্ষ্মী নাম তাঁর,
এবাড়ী ওবাড়ী করা মহারোগ যাঁর!

দিগ্বিজয়ী এক পুত্র দুরন্ত মদন,
পঞ্চ শরে খুঁচে খুঁচে করে জ্বালাতন!
অনন্ত সর্পেতে শয্যা, সমুদ্রে নিবাস,
গরুড়ের কাঁধে চড়ি' চলা বারমাস!
এই সব মনে মনে তোলাপাড়া করি,
শুকাইয়া কাঠখানি হ'য়েছেন হরি!

(১৫)

এ সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। মানুষ ইহাতে কয়েকদিন মাত্র থাকিয়াই আবার চলিয়া যাইবে, ইহাই ঈশ্বরের অব্যর্থ নিয়ম। এই নীতিই এই শ্লোকের শিক্ষণীয় বিষয়ঃ—

অতিদূরপথশ্রান্তাশ্ছায়াং যান্তি চ শীতলাম্।
শীতলাশ্চ পুনর্যান্তি কা কস্য পরিদেবনা॥

বহু দূর পথে যদি কেহ কভু যায়,
শ্রান্তি দূর করে বসি শীতল ছায়ায়।
শ্রান্তি দূর করিয়াই কোথা চ'লে যায়,
কার তরে শোক দুঃখ করিবে ধরায়!

(১৬)

মানের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অপমান সহ্য করিয়াও কার্য্যোদ্ধার করা এ সংসারে বুদ্ধিমান্ লোকের কর্ত্তব্য। কার্য্য-নাশেই মানুষের মূর্খতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছেঃ—

অপমানং পুরস্কৃত্য মানং কৃত্বা চ পৃষ্ঠতঃ।
স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ কার্য্যধ্বংসে হি মূর্খতা ॥

যত কিছু অপমান সম্মুখে ধরিয়া,
যত কিছু আছে মান পশ্চাতে রাখিয়া,
স্বকার্য্য সাধন করে বুদ্ধিমান্ জন,
একমাত্র কার্য্য-নাশ মূর্খের লক্ষণ!

(১৭)

বহুগুণশালী লোকের একটীমাত্র দোষ থাকিলে তাহা লক্ষ্য না হইয়া অদৃশ্য হইয়া পড়ে;—এ কথাটী সত্য নহে; কারণ বহুগুণ-শালী লোকের একমাত্র দারিদ্র্য-দোষই স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। ইহাই এই শ্লোকে কবির খেদোক্তি:—

একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোরিতি যো বভাষে।
ন তেন দৃষ্টং কবিনাপিতেন
দারিদ্র্যমেকং গুণরাশিনাশি ॥

"যাহার অসংখ্য গুণ রহে এ ধরায়,
একমাত্র দোষ তার কে দেখে কোথায়?"
যে কবি এ কথা বলে, নাই তার জানা,—
এই জগতের সব কাণ্ড কারখানা!
থাকুক অসংখ্য গুণ, কিন্তু তবু হায়
একমাত্র দারিদ্র্যেই সব ঢেকে যায়!

(১৮)

যে কার্য্য একবার করা হইয়াছে, তাহার আর কি করা যায়? যে ব্যক্তি একবার মরিয়া গিয়াছে, তাহার কিরূপে পুনর্ব্বার মরণ সম্ভবে? যে বিষয় অতীত হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্ত আর শোকের প্রয়োজন কি? ইহাই এই শ্লোকে কবির কথ্যমান বিষয়:—

কৃতস্য করণং নাস্তি মৃতস্য মরণং তথা।
গতস্য শোচনং নাস্তি হ্যেতদ্বেদবিদাং মতম্॥

যে কার্য্য করেছ, তার কি আর করিবে?
যে জন মরেছে, সে বা কি আর মরিবে?
গত বিষয়ের শোকে কিবা প্রয়োজন?
এই কথা ব'লেছেন বেদবিদ্-গণ!

(১৯)

মৃত্যুর বিশেষ কারণ থাকিলেও কাল পূর্ণ না হইলে জীবের মৃত্যু নাই; কিন্তু মৃত্যুর বিশেষ কারণ না থাকিলেও কাল পূর্ণ হইলেই তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ইহাই এই শ্লোকে কবির বক্ষ্যমাণ বিষয়:—

নাকালে ম্রিয়তে জন্তুর্বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
কুশকণ্টকবিদ্ধোঽপি প্রাপ্তকালো ন জীবতি॥

সময় না হ'লে হায় কেহ নাহি মরে,
সে জন বিদ্ধও যদি হয় শত শরে!
সময় তাহার কিন্তু আসিবে যখন,
কুশের কাঁটায় তার হইবে মরণ!

(২০)

জীব, গভীর সমুদ্রেই মগ্ন হউক, উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতেই পতিত হউক, অথবা দুরন্ত তক্ষক-সর্প দ্বারাই দষ্ট হউক, তথাপি যদি তাহার পরমায়ুঃ থাকে, কিছুতেই তাহার মৃত্যু হইবে না। ইহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেনঃ—

নিমগ্নস্য পয়োরাশৌ পর্ব্বতাৎ পতিতস্য চ।
তক্ষকেণাপি দষ্টস্য আয়ুর্ম্মর্ম্মাণি রক্ষতি।

সমুদ্রেও মগ্ন যদি হয় কোন জন,
পর্ব্বত হ'তেও যদি হয় বা পতন,
দুরন্ত তক্ষক-সর্প ধরিয়া তাহারে
বিষ-দন্ত দিয়া যদি খণ্ড খণ্ড করে,
তথাপি তাহার প্রাণ কে করে সংহার,
কিছুমাত্র পরমায়ুঃ থাকে যদি তার!

(২১)

কার্য্য-নীতিজ্ঞ ব্যক্তি এই অনন্ত ভূমণ্ডলের যাবতীয় স্থানেই পরিভ্রমণ করুন, তথাপি ঈশ্বরের মনে যাহা আছে, সেইরূপ ফলই তিনি প্রাপ্ত হইবেন; ইহা অপেক্ষা অল্প বা অধিক ফল তিনি কিছুতেই প্রাপ্ত হইবেন না। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছেঃ—

করোতু নাম নীতিজ্ঞো ব্যবসায়মিতস্ততঃ।
ফলং পুনস্তদেব স্যাদ্ যদ্ বিধের্মনসি স্থিতম্॥

কার্য্য-নীতি বিলক্ষণ জানা আছে যার,
ছুটোছুটি করিলেও সদা চারিধার,
সেই ফল ভিন্ন তার আর গতি নাই,
বিধাতার মনে যাহা রয়েছে সদাই।

গুণ-রত্নম্

(ভবভূতি-বিরচিতম্)

(১)

কবি এই শ্লোকে দেবাধিদেব গণেশের লীলা-বর্ণন করিয়া মঙ্গলাচরণ করিতেছেন ঃ—

সানন্দং নন্দিহস্তাহতমুরজরবাহূতকৌমারবর্হি-
ত্রাসান্নাসাগ্ররন্ধ্রং বিশতি ফণিপতৌ ভোগসঙ্কোচভাজি।
গণ্ডোড্ডীনালিমালামুখরিতককুভস্তাণ্ডবে শূলপাণে-
র্বৈনায়ক্যশ্চিরং বো বদনবিধুতয়ঃ পান্তু চীৎকারবত্যঃ ॥

শূল-হস্তে নাচে শিব তাণ্ডব ধরিয়া,
মৃদঙ্গ বাজায় নন্দী দু-হাতে করিয়া।
ইহা শুনি কার্ত্তিকের ময়ূর সকল
মেঘ-ধ্বনি মনে করি এ'লো সেই স্থল!
ময়ূরের ভয়ে সর্প ফণা গুটাইয়া
লুকাইল গণেশের নাসিকায় গিয়া।

মদ-গন্ধে মহাশব্দে যতেক ভ্রমর
উড়িতে লাগিল গজ-গণ্ডের উপর।
ভয়াকুল গণেশের মুখ-সঞ্চালন
করুন সর্ব্বদা তোমাদিগকে পালন।

(২)

যাঁহার গলে গরল, মস্তকে মন্দাকিনী, ক্রোড়ে ভগবতী ও কটিতটে ব্যাঘ্র-চর্ম্ম, এবং যাঁহার দুশ্ছেদ্য মায়াজালে এই অনন্ত ত্রিভুবন চিরদিনই আবদ্ধ রহিয়াছে, সেই দেবাধিদেব মহাদেবকে কবি এই শ্লোকে প্রণাম করিতেছেন :—

যৎকণ্ঠে গরলং বিরাজতিতরাং মৌলৌ চ মন্দাকিনী
যস্যাঙ্কে গিরিজাননং কটিতটে শার্দ্দূলচর্ম্মাম্বরম্।
যন্মায়া হি রুণদ্ধি বিশ্বমখিলং তস্মৈ নমঃ শম্ভবে
জম্বূবজ্জলবিন্দুবজ্জলজবজ্জম্বালবজ্জালবৎ ॥

কণ্ঠে কালকূট যাঁর, শিরে মন্দাকিনী,
ক্রোড়ে দুর্গা-মুখ, বস্ত্র ব্যাঘ্র-চর্ম্ম খানি,
ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনী যাঁর মায়া অনিবার,
সে শিবের পদে নিত্য প্রণাম আমার,—
জম্বু জল-বিন্দু আর জলজের মত
জম্বাল জালের মত শোভে অবিরত!

(৩)

কবি এই শ্লোকে বিদ্যার উৎকর্ষ-বর্ণন ও ধন অপেক্ষা তাহার

শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদন করিয়া বিদ্যা-হীন মনুষ্যকে পশুর সমান বলিয়া কল্পনা করিতেছেন :—

বিদ্যা নাম নরস্য রূপমধিকং প্রচ্ছন্নগুপ্তং ধনং
বিদ্যা ভোগকরী যশঃশুভকরী বিদ্যা গুরূণাং গুরুঃ।
বিদ্যা বন্ধুজনো বিদেশগমনে বিদ্যা পরং দৈবতং
বিদ্যা রাজসু পূজ্যতে ন হি ধনং বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ ॥

বিদ্যাই নরের রূপ, অতি গুপ্ত ধন,
বিদ্যাই সম্ভোগ-শুভ-যশের কারণ,
বিদ্যাই গুরুর গুরু এই মহীতলে,
বিদ্যাই পরম বন্ধু বিদেশে থাকিলে,
বিদ্যাই সংসারে এক দেবতা-রতন,
বিদ্যাই রাজার পূজ্য,—পূজ্য নহে ধন!
হায় রে যাহার বিদ্যা নাই এ সংসারে,
পশু বিনা কিবা আর বলা যায় তারে!

(৪)

গুনবান্‌ই গুণবানের গুণ এবং বলবান্‌ই বলবানের বল বুঝিতে সমর্থ ;—নির্গুণ ও নির্ব্বলের তাহা বুঝিবার সামর্থ্য নাই। কোকিলই বসন্তের গুণ বুঝিতে পারে, কিন্তু কাক তাহা বুঝিতে পারে না; এবং হস্তীই সিংহের বল বুঝিতে সমর্থ, কিন্তু ইন্দুর তাহা বুঝিতে সমর্থ নহে। ইহাই এই শ্লোকে কবির অভিপ্রেত বিষয় :—

গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণো
বলী বলং বেত্তি ন বেত্তি নির্ব্বলঃ।

পিকো বসন্তস্য গুণং ন বায়সঃ
করী চ সিংহস্য বলং ন মূষিকঃ॥

গুণীই গুণীর গুণ বুঝে লন মনে,
নির্গুণ তাঁহার গুণ বুঝিবে কেমনে!
বলীই বলীর বল বুঝিতে সক্ষম,
দুর্ব্বল তাঁহার বল বুঝিতে অক্ষম!
বসন্তের যত গুণ পিক বুঝে লয়,
কাকের বুঝিতে তাহা শক্তি নাহি রয়!
হস্তীই সিংহের বল বুঝে লয় মনে,
হায় রে ইন্দুর তাহা বুঝিবে কেমনে!

(৫)

গুণবান্ লোক যাহা গুণ বলিয়া মনে করেন, নির্গুণ লোক তাহা দোষ বলিয়া স্বীকার করে। নদীর নির্ম্মল জল সুমিষ্ট হইলেও সমুদ্রে গিয়া তাহা অপেয় হইয়া উঠে। ইহাই এই শ্লোকের ভাবার্থ :—

গুণা গুণজ্ঞেষু গুণীভবন্তি
তে নির্গুণং প্রাপ্য ভবন্তি দোষাঃ।
সুস্বাদুতোয়প্রবহা হি নদ্যঃ
সমুদ্রমাসাদ্য ভবন্ত্যপেয়াঃ॥

গুণী গুণজ্ঞের কাছে গুণী হ'য়ে রন্,
নির্গুণের কাছে কিন্তু সদা দোষী হন্।

নদীর নির্ম্মল জল মিষ্ট সাতিশয়,
সমুদ্রে পড়িলে কিন্তু পান-যোগ্য নয়!

(৬)

সুজনের মুখে দোষও গুণ এবং দুর্জ্জনের মুখে গুণও দোষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। মেঘ সমুদ্রের লোণা জল খাইয়াও মিষ্ট জল, এবং সর্প দুগ্ধ পান করিয়াও বিষ উদ্গিরণ করে। ইহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন:—

গুণায়ন্তে দোষাঃ সুজনবদনে দুর্জ্জনমুখে
গুণা দোষায়ন্তে তদিদমপি নো বিস্ময়পদম্।
যথা জীমূতোঽয়ং লবণজলধের্বারি মধুরং
ফণী ক্ষীরং পীত্বা বমতি গরলং দুঃসহতরম্॥

সংসারে যথার্থ সাধু হন্ যেই জন,
দোষকেও গুণ বলি' করেন গ্রহণ!
পরম অসাধু কিন্তু যেই জন হয়,
গুণকেও দোষ বলি' তার মনে লয়।
সাধু অসাধুর এই ভিন্ন আচরণ,
কিছুতেই নহে ইহা বিস্ময়-কারণ!
জলধর সাগরের খায় লোণা জল,
কিন্তু মিষ্ট জল দিতে না হয় বিফল।
বিষধর সুমধুর দুগ্ধ-পান করে,
কিন্তু হায় মহাকটু গরল উগরে!

(৭)

বিদ্যা, ধন ও দৈহিক বল,—এই তিনটী বস্তু সুজন ও দুর্জ্জনের আশ্রয়ে থাকিলে তাহা হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ফল উৎপন্ন হয়। আধার-ভেদেই যে একই আধেয় বস্তুর গুণান্তর জন্মে, তাহার দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন করাই এই শ্লোকে কবির অভিপ্রেত :—

বিদ্যা বিবাদায় ধনং মদায়
শক্তিঃ পরেষাং পরিপীড়নায়।
খলস্য সাধোর্বিপরীতমেতজ্
জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায়॥

সংসারে খলের বিদ্যা বিবাদ-কারণ,
গর্ব্বের কারণ তার ধন-উপার্জ্জন,
মহাশক্তি রহে তার পরের পীড়নে,
এই সব বিপরীত কিন্তু সাধু জনে ;—
জ্ঞান হেতু বিদ্যা তাঁর, দান হেতু ধন,
পর-রক্ষা হেতু তাঁর শক্তিই সাধন!

(৮)

বল অপেক্ষা বুদ্ধিই প্রধান। বহু বল থাকিলেও কিছুমাত্র বুদ্ধি না থাকায় বৃহদাকার হস্তী চিরদিনই ক্ষুদ্রকায় মানবের অধীন রহিয়াছে। কবি এই কথাটী কৌশল-ক্রমে এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

মতিরেব বলাদ্ গরীয়সী
যদভাবে করিণামিয়ং দশা।

ইতি ঘোষয়তীব ডিণ্ডিমঃ
করিণো হস্তিপকাহতঃ ক্বণন্॥

বল হ'তে বুদ্ধি বড়, জানিও নিশ্চয়,
বল আছে, বুদ্ধি নাই, কিবা তায় হয়?
বুদ্ধি নাই, কিন্তু বল ধরে সর্ব্বক্ষণ,
তাই ত হস্তীর দশা হয়েছে এমন,—
হস্তীর উপরি চড়ি' ঢাক বাজাইয়া
মাহুত এ কথা সবে দেয় রটাইয়া।

(৯)

পুত্র যতই রূপবান্, ধনবান্ ও গুণবান্ হউক, বিদ্বান্ না হইলে তাহার জীবনই বৃথা। ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ:—

বরং গর্ভস্রাবো বরমপি চ নৈবাভিগমনং
বরং জাতপ্রেতো বরমপি চ কন্যাভিজননম্।
বরং বন্ধ্যা ভার্য্যা বরমপি চ গর্ভেষু বসতি-
র্ন চাবিদ্বান্ রূপদ্রবিণগণযুক্তোঽপি তনয়ঃ॥

সেও ভাল, গর্ভস্রাব যদি কভু হয়,
সেও ভাল, নারী-সঙ্গ যদি নাহি লয়,
সেও ভাল, জন্মিয়াই যদি যায় ম'রে,
সেও ভাল, জন্মে যদি কন্যাই উদরে,
সেও ভাল, ভার্য্যা যদি বন্ধ্যা বার-মাস,
সেও ভাল, গর্ভে যদি নিত্য করে বাস।

রূপ-ধন-চয়-যুক্ত হ'লেও তনয়
বিদ্যা না থাকিলে তার কিছু কিছু নয়!

(১০)

কি কি গুণ থাকিলে যামিনী, কামিনী, মাধুরী ও চাতুরী-নামের সার্থকতা সম্পাদিত হয়, কবি এই শ্লোকে তাহাই নিরূপণ করিতেছেন :—

যা রাকা শশিশোভনা গতঘনা সা যামিনী যামিনী
যা সৌন্দর্য্যগুণান্বিতা পতিরতা সা কামিনী কামিনী।
যা গোবিন্দপদারবিন্দমধুগা সা মাধুরী মাধুরী
যা লোকদ্বয়সাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী॥

নির্মেঘ পূর্ণিমা রাত্রি, সেই ত যামিনী!
রূপযুতা পতিব্রতা, সেই ত কামিনী!
হরি-পাদ-পদ্ম-মধু, সেই ত মাধুরী!
তরায় উভয় লোক, সেই ত চাতুরী!

(১১)

কি কি কারণে বিদ্যাই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ধন, তাহা কবি এই শ্লোকে নিরূপণ করিতেছেন :—

জ্ঞাতিভির্বণ্ট্যতে নৈব চৌরেণাপি ন নীয়তে।
দানে নৈব ক্ষয়ং যাতি বিদ্যারত্নং মহাধনম্॥

জ্ঞাতিরাও নাহি পারে করিতে বণ্টন,
চুরি করিতেও নাহি পারে চোর-গণ,
বহু দান করিলেও নাহি হয় ক্ষয়,
বিদ্যার মতন ধন আর কিবা রয়?

(১২)

কখনই মৃত্যু হইবে না, এইরূপ মনে করিয়াই বিদ্যা ও ধন উপার্জ্জন করা বুদ্ধিমান্ লোকের কর্ত্তব্য; এবং এখনই মৃত্যু হইবে, এইরূপ মনে করিয়াই তাঁহার ধর্ম্ম-কার্য্য করা উচিত। ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ :—

অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ॥

বিদ্যা আর অর্থ যবে করে উপার্জ্জন,
স্বয়ং অমর ভাবে বুদ্ধিমান্ জন।
ধ'রেছে চুলের ঝুঁটি এ'সে যেন যম,
ধর্ম্ম-কার্য্য হেতু তাঁর ইহাই নিয়ম!

(১৩)

লোকে রূপের অপেক্ষা গুণেরই আদর করিয়া থাকে। প্রিয়-দর্শন পুষ্প সুগন্ধ-শূন্য হইলে কেহই তাহার আদর করে না। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

গুণেন স্পৃহণীয়ঃ স্যাদ্ ন রূপেণ যুতো জনঃ।
সৌগন্ধ্যহীনং নাদেয়ং পুষ্পং কান্তমপি ক্বচিৎ॥

গুণ যার থাকে, তার পরম আদর,
রূপের আদর নাই সংসার-ভিতর।
পুষ্পটী হউক যত নেত্র-তৃপ্তি-কর,
সুগন্ধি না হ'লে, তার কে করে আদর?

ধর্ম্ম-বিবেকঃ

(হলায়ুধ-বিরচিতঃ)

(১)

ত্রিভুবনে শত সহস্র বৃক্ষ আছে, কিন্তু ধর্ম্ম-বৃক্ষের ন্যায় পরম পূজ্য ও অমূল্য বৃক্ষ আর নাই। শ্রদ্ধাই ইহার বীজ, এবং ব্রাহ্মণ-গণের জল-সেচনেই ইহা পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়। চতুর্দ্দশ বিদ্যাই ইহার শাখা, এবং পুণ্য-লাভ হেতুই লোকে ইহার আদর করিয়া থাকে। এই বৃক্ষের স্থূল ও সূক্ষ্ম দুইটী ফল আছে,—একটীর নাম "কাম" ও অপরটীর নাম "মোক্ষ"। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে:—

শ্রদ্ধাবীজো বিপ্রবেদাম্বুসিক্তঃ
শাখা বিদ্যাস্তাশ্চতস্রো দশাঽপি।
পুণ্যান্যর্থা দ্বে ফলে স্থূলসূক্ষ্মে
কামো মোক্ষো ধর্ম্মবৃক্ষোঽয়মীড্যঃ॥

ধর্ম্ম-বৃক্ষ সকলেরি পূজ্য সর্ব্বক্ষণ,
বেদ-জলে পুষ্ট তাহা করেন ব্রাহ্মণ।
চতুর্দ্দশ-বিদ্যা-শাখা তার চারিধারে,
যত্ন করে তারে লোক পুণ্য-লাভ তরে।
স্থূল সূক্ষ্ম দুই ফল তাহে অবিরাম,
কাম মোক্ষ এই দুই তাহাদের নাম!

(২)

স্থূল-বুদ্ধি মানব, ধর্ম্মের সূক্ষ্ম-গতি বুঝিতে পারে না। ভগবান্‌কে সর্ব্বস্ব দান করিয়াও বলি-রাজ পাতালে বদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু এক সরা মাত্র ছাতু দান করিয়াও কোন এক ঋষি (উঞ্ছবৃত্তি বা ঋচীক?) স্বর্গ-লাভ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে অসতী থাকিয়াও কুন্তী-দেবীর ভাগ্যে স্বর্গলাভ ঘটিয়াছিল, কিন্তু সতী সাধ্বী পতিব্রতা সীতাদেবী পাতালে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহাই এই শ্লোকের বক্ষ্যমাণ বিষয়ঃ—

যাতঃ ক্ষ্মামখিলাং প্রদায় হরয়ে পাতালমূলং বলিঃ
শক্তুপ্রস্থবিসর্জ্জনাৎ স চ মুনিঃ স্বর্গং সমারোপিতঃ।
আবাল্যাদসতী সতী সুরপুরীং কুন্তী সমারোহয়ৎ
হা সীতা পতিদেবতাঽগমদধো ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ॥

সমস্ত পৃথিবী দান করি নারায়ণে
বলি-রাজ বদ্ধ হন্ পাতাল-ভবনে!
এক সরা ছাতু দিয়া কোন এক মুনি
স্বর্গে বাস করিলেন,—এ কথাও শুনি!

বাল্য-কাল হ'তে কুন্তী পরম অসতী,
অবশেষে হ'লো তাঁর স্বর্গ-ধামে গতি!
কিন্তু সেই সীতা-দেবী পতিব্রতা নারী,
কি দোষে পাতালে যান্, বুঝিতে না পারি!
ধর্ম্মের পরম সূক্ষ্ম গতি নিরন্তর,
সন্ধান কি পায় তার স্থূল-বুদ্ধি নর!

(৩)

যে পঞ্চ পাণ্ডবের পিতামহ স্বয়ং ব্যাসদেব কুমারীর গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করিয়া স্বীয় ভ্রাতৃ-বধূর বৈধব্য বিনাশ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই; যে পঞ্চ পাণ্ডবের পিতা স্বয়ং পাণ্ডু-রাজও জারজ পুত্র বলিয়া চিরদিন অভিহিত আছেন; যে পঞ্চ পাণ্ডব, পিতা বিদ্যমান থাকিতেও, অন্য পঞ্চ দেবতার ঔরসে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন; যে পঞ্চ পাণ্ডব একমাত্র ভার্য্যা লইয়া চিরদিন তাঁহাতেই নিরত ছিলেন; সেই পঞ্চ পাণ্ডবেরও গুণ-কীর্ত্তন করিলে মানবের অক্ষয় পুণ্য উপার্জ্জিত হয়! অতএব ধর্ম্মের সূক্ষ্ম-গতি বুঝিতে পারা স্থূল-বুদ্ধি মানবের শক্তি-বহির্ভূত! কবি এই শ্লোকে এই নীতি-শিক্ষা দিতেছেন:—

কানীনস্য মুনেঃ স্ববান্ধববধূবৈধব্যবিধ্বংসিনো
নপ্তারঃ খলু গোলকস্য তনয়াঃ কুণ্ডাঃ স্বয়ং পাণ্ডবাঃ।
তেঽমী পঞ্চ সদৈকযোনিনিরতাস্তেষাং গুণোৎকীর্ত্তনা-
দক্ষয্যং সুকৃতং ভবেদনুদিনং ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ॥

পঞ্চ পাণ্ডবের জন্ম-কথা-বিবরণ
আশ্চর্য্য হইবে লোক করিলে শ্রবণ,—
তাঁহাদের পিতামহ ব্যাস ঋষি-বর,
ব্যাসের জন্মের কথা শুন ওহে নর,—
মৎস্যগন্ধা-কুমারীর সুখ সহবাসে
ঋষিবর পরাশর জন্ম দিলা ব্যাসে।
বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যু হইবার পরে
অম্বালিকা পত্নী তাঁর রহিলেন ঘরে।
কনিষ্ঠ-ভ্রাতার বধূ অম্বালিকা-সতী,
ব্যাসদেব তাঁর সনে করিলেন রতি।
সেই রতি-ফলে পাণ্ডু জন্মিলা ধরায়,
তাঁর পত্নী কুন্তী, তাঁর জীবৎ-দশায়
বিহার করিয়া ধর্ম্ম বায়ু ইন্দ্র সনে,
জন্ম দিলা যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জ্জুনে।
আর এক পাণ্ডু-পত্নী, মাদ্রী নাম যাঁর,
অশ্বিনী-কুমার সনে করিলা বিহার;
নকুল ও সহদেব এই দুই-জন,
সেই বিহারের ফলে দিলেন দর্শন।
পঞ্চ পাণ্ডবের কথা বুঝে উঠা ভার,
এক দ্রৌপদীর সনে সবারি বিহার।
হেন পঞ্চ পাণ্ডবের গুণ-সঙ্কীর্ত্তনে
অতুল অক্ষয় পুণ্য হয় ত্রিভুবনে!
হায় রে ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি নিরন্তর,
বুঝিতে কি পারে তাহা স্থূল-বুদ্ধি নর?

(৪)

কোকিল ও মহাপুরুষ তুই তুল্য ; কারণ প্রত্যেকেরই আহার শুচি ও স্বর সুমধুর ! প্রত্যেকেই পর-বাসে পরাধীন, স্বজনের প্রতি মায়া-শূন্য, বনবাসে স্পৃহাবান্, এবং মাধবে (বসন্ত-কালে ; পক্ষে, শ্রীকৃষ্ণ-গুণ-জ্ঞাপনে) বিশেষ বাক্পটু। অতএব এরূপ আদরের ধন কোকিলেরও অনাদর করিয়া লোকে যে কৃমিভোজী খঞ্জনের সমাদর করিয়া থাকে, ইহাই অতি আশ্চর্য্য। কর্ম্মের বিচিত্র গতি বুঝিতে পারা মানবের শক্তি-বহির্ভূত !

আহারে শুচিতা ধ্বনৌ মধুরতা নীড়ে পরাধীনতা
বন্ধৌ নির্ম্মমতা বনে রসিকতা বাচালতা মাধবে।
এতৈরেব গুণৈর্যুতং পরভৃতং ত্যক্ত্বা কিমেতে জনা
বন্দন্তে খলু খঞ্জনং কৃমিভুজং চিত্রা গতিঃ কর্ম্মণাম্॥

পরম পবিত্র বস্তু প্রত্যহ আহার,
পরম মধুর ধ্বনি মুখে অনিবার,
পর-বাসে অবস্থিতি অধীন হইয়া,
বন্ধু-বান্ধবের মায়া দেয় কাটাইয়া,
লোকালয় ত্যজি কত যত্ন বন-বাসে,
মাধবে দেখিলে মুখে কত কথা আসে ;—
মহা সাধু-পুরুষের যে সব লক্ষণ,
কোকিলের সেই সব রহে অনুক্ষণ।
এত গুণ থাকিতেও কোকিলে ত্যজিয়া
কীট-ভোজী খঞ্জনেরে ধরিয়া আনিয়া

যত্ন করি রাখে লোক গৃহে আপনার,
হায় রে! কর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি বুঝা ভার!

(৫)

কোনও এক কপোতিকা, কপোতকে কহিতেছিল, "নাথ! আমাদের অন্তিম কাল অসিয়া উপস্থিত হইল। কারণ দেখ, নিম্ন-দিকে এক ব্যাধ ধনুর্ব্বাণ হস্তে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং এক বাজ-পক্ষী আমাদিগের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে"। এমন সময়ে হঠাৎ সর্প-দংশনে ব্যাধের মৃত্যু হওয়াতে তাহার হস্তস্থিত বাণ সহসা ছুটিয়া গিয়া বাজ-পক্ষীর প্রাণ-সংহার করিল; এবং কপোত ও কপোতিকাও নিরাপদ্ হইল। দৈবের গতি বড়ই বিচিত্র!

কান্তং বক্তি কপোতিকাকুলতয়া কান্তাঽন্তকালোঽধুনা
ব্যাধোঽধো ধৃতচাপশাণিতশরঃ শ্যেনঃ পরিভ্রাম্যতি।
ইত্থং সত্যহিনা স দষ্ট ইষুণা শ্যেনোঽপি তেনাহত-
স্তূর্ণং তৌ তু যমালয়ং প্রতি গতৌ দৈবী বিচিত্রা গতিঃ॥

মনোদুঃখে কপোতিকা কপোতেরে কয়,—
"আসিল মোদের আজ অন্তিম সময়।
নিম্ন-দিকে দেখ ব্যাধ ধনুর্ব্বাণ ধ'রে,
চারিদিকে বাজ-পক্ষী দেখ ঘুরে ফিরে,"
এইরূপে প্রাণভয়ে দোঁহের জল্পন,
ইতিমধ্যে ব্যাধে সর্প করিল দংশন!

ধনুকে যে বাণ ছিল তাহা ছুটে গিয়া
সেই বাজ-পক্ষীকেও দিইল বিঁধিয়া!
এইরূপে দুই শত্রু গেল যমালয়,
দৈবের বিচিত্র গতি, জানিও নিশ্চয়!

(৬)

হরিহর-নামক এক শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক এই শ্লোকে আক্ষেপ করিয়া কহিতেছেন,—"শুণ্ঠী ও গোক্ষুর পেষণ করিয়া ঔষধ খাইবার জন্য কোন রোগীর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু সেই রোগী গোক্ষুরের (কণ্টকি-বৃক্ষ-বিশেষের) পরিবর্ত্তে গোক্ষুর (গরুর খুর) খাইয়াছিল। নির্ব্বোধ লোকের বাটীতে অর্থ, যশ ও সুখ-লাভ করা দূরে থাকুক, লাভের মধ্যে আমি গো-বধ-পাপে লিপ্ত হইলাম।"

শুণ্ঠীগোক্ষুরয়োর্বিচার্য্য মনসা কল্কাশনং যন্ময়া
প্রোক্তং তদ্বিপরীতকং কৃতমহো দত্তং যতো গোঃ ক্ষুরম্।
নার্থো মূর্খজনালয়ে ন চ সুখং নো বা যশো লভ্যতে
সদ্বৈদ্যে কবিভূপতৌ হরিহরে লাভঃ পরং গোবধঃ॥

মনে মনে সবিশেষ বিচার করিয়া
শুণ্ঠী-গোক্ষুরের দিনু ব্যবস্থা করিয়া।
যা বলিনু, হ'লো তার ফল বিপরীত,
খাইল গরুর খুর শুঁঠের সহিত!
কিবা সুখ, কিবা যশঃ, কিবা আর ধন
মূর্খের বাটীতে নাহি মিলে কদাচন।

"কবিরাজ হরিহর" খ্যাতি অনিবার,
হইল লাভের মধ্যে গো-বধ আমার!

(৭)

"সিংহ-জয় করিবার বাসনায় একটা কুকুরকে প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে গো-মাংস, দধি, অন্ন ও পায়সাদি খাইতে দিয়া তাহাকে বিলক্ষণ হৃষ্ট-পুষ্ট করিয়াছিলাম; কিন্তু সিংহ-জয় করা দূরে থাকুক, সিংহের রব শুনিয়াই কুকুরটা ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পর্ব্বত-গুহায় প্রবেশ করিল। আমার সমস্ত আশা বিফল হইল, এবং লাভের মধ্যে আমি গো-বধ-পাপের অধিকারী হইলাম।" ইহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন:—

পঞ্চাস্যস্য পরাভবায় ভষকো মাংসেন গোর্ভূয়সা
দধ্যন্নৈরপি পায়সৈঃ প্রতিদিনং সংবর্দ্ধিতো যো ময়া।
সোঽয়ং সিংহরবাদ্ গুহান্তরগমদ্ ভীত্যাকুলঃ সম্ভ্রমাৎ
হন্তাশা বিলয়ং গতা হতবিধে লাভঃ পরং গোবধঃ॥

সিংহ-জয় করিবার অভিলাষ করি
পুষিনু কুকুর এক কত দিন ধরি।
গো-মাংস পায়স দধি অন্ন দিয়া তারে
হৃষ্ট-পুষ্ট করিলাম কতই আদরে।
কিন্তু সিংহ-রব শুনি প্রাণ-ভয়ে হায়
প্রবেশ করিল এক পর্ব্বত-গুহায়!
যত কিছু আশা মোর হ'লো ছারখার,
ওরে পোড়া বিধি! শুধু গো-বধ আমার!

(৮)

কবি এই শ্লোকে কোন ব্যাধকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন ;— "হে ব্যাধ-রাজ! তুমি সিংহ জয় করিবার আশা করিয়া গো-মাংস খাওয়াইয়া কতক গুলা কুকুরকে হৃষ্ট পুষ্ট করিলে ; কিন্তু তাহাদের কটু-রবে কাণ ঝালাপালা হইয়া গেল। যে সিংহ মদ-মত্ত হস্তীকেও প্রখর-নখরে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলে, সেই সিংহকে কুকুর পরাজিত করিবে, ইহাই তোমার দুর্বুদ্ধি। লাভের মধ্যে গো-বধ পাপে তোমাকে লিপ্ত হইতে হইল।" ইহাই এই শ্লোকের বক্ষ্যমাণ বিষয় :—

পারীন্দ্রস্য পরাভবায় সুরভীমাংসেন দুর্মেধসা
পুষ্যন্তে কিল পীবরাঃ কটুগিরঃ শ্বানঃ প্রযত্নাদমী।
ন ত্বেভির্মদমত্তবারণচমূবিদ্রাবণঃ কেশরী
জেতব্যো ভবতা কিরাতনৃপতে লাভঃ পরং গোবধঃ॥

সিংহ-জয় করিবার আশে অবিরল
যতনে পুষিলে এই কুকুর সকল।
গো-মাংস খাইয়া হ'লো হৃষ্ট-পুষ্ট সবে,
ঝালাপালা হ'লো কাণ কিন্তু কটু রবে।
মদ-মত্ত হস্তীকেও ধরিয়া নখরে
যে সিংহ বিদীর্ণ করে খণ্ড খণ্ড ক'রে,
সেই সিংহ-জয় হেতু করি অভিলাষ
পুষিলে কুকুর গুলা তুমি বারমাস।
হে ব্যাধ! তোমার মত মূর্খ কেবা আর,
হইল লাভের মধ্যে গো-বধ তোমার!

(৯)

এক ভূমিতেই শালি-ধান্য ও শ্যামা-ঘাসের জন্ম হয়; এবং তাহাদের দল ও কাণ্ড দেখিতে একরূপ। কেবল ফল দেখিয়াই তাহাদের প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

একা ভূরুভয়োরৈক্যমুভয়োর্দলকাণ্ডয়োঃ।
শালিশ্যামাকয়োর্ভেদঃ ফলেন পরিচীয়তে॥

কিবা শ্যামা-ঘাস, আর কিবা শালি-ধান,
এক ভূমিতেই উভয়েরি জন্ম-স্থান।
কিবা উভয়েরি দল, কিবা কাণ্ড আর,
সহজে চিনিয়া লয়, সাধ্য হেন কার?
কিন্তু এক এক ফল করিয়া দর্শন
কেবা শ্যামা, কেবা শালি, বুঝে সর্ব্ব জন!

(১০)

যিনি সূর্য্য-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, রাজাধিরাজ দশরথ যাঁহার পিতা, সতী সাধ্বী পতিব্রতা সীতা-দেবী যাঁহার পত্নী, বীর-শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ যাঁহার ভ্রাতা, যাঁহার মত দুর্দ্দান্ত-প্রতাপ নৃপতি এই ত্রিভুবনে আর ছিল না, এবং যিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, সেই স্বয়ং রামচন্দ্রকেও যখন দৈব-বশে বিড়ম্বিত হইতে হইয়াছিল, তখন অন্যের কথা আর কি বলা যাইতে পারে! ইহাই এই শ্লোকের বক্ষ্যমাণ বিষয় :—

জাতঃ সূর্য্যকুলে পিতা দশরথঃ ক্ষৌণীভুজামগ্রণীঃ
সীতা সত্যপরায়ণা প্রণয়িনী যস্যানুজো লক্ষ্মণঃ।
দোর্দ্দণ্ডেন সমো ন চাস্তি ভুবনে প্রত্যক্ষবিষ্ণুঃ স্বয়ং
রামো যেন বিড়ম্বিতোঽপি বিধিনা চান্যে পরে কা কথা॥

সূর্য্য-বংশে জন্ম যাঁর, পিতা দশরথ,
যে পিতার দশদিকে বহু রথী রথ,
সীতা সতী প্রণয়িনী যাঁর নিরন্তর,
লক্ষ্মণ পরম বীর যাঁর সহোদর,
যাঁর মত মহাবীর নাই ত্রিভুবনে,
সাক্ষাৎ বিষ্ণুই বলি যাঁরে সবে গণে,
বিধিবশে বিড়ম্বিত তবু সেই রাম,
কি কব অন্যের কথা, বিধি যার বাম!

(১১)

কি কি কারণে জগন্নাথ-দেব কাষ্ঠময় হইয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে। যখন নিজ সংসারের দুঃখ নিরন্তর ভাবিয়া স্বয়ং জগন্নাথ-দেবকেও কাষ্ঠময় হইতে হইয়াছিল, তখন মনুষ্যের ত কথাই নাই। ইহাই এই শ্লোকের ধ্বনিঃ—

একা ভার্য্যা প্রকৃতিমুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া
পুত্রোঽপ্যেকো ভুবনবিজয়ী মন্মথো দুর্নিবারঃ।
শেষঃ শয্যা শয়নমুদধৌ বাহনং পন্নগারিঃ
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং দারুভূতো মুরারিঃ॥

"নীতি-সারঃ"-প্রবন্ধের চতুর্দ্দশ শ্লোকের অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

(১২)

এই অসার সংসারে শ্বশুর-গৃহই একমাত্র সার বস্তু। হর হিমালয়ে এবং হরি ক্ষীরোদ-সাগরেই চিরদিন বাস করিতেছেন। ইহাই এই হাস্য-রসাত্মক শ্লোকে কথিত হইয়াছে ঃ—

অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরম্।
হিমালয়ে হরঃ শেতে হরিঃ শেতে মহোদধৌ॥

অসার সংসার,—সার শ্বশুরের ঘর,
হরি রন্ সাগরেতে, হিমালয়ে হর!

(১৩)

কাশী-বাস, সাধু সঙ্গ, গঙ্গা-জল-সেবন ও শিব-পূজাই এই অসার সংসারের সার বস্তু। ইহাই এই শ্লোকে কবির বক্তব্য বিষয় ঃ—

অসারে খলু সংসারে সারমেতচ্চতুষ্টয়ম্।
কাশ্যাং বাসঃ সতাং সঙ্গো গঙ্গাম্ভঃশম্ভুসেবনম্॥

সাধু-সঙ্গ, শিব-পূজা, কাশী-ধামে বাস,
জাহ্নবীর জলে স্নান পান বারমাস,
অসার সংসারে এই চারিটীই সার,
তাহা বিনা যত কিছু সকলি অসার!

(১৪)

বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ধন-সঞ্চয় করিবে এবং

সেই বহু-শ্রমার্জ্জিত ধনের বিনিময়েও নিজ পত্নীকে রক্ষা করিবে। কিন্তু কি ধন, কি পত্নী, উভয়েরই বিনিময়ে আপনার জীবন-রক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। ইহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

আপদর্থং ধনং রক্ষেদ্ দারান্ রক্ষেদ্ ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেদ্ দারৈরপি ধনৈরপি॥

বিপদ্ তরিতে ধন রাখ যত্ন করি,
ধন দান করিয়াও রক্ষ নিজ নারী,
কিবা সেই নিজ নারী, কিবা সেই ধন,
দুই দিয়া রক্ষা কর আপন জীবন!

[১৫]

কি কি কারণে স্ত্রীলোক, পুরুষ, অশ্ব ও বস্ত্র জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া যায়, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে :—

চিন্তা জরো মনুষ্যাণামনধ্বা বাজিনাং জরঃ।
অসম্ভোগো জরঃ স্ত্রীণাং বস্ত্রাণামাতপো জরঃ॥

জীর্ণ শীর্ণ হয় লোক দুশ্চিন্তা থাকিলে,
জীর্ণ শীর্ণ হয় অশ্ব পথ না চলিলে,
সম্ভোগ-বর্জ্জিতা নারী জীর্ণ শীর্ণ হয়,
জীর্ণ শীর্ণ হয় বস্ত্র রৌদ্রে যদি রয়!

(১৬)

যে ব্যক্তি তন্ময় হইয়া ভক্তি-ভরে শ্রীকৃষ্ণের চরণে স্বীয় মন

প্রাণ সমর্পণ করিতে পারে, তাহার রণে, মরণে ও দুর্গম কাননেও ভয় থাকে না। ইহাই এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয়:—

যদি কৃষ্ণপদে চিন্তা ভক্তিস্তৎপদপঙ্কজে।
দুর্গমে গহনে বাপি কা চিন্তা মরণে রণে॥

কৃষ্ণ-পদ চিন্তা করে সদাই যে জন,
সেই পদে পুনঃ যার ভক্তি সর্ব্বক্ষণ,
কি ভয়, কি ভয়, তার সুদুর্গম বনে,
কি ভয়, কি ভয়, তার মরণে বা রণে?

(১৭)

দেবতা, তীর্থ, ব্রাহ্মণ, মন্ত্র, দৈবজ্ঞ, ঔষধ ও গুরু এই কয়েকটী সম্বন্ধে যিনি যেরূপ চিন্তা করিবেন, তিনি সেইরূপই ফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহাই কবি এই শ্লোকে বলিতেছেন:—

দেবে তীর্থে দ্বিজে মন্ত্রে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ।
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥

কিবা দেব, তীর্থ, মন্ত্র অথবা ব্রাহ্মণ,
কি ঔষধ, কি দৈবজ্ঞ, কিংবা গুরু জন,
এই সবে চিন্তা যার যেরূপ রহিবে,
ঠিক সেইরূপ ফল তাহার ফলিবে!

(১৮)

মাতা পুত্রকে অভিশাপ দেন না, সর্ব্বংসহা পৃথিবী কাহারও

দোষ-গ্রহণ করেন না, সাধু জন কাহারও প্রতি হিংসা প্রকাশ করেন না, এবং দেবদেবীও সৃষ্টি-নাশ করেন না। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে:—

ন মাতা শপতে পুত্রং ন দোষং লভতে মহী।
ন হিংসাং কুরুতে সাধুর্ন দেবঃ সৃষ্টিনাশকঃ॥

পুত্রে অভিশাপ মাতা না দেন কখন,
সর্ব্বংসহা কারো দোষ না করে গ্রহণ,
হিংসা নাহি করে সাধু কাহারো উপরে,
দেবতাও সৃষ্টি-নাশ কভু নাহি করে!

(১৯)

পণ্ডিত-গণ কহেন, ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করিয়া থাকেন। ইহাই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয়:—

জল্পন্তি সূরয়ঃ সর্ব্বে ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকম্।
এতজ্‌জ্ঞাতব্যমদ্যৈব কিমত্র চ ভবিষ্যতি॥

ধর্ম্মই রাখেন তারে, ধর্ম্মে যার মন,
একথা কহেন নিত্য সাধু-জন-গণ।
এ চির প্রবাদ সত্য, কিংবা মিথ্যা আর,
পরীক্ষা লইব আমি অদ্যই ইহার!

(২০)

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে ধর্ম্ম-শীল পঞ্চ পাণ্ডবের নিত্য সহায়, তাঁহারা যে সহজেই জয়-লাভ করিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি! যেখানে

শ্রীকৃষ্ণ, সেই খানেই ধর্ম্ম, এবং যেখানে ধর্ম্ম, সেই খানেই জয়-লাভ! ইহাই এই শ্লোকে কবি কহিতেছেন :—

জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্ত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।
যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্ম্মো যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ॥

জয় জয় জয় পঞ্চ পাণ্ডবের জয়,
যাঁহাদের পক্ষে রন্ কৃষ্ণ কৃপাময়।
যে স্থানে রহেন কৃষ্ণ, ধর্ম্ম সেই স্থানে,
যেখানে রহেন ধর্ম্ম, জয় সেই খানে!

পদ্য-সংগ্রহঃ

(কবিভট্ট-কৃতঃ)

(১)

সর্ব্ব-সম্পৎ-করী সরস্বতী-দেবীকে প্রণাম করিয়া কবি এই শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করিতেছেন :—

নত্বা তাং পরমেশ্বরীং শিবকরীং শ্রীভারতীং ভাস্বতীং
গঙ্গাতীরনিবাসিনা সুকবিনা লোকোপকারার্থিনা।
নানাপণ্ডিতবক্ত্রনির্গতবতাং নির্ম্মীয়তে কেনচিৎ
পদ্যানামিহ সংগ্রহোঽমৃতকথাপ্রস্তাববিস্তারিণাম্॥

স্বয়ং ঈশ্বরী যিনি, যিনি শুভকরী,
যাঁহার সুচারু কান্তি মনোমোহকরী,
সেই ভারতীর পদে নমি অনুক্ষণ
গঙ্গা-তীর-বাসী কোন কবি এক জন
পর-উপকার হেতু হইয়া তন্ময়
করিলেন এই সব কবিতা-সঞ্চয়,—
যাহা বহু পণ্ডিতের মুখ-বিনির্গত,
যাহা স্বাদু সুধা-রসে সিক্ত অবিরত!

(২)

যে কাব্যের সুধারস পান করিয়া পরম পণ্ডিত-গণও পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন, তাহা দর্শন করিবামাত্র দাম্ভিক জন তাহার দোষান্বেষণেই প্রবৃত্ত হয়। যে সরোবরে পদ্ম-পুষ্প-চয় ফুটিয়া রহিয়াছে, যে সরোবরে রাজহংস-গণ মহানন্দে কেলি করিতেছে, সেই সরোবরে অন্য কোন বিষয়ে লক্ষ না রাখিয়া বক সকল তাহার তীরস্থ কেবল শম্বূকের অন্বেষণেই ব্যস্ত হয়। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে:—

কাব্যে ভব্যতমেঽপি বিজ্ঞনিবহৈরাস্বাদ্যমানে মুহু-
র্দোষান্বেষণমেব মৎসরজুষাং নৈসর্গিকো দুর্গ্রহঃ।
কাসারেঽপি বিকাসিপঙ্কজচয়ে খেলন্মরালে পুনঃ
ক্রৌঞ্চশ্চঞ্চুপুটেন কুঞ্চিতবপুঃ শম্বূকমন্বিষ্যতি॥

যে কাব্যের সুধারস পিয়া অবিরত
বিহ্বল হইয়া রহে পণ্ডিতের দল,

সে কাব্য দাম্ভিক জন হেরিলে নয়নে,
অমনি ছুটিবে তার দোষ-অন্বেষণে।
খেলিতেছে রাজহংস যেই সরোবরে,
ফুটিয়াছে পদ্ম-চয় যাহার উপরে,।
তার তীরে ধীরে ধীরে বক ঠোঁট দিয়া
শামুক খুঁজিতে থাকে ঘাড় বাঁকাইয়া।

(৩)

রমণীয় দেহে ক্ষত-স্থান দেখিলেই মক্ষিকা-গণ যেরূপ তাহার উপর গিয়া আহ্লাদে পতিত হয়, রমণীয় কাব্য দেখিলে খল-স্বভাব ব্যক্তিও সেইরূপ তাহার দোষান্বেষণ করিতেই প্রবৃত্ত হয়। ইহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন:---

অতিরমণীয়ে কাব্যে পিশুনোঽন্বেষয়তি দূষণান্যেব।
অতিরমণীয়ে বপুষি ব্রণমেব হি মাক্ষকানিকরঃ॥

রম্য দেহ দেখিলেই মক্ষিকা তখন
শুধু তার ক্ষত স্থান করে অন্বেষণ।
অতি মনোহর কাব্য হেরিলে নয়নে
ছুটে যায় খল তার দোষ-অন্বেষেণ!

(৪)

কোন কবি, কোন ভগবদ্-ভক্ত, ভাগ্যবান্, সুপণ্ডিত রাজার নিকটে গিয়া কৌশল-ক্রমে এই শ্লোকে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন:—

কীর্ত্তিস্বর্গতরঙ্গিণীভিরভিতো বৈকুণ্ঠমাপ্লাবিতং
ক্ষৌণীনাথ তব প্রতাপতপনৈঃ সন্তাপিতঃ ক্ষীরধিঃ।
ইত্যেবং দয়িতাযুগেন হরিণা ত্বং যাচিতঃ স্বাশ্রয়ং
হৃৎপদ্মং হরয়ে শ্রিয়ে স্বভবনং কণ্ঠং গিরে দত্তবান্॥

তব কীর্ত্তি-মন্দাকিনী, ওহে মহারাজ!
বৈকুণ্ঠ প্লাবিত করি করিছে বিরাজ।
পরম-প্রচণ্ড তব তাপ-দিবাকর
সন্তাপিত রাখিয়াছে ক্ষীরোদ-সাগর।
নিরাশ্রয় হরি তাই দুই ভার্য্যা সনে
আশ্রয় মাগিল আসি তোমার ভবনে।
হরিকে করিলে দান নিজ হৃদাসন,
লক্ষ্মীকেও দিলে তুমি আপন ভবন।
তার পরে রহিলেন যিনি সরস্বতী,
তাঁহারেও নিজ-কণ্ঠে দিয়াছ বসতি!

(৫)

সূর্য্য, কবি ও যুদ্ধের সার বস্তু কি? কিরূপ দুর্ঘটনায় কৃষকের ভয় হয়? ভ্রমর-গণ কি খাইতে ভালবাসে? কোন্ ব্যক্তির সর্ব্বদাই ভয় থাকে এবং কোন্ ব্যক্তিরই বা কদাপি ভয় নাই? এই সাতটী প্রশ্নের উত্তর কৌশল-সহকারে কবি এই শ্লোকের চতুর্থ চরণে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন:—

রবেঃ কবেঃ কিং সমরস্য সারং
কৃষের্ভয়ং কিং কিমদন্তি ভৃঙ্গাঃ।

সদা ভয়ং চাপ্যভয়ঞ্চ কেষাং
ভাগীরথীতীরসমাশ্রিতানাম্॥ (১)

সূর্য্যের কি সার বস্তু? প্রচণ্ড কিরণ;
কবির কি সার বস্তু? অমৃত-বচন;
যুদ্ধের কি সার বস্তু? রথি-সমুদয়;
কারে ভয় করে কৃষি? শস্য-বিঘ্ন ছয়;

---

(১) ব্যাখ্যা। ধর্ম্মদাস-বিরচিত "বিদগ্ধমুখমণ্ডনম্" গ্রন্থে এই শ্লোকটী দেখিতে পাওয়া যায়। কবি ইহার রচনায় আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। শ্লোকটীর প্রথম তিন চরণে সাতটী প্রশ্ন এবং চতুর্থ চরণে তাহাদের উত্তর যথাক্রমে নিহিত রহিয়াছে। "ভাগীরথীতীরসমাশ্রিতানাম্" এই চতুর্থ চরণটীর বিশ্লেষণ করিলে ইহার এইরূপ আকার দেখান যাইতে পারে;—ভা+গীঃ+রথী+ঈতিঃ+রসম্+আশ্রিতানাম্। এক্ষণে দেখা যাউক, ইহা হইতে কিরূপে সাতটী প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। (১) রবির (সূর্য্যের) সার বস্তু কি? ভা (কিরণ)। (২) কবির সার বস্তু কি? গীঃ (বাক্য)। (৩) সমরের (যুদ্ধের) সার বস্তু কি?—রথী (যোদ্ধা)। (৪) কে কৃষককে ভয় দেখায়?—ঈতিঃ (ছয়টী শস্য-বিঘ্ন)। (৫) ভৃঙ্গ (ভ্রমর) কি খায়?—রসম্ (পুষ্প-মধুকে)। (৬) সর্ব্বদাই কাহাদের ভয় রহিয়াছে?—আশ্রিতানাম্ (যাহারা অপরের আশ্রয়ে বাস করে, তাহাদের)। (৭) কাহাদের কিছুমাত্র ভয় নাই?—ভাগীরথীতীরসমাশ্রিতানাম্ (যাহারা পতিত-পাবনী গঙ্গা-দেবীর তীরে আশ্রয় লইয়াছে, তাহাদের)।

"ঈতিঃ" শব্দের অর্থ, ছয়টী শস্য-বিঘ্ন। এই ছয়টী শস্য-বিঘ্ন কি কি, তাহা এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে:—

অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভা মূষিকাঃ খগাঃ।
প্রত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতা ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ॥

কিবা পান করে ভৃঙ্গ? রস স্বাদ-যুত;
কোন্ জন ভীত সদা? যে জন আশ্রিত;
অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ইন্দুর, পতঙ্গ,
সমাগত বৈদেশিক নৃপতি, বিহঙ্গ,
"ঈতি"-নাম-ধারী এই শস্য-বিঘ্ন ছয়,
যাহা হ'তে কৃষকের হয় মহাভয়!
কার মনে নাহি থাকে কিছুমাত্র ত্রাস?
গঙ্গা-তীরে বাস যার রহে বার মাস!

(৬)

সুবর্ণ-পিঞ্জরে নিরন্তর বাস করিতেছি, রাজা স্বহস্তে আমার গাত্র-মার্জ্জনা করিয়া দিতেছেন, সুমধুর দাড়িম-ফলের রস ও সুধাসম জল পান করিতেছি, রাজ-সভায় থাকিয়া সর্ব্বদাই পবিত্র রাম-নাম উচ্চারণ করিতেছি, এবং আমার প্রকৃতিও স্বভাবতঃ অতি শান্ত; কিন্তু তথাপি আমার জন্ম-স্থান সেই বৃক্ষ-কোটরে যাইবার নিমিত্ত আমি সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত রহিয়াছি। কোন শুকপক্ষীর ধ্বনি দিয়া কবি এই শ্লোকে ইহাই কহিতেছেন:—

বাসঃ কাঞ্চনপিঞ্জরে নৃপকরাম্ভোজৈস্তনূমার্জ্জনং
ভক্ষ্যং স্বাদুরসালদাড়িমফলং পেয়ং সুধাভং পয়ঃ।
পাঠঃ সংসদি রামনাম নিয়তং ধীরস্য কীরস্য মে
হাহা হন্ত তথাপি জন্মবিটপিক্রোড়ে মনো ধাবতি॥

সর্ব্বদাই করি বাস সোণার পিঞ্জরে,
নিজ হস্ত দিয়া রাজা দেহ তাজা করে,

নিত্য খাই রসে-ভরা দাড়িমের ফল,
সুধাসম জলটুকু খাই অবিরল,
রাজ-সভা-মধ্যে আমি থাকি অবিরাম,
নিরন্তর বলি মুখে শুধু রাম-নাম,
হায়রে এসব সুখ তথাপি ছাড়িয়া
গাছের কোটরে রয় প্রাণটী পড়িয়া!

(৭)

পশ্চিম দিকেও যদি সূর্য্যোদয় হয়, পর্ব্বত-শিখরে প্রস্তরেরও উপরি যদি পদ্ম-পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, সুমেরু-পর্ব্বতও যদি গমন-শীল হয়, এবং অগ্নিও যদি শৈত্য-গুণ ধারণ করে, তথাপি সাধু জনের কথা কিছুতেই অন্যথা হয় না। ইহাই এই শ্লোকে কবির বক্তব্য বিষয়ঃ—

উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্বিভাগে
বিকসতি যদি পদ্মং পর্ব্বতাগ্রে শিলায়াম্।
প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নি-
র্ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ॥

পশ্চিম দিকেও যদি হয় সূর্য্যোদয়,
পর্ব্বত-শিখরে যদি পদ্ম ফুটে রয়,
সুমেরু-পর্ব্বত যদি চলে অবিরল,
প্রবল অনল যদি হয় সুশীতল,
তথাপি যথার্থ সাধু হন যেই জন
অন্যথা না হয় কভু তাঁহার বচন!

(৮)

নির্ব্বাণদীপে কিমু তৈলদানং
চৌরে গতে বা কিমুতাবধানম্।
বয়োগতে কিং বনিতাবিলাসঃ
পয়োগতে কিং খলু সেতুবন্ধঃ॥

"নীতি-প্রদীপঃ"-প্রবন্ধের ত্রয়োদশ শ্লোকের মুখবন্ধ ও অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

(৯)

বরং আত্মহত্যা করাও ভাল, বরং গৃহাভাবে বৃক্ষতলে বসতি করাও সুখকর, বরং ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন-ধারণ করা কিংবা অনাহারে থাকাও শ্রেয়স্কর, বরং ঘোর নরকে পতিত হইয়া অশেষ কষ্ট অনুভব করাও সুখ-জনক, তথাপি ধন-মদে মত্ত বন্ধুর আশ্রয়-গ্রহণ করা কিছুমাত্র সুখকর নহে। এই শ্লোকে ইহাই কবির বক্তব্য বিষয়:—

বরমসিধারা তরুতলবাসঃ
বরমিহ ভিক্ষা বরমুপবাসঃ।
বরমপি ঘোরে নরকে পতনং
ন চ ধনগর্ব্বিতবান্ধবশরণম্॥

বরং কণ্ঠেও লগ্ন সুশাণিত অসি
বরং বৃক্ষের তলে বাস দিবানিশি;
বরং পরের দ্বারে ভিক্ষা বারমাস,
বরং করাও ভাল নিত্য উপবাস;

বরং বিষম ঘোর নরকে পড়িয়া
ছট্‌ফট্‌ করা ভাল তথায় থাকিয়া;
হায়রে তথাপি কিন্তু যেন কোন জন
ধন-মত্ত বান্ধবের না লয় শরণ!

(১০)

অগ্নির উত্তাপেই শরীর দগ্ধ হইয়া যায়; কিন্তু কুগ্রামে বসতি, কুজনের সেবা ও কুদ্রব্য আহার করিলে এবং কুপিতা গৃহিণী, মূর্খ পুত্র ও বিধবা কন্যা লইয়া গৃহে বাস করিলে পুরুষের শরীর অগ্নির উত্তাপ না পাইয়াও দিবানিশি দগ্ধ হইতে থাকে। ইহাই এই শ্লোকে কবির খেদোক্তি:—

কুগ্রামবাসঃ কুজনস্য সেবা
কুভোজনং ক্রোধমুখা চ ভার্য্যা।
মূর্খশ্চ পুত্রো বিধবা চ কন্যা
বিনাঽনলেনৈব দহন্তি দেহম্॥

কুগ্রামে বসতি করে যে জন সতত,
কুজনের সেবাতেই যেই জন রত,
যাহার অদৃষ্টে নিত্য কুখাদ্য আহার,
ক্রোধভরা ভার্য্যা ল'য়ে ঘরকন্না যার,
মূর্খ পুত্র ল'য়ে যার সুখ নাহি রয়,
বিধবা কন্যারে ল'য়ে সদা যার ভয়,
বিনা আগুনেই হায় দেহখানি তার
দিবানিশি পুড়ে পুড়ে হয় ছারখার!

(১১)

মিথ্যা কথা না বলিয়া বরং মানুষের নিস্তব্ধ হইয়াও থাকা উচিত, পর-নারীর প্রতি আসক্ত না হইয়া বরং পুরুষের নপুংসক হইয়া থাকাও কর্ত্তব্য, পরের ধনে সুখভোগ না করিয়া বরং ভিক্ষা করিয়াও জীবন-ধারণ করা সুখকর, এবং দুর্জ্জনের কথায় প্রীতি-লাভ না করিয়া বরং প্রাণত্যাগ করাও ভাল। ইহাই এই শ্লোকে কবির বক্তব্য বিষয়ঃ—

বরং মৌনং কার্য্যং ন চ বচনমুক্তং যদনৃতং
বরং ক্লৈব্যং পুংসাং ন চ পরকলত্রাভিগমনম্।
বরং ভিক্ষাশিত্বং ন চ পরধনাস্বাদনসুখং
বরং প্রাণত্যাগো ন চ পিশুনবাক্যেষ্বভিরুচিঃ॥

বরং সর্ব্বদা তুমি মৌনভাবে রবে,
তবু কিছুতেই নাহি মিথ্যা কথা কবে!
বরং পুরুষ হ'য়ে ক্লীব সম রও,
তবু পর-নারী সনে আসক্ত না হও!
বরং ভিক্ষায় তুমি যাপিবে জীবন,
তবু পর-ধনে সুখী না হবে কখন।
বরং স্বচ্ছন্দে তুমি ত্যজিবে পরাণ,
তথাপি খলের বাক্যে নাহি দিবে কাণ!

(১২)

নিঃস্বোঽপ্যেকশতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপো
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশতাং কাঙ্ক্ষতি।

চক্রেশঃ সুররাজতাং সুরপতির্ব্রহ্মাস্পদং বাঞ্ছতি
ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং হরিঃ শিবপদং তৃষ্ণাবধিং কো গতঃ॥

"অষ্টরত্নম্"-প্রবন্ধের অষ্টম শ্লোকের মুখবন্ধ ও অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

(১৩)

দেবরাজ ইন্দ্র ভগাঙ্গ, চন্দ্র কলঙ্কী, নারায়ণ গোপ-সন্তান, বশিষ্ঠ বেশ্যা-পুত্র, মদন শরীর-হীন, অগ্নি সর্ব্বভুক্, ব্যাসদেব মৎস্যগন্ধা-গর্ভ-জাত, সমুদ্র লবণময়, পঞ্চ-পাণ্ডব জারজ সন্তান এবং স্বয়ং শিব ভস্ম ও নর-কপাল-ধারী। ইহা দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হয়, এই ত্রিভুবনে এমন কেহই নাই যে, তিনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে:—

খ্যাতঃ শক্রো ভগাঙ্গো বিধুরপি মলিনো মাধবো গোপজাতো
বেশ্যাপুত্রো বশিষ্ঠো রতিপতিরতনুঃ সর্ব্বভক্ষী হুতাশঃ।
ব্যাসো মৎস্যোদরীয়ঃ সলবণ উদধিঃ পাণ্ডবা জারজাতা
রুদ্রো ভস্মাস্থিধারী ত্রিভুবনবসতাং কস্য দোষো ন চাস্তি॥

ইন্দ্রের শরীরে দুষ্ট চিহ্ন যায় দেখা!
চন্দ্রের শরীরে কত কলঙ্কের রেখা!
পালিত হ'লেন কৃষ্ণ গোয়ালার ঘরে!
বশিষ্ঠের জন্ম হ'লো বেশ্যার উদরে!
রতি-পতি হইয়াও অনঙ্গ মদন!
যাহা পায়, তাহা খায় লোভী হুতাশন!

ব্যাসদেব মৎস্যগন্ধা-কুমারী-তনয়!
সমুদ্রের লোণা জল মুখে নাহি সয়!
উপপতি-জাত পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন!
চিতা-ভস্ম-অস্থি-ধারী দেব ত্রিলোচন!
ত্রিভুবনে কাহাকেও দেখিতে না পাই,
কোন কিছু দোষ যার কখনই নাই!

(১৪)

শত সহস্র অশ্ব, লক্ষ লক্ষ গো ও গজ, সুবর্ণ ও রৌপ্য-পাত্র, সসাগরা পৃথিবী এবং সৎকুল-জাতা কোটি কন্যাকে দান করিলে যে ফল হয়, তাহা অপেক্ষাও অন্ন-দানের ফল অধিকতর। এই শ্লোকে কবি এই উপদেশ প্রদান করিতেছেন:—

তুরগশতসহস্রং গোগজানাঞ্চ লক্ষং
কনকরজতপাত্রং মেদিনীং সাগরান্তাম্॥
বিমলকুলবধূনাং কোটিকন্যাশ্চ দদ্যাদ্
ন হি ন হি সমমেতৈরন্নদানং প্রধানম্॥

কিবা লক্ষ লক্ষ যত সুন্দর তুরঙ্গ,
কিবা আর লক্ষ লক্ষ ধেনু বা মাতঙ্গ,
কিবা স্বর্ণ-পাত্র কিবা রৌপ্য-পাত্র আর,
কিবা এই সসাগরা ধরা সবিস্তার,
সুনির্ম্মল-বংশ-জাত রন্ যত সতী,
তাঁহাদের কোটি কোটি কন্যা গুণবতী,—

এই সব দানে যত পুণ্য এ ভুবনে,
তা' হ'তে অধিক পুণ্য এক অন্ন-দানে!

(১৫)

কালিদাসের কবিতা, নবীন যৌবন, মহিষ-দুগ্ধ-জাত দধি, শর্করা-মিশ্রিত দুগ্ধ, মৃগের মাংস ও কোমলাঙ্গী রমণী,—এই কয়েকটী গৃহীর পক্ষে অতি আদরের ধন। একারণ-বশতঃ কবি ইহাদের জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন:—

কালিদাসকবিতা নবং বয়ো
মাহিষং দধি সশর্করং পয়ঃ।
এনমাংসমবলা চ কোমলা
সম্ভবন্তু মম জন্মজন্মনি॥

কালিদাস-সুকবিতা, নবীন-যৌবন,
মহিষের দধি, দুগ্ধ শর্করা-মিলন,
মৃগ-মাংস, সুকোমল-দেহা নারী আর
জন্মে জন্মে ঘটে যেন অদৃষ্টে আমার!

(১৬)

যিনি পরম উদার-স্বভাব, তিনি প্রার্থি-জনকে কদাপি "না" কথাটী বলিতে (সংস্কৃত "ন" বর্ণটী উচ্চারণ করিতে) পারেন না। ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ:—

নাক্ষরাণি পঠতা কিমপাঠি
বিস্মৃতঃ কিমথবা পঠিতোঽপি।

ইত্থমর্থিজনসংশয়দোলা-
খেলনং খলু চকার নকারঃ ॥ (১)

নিবেদন করি আমি, শুন হে রাজন্!
"না" কথাটী কর নাই কভু অধ্যয়ন?
কিংবা অধ্যয়ন করি বারেকের তরে,
ভুলিয়া গিয়াছ তুমি তুচ্ছ ভাবি তারে?
পরম উদার-চিত্ত তুমি হে রাজন্!
তোমার নিকটে প্রার্থী করিয়া গমন,
"না" কথাটী না শুনিলে তোমার বদনে,
এরূপ সন্দেহ তার হয় মনে মনে!

(১৭)

কথিত আছে, রাজা বল্লাল সেন কোনও এক নীচ-বংশীয়া কন্যাকে (শীলাবতীকে?) বিবাহ করিতে উদ্যত হইলে, তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন ইহা জানিতে পারিয়া একখানি পত্রে তাঁহাকে এই শ্লোকটী লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন :—

শৈত্যং নাম গুণস্তবৈব সহজঃ স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা
কিং ব্রূমঃ শুচিতাং ভবন্তি শুচয়ঃ স্পর্শেন যস্যাপরে।
কিঞ্চান্যৎ কথয়ামি তে স্তুতিপদং যজ্জীবিনাং জীবনং
ত্বঞ্চেন্নীচপথেন গচ্ছসি পয়ঃ কস্ত্বাং নিরোদ্ধুং ক্ষমঃ ॥

(১) ইহা শ্রীহর্ষ-দেব-প্রণীত "নৈষধ-চরিত" (বোম্বাই-সংস্করণ) কাব্যের ৫ম সর্গের ১২১ শ্লোক। দেবরাজ ইন্দ্র এই শ্লোকে মহারাজ নলের উদারতা বর্ণন করিতেছেন।

এই মোর নিবেদন, শুন ওহে জল!
স্বভাবতঃ তুমি স্বচ্ছ, তুমি সুশীতল।
তুমি যে কতই শুচি, কি কহিব আর,
অশুচিও শুচি হয় পরশে তোমার।
তোমার গুণের কথা বলা নাহি যায়,
প্রাণ ধরে প্রাণিগণ তোমারি কৃপায়।
তুমি যদি নীচ পথে করহ গমন,
কে করিতে পারে বল তোমায় বারণ!

(১৮)

পুত্র লক্ষ্মণ সেনের উক্ত পত্র পাইয়া, পিতা বল্লাল সেন তাঁহাকে এই শ্লোকটী লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন :—

তাপো নাপগতস্তৃষা ন চ কৃশা ধৌতা ন ধূলিস্তনো-
র্ন স্বচ্ছন্দমকারি কন্দকবলঃ কা নাম কেলীকথা।
দূরোৎক্ষিপ্তকরেণ হস্ত করিণা স্পৃষ্টা ন বা পদ্মিনী
প্রারব্ধো মধুপৈরকারণমহো ঝঙ্কারকোলাহলঃ॥

কিছুমাত্র তাপ মোর না হইল দূর,
কিছুমাত্র না কমিল পিপাসা প্রচুর,
শরীর হইতে মোর নাহি গেল ধূলি,
না সুখে খাইনু মূল, না করিনু কেলি,
দূর হইতেই কর করি প্রসারণ
পদ্মিনীরে নাহি করী স্পর্শিল কখন।
কিন্তু হায় অকারণে ভ্রমর সকল,
আরম্ভ করিয়া দিল কত কোলাহল!

(১৯)

বল্লাল সেনের পত্র পাইয়া লক্ষ্মণ সেন লিখিলেন :—

পরীবাদস্তথ্যো ভবতি বিতথো বাপি মহতাং
তথাপ্যুচ্চৈর্ধাম্নো হরতি মহিমানং জনরবঃ
তুলোত্তীর্ণস্যাপি প্রকটিতহতাশেষতমসো
রবেস্তাদৃক্ তেজো ন হি ভবতি কন্যাং গতবতঃ ॥

যদিও বা হয় সত্য কিংবা মিথ্যা হয়,
সাধুর দুর্নাম কভু ঘুচিবার নয়!
সাধুর দুর্নাম যদি রটে একবার,
নিশ্চিত হইবে নষ্ট মহিমা তাঁহার।
যে সূর্য্য করেন অন্ধকার-নিবারণ,
হায় যদি সেই সূর্য্য কন্যা-গত হন্,
তার পর তুলোত্তীর্ণ হইলেও, তাঁর
পূর্ব্বের মতন তেজ নাহি রহে আর!

(২০)

লক্ষ্মণ সেনের পত্র পাইয়া বল্লাল সেন এই শেষ উত্তর দিয়াছিলেন :—

সুধাংশোর্জাতেয়ং কথমপি কলঙ্কস্য কণিকা
বিধাতুর্দোষোঽয়ং ন চ গুণনিধেস্তস্য কিমপি।
স কিং নাত্রেঃ পুত্রো ন কিমু হরচূড়ার্চ্চনমণি-
র্ন বা হন্তি ধ্বান্তং জগদুপরি কিং বা ন বসতি ॥

যা কিছু কলঙ্ক-রেখা চন্দ্রে দেখা যায়,
বিধাতারি দোষ তাহে, চন্দ্রের কি তায়?
চন্দ্র কি সুধাংশু নন্? নন্ গুণনিধি?
অত্রি-পুত্র নামে খ্যাত নন্ নিরবধি?
না রহেন তিনি হর-শিরে অনিবার?
না করেন নষ্ট তিনি ঘোর অন্ধকার?
জগতের উর্দ্ধে তিনি না করেন বাস?
বৃথা অপবাদে কিবা মহতের ত্রাস?

(২১)

কথিত আছে, একদা মহারাজ বল্লাল সেন কোনও বিশেষ কারণ-বশতঃ স্বীয় পুত্র লক্ষ্মণ সেনকে কোনও দূরবর্ত্তী স্থানে প্রেরণ করিলে, লক্ষ্মণ সেনের পত্নী বর্ষা-সমাগমে পতির বিরহে নিতান্ত কাতরা হইয়া শ্বশুরের ভোজন-গৃহের প্রাচীরে এই শ্লোকটী লিখিয়া রাখিয়াছিলেন :—

পতত্যবিরতং বারি নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা।
অদ্য কান্তঃ কৃতান্তো বা দুঃখস্যান্তং করিষ্যতি॥

ঝরিতেছে অবিরল বরষার জল,
কুতূহলে নাচিতেছে ময়ূর সকল।
এই সব দে'খে মোর মনে পড়ে পতি,
কান্ত বা কৃতান্ত আজ একমাত্র গতি!

(২২)

মহারাজ বল্লাল সেন উক্ত শ্লোক-পাঠে পুত্র-বধূর মনের ভাব

বুঝিতে পারিয়া কৌশল-ক্রমে নিম্ন-লিখিত শ্লোকটী রচনা করিয়া পুত্র লক্ষ্মণ সেনের নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন:—

সন্তপ্তা দশমধ্বজাশুগতিনা সংমূর্চ্ছিতা নির্জ্জলে
তুর্য্যদ্বাদশবদ্ দ্বিতীয়মতিমন্নেকাদশাভস্তনী।
সা ষষ্ঠি নৃপপঞ্চমস্য নবমভ্রূঃ সপ্তমীবর্জ্জিতা
প্রাপ্নোত্যষ্টমবেদনাং প্রথম হে তূর্ণং তৃতীয়ো ভব (১)॥

দশম-ধ্বজের বাণে বিদ্ধ নিরন্তর,
একাদশ-স্তনী তাই ব্যথিত-অন্তর;
নির্জ্জলে চতুর্থ আর দ্বাদশ যেমতি,
সেরূপ মূর্চ্ছিতা সেও—হে দ্বিতীয়-মতি!
নৃপ-পঞ্চমের ষষ্ঠী, সপ্তমী-বর্জ্জিতা,
নবম-ভ্রূ, কিন্তু তবু সেই সুচরিতা
অষ্টম-যাতনা-বশে ম্রিয়মাণা অতি,
প্রথম! তৃতীয় তুমি হও শীঘ্রগতি!

---

(১) ব্যাখ্যা। মহারাজ বল্লাল সেন ইচ্ছা করিয়াই কৌশল-সহকারে এই শ্লোকটীকে জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। বিরহ-পীড়িতা পুত্র-বধূর বিরহ-সংবাদ পুত্রকে সহজ কথায় বুঝাইয়া দেওয়া বুদ্ধিমান্ পণ্ডিত পিতার কর্ত্তব্য নহে। শ্লোকটীতে মেষাদি দ্বাদশ-রাশির সংখ্যাঙ্ক-নির্দ্দেশ দ্বারা বক্তব্য বিষয় সূচিত হইয়াছে। দশমধ্বজাশুগতিনা—মকরধ্বজের (মদনের) বাণ দ্বারা। একাদশাভস্তনী—যে রমণীর স্তন কুম্ভের ন্যায়। তূর্য্যদ্বাদশবৎ—কর্কট ও মীনের মত। দ্বিতীয়মতিমন্—হে বৃষভ-বুদ্ধে। নৃপপঞ্চমস্য—রাজসিংহস্য। ষষ্ঠী—কন্যা। নবমভ্রূঃ—যে রমণীর ভ্রূ ধনুর মত। সপ্তমী-বর্জ্জিতা—তুলা-শূন্যা (অতুলা, অনুপমা)। অষ্টমবেদনা—বৃশ্চিক-যাতনা। প্রথম—হে মেষ অর্থাৎ মূর্খ। তৃতীয়ো ভব—মিথুন (মিলিত) হও।

নীতি-সার-সংগ্রহঃ

(কবিচন্দ্র-কৃতঃ)

(১)

স্বকার্য্য-সাধনের জন্য মহান্ লোককেও ক্ষুদ্র লোকের মনস্তুষ্টি করিতে দেখা যায়। দেবদেব স্বয়ং গণেশও নিজ দেহভার বহন করাইবার জন্য ইন্দুরের সন্তোষ-সাধন করিয়া থাকেন। ইহাই এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয়ঃ—

গণেশঃ স্তৌতি মার্জ্জারং স্ববাহস্যাভিরক্ষণে।
মহানপি স্বকার্য্যার্থং নীচঞ্চাপি নিষেবতে॥

রক্ষা করিতেই নিজ মূষিক বাহন,
বিড়ালের স্তুতিকারী দেব গজানন।
ছোট লোক হইলেও বড় লোক তার
সেবা করে নিজ কার্য্য করিতে উদ্ধার!

(২)

এ সংসারে ঘুরিয়া না বেড়াইলে কাহারও উদর-পূর্ত্তি হয় না। ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ ঃ—

ভ্রমন্তং পূরয়েদ্ বৈদ্যো ভ্রমন্তং পূরয়েদ্ দ্বিজঃ।
ভ্রমন্তং পূরয়েৎ তর্কুন ভ্রমন্তং ন পূরয়েৎ॥

ঘুরিয়া বেড়ায় যত চিকিৎসক-গণ,
ততই তাদের পেট ভরিবে তখন!

যতই ব্রাহ্মণ-গণ বেড়াবে ঘুরিয়া,
ততই তাদের পেট যাইবে ভরিয়া
টে'কো যত চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াবে,
ততই তাহার পেট ভরিয়া যাইবে।
ঘুরে ঘুরে না বেড়ায় যে জন সংসারে,
এ সংসারে তার পেট ভরাতে কে পারে?

(৩)

কোন্ দুর্ম্মতির কিরূপ দুরাশা, তাহা এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে :—

তৈজসে যস্য বিত্তাশা মিষ্টাশা পোতরোহিতে।
জামাতরি চ পুত্রাশা দুরাশা তস্য দুর্ম্মতেঃ॥

যে করে ধনের আশা পিতল-কাঁসায়,
মিষ্টতার আশা করে রুয়ের ছানায়,
জামা'য়ে পুত্রের আশা করে যেই জন,
তা হ'তে নির্ব্বোধ আর কে আছে কখন!

(৪)

মানুষ কুটিল হইলে শত উপদেশেও তাহার কৌটিল্য অপনীত হয় না। প্রসারণী-তৈল দিয়া কুকুরের বাঁকা ল্যাজ সহস্রবার মর্দ্দন করিলেও তাহা কিছুতেই সোজা হইতে চায় না। ইহাই এই শ্লোকে কবির কথ্যমান বিষয় :—

কদাপি সদ্বাক্যশতেন ধীরো
ন মূঢ়কৌটিল্যমুপৈতি দূরম্।

প্রসারণীতৈলসহস্রমর্দ্দনাৎ
স্বলাঙ্গুলং নৈব জহাতি বক্রতাম্ ॥

পণ্ডিত কুটিলে দিয়া শত উপদেশ
নাশিতে না পারে তার কৌটিল্য অশেষ!
প্রসারণী-তৈল দাও হাজার হাজার,
কুকুরের বাঁকা ল্যাজ সোজা করা ভার!

(৫)

সুপাত্রে দান করিলে কি কি সুফল হয়, তাহা এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে:—

সুপাত্রদানাচ্চ ভবেদ্ ধনাঢ্যো
ধনপ্রভাবেণ করোতি পুণ্যম্।
পুণ্যপ্রভাবাৎ সুরলোকবাসী
পুনর্ধনাঢ্যঃ পুনরেব ভোগী ॥

সুপাত্রে করিলে দান লভে বহু ধন,
ধন-প্রভাবেই করে পুণ্য উপার্জ্জন,
পুণ্য-প্রভাবেই লোক যায় স্বর্গ-পুরে,
পুনশ্চ ধনাঢ্য হ'য়ে সুখভোগ করে!

(৬)

কুপাত্রে দান করিলে কি কি কুফল হয়, তাহা এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে:—

কুপাত্রদানাচ্চ ভবেদ্ দরিদ্রো
দারিদ্র্যদোষেণ করোতি পাপম্।
পাপপ্রভাবাদ্ নরকং প্রযাতি
পুনর্দরিদ্রো ন পুনস্তু ভোগী॥

কুপাত্রে করিলে দান হয় ধন-হীন,
ধন-হীন হ'লে পাপ করে প্রতিদিন,
পাপেই নরকে গিয়া কষ্টে কাল হরে,
পুনশ্চ দরিদ্র হ'য়ে ভোগ নাহি করে!

(৭)

মানুষ বয়সে জ্যেষ্ঠ হয় না,—গুণেই জ্যেষ্ঠ হইয়া থাকে। দুগ্ধ, দধি ও ঘৃতের দৃষ্টান্ত দিয়া কবি এই শ্লোকে ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন :—

নহি জন্মনি জ্যেষ্ঠত্বং জ্যেষ্ঠত্বং বিদ্যতে গুণে।
গুণাদ্ গুরুত্বমায়াতি দুগ্ধং দধি ঘৃতং তথা॥

বয়সে না জ্যেষ্ঠ হয়, জ্যেষ্ঠ হয় গুণে,
গুণ থাকিলেই শ্রেষ্ঠ এই ত্রিভুবনে।
দুগ্ধ হ'তে দধি হয়, দধি হ'তে ঘৃত,
জনিত জনক হ'তে স্বগুণে আদৃত!

(৮)

উদ্যোগ না থাকিলে জীবের অভাব মোচন হয় না। বিড়ালের গরু নাই, তথাপি সে উদ্যোগ-বলেই নিত্য দুগ্ধ পান করিয়া থাকে! ইহাই এই শ্লোকের বক্ষ্যমাণ বিষয় :—

উদ্যোগঃ খলু কর্ত্তব্যঃ ফলং মার্জ্জারবদ্ ভবেৎ।
জন্মপ্রভৃতি গৌর্নাস্তি পয়ঃ পিবতি নিত্যশঃ॥

না থাকে উদ্যোগ যদি, নাহি ফল ফলে;
বিড়াল সফল হয় উদ্যোগের বলে।
বিড়াল পুষেছে গরু, কে শুনে কোথায়,
কিন্তু নিত্য দুধ টুকু তার পেটে যায়!

(৯)

কোন এক ধনাঢ্য লোকের নাম শুনিয়া কোন এক দরিদ্র ব্যক্তি তাঁহার নিকটে কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু সেই ধনাঢ্য দাতা সম্প্রতি কপর্দ্দক-শূন্য হওয়ায় মনের দুঃখে দরিদ্রকে এই শ্লোকটী কহিয়াছিলেন:—

দিনকরকরতাপৈস্তাপিতঃ পান্থ একো
দ্রুতগতিরতিবেগাদ্ বৃক্ষমূলং প্রয়াতি।
তরুরপি দলহীনো মূলদেশেঽতিতপ্তঃ
পথিকহৃদয়ঘর্ম্মস্নিগ্ধতেচ্ছাং করোতি॥

সূর্য্য-তাপে দগ্ধ হ'য়ে পান্থ এক জন
বৃক্ষ-মূলে ছুটে যায় লইতে শরণ।
বৃক্ষটীও পত্র-শূন্য; পুনঃ তার তল
রৌদ্র-তাপে ঠিক যেন হ'য়েছে অনল।
হায়রে বৃক্ষও হেথা প্রাণের জ্বালায়
পথিকের ঘর্ম্মে দেহ শীতলিতে চায়!

(১০)

যে দুই জনের বন্ধুত্ব বহুকাল ধরিয়া বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, কুচক্রীর চক্রে পড়িলে তাহাও শীঘ্র উৎপাটিত হইয়া যায়। দধি ও মন্থান-দণ্ড-চক্রের দৃষ্টান্ত দিয়া কবি এই মহাবাক্যটীর যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিতেছেন :—

আজন্মবদ্ধমপি ভিদ্যত এব সখ্যং
ভেদঞ্চ সংজনয়তে যদি তত্র চক্রী।
মন্থানদণ্ডপরিঘট্টনতো হি ভিন্নং
নীতং দ্বিধা দধি যথা নবনীততক্রম্॥

যে বন্ধুতা বদ্ধ আছে আজন্ম ধরিয়া,
তাও ভেদ ক'রে দেয় চক্রী তথা গিয়া।
মন্থান-দণ্ডের চক্রে দধি যদি পড়ে,
ননী ঘোল এই দুটী ভেদ ক'রে ছাড়ে!

(১১)

আপনার উপার্জ্জিত ধন "উত্তম", পিতার উপার্জ্জিত ধন "মধ্যম", ভ্রাতার উপার্জ্জিত ধন "অধম", এবং স্ত্রীর উপার্জ্জিত ধন "অধম অপেক্ষাও অধম"। ইহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

উত্তমং স্বার্জ্জিতং বিত্তং মধ্যমং পিতুরর্জ্জিতম্।
অধমং ভ্রাতৃবিত্তঞ্চ স্ত্রীবিত্তমধমাধমম্॥

নিজের অর্জ্জিত ধনে ধনী যেই হয়,
"উত্তম" বলিয়া তার হয় পরিচয়।

পিতার অর্জ্জিত ধনে ধনী যেই জন,
"মধ্যম" বলিয়া তার হইবে গণন।
ভ্রাতৃ-ধনে ধনী যেই সে হয় "অধম",
স্ত্রী-ধনে যে জন ধনী, সেই "নরাধম"!

(১২)

কৃপণ লোক পরম ধনবান্ হইলেও ধন-ভোগ করিতে জানে না। আকণ্ঠ জল-মগ্ন হইলেও কুক্কুর মুখ ডুবাইয়া জল না খাইয়া জিহ্বা দ্বারাই তাহা পুনঃ পুনঃ চাটিয়া থাকে! ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে ঃ—

উপভোক্তুং ন জানাতি কদাপি কৃপণো জনঃ।
আকণ্ঠজলমগ্নোঽপি কুক্কুরো লেঢ়ি জিহ্বয়া॥

কৃপণের যত ধন সমস্ত অসার,
কভু নাহি ভোগ তার, নাড়াচাড়া সার!
কুকুর আকণ্ঠ জলে ছোটে পিপাসায়,
চে'টে চে'টে মরে, তবু মুখ না ডুবায়!

(১৩)

যিনি বিপদে পতিত হইয়াও স্বীয় সাধু ভাব পরিত্যাগ করেন না, তিনিই ধন্য! প্রচণ্ড সূর্য্যের কিরণে তাপিত হইয়াও তুষার-রাশি দ্রবীভূত হইয়া যায়, কিন্তু তথাপি স্বীয় শীতলত্ব-গুণ পরিত্যাগ করে না। কবি এই শ্লোকে ইহাই কহিতেছেন ঃ—

ধন্য এব স্বরূপং যো ন মুঞ্চতি বিপৎস্বপি।
ত্যজত্যর্ককরৈস্তপ্তং হিমং দেহং ন শীততাম্॥

বিপদেও নিপতিত হইয়া যে জন
স্বীয় সাধু ভাব নাহি করেন বর্জ্জন,
তেজস্বী তাঁহার মত না করি দর্শন,
ধন্য বলিয়াই তিনি গণ্য সদা হন!

(১৪)

ক্ষতে প্রহারা নিপতন্তি নিত্যশো
ধনক্ষয়েঽগ্নির্জঠরে প্রবর্দ্ধতে।
বিপৎসু বৈরাণি সদৈব সন্তি
ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলীভবন্তি॥

ঘায়ের উপর লাগে আঘাত প্রবল,
ধন-ক্ষয় হইলেই বাড়ে ক্ষুধানল,
বিপদে পড়িলে বহু শত্রুর উদয়,
এক ছিদ্র থাকিলেই বহু ছিদ্র হয়!

(১৫)

অর্জ্জুন খাণ্ডব-বন, হনুমান্ লঙ্কাপুরী ও মহাদেব মদনকে ভস্মীভূত করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ পর্য্যন্ত "দারিদ্র্যকে" কেহই দগ্ধ করিতে পারিলেন না। ইহাই এই শ্লোকে কবির খেদোক্তি:—

দগ্ধং খাণ্ডবমর্জ্জুনেন বলিনা দিব্যৈর্দ্রুমৈঃ সেবিতং
দগ্ধা বায়ুসুতেন রাবণপুরী লঙ্কা পুনঃ স্বর্ণভূঃ।
দগ্ধঃ পঞ্চশরঃ পিনাকপতিনা তেনাপ্যযুক্তং কৃতং
দারিদ্র্যং জনতাপকারকমিদং কেনাপি দগ্ধং ন হি॥

অর্জ্জুন খাণ্ডব-বন করিল দহন,
সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ যাহে অগণন।
সাধের সোণার লঙ্কা রাবণ-রাজার
অগ্নি দিয়া ক'রে দিল হনু ছারখার।
নেত্রানলে ক্রোধ-ভরে দেব ত্রিলোচন
ভস্ম ক'রে ফেলে দিল দুরন্ত মদন।
যে দারিদ্র্য বহু কষ্ট দেয় এ সংসারে,
হায় রে কেহ না দগ্ধ করিল তাহারে!

(১৬)

বিপদ্ সম্মুখীন হইলেই মানুষের বুদ্ধি-শুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়। কবি এই কথাটীর যাথার্থ্য, রামচন্দ্র, রাবণ ও যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টান্ত দ্বারা এইরূপে দেখাইতেছেন :—

পৌলস্ত্যঃ কথমন্যদারহরণে দোষং ন বিজ্ঞাতবান্
রামেণাপি কথং ন হেমহরিণস্যাসম্ভবো লক্ষিতঃ।
অক্ষৈশ্চাপি যুধিষ্ঠিরেণ সহসা প্রাপ্তো হ্যনর্থঃ কথং
প্রত্যাসন্নবিপত্তিমূঢ়মনসাং প্রায়ো মতিঃ ক্ষীয়তে॥

হরিলে পরের নারী দোষ নাহি রয়,
রাবণের কেন ইহা হইল প্রত্যয়?
সোনার হরিণ কভু নাহি দেখা যায়,
বিশ্বাস করিলা রাম তবু কেন তায়?
চালিয়া পাশার চা'ল রাজা যুধিষ্ঠির
শেষে কেন কষ্ট পে'য়ে হ'লেন অস্থির?

সম্মুখ-বিপদে চিত্ত অস্থির যাহার,
প্রায় তার বুদ্ধি-শুদ্ধি নাহি থাকে আর!

(১৭)

সংসারে কোন্ কোন্ বস্তু পরিত্যাজ্য, তাহা জনৈক কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

বরং শূন্যা শালা ন চ খলু বরো দুষ্টবৃষভো
বরং বশ্যা বেশ্যা ন পুনরবিনীতা কুলবধূঃ।
বরং বাসোঽরণ্যে ন পুনরবিবেকাধিপপুরে
বরং প্রাণত্যাগো ন পুনরধমানামুপগমঃ॥

বরং গোয়াল শূন্য, তাও প্রাণে সয়,
কিন্তু তবু দুষ্ট ষাঁড় পোষা কিছু নয়!
বরং থাকাও ভাল গণিকা-নিকটে,
তবু দুষ্টা কুল-নারী নাহি যেন জুটে!
বরং অরণ্য-বাসে কিছু সুখ রয়,
নির্ব্বোধ রাজার দেশ তবু কিছু নয়!
বরং এ শরীরের হউক পতন,
নীচের নিকটে যেন না হয় গমন!

(১৮)

কি কি উপায় অবলম্বন করিলে মানুষ অত্যন্ত চতুর হয়, তাহাই এই শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে :—

দেশাটনং পণ্ডিতমিত্রতা চ
বারাঙ্গনারাজসভাপ্রবেশঃ।
অনেকশাস্ত্রাণি বিলোকিতানি
চাতুর্য্যমূলানি ভবন্তি পঞ্চ॥

পৃথিবীর নানা দেশে নিত্য পর্য্যটন,
পণ্ডিত লোকের সনে সদা সম্মেলন,
নিরন্তর যাতায়াত গণিকা যথায়,
নিরন্তর গতিবিধি রাজার সভায়,
বহুবিধ শাস্ত্র-গ্রন্থ জ্ঞানের ভাণ্ডার,
সেই সকলের আলোচনা অনিবার;
এই পাঁচ কার্য্য যার রহে অনুক্ষণ,
চতুরের চূড়ামণি হয় সেই জন!

(১৯)

কোন্ কোন্ স্থলে বিশ্বাস সংস্থাপন করিলে মানুষকে বিপদে পড়িতে হয়, তাহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন:—

চরিতে যোষিতাং পূর্ণে সরিত্তোয়ে নৃপাদরে।
সর্ব্বত্রৈব বণিক্‌স্নেহে ন কুর্য্যাৎ প্রত্যয়ং ক্বচিৎ॥

জল-পূর্ণা নদী, নারী, নৃপের আদর,
বণিকের স্নেহে, আস্থা না রাখিও নর!

(২০)

পৃথিবীর পক্ষে কি কি মহাভার, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে:—

যাচমানজনমানসবৃত্তেঃ
পূরণায় বত জন্ম ন যস্য।
তেন ভূমিরতিভারবতীয়ং
ন দ্রুমৈর্ন গিরিভির্ন সমুদ্রৈঃ॥ (১)

যে জন মানব-জন্ম করিয়া গ্রহণ,
যাচকের অভিলাষ না করে পূরণ,
সেই জন পৃথিবীর পক্ষে মহাভার,
সমুদ্র-পর্ব্বত-বৃক্ষে কিবা ভার তার?

(২১)

এ সংসারে চারি প্রকার দুঃখী আছে। তন্মধ্যে কোন্ দুঃখীর দুঃখের মাত্রা কিরূপ, তাহাই এই শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে:—

দুঃখাতিদুঃখং নধনা হি যে বা
ততোঽপি দুঃখং কৃপণস্য সেবা।
ততোঽপি দুঃখং পরগেহবাস-
স্ততোঽপি দুঃখং সুচিরপ্রবাসঃ॥

এ সংসারে নাহি যার কিছুমাত্র ধন,
দুঃখী হইতেও দুঃখী নিশ্চিত সে জন।
তাহা হইতেও দুঃখী সে জন নিশ্চয়,
কৃপণের সেবা করি যার দেহ-ক্ষয়।

---

(১) ইহা শ্রীহর্ষ দেব-প্রণীত "নৈষধচরিত" (বোম্বাই-সংকরণ) কাব্যের ৫ম সর্গের ৮৮ শ্লোক।

তাহা হইতেও দুঃখী জানিও তাহারে,
যে জন পরের ঘরে নিত্য বাস করে।
তা হ'তেও দুঃখী আর আছে এক জন,
বিদেশে পড়িয়া যার কাটিল জীবন।

(২২)

এ সংসারে কি কি অসম্ভব, তাহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

কাকে শৌচং দ্যূতকারে চ সত্যং
সর্পে ক্ষান্তিঃ স্ত্রীষু কামোপশান্তিঃ।
ক্লীবে ধৈর্য্যং মদ্যপে তত্ত্বচিন্তা
রাজা মিত্রং কেন দৃষ্টং শ্রুতং বা॥

কাক শুচি, দ্যূতকার সত্যবাদী অতি,
সর্প ক্ষমাশীল, নারী কাম-শূন্য-মতি,
ক্লীব ধীর, মদ্যপায়ী তত্ত্ব-চিন্তা-কারী,
নৃপতি পরম-বন্ধু চিরদিন ধরি ;—
এ সব আশ্চর্য্য কথা শুনে হাসি পায়,
কে দেখেছে, কে শুনেছে, কোথায় ধরায় ?

(২৩)

বড় লোকের নিন্দা ও ছোট লোকের প্রশংসা করিতে হইলে, কোন্ কোন্ বিষয়ে লক্ষ রাখা উচিত, তাহা কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

মহতাং যদি নিন্দনে রতি-
র্গুণসংখ্যৈব তদা বিধীয়তাম্।
অসতামপি চেৎ স্তবে রতি-
র্নন্থ তদ্দূষণমেব গণ্যতাম্॥

মহতের নিন্দা যদি করহ বাসনা,
গুণ গুলি তুমি তাঁর করহ গণনা।
নীচের প্রশংসা হেতু থাকে যদি রতি,
দোষ-গণনায় তার দিও তুমি মতি!

(২৪)

কাহার কি গুণ থাকিলে, তাহাই একদিন তাহার শত্রুতা-সাধন করিয়া থাকে, তাহাই এই শ্লোকে কবির বক্তব্য বিষয়ঃ—

মাংসং মৃগাণাং দশনৌ গজানাং
মৃগদ্বিষাং চর্ম্ম ফলং দ্রুমাণাম্।
স্ত্রীণাং সুরূপঞ্চ নৃণাং হিরণ্য-
মেতে গুণা বৈরকরা ভবন্তি॥

হরিণের মাংস, আর হস্তীর দশন,
মৃগেন্দ্র সিংহের চর্ম্ম, পরম ভূষণ,
রমণীর রূপ, ফল বৃক্ষের ভূষণ,
মানুষের ধন;—সব ভূষণ শোভন।
যার যা ভূষণ, তার তাই শত্রু হয়,
ইহাই জগতে এক অতীব বিস্ময়!

(২৫)

গুণি-জনের দোষ দেখিয়াও গুণগ্রাহী জন তাঁহার প্রতি বিরক্ত হন না। লোকে পরম-প্রীতি-সহকারে চন্দ্রের কলঙ্ক দর্শন করিয়া থাকে। ইহাই এই শ্লোকে কবির বক্ষ্যমাণ বিষয়ঃ—

দোষমপি গুণবতি জনে দৃষ্ট্বা গুণরাগিণো ন খিদ্যন্তে।
প্রীত্যৈব শশিনি পতিতং পশ্যতি লোকঃ কলঙ্কমপি॥

গুণগ্রাহী, গুণি-জনে দেখিলেও দোষ,
কথনই তাঁর প্রতি না করেন রোষ।
চন্দ্রে আছে কত শত কলঙ্কের দাগ,
তবু তার প্রতি নাই কার অনুরাগ?

(২৬)

এ সংসারে এক জন মাত্র গুণবান্ থাকিলেই অন্য নির্গুণ দশ জন তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই সুখে জীবন-ধারণ করিতে পারে। কিন্তু সেই গুণবান্ এক জনের অভাবে অন্য নির্গুণ লোক গুলির বিশেষ কষ্ট হয়। "শূন্যের" দৃষ্টান্ত দিয়া এই শ্লোকে কবি ইহাই প্রমাণ করিতেছেন:—

একমেব পুরস্কৃত্য দশ জীবন্তি নির্গুণাঃ।
বিনা তেন ন শোভন্তে সংখ্যাঙ্কেম্বিব বিন্দবঃ॥

এক জন গুণবানে করিয়া আশ্রয়
গুণ-হীন দশ জন প্রাণে বেঁচে রয়।
একের অভাবে অন্য দশের দুর্গতি,
একেরে রাখিলে অগ্রে কিন্তু সুখ অতি।

অসার "শূন্যের" দেখ নাহি কিছু সার,
কিন্তু অগ্রে এক পে'লে মূল্য কত তার!

(২৭)

পণ্ডিত রাজ-সভা বিনা ও রাজ-সভা পণ্ডিত বিনা যেরূপ কিছুমাত্র শোভা পায় না, সেইরূপ চন্দ্র, রাত্রিকাল বিনা ও রাত্রিকাল চন্দ্র বিনা কিছুতেই শোভমান হইতে পারে না। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছেঃ—

ন শোভতে রাজসভাং বিনা গুণী
তমন্তরেণাপি ন শোভতে চ সা।
যথা শশাঙ্কেন বিনা নিশীথিনী
নিশীথিনীঞ্চাপি বিনা নিশাকরঃ॥

বিনা রাজ-সভা গুণী না শোভে কখন,
রাজ-সভা নাহি শোভে বিনা গুণি-জন।
রাত্রি নাহি শোভা পায় চন্দ্র না থাকিলে,
চন্দ্রও না শোভা পায় রাত্রি না আসিলে!

(২৮)

ধনীর বিনয় ও বিনয়ীর ধন দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহার ধন ও বিনয়, উভয় গুণই থাকে, তাহার হয় ত বিদ্যা নাই। সংসারে এক জনের যুগপৎ সকল সদ্‌গুণ থাকা অসম্ভব। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছেঃ—

যত্রাস্তি লক্ষ্মীর্বিনয়ো ন তত্র
চাভ্যাগতো যত্র ন তত্র লক্ষ্মীঃ।

উভৌ চ তৌ যত্র ন তত্র বিদ্যা
নৈকত্র সর্ব্বো গুণসন্নিপাতঃ॥

লক্ষ্মী যথা রয়, তথা না রয় বিনয়,
বিনয় যথায়, তথা লক্ষ্মী নাহি রয়।
দুটীও রহিলে পুনঃ বিদ্যা নাহি রবে,
এক সঙ্গে সব গুণ কোথা রয় কবে?

(২৯)

এ সংসারে কবির অদৃশ্য, পক্ষীর অভক্ষ্য, সুরা-পায়ীর অকথ্য ও স্ত্রীলোকের অকার্য্য কিছুই নাই। ইহাই কবি এই শ্লোকে বলিয়াছেন :—

কবয়ঃ কিং ন পশ্যন্তি কিং ন ভক্ষন্তি বায়সাঃ।
মদ্যপাঃ কিং ন জল্পন্তি কিং ন কুর্ব্বন্তি যোষিতঃ॥

কবি-গণ কোথা কিবা না করে দর্শন?
কাক-গণ কোথা কিবা না করে ভক্ষণ?
মাতালেও কি না বলে মদের নেশায়?
স্ত্রীলোকেও কি না করে বসিয়া ধরায়?

(৩০)

যে কবির কাব্য ও যে ধনুর্দ্ধরের বাণ অপরের হৃদয়ে প্রবেশ করিবামাত্র তাহার মস্তক ঘুরাইয়া দিতে পারে না, তাহাদের কাব্য ও বাণে প্রয়োজন কি? ইহাই এই শ্লোকে কবির বক্তব্য বিষয় :—

কিং কাব্যেন কবেস্তস্য কিং কাণ্ডেন ধনুষ্মতঃ।
পরস্য হৃদয়ে লগ্নং ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ॥

সে কবির কাব্যে কিবা আছে প্রয়োজন?
সে বীরের বাণে হয় কি ফল কখন?
পরের হৃদয়ে যাহা প্রবেশ করিয়া
দিতে নাহি পারে তার মাথা ঘুরাইয়া!

(৩১)

আশা-ত্যাগ করিতে না পারিলে মহান্ লোকেরও বিষম অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হয়। সূর্য্যের উদাহরণ দিয়া কবি এই শ্লোকে এই মহাবাক্যটীর সত্যতা নিরূপণ করিতেছেন:—

আশালতাচ্ছেদনমন্তরেণ
ভবেদনর্থো মহতামবশ্যম্।
ভোগপ্রসক্তঃ ক্রমশো বিবস্বান্
মীনঞ্চ মেষঞ্চ বৃষঞ্চ ভুঙ্‌ক্তে॥

ভোগ-সুখে মহাজন লিপ্ত যদি রয়,
অশেষ দুর্গতি তার উপস্থিত হয়।
হায় রে দেখ না সূর্য্য ভোগ-সুখ তরে
আগে মীন, পরে মেষ, শেষে বৃষ ধরে!

(৩২)

যে কবিতা ও বনিতা পদ-বিন্যাস-মাত্রই মনোহরণ করিতে না পারে, সে কবিতায় ও বনিতায় প্রয়োজন কি? ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে:—

তয়া কবিতয়া কিংবা কিংবা বনিতয়া তয়া।
পদবিন্যাসমাত্রেণ মনো নাপহৃতং যয়া॥

সেই কবিতারে ল'য়ে কিবা প্রয়োজন,
সেই বনিতারে ল'য়ে কি সুখ কখন,
পদের বিন্যাস-মাত্র হইলেই যার,
শক্তি নাই মন-প্রাণ কে'ড়ে লইবার?

ভ্রমরাষ্টকম্।

(১)

কেতকী-পুষ্পের (কেয়া-ফুলের) মনোহর গন্ধ ও সুন্দর বর্ণ ত্রিভুবনে বিদিত। একটী ভ্রমর মধু-পান করিবার ইচ্ছায় পদ্ম মনে করিয়া তাহার উপরি গিয়া পতিত হয়। মধু-পান করা দূরে থাকুক, কেয়া-ফুলের রেণুতে ভ্রমর অন্ধ হইয়া গেল এবং কেয়া-গাছের কণ্টকেও তাহার পক্ষ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। তখন ভ্রমরের এরূপ দুর্দ্দশা হইল যে, তাহার থাকা বা যাওয়া উভয়ই অসম্ভব হইল। পরিণাম না ভাবিয়া লোভ-বশতঃ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অবশেষে মানুষের এইরূপ দুর্গতি হইয়া থাকে। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে:—

গন্ধাঢ্যাঽসৌ ভুবনবিদিতা কেতকী স্বর্ণবর্ণা
পদ্মভ্রান্ত্যা ক্ষুধিতমধুপঃ পুষ্পমধ্যে পপাত।

অন্ধীভূতঃ কুসুমরজসা কণ্টকৈশ্ছিন্নপক্ষঃ
স্থাতুং গন্তুং কথমপি সখে নৈব শক্তো দ্বিরেফঃ॥

কেতকীর কিবা গন্ধ! সোণার বরণ!
এই ত্রিভুবনে তার খ্যাতি সর্ব্বক্ষণ।
মধুপান ইচ্ছা করি ব্যাকুল ভ্রমর
পড়িল পদ্মিনী ভাবি তাহার ভিতর।
পরাগ লাগিল চক্ষে, না পায় দেখিতে,
কণ্টকে ছিঁড়িল পক্ষ, না পারে উড়িতে।
থাকিতে যাইতে কিংবা শক্তি নাই তার,
হে সখে! পড়িল ফাঁদে ভ্রমর এবার!

(২)

একটী ভ্রমর সুগন্ধি নব-মল্লিকার মধু-পানে তৃপ্ত না হইয়া যূথিকার নিকটে মধু-পান করিতে গেল। সেখানে তৃপ্তিলাভ না করিয়া সে চম্পক-পুষ্পের উপরি গিয়া পতিত হইল। সেখানেও পরিতৃপ্ত না হইয়া অবশেষে পদ্মিনীর নিকটে উপস্থিত হয়। দেখিতে দেখিতে চন্দ্রোদয় হওয়ায় পদ্মিনী মুদ্রিত হইয়া গেল এবং ভ্রমরও তাহার ভিতরে আবদ্ধ হইয়া রহিল। যাহার মনে কদাপি সন্তোষ নাই, তাহারই এইরূপ দুর্গতি হইয়া থাকে। কবি এই শ্লোকে এই নীতি-শিক্ষা দিতেছেন:—

গন্ধাঢ্যাং নবমল্লিকাং মধুকরস্ত্যক্ত্বা গতো যূথিকাং
তাং দৃষ্ট্বাশু গতঃ স চম্পকবনং পশ্চাৎ সরোজং গতঃ।

বদ্ধস্তত্র নিশাকরেণ সহসা ক্রন্দত্যসৌ মন্দধীঃ
সন্তোষেণ বিনা পরাভবপদং প্রাপ্নোতি মূঢ়ো জনঃ॥

নব-মল্লিকার গন্ধ ছাড়িয়া ভ্রমর
অবশেষে পড়ে গিয়া যূথিকা উপর।
যূথিকা ছাড়িয়া ছুটে চম্পকের বনে,
তার পরে পড়ে গিয়া কমল-কাননে।
ক্ষণেক বসিয়া তথা রহিলে ভ্রমর,
গগনে সহসা দেখা দিল নিশাকর।
কমলিনী দেখি তারে মুদিল নয়ন,
ভ্রমর পড়িয়া ফাঁদে করিল রোদন।
সন্তোষ যাহার মনে কভু নাহি রয়,
অশেষ দুর্গতি তার হইবে নিশ্চয়!

(৩)

কবি এই শ্লোকে কোনও আম্র-বৃক্ষকে তিরস্কার করিয়া কহিতেছেন, "হে আম্র-বৃক্ষ! তোমার মুকুলোদ্গমের সময় হইতে ভ্রমর-গণ প্রত্যহ তোমার আশ্রয়ে থাকিয়াও তোমার ফলের বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; এবং তুমি একবারও তাহাদিগকে আপ্যায়িত করিতেছ না। কিন্তু যে সকল কীট তোমাকে চক্ষেও একবার দেখে নাই, তুমি আজ তাহাদিগকে মহা-সমাদরে আপনার হৃদয়ের মধ্যে স্থান দিয়াছ। হে আম্র-বৃক্ষ! কে তোমার আত্মীয় ও কে তোমার পর, ইহা যে অদ্যাবধি তুমি চিনিতে পারিলে না, ইহাই বড় দুঃখের বিষয়!" ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে:—

যেঽভিজ্ঞা মুকুলোদ্গমাদনুদিনং ত্বামাশ্রিতাঃ ষট্‌পদা-
স্তে ভ্রাম্যন্তি ফলাদ্ বহির্বহিরহো দৃষ্ট্বা ন সম্ভাষসে।
যে কীটাস্তব দৃক্‌পথং ন চ গতাস্তে ত্বৎফলাভ্যন্তরে
ধিক্ ত্বাং চূততরো পরাপরপরিজ্ঞানানভিজ্ঞো ভবান্॥

যে অবধি জন্মিয়াছে তোমার মুকুল,
সে অবধি অলিকুল হইয়া ব্যাকুল,
তোমারি আশ্রয়ে দেখি র'য়েছে সদাই,
ফল হ'লো বলি আজ ত্যজ তারে তাই।
ঘুরিয়া বেড়ায় তারা ফলের বাহিরে,
একবার মুখ তুলি নাহি চাও ফিরে!
যে কীট পড়েনি কভু তোমার নয়নে,
বুকের ভিতর তারে রেখেছ যতনে!
ধিক্ ধিক্ আম্র-তরু! ধিক্ শতবার,
আত্ম-পর-জ্ঞান হায় না দেখি তোমার!

(৪)

যে ভ্রমর পদ্মিনীর সহিত থাকিয়া ও স্বেচ্ছাক্রমে মধু-পান করিয়া তাহার জন্ম কাটাইয়া দিল, যে ভ্রমর মালতীর সহিত অনায়াসে কেলি করিয়া মনে মনে মহা সুখলাভ করিত, সেই ভ্রমর মধু-গন্ধ-লোলুপ হইয়া আজ গুঞ্জা-লতার আশ্রয়-গ্রহণ-পূর্ব্বক কি দুর্গতিই না প্রাপ্ত হইয়াছে! দৈবের বিড়ম্বনা বুঝা ভার! ইহাই এই শ্লোকে কবির খেদোক্তি:—

নীতং জন্ম নবীননীরজবনে পীতং মধু স্বেচ্ছয়া
মালত্যাঃ কুসুমেষু যেন নিয়তং কেলী কৃতা হেলয়া।

তেনেয়ং মধুগন্ধলুব্ধমনসা গুঞ্জালতা সেব্যতে
হা ধিগ্ দৈবকৃতং স এব মধুপঃ কাং কাং দশাং নাগতঃ ॥

পদ্ম-বনে জন্ম কে'টে গেল যার হায়,
যে করিত মধু-পান নিজের ইচ্ছায়;
আহ্লাদে উন্মত্ত হ'য়ে মালতীর সনে
কেলি করি মহাসুখ হ'তো যার মনে;
মধু-গন্ধ-লোভে আজ সেই মধুকর
গুঞ্জা-লতা সনে কেলি করে নিরন্তর!
কি দুর্গতি না হ'য়েছে তাহার এখন?
ধিক্ ধিক্ দৈব-বলে ধিক্ অনুক্ষণ!

(৫)

একটী ভ্রমর পলাশ-পুষ্প-ভ্রমে একটী শুক-পক্ষীর চঞ্চুপুটে গিয়া পড়িল। শুক-পক্ষীও জম্বূফল মনে করিয়া তাহাকে ভক্ষণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইল! ভ্রান্তি-বশতঃ জীবকে কত ভ্রমে ও কত বিপদেই পড়িতে হয়! কবি এই শ্লোকে এই নীতি-শিক্ষা দিতেছেন :—

পলাশকুসুমভ্রান্ত্যা শুকতুণ্ডে পতত্যলিঃ।
সোঽপি জম্বূফলভ্রান্ত্যা তমলিং হন্তুমিচ্ছতি ॥

ভাবিয়া পলাশ-পুষ্প মত্ত মধুকর
ছুটে গিয়া পড়ে শুক-চঞ্চুর উপর!
শুক-পক্ষী জম্বূ-ফল মনে করি তায়
পূরিয়া উদর-মধ্যে রেখে দিতে চায়!

(৬)

একটী ভ্রমর একখানি চিত্র-পটে একটি বৃহৎ পদ্ম অঙ্কিত দেখিয়া ও আহ্লাদে মত্ত হইয়া সেই চিত্রপটের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র মধু বা গন্ধ না পাইয়া লজ্জায় অপ্রতিভ হইয়া মাথাটী নাড়িতে নাড়িতে চলিয়া গেল! ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে ঃ—

দৃষ্ট্বা স্ফীতোঽভবদলিরসৌ লেখ্যপদ্মং বিশালং
চিত্রং চিত্রং কিমিতি কিমিতি ব্যাহরন্ নিষ্পপাত।
নাস্মিন্ গন্ধো ন চ মধুকণো নাস্তি তৎ সৌকুমার্য্যং
ঘূর্ণন্মূর্দ্ধা বত নতশিরা ব্রীড়য়া নির্জগাম॥

চিত্র-পটে পদ্মিনীরে অঙ্কিত দেখিয়া
ভ্রমর করিল গর্ব্ব যথার্থ ভাবিয়া।
ছুটে গিয়া প'ড়ে গে'ল তাহার উপর,
মধু-গন্ধ নাহি দেখি ব্যথিত-অন্তর।
লজ্জা পে'য়ে মাথাটীকে নাড়িতে নাড়িতে
অধোমুখে গেল,—নাহি পারিল থাকিতে!

(৭)

যে ভ্রমর চিরদিন কমলিনী ও কুমুদিনীর সহিত কেলি করিয়া মহানন্দে তাহাদের মধু-পান করিত, আজ তাহা কুটজ (কুরূচি) পুষ্পের মধুকেও আদরের বস্তু বলিয়া গণ্য করিতেছে। দৈব-বিড়ম্বনায় জীবের অদৃষ্টে চিরদিনই একভাবে সুখ থাকে না! ইহাই এই শ্লোকের নীতি ঃ—

অলিরয়ং নলিনীকুলবল্লভঃ
কুমুদিনীকুলকেলিকলালসঃ।
বিধিবশাৎ পরদেশমুপাগতঃ
কুটজপুষ্পরসং বহু মন্যতে॥

পদ্মিনীর প্রাণ-পতি যেই মধুকর,
কুমুদিনী সনে যার কেলি নিরন্তর,
বিধি-বশে হায় তারে যাইয়া বিদেশে
কুটজ-পুষ্পের মধু খে'তে হ'লো শেষে!

(৮)

এক ভ্রমর কোনও এক পদ্মিনীর ভিতরে বসিয়া মধু-পান করিতেছিল। সহসা সন্ধ্যা হওয়াতে পদ্মিনী নিমীলিত হইল, এবং ভ্রমরটীও তাহার ভিতরে আবদ্ধ হইয়া রহিল। তখন ভ্রমর আশা করিতে লাগিল যে, রাত্রি প্রভাত হইলে সূর্য্যোদয় হইবে, এবং পদ্মিনীও প্রস্ফুটিত হইবে। তখন আমি স্বচ্ছন্দে বাহিরে যাইতে পারিব! ভ্রমর যখন এইরূপ আশা করিতেছিল, তখন একটী হস্তী আসিয়া সেই ভ্রমর-মধ্যা পদ্মিনীকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। জীব মনে একরূপ ভাবে, কিন্তু কার্য্যে তাহার অন্যরূপ ঘটে। ইহাই এই শ্লোকের নীতিঃ—

রাত্রির্গমিষ্যতি ভবিষ্যতি সুপ্রভাতং
ভাস্বানুদেষ্যতি হসিষ্যতি পদ্মজাতম্।
ইত্থং বিচিন্তয়তি কোষগতে দ্বিরেফে
হা হন্ত হন্ত নলিনীং গজ উজ্জহার॥

রাত্রিও চলিয়া যাবে, প্রভাত আসিবে,
সূর্য্যও উদিত হবে, পদ্মিনী হাসিবে।
পদ্মিনীর বক্ষে নিশি করিয়া বিহার
ভ্রমর করিছে আশা বাহিরে যাবার।
হেন-কালে গিয়া এক হস্তী পদ্ম-বন
হায় সেই পদ্মিনীকে করিল ভক্ষণ!

বানরাষ্টকম্।

ঈর্ষী দক্ষঃ ক্রতৌ রূপং স্তব্ধঃ শুষ্কেন্ধনং জবঃ।
দুর্ম্মন্ত্রিণমিতি শ্লোকাঃ কথিতা বানরাষ্টকে॥

(১)

পরশ্রী-কাতর, ঘৃণা-শীল, দুরাকাঙ্ক্ষ, কোপন-স্বভাব, নিত্য-ভীত ও পরাশ্রিত,—এই ছয় জন এ সংসারে অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ইহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন:—

ঈর্ষী ঘৃণী ত্বসন্তুষ্টঃ ক্রোধনো নিত্যশঙ্কিতঃ।
পরভাগ্যোপজীবী চ ষড়েতে দুঃখভাগিনঃ॥

দেখিলে পরের ভাল বুক ফাটে যার,
সবারি উপরি যার ঘৃণা অনিবার,

সন্তোষের লেশমাত্র নাহি যার মনে,
যে জন চটিয়া যায় সামান্য কারণে,
সর্ব্বদাই মনে মনে আছে যার ভয়,
খাইয়া পরের অন্ন বেঁচে যেই রয়,
এ সংসারে জে'নো তুমি সেই ছয় জন
অশেষ দুঃখের ভাগী হয় সর্ব্বক্ষণ।

(২)

কার্য্য-পটু লোকই লক্ষ্মীবান্ হয়, মিতাহারী ব্যক্তিই সুস্থ-দেহে বাস করে, নীরোগ জনই সুখভোগী হয়, উদ্যোগী পুরুষই বিদ্যা-লাভ করে, এবং নম্রস্বভাব লোকই ধার্ম্মিক, ধনবান্ ও যশস্বী হয়। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে:—

দক্ষঃ শ্রিয়মধিগচ্ছতি পথ্যাশী কল্যতাং সুখমরোগী।
উদ্যুক্তো বিদ্যান্তং ধর্ম্মার্থযশাংসি চ বিনীতঃ॥

লক্ষ্মী-লাভ করে নিত্য কার্য্য-দক্ষ জন,
মিতাহারী সুস্থ-দেহে থাকে সর্ব্বক্ষণ;
মহাসুখে থাকে সেই, রোগ নাই যার,
সদাই উদ্যোগ যার, বিদ্যা হয় তার,
পরম বিনীত-ভাবে রহে যেই জন,
ধর্ম্ম অর্থ যশঃ তার ভাগ্যে সর্ব্বক্ষণ।

(৩)

যজ্ঞ, বিবাহ, বিপদ্, শত্রু-নাশ, যশোজনক কার্য্য, মিত্র-সংগ্রহ, প্রিয়তমা রমণী ও নির্ধন বন্ধু,—এই আটটী বিষয়ে অপরিমিত

ব্যয় করিলেও তাহাতে মহাত্মা জনের মহাগৌরব হইয়া থাকে। ইহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

ক্রতৌ বিবাহে ব্যসনে রিপুক্ষয়ে
যশস্করে কর্ম্মণি মিত্রসংগ্রহে।
প্রিয়াসু নারীষ্বধনেষু বন্ধুষু
বহুব্যয়েঽপ্যস্তি সতাং হি গৌরবম্॥

বিবাহে বিপদে যজ্ঞে শত্রু-বিনাশনে,
কীর্ত্তিকর কার্য্যে, মিত্র-সংগ্রহ-করণে,
প্রিয়তমা রমণীর মানস-রঞ্জনে,
দরিদ্র বন্ধুর চিত্ত-তুষ্টি-সম্পাদনে,
সাধু জন বহু ধন করিলেও ব্যয়,
তাহাতে গৌরব তার, জানিও নিশ্চয়!

(৪)

কি কি কারণে মানুষের রূপ, সুখ, পৌরুষ, গৌরব, গুণ, বল ও সম্পদ্ নষ্ট হইয়া যায়, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে :—

রূপং জরা সর্ব্বসুখানি তৃষ্ণা
খলস্য সেবা পুরুষাভিমানম্।
যাচ্ঞা গুরুত্বং গুণমাত্মপূজা
চিন্তা বলং হন্ত্যদয়া চ লক্ষ্মীম্॥

জরা আসিলেই রূপ নষ্ট হ'য়ে যায়,
সব সুখ নষ্ট হয় বিষয়-তৃষ্ণায়;

যে জন খলের সেবা করিবে যখন,
থাকিবে না তার মান-সম্ভ্রম তখন;
প্রার্থনা করিতে গে'লে গৌরব না রয়,
আত্মশ্লাঘা কবিলেই গুণ নষ্ট হয়;
বল নাহি থাকে তার, সদা চিন্তা যার,
দয়া নাই যার, লক্ষ্মী নাহি থাকে তার!

(৫)

কোন্ কোন্ জনের যশঃ, মিত্রতা, কুল, ধর্ম্ম, বিদ্যা, সুখ ও রাজ্য নষ্ট হইয়া যায়, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে:—

স্তব্ধস্য নশ্যতি যশো বিষমস্য মৈত্রী
নষ্টক্রিয়স্য কুলমর্থপরস্য ধর্ম্মঃ।
বিদ্যাধনং ব্যসনিনঃ কৃপণস্য সৌখ্যং
রাজ্যং প্রমত্তসচিবস্য নরাধিপস্য॥

যেই জন জড়, তার যশঃ নষ্ট হয়,
সাম্য নাহি যার, তার মিত্রতা না রয়,
কুল নাহি রহে তার, ক্রিয়া নষ্ট যার,
ধন ল'য়ে ব্যস্ত যেই, ধর্ম্ম যায় তার,
বিদ্যা নষ্ট তার, ক্রীড়া-রত যেই জন,
সুখ নাই ভাগ্যে তার, যে জন কৃপণ,
যে রাজার দুষ্ট মন্ত্রী থাকে নিরন্তর,
সে রাজার রাজ্য নষ্ট হইবে সত্বর!

(৬)

কাহাকে কাহাকে আশ্রয় করিলেই অগ্নি, শোক, কোপ, কাম, ধন ও সহিষ্ণুতা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

শুষ্কেন্ধনে বহ্নিরুপৈতি বৃদ্ধিং
বালেষু শোকশ্চপলেষু কোপঃ।
কান্তাসু কামঃ কৃপণেষু বিত্তং
ধর্ম্মো দয়াবৎসু মহৎসু ধৈর্য্যম্॥

শুষ্ক কাষ্ঠ পাইলেই বাড়িবে অনল,
বালকের কাছে শোক হইবে প্রবল,
ক্রোধ তার বাড়ে, অতি অস্থির যে জন,
কামিনী-সংসর্গে বাড়ে কাম-হুতাশন,
দয়ালুর ধর্ম্ম বাড়ে, কৃপণের ধন,
সহিষ্ণুতা বাড়ে তাঁর, মহাত্মা যে জন!

(৭)

অশ্ব, স্ত্রীলোক, তপস্বী, দ্বিজ, নৃপতি ও শস্ত্র-ধারীর কি কি গুণ থাকা প্রার্থনীয়, তাহাই এই শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে :—

জবো হি সপ্তেঃ পরমং বিভূষণং
ত্রপাঙ্গনায়াঃ কৃশতা তপস্বিনঃ।
দ্বিজস্য বিদ্যা নৃপতেরপি ক্ষমা
পরাক্রমঃ শস্ত্রবলোপজীবিনাম্॥

তুরঙ্গের শোভা, যদি দ্রুত গতি রয়,
রমণীর শোভা, যদি থাকে লজ্জা-ভয়;
তপস্বীর শোভা, যদি কৃশ অনিবার,
ব্রাহ্মণের শোভা, যদি বিদ্যা থাকে তাঁর;
রাজার পরম শোভা, ক্ষমা যদি রয়,
শস্ত্রীর পরম শোভা বিক্রম নিশ্চয়!

(৮)

যাহার দুষ্ট মন্ত্রী থাকে, তাহার নীতিদোষ আসিয়া উপস্থিত হয়; পথ্যাশী না হইলে, তাহাকে যাবজ্জীবন রোগ-ভোগ করিতে হয়; ধনবান্ হইলেই মানুষের অহঙ্কারের সীমা রহে না; যম প্রাণি-মাত্রকেই নিহত করিয়া থাকে; এবং ইন্দ্রিয়-জিত ব্যক্তিই অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হয়। ইহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন:—

দুর্ম্মন্ত্রিণং কমুপযান্তি ন নীতিদোষাঃ
সন্তাপয়ন্তি কমপথ্যভুজং ন রোগাঃ।
কং শ্রীর্ন দর্পয়তি কং ন নিহন্তি মৃত্যুঃ
কং স্বীকৃতা ন বিষয়াঃ পরিতাপয়ন্তি॥

"ষড়্‌রত্নম্"-প্রবন্ধের পঞ্চম শ্লোকের অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

———

বানর্য্যষ্টকম্।

মাধুর্য্যং শাস্ত্রমারোগ্যং দানং মূর্খো দ্বিজাতিকঃ।
বৈদ্যং সুজীর্ণং বৃক্ষঞ্চ বানর্য্যুক্তমিহাষ্টকম্॥

(১)

রমণীর-প্রতি মিষ্টবাক্য-প্রয়োগ, সরলের সহিত সরল ব্যবহার, শত্রুর প্রতি শৌর্য্য-প্রকাশ, গুরু জনের সহিত নম্রতাচরণ, ধার্ম্মিক লোকের প্রতি সাধু ব্যবহার, মর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে স্বীয় মর্ম্ম-বেদনা-জ্ঞাপন, পণ্ডিত জনের প্রতি সম্মান-প্রদর্শন এবং শঠের সহিত শঠতাচরণ,—এই আটটী গুণ সাংসারিক ব্যক্তির আজীবন থাকা উচিত। ইহাই এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ঃ—

মাধুর্য্যং প্রমদাজনেষু ললিতং দাক্ষিণ্যমার্য্যে জনে
শৌর্য্যং শত্রুষু নম্রতা গুরুজনে ধর্ম্মিষ্ঠতা ধার্ম্মিকে।
মর্ম্মজ্ঞেষ্বনুবর্ত্তনং বহুবিধো মানো জনে পণ্ডিতে
শাঠ্যং দুষ্টজনে নরস্য কথিতাঃ পর্য্যন্তমষ্টৌ গুণাঃ॥

রমণীর প্রতি নিত্য মধুর বচন,
সরলের প্রতি সরলতা-প্রদর্শন,
শৌর্য্য-প্রদর্শন নিত্য শত্রুর উপর,
গুরু-জন প্রতি নম্র ভাব নিরন্তর,
ধার্ম্মিক জনের সনে ধর্ম্ম-আচরণ,
ব্যথার ব্যথীর কাছে ব্যথা-বিজ্ঞাপন,

সুপণ্ডিত জন প্রতি মান-প্রদর্শন,
শঠতা তাহার প্রতি শঠ যেই জন,
এই অষ্ট মহাগুণ মহামূল্য ধন
আজীবন থাকে তাঁর সাধু যেই জন!

(২)

বিলক্ষন বিচার করিয়া শাস্ত্র-অধ্যয়ন করিলেও তাহার পুনঃ পুনঃ চিন্তা করা উচিত। বিশেষ-রূপে রাজার সেবা করিলেও মনে মনে আশঙ্কা রাখা উচিত। যুবতী রমণীকে ক্রোড়ে করিয়া রাখিলেও নিশ্চিন্ত থাকা বুদ্ধিমান্ পুরুষের কর্ত্তব্য নহে। শাস্ত্র, রাজা ও যুবতী রমণীকে বশীভূত রাখা বড়ই বিষম ব্যাপার! ইহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন:—

শাস্ত্রং সুচিন্তিতমপি প্রতিচিন্তনীয়ং
স্বারাধিতোঽপি নৃপতিঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ।
অঙ্কে স্থিতাপি যুবতিঃ পরিরক্ষণীয়া
শাস্ত্রে নৃপে চ যুবতৌ কথমাত্মভাবঃ॥

"ষড়্রত্নম্"-প্রবন্ধের প্রথম শ্লোকের অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

(৩)

শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা, ঋণ-পরিশূন্যতা, স্বদেশে বসতি, জীবিকা-নির্ব্বাহের স্থির উপায়, নির্ভয়-চিত্তে বাস, ও সাধু জনের সহিত সম্মেলন,—এই ছয়টী বিষয় গৃহীর পক্ষে অতি সুখজনক। ইহাই এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয়:—

আরোগ্যমানৃণ্যমবিপ্রবাসঃ
সপ্রত্যয়া বৃত্তিরভীতিবাসঃ।
সদ্ভির্মনুষ্যৈঃ সহ সঙ্গমশ্চ
ষড় জীবলোকস্য সুখানি সত্যম্॥

নিরন্তর সুস্থ যদি থাকে দেহ মন,
কিছুমাত্র ঋণ যদি না থাকে কখন,
বিদেশে না থাকে যদি চিরদিন ধ'রে,
সন্দেহ না থাকে যদি জীবিকার তরে,
না করিতে হয় যদি ভয়ে ভয়ে বাস,
সাধু সনে হয় যদি বাস বারমাস,
তা হ'লেই এ সংসারে এই ছয় ধন
মানবে যথার্থ সুখ করে বিতরণ!

(৪)

দানং দরিদ্রস্য বিভোঃ ক্ষমিত্বং
যূনস্তপো জ্ঞানবতশ্চ মৌনম্।
সুখেঽপ্রবৃত্তিশ্চ সুখান্বিতস্য
দয়া কঠোরস্য দিবং নয়ন্তি॥

"ষড়্রত্নম্"-প্রবন্ধের চতুর্থ শ্লোকের মুখবন্ধ ও অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

(৫)

মূর্খো দ্বিজাতিঃ স্থবিরো গৃহস্থঃ
কামী দরিদ্রো ধনবাংস্তপস্বী।

বেশ্যা কুরূপা নৃপতিঃ কদর্য্যো
লোকে ষড়েতানি বিড়ম্বিতানি ॥

"ষড়্রত্নম্"-প্রবন্ধের তৃতীয় শ্লোকের মুখবন্ধ ও অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

(৬)

বৈদ্যং পানরতং নটং কুপঠিতং স্বাধ্যায়হীনং দ্বিজং
যোধং কাপুরুষং হয়ং গতরয়ং মূর্খং পরিব্রাজকম্।
রাজানঞ্চ কুমন্ত্রিভিঃ পরিবৃতং দেশঞ্চ সোপদ্রবং
ভার্য্যাং যৌবনগর্ব্বিতাং পররতাং মুঞ্চন্তু শীঘ্রং বুধাঃ ॥

"পঞ্চরত্নম্"-প্রবন্ধের তৃতীয় শ্লোকের মুখবন্ধ ও অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

(৭)

ভুক্ত দ্রব্য যদি সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ হয়, পুত্র যদি কার্য্যদক্ষ হয়, ভার্য্যা যদি বশীভূত থাকে, নৃপতি যদি সুসেবিত হয়, এবং যদি বিশেষ বিবেচনা করিয়া কথা কহা ও বিশেষ বিচার করিয়া কার্য্য করা যায়, তাহা হইলে এই সকল বিষয় পরিণামে কদাপি নিষ্ফল হয় না। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে:—

সুজীর্ণমন্নং সুবিচক্ষণঃ সুতঃ
সুশাসিতা স্ত্রী নৃপতিঃ সুসেবিতঃ।
সুচিন্ত্য চোক্তং সুবিচার্য্য যৎ কৃতং
সুদীর্ঘকালেঽপি ন যাতি বিক্রিয়াম্ ॥

জীর্ণ যদি হয় তাহা যা কর ভক্ষণ,
পুত্রটী তোমার যদি হয় বিচক্ষণ,

ভার্য্যাটী তোমার যদি থাকে সদা বশে,
রাজাকে রাখহ যদি মনের হরষে,
কথা যদি কও তুমি ভাবিয়া চিন্তিয়া,
কার্য্য যদি কর তুমি বিচার করিয়া,
তা হ'লেই এই ছয় অমূল্য রতন
কিছুতেই নাহি হবে বিরূপ কখন!

(৮)

বৃক্ষ ফল-শূন্য হইলেই পক্ষি-গণ প্রস্থান করে, সরোবর জল-শূন্য হইলেই সারস-গণ অন্তর্দ্ধান করে, পুষ্প মধু-হীন হইলেই ভ্রমর-গণ তাহাতে বসিতে চায় না, বন অগ্নি-দগ্ধ হইলেই মৃগ-গণ কোথায় চলিয়া যায়, পুরুষ-গণ ধনহীন হইলেই গণিকা-গণ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে, নৃপতি লক্ষ্মী-শূন্য হইলেই মন্ত্রি-গণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। এই সব দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, স্বার্থ থাকিলেই সকলে সকলেরই বন্ধু হয়, এবং স্বার্থ না থাকিলে কেহই কাহারও বন্ধু হইতে চায় না! কবি এই শ্লোকে এই নীতি-শিক্ষা দিতেছেন :—

বৃক্ষং ক্ষীণফলং ত্যজন্তি বিহগাঃ শুষ্কং সরঃ সারসাঃ
পুষ্পং পর্য্যুষিতং ত্যজন্তি মধুপা দগ্ধং বনান্তং মৃগাঃ।
নির্দ্রব্যং পুরুষং ত্যজন্তি গণিকা ভ্রষ্টং নৃপং মন্ত্রিণঃ
সর্ব্বঃ কার্য্যবশাদ্ নরোঽভিরমতে কস্যাস্তি কো বল্লভঃ॥

"সপ্তরত্নম্"-প্রবন্ধের চতুর্থ শ্লোকের অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বচাতকাষ্টকম্।

(১)

চাতক-পক্ষী চিরকালই মেঘের ভক্ত ও শরণাগত! এজন্য কোনও চাতক এই শ্লোকে মেঘকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছে, "হে মেঘ! তুমি প্রবল ঝঞ্ঝাবাতেই আমাকে কম্পিত করিয়া দাও, গভীর গর্জ্জন করিয়াই আমাকে ভয়-প্রদর্শন কর, কিংবা শিলাবৃষ্টি দ্বারাই আমার এই ক্ষুদ্র দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দাও, তথাপি যখন আমি তোমারই জলবিন্দু পান করিয়া হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছি, তখন তুমি ভিন্ন আমার আর অন্য গতি নাই":—

বাতৈর্বিধূনয় বিভীষয় ভীমনাদৈঃ
সংচূর্ণয় ত্বমথবা করকাভিঘাতৈঃ।
ত্বদ্বারিবিন্দুপরিপালিতজীবিতস্য
নান্যা গতির্ভবতি বারিদ চাতকস্য॥

চাতকে বায়ুর বেগে কাঁপাইয়া দাও,
গভীর গর্জ্জনে তারে ভয় বা দেখাও,
চূর্ণ করি ফে'ল তারে শিলাবৃষ্টি ক'রে,
যত কষ্ট দাও তারে, সে না তায় ডরে!
আজন্ম তোমারি জলটুকু করি পান
চাতক করিছে রক্ষা আপনার প্রাণ।
তাই বলি জে'নো মেঘ! চাতক তোমার,
তোমা বিনা চাতকের গতি নাই আর!

(২)

চাতক তৃষ্ণায় কাতর হইয়া তিন চারি বিন্দু জলের জন্য মেঘের নিকট প্রার্থনা করে। মেঘও প্রচুর-পরিমাণে জলদান করিয়া চাতকের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া দেয়। মহতের উদারতা অসীম! ইহাই এই শ্লোকের নীতি :—

চাতকস্ত্রিচতুরান্ পয়ঃকণান্
যাচতে জলধরং পিপাসয়া।
সোঽপি পূরয়তি ভূয়সাম্ভসা
হন্ত হন্ত মহতামুদারতা॥

চাতক পাইয়া বড় তৃষ্ণায় যাতনা
জলদেরে মাগে জল তিন চারি কণা;
জলদও ঢালিয়া দেয় জল আপনার,
ধন্য ধন্য মহতের মহিমা অপার!

(৩)

চাতক মেঘকে কহিতেছে, "নদ, নদী, সমুদ্র প্রভৃতিতে বহু জল আছে, এবং আমি সেই জলপান করিয়াও আমার জীবন রক্ষা করিতে পারি। কিন্তু হে মেঘ! তোমার জলপান না করিয়া অপরের জলপান করিলে আমার কুলে চির-কলঙ্ক থাকিবে।" আপনার জীবন রক্ষা করিতে গিয়া নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ক রাখিয়া যাওয়া কাহারও কর্ত্তব্য নহে। ইহাই এই শ্লোকের নীতি :—

শক্যতে যেন কেনাপি জীবনেনৈব জীবিতুম্।
কিন্তু কৌলব্রতোদ্ভঙ্গপ্রসঙ্গঃ পরদুঃসহঃ॥

কত জল রহে নদ, নদী ও সাগরে,
জীবন ধরিতে পারি তাও পান ক'রে;
কুলের কলঙ্ক কিন্তু করিলে স্মরণ,
বিষম যন্ত্রণানলে দহে মোর মন!

(৪)

হে মেঘ! তুমি গর্জ্জন করিতেছ বটে, কিন্তু বর্ষণ করিতেছে না। আমি তোমারই জলপান করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিয়াছি। এক্ষণে সহসা যদি দক্ষিণ-বায়ু আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তুমিই বা কোথায় থাকিবে, আর আমিই বা কোথায় থাকিব, এবং তোমার জল-বর্ষণই বা কোথায় থাকিবে! ইহাই এই শ্লোকে মেঘের প্রতি কোন চাতকের খেদোক্তি :—

গর্জসি মেঘ ন যচ্ছসি তোয়ং
চাতকপক্ষী ব্যাকুলিতোঽহম্।
দৈবাদিহ যদি দক্ষিণবাতঃ
ক্ব ত্বং ক্বাহং ক্ব চ জলপাতঃ ॥

কতই করিছ মেঘ! গভীর গর্জ্জন,
বিন্দুমাত্র জল কিন্তু না কর বর্ষণ;
আমি হে চাতক-পক্ষী কাতর হইয়া
তোমারি মুখের দিকে আছি তাকাইয়া!
দৈবাৎ দক্ষিণ-বায়ু উঠে যদি হায়,
কোথায় বা রবে তুমি, আমি বা কোথায়!
কোথায় বা রবে বল তব জলপাত,
না জানি ঘটে বা বুঝি বিষম উৎপাত।

(৫)

চাতক মেঘকে বলিতেছে,—"তড়াগাদির জল অতি অল্প এবং তাহাও বিষবৎ অনিষ্টকারী। হ্রদের জল নীচাশয় জীবেরই সেব্য। মহাসাগরের জলও স্পৃহণীয় নহে, কারণ অগস্ত্য-মুনি তাহা এক গণ্ডূষেই পান করিয়াছিলেন। গঙ্গাদি-নদীর জলের কথা আর কি কহিব, তাহা সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। হে মেঘ! এই হেতু এসব জল পরিত্যাগ করিয়া তোমারই জলপান করিয়া চাতক স্বীয় সম্মান রক্ষা করিতে চায়!"

বাপী স্বল্পজলাশয়ো বিষময়ো নীচাবগাহো হ্রদঃ
ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতরো মহাজলনিধির্গণ্ডূষমেকং মুনেঃ।
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ পয়োনিধিগতাঃ সংত্যজ্য তস্মাদিমান্
সম্মানী খলু চাতকো জলমুচামুচ্চৈঃ পয়ো বাঞ্ছতি॥

তড়াগে অল্পই জল, তাও বিষময়,
নীচের গন্তব্য হ্রদে ইচ্ছা নাহি হয়!
ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রতর জানি রত্নাকরে,
অগস্ত্য গণ্ডূষে যারে পূরিল উদরে।
গঙ্গাদি যতেক নদী আছয়ে ধরায়,
সবাই পড়েছে গিয়া সাগরেতে হায়!
চাতক ত্যজিয়া সবে তাই মানে মানে
জল হৈতু সদা চায় জলদেরি পানে!

(৬)

মেঘ জলদান করিলে বীজ সকল অঙ্কুরিত হয়, সকল নদীর জলবৃদ্ধি হয়, পিপীলিকা-গণ আনন্দে উড়িতে থাকে, বৃক্ষ সকল

পল্লব ধারণ করে, এবং মনুষ্য-গণ প্রফুল্ল-চিত্ত হয়। কিন্তু হে চাতক! তুমি কি মহাপাতক করিয়াছ যে, তোমার চঞ্চু-পুটে দুই তিন বিন্দুও জল পতিত হইল না!" ইহাই এই শ্লোকে চাতকের প্রতি কবির খেদোক্তি:—

বীজৈরঙ্কুরিতং নদীভিরুদিতং বল্মীভিরুজ্জৃম্ভিতং
বৃক্ষৈঃ পল্লবিতং জনৈশ্চ মুদিতং ধারাধরে বর্ষতি।
ভ্রাতশ্চাতক পাতকং কিমপি তে সম্যঙ্ ন জানীমহে
যত্তেঽস্মিন্ ন পতন্তি চঞ্চুপুটকে দ্বিত্রাঃ পয়োবিন্দবঃ॥

পাইলে মেঘের জল বীজ অঙ্কুরিত,
নদী সুবিস্তৃত, পিপীলিকা সমুদিত,
বৃক্ষের পল্লব হয়, আনন্দ সবার,
মেঘ হ'তে! সকলেরি হয় উপকার।
কিন্তু এক কথা বলি, ভাই হে চাতক!
কহ মোরে, কিবা তুমি করেছ পাতক?
কি আশ্চর্য্য, চঞ্চু-পুটে ভাই রে! তোমার
দুই তিন বিন্দু জল নাহি পড়ে আর!

(৭)

অন্যান্য জীবগণ নদ-হ্রদ-প্রভৃতির জলপান করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবন-ধারণ করিতে পারে; কিন্তু হে মেঘ! তুমিই চাতকের একমাত্র অবলম্বন! ইহাই এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয়:—

নদেভ্যোঽপি হ্রদেভ্যোঽপি পিবন্ত্যন্যে সদা পয়ঃ।
চাতকস্য তু জীমূত ভবানেবাবলম্বনম্॥

নদী বা হ্রদের জলে অন্য জীবগণ
করিতেছে সর্ব্বদাই তৃষ্ণা নিবারণ।
ওহে মেঘ! তোমা বিনা উপায় কি রয়
চাতকের একমাত্র তুমিই আশ্রয়!

(৮)

হে মেঘ! চাতক এই নিরবলম্বন আকাশে বহুক্ষণ অবস্থিত হইয়া তোমারই দিকে চঞ্চুপুট উত্তোলন করিয়া জলের জন্য অপেক্ষা করিল। জলদান করা দূরে থাকুক, একবার সুমধুর শব্দেও তাহাকে তুমি আপ্যায়িত করিলে না! ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

নভসি নিরবলম্বে সীদতা দীর্ঘকালং
ত্বদভিমুখনিষণ্ণোত্তানচঞ্চূপুটেন।
জলধর জলধারা দূরতস্তাবদাস্তাং
ধ্বনিরপি মধুরস্তে ন শ্রুতশ্চাতকেন॥

নিরাশ্রয় আকাশেতে বহুকাল ধ'রে
চাতক ঘুরিল কত, সীমা কেবা করে!
চাহিয়া তোমারি পানে ঊর্দ্ধমুখে হায়!
কত কাল কে'টে গেল, বলা নাহি যায়!
জলদান দূরে থাক্, যাক্ মানে মানে;
মধুর ধ্বনিও তব না শুনিল কাণে!

———

উত্তরচাতকাষ্টকম্।

(১)

হে মেঘ! প্রসিদ্ধ সরোবর সকল স্বচ্ছ হউক, আর নাই হউক, তৃষ্ণায় কাতর হইয়া আমার প্রাণ নষ্ট হউক, আর নাই হউক; অল্প বা অধিক জল তুমি দাও, আর নাই দাও, চাতক-শিশু তোমারই উপর প্রাণটী সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছে! ইহাই এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয়ঃ—

স্বচ্ছাঃ সৌম্যজলাশয়াঃ প্রতিদিনং তে সন্তু মা সন্তু বা
প্রাণা যেঽপি বহিস্তৃষাকুলতয়া তে যান্তু মা যান্তু বা।
স্বল্পং বা বহুলং জলং জলধর ত্বং দেহি মা দেহি বা
প্রত্যাশা ভৃশমস্য চাতকশিশোস্তয্যেব বিশ্রাম্যতি॥

হোক্ বা না হোক্ নিত্য স্বচ্ছ সরোবর,
থাক্ বা না থাক্ প্রাণ তৃষ্ণায় কাতর,
দাও বা না দাও অল্প অধিক বা জল,
তোমার পরম ভক্ত চাতক সকল!
হে মেঘ! চাতক-শিশু নিশ্চিন্ত হইয়া
প'ড়ে আছে তোমাতেই প্রাণ সঁপে দিয়া!

(২)

হে মেঘ! মাথা হেঁট করিয়া যদি নদী, সমুদ্র ও সরোবরের জলপান করি, তাহা হইলে তাহাতে আমার কলঙ্ক আছে। এই

হেতু এই সকলের জল পরিত্যাগ করিয়া তোমারই জলপান করিবার জন্য চাতক উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে ঃ—

কাসারেষু সরিৎসু সিন্ধুষু তথা নীচেষু নীরগ্রহং
ধিক্ তত্রাপি শিরোনতিং কিমপরং হেয়ং ভবেদ্ মানিনাম্।
ইত্যালোচ্য বিমুচ্য চাতকযুবা তেষু স্পৃহামাদরা-
দুদ্‌গ্রীবস্তব বারিবাহ কুরুতে ধারাভরালোকনম্॥

নদী-সিন্ধু-সরোবরে খে'তে যদি জল
মাথা হেঁট হয় কভু, জীবনে কি ফল?
নিজ মান না রাখিলে কভু মানী জন,
তার পক্ষে হেয় আর কি রহে কখন?
ইহাই চাতক-যুবা ভাবিয়া অন্তরে
এ সব জলের তরে ইচ্ছা নাহি করে;
কেবল তোমারি পানে তাকাইয়া রয়,
ওহে মেঘ! চাতকের তুমিই আশ্রয়।

(৩)

এই পৃথিবীতে অনেক মনোহর সরোবর আছে বটে, কিন্তু ইহাই আশ্চর্য্য যে, চাতক কিছুতেই তাহাদিগের বিন্দুমাত্র জলপান না করিয়া বিপৎ-সঙ্কুল মেঘেরই জলপান করিয়া থাকে। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে ঃ—

কে বা ন সন্তি ভুবি তামরসাবতংসা
হংসাবলীবলয়িনো জলসন্নিবেশাঃ।

কিং চাতকঃ ফলমপেক্ষ্য সবজ্রপাতাং
পৌরন্দরীং কলয়তে নববারিধারাম্॥

সংসারে র'য়েছে শত শত জলাশয়,
কত শত পদ্ম তায় শোভা ক'রে রয়!
শত শত হংস-গণ বলয়ের মত
বিচরণ করি তাহে শোভা করে কত
হায় রে! চাতক কিন্তু তাও পরিহরি
কেন থাকে বল দেখি ঊর্দ্ধমুখ করি!
শিরে তার বজ্রপাত হোক্ শতবার,
হে মেঘ! তোমারি জলে তবু ইচ্ছা তার!

(৪)

হে মেঘ! তোমার জল-ধারা-বর্ষণে এই নীরস পৃথিবীও সরস হইয়া গেল; কিন্তু এই দুর্ভাগ্য চাতক জলের প্রত্যাশায় ব্যথিত হইয়াও তোমাতেই মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছে! ইহাই এই শ্লোকের ভাবার্থঃ—

রে ধারাধর ধীর নীরনিকরৈরেষা রসা নীরসা-
শেষা পূনকরোৎকরৈরতিখরৈরাপূরি ভূরি ত্বয়া।
একান্তেন ভবন্তমন্তরগতং স্বান্তেন সংচিন্তয়-
ন্নাশ্চর্য্যং পরিপীড়িতোঽপি রমতে যচ্চাতকস্তৃষ্ণয়া॥

শুষ্ক হ'য়ে যায় যদি অনন্ত ধরণী,
বহু জলে তুষ্ট কর তাহারে তখনি;

কিন্তু চাতকের হ'লে প্রবল পিপাসা,
তোমারে হৃদয়ে রে'খে করে কত আশা।
শত শত কষ্ট তুমি দিলেও তাহায়,
তোমারি মুখের পানে আহ্লাদে তাকায়।
কি আশ্চর্য্য! তোমাতেই সদা তার মতি,
তোমা বিনা চাতকের নাহি আর গতি!

(৫)

সমুদ্র শুষ্ক হইয়াই যাউক, কিংবা তাহার জলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্লাবিত হইয়াই যাউক, তাহাতে চাতকের কিছুমাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। মেঘই চাতকের একমাত্র আশ্রয়-স্থল! ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ :—

আত্মানমম্ভোনিধিরেতু শোষং
ব্রহ্মাণ্ডমাসিঞ্চতু বা তরঙ্গৈঃ।
নাস্তি ক্ষতির্নোপচিতিঃ কদাপি
পয়োদবৃত্তেঃ খলু চাতকস্য॥

যাক্ যাক্ সেই মহাসমুদ্র শুকিয়া,
তাহার তরঙ্গে যাক্ ব্রহ্মাণ্ড ভাসিয়া,
চাতকের ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছু নাহি তায়,
মেঘ বিনা চাতকের না আছে উপায়!

(৬)

হে মেঘ! তুমি জল দাও আর নাই দাও, চাতক তোমাতেই মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া পড়িয়া আছে। বরং সে দুরন্ত পিপাসায়

মরিয়া যাইবে, তথাপি কখনই অপরের উপাসনা করিবে না। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

পয়োদ হে বারি দদাসি বা ন বা
ত্বয্যেকচিত্তঃ পুনরেষ চাতকঃ।
বরং মহত্যা ম্রিয়তে পিপাসয়া
তথাপি নান্যস্য করোত্যুপাসনাম্॥

কর আর নাহি কর মেঘ! জল-দান,
তোমাতেই প'ড়ে থাকে চাতকের প্রাণ;
বরং মরিয়া যাবে পিপাসার ভরে,
অপরের উপাসনা তবু নাহি করে!

(৭)

যদিও চাতক-পক্ষী অসময়ে মেঘের নিকট জল প্রার্থনা করে, তথাপি মেঘ তাহার প্রতি কুপিত হয় না, কারণ মেঘ বিনা চাতকের অন্য উপায় নাই। ইহাই এই শ্লোকে কবির অভিপ্রেত বিষয় :—

যদ্যপি চাতকপক্ষী
ক্ষেপয়তি জলদমকালবেলায়াম্।
তদপি ন কুপ্যতি জলদো
গতিরিহ নান্যা যতস্তস্য॥

হায় রে চাতক-পক্ষী পিপাসার ভরে
অকালে বিরক্ত করে যদি জলধরে,

তবু চাতকের প্রতি ক্রোধ নাহি তার,
মেঘ বিনা চাতকের উপায় কি আর!

(৮)

চাতকের মত সম্মানী পক্ষী আর নাই; কারণ, হয় সে তৃষ্ণার অসহ্য যন্ত্রণায় মরিয়া যাইবে, নতুবা ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিবে। ইহাই এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয়ঃ—

এক এব খগো মানী চিরং জীবতু চাতকঃ।
ম্রিয়তে বা পিপাসায়াং যাচতে বা পুরন্দরম্॥

চাতক হইতে কোন্ পক্ষী শ্রেষ্ঠ আর?
বাঁচুক সে চিরদিন, বাসনা সবার।
পিপাসায় ম'রে যাবে, এরূপ কামনা,
অথবা ইন্দ্রের কাছে করিবে প্রার্থনা!



সমস্যা-পূরণম্।

(১)

এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, একদিন মহারাজ বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে পরাজিত করিবার উদ্দেশে তাঁহাকে এই কঠিন সমস্যাটী পূরণ করিতে দিয়াছিলেন। সরস্বতীর বরপুত্র কালিদাসও তৎক্ষণাৎ নিম্ন-লিখিত-রূপে ইহার পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন:—

সমস্যা—

"অষ্টম্যাঃ পরতস্তিথির্ন নবমী সা পৌর্ণমাসী কিল॥"

'অষ্টমীর পরে নাহি নবমী হইল,
পূর্ণিমা আসিয়া কিন্তু বিরাজ করিল!'

সায়ং সন্ধিমহোৎসবে বলিঘটারক্তোৎকটাস্বাদনাৎ
সৌহিত্যেন ধরাধরাঙ্গভুবি সোদ্গারং ক্ষিপন্ত্যাং শিরঃ।
চূড়াচন্দ্রনভঃস্থলেন্দুমিলনে নীরন্ধ্রতাসংঘটাদ্-
"অষ্টম্যাঃ পরতস্তিথির্ন নবমী সা পৌর্ণমাসী কিল॥

(কালিদাসস্ত)

সন্ধ্যাকালে সন্ধিপূজা বহু-বলি-দান,
করিলা নগেন্দ্র-বালা বলি-রক্ত-পান।
শোণিতের তীব্র-স্বাদে বিবশ শরীর,
ভবানী বমন-বেগে সঞ্চালিলা শির;

ললাটের অর্দ্ধচন্দ্র হ'য়ে স্থানচ্যুত
অষ্টমীর অর্দ্ধচন্দ্রে হইল সংযুত।
আকাশের চাঁদে মিলি ললাটের চন্দ্র
কোন স্থানে না রাখিল অণুমাত্র রন্ধ্র।
'অষ্টমীর পরে নাহি নবমী হইল,
পূর্ণিমা আসিয়া কিন্তু বিরাজ করিল!'

(২)

ময়ূর সর্পের চির-শত্রু ও ভক্ষক। সুতরাং ময়ূরের মস্তকে থাকিয়া সর্পের গর্জ্জন করা অতি অসম্ভব। কথিত আছে, রাজা বিক্রমাদিত্য মহাকবি কালিদাসকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত এই আশ্চর্য্য ভাবের সমস্যাটী তাঁহাকে পূরণ করিতে দিয়াছিলেন। কালিদাসও নিম্ন-লিখিত-রূপে তাহা পূরণ করিয়াছিলেন:—

সমস্যা—"তদা ময়ূরমস্তকে জগর্জ্জ পন্নগঃ স্বয়ম্"।

'ময়ূরের শিরে সর্প গর্জ্জিল তখন!'

যদা তু জানকীপতের্ভুজেন খণ্ডিতং ধনু-
স্তদা নগাঃ প্রকম্পিতাঃ সুমেরুমন্দরাদয়ঃ।
ভয়াদ্ ভবাত্মজোঽভবদ্ ভবাঙ্কভাক্ সবাহন-
"স্তদা ময়ূরমস্তকে জগর্জ্জ পন্নগঃ স্বয়ম্॥

(কালিদাসস্য)

হরধনু ভাঙ্গিলেন শ্রীরাম যখন,
সুমেরু-মন্দর-আদি কাঁপিল তখন!

অমনি হইয়া ভীত ময়ূর লইয়া
কার্ত্তিক শিবের কোলে রন্ লুকাইয়া।
শিবের মাথায় সর্প অমনি তখন
ময়ূর দেখিয়া ভয়ে করিল গর্জ্জন।

(৩)

সমস্যা—"পুরঃ পত্যুঃ কামাৎ শ্বশুরমিয়মালিঙ্গতি সতী।"

'কামাতুর হ'য়ে সতী শেষে মহাসুখে'
শ্বশুরে ধরিল গিয়া স্বামীর সম্মুখে।'

তপাপায়ে গোদাপরতটভুবি স্থাতুমনসি
প্রবিষ্টে তৎপূরং ভগবতি মুনৌ কুম্ভজনুষি।
দ্রুতং লোপামুদ্রা স্বয়মবিকলং গন্তুমুদিতা
"পুরঃ পত্যুঃ কামাৎ শ্বশুরমিয়মালিঙ্গতি সতী"॥ (১)

বর্ষাকালে গোদা-পারে করিতে বসতি
কুম্ভপুত্র অগস্ত্যের ইচ্ছা হ'লো অতি।
শেষে ঋষি জলে যবে করিলা প্রবেশ,
পতিব্রতা লোপামুদ্রা চিন্তিলা অশেষ।
পতি সনে যাবে বলি দিয়া সন্তরণ,
কুম্ভেরে লইতে বক্ষে করিলা মনন।
'কামাতুর হ'য়ে সতী শেষে মহাসুখে
শ্বশুরে ধরিল গিয়া স্বামীর সম্মুখে!'

---

(১) ব্যাখ্যা। কুম্ভ অগস্ত্যের পিতা, অতএব লোপামুদ্রার শ্বশুর। "অগস্ত্যঃ কুম্ভসম্ভবঃ" ইত্যমরঃ।

(৪)

সমস্যা—"পুরঃ পত্যুঃ কামাৎ শ্বশুরমিয়মালিঙ্গতি সতী।"

'কামাতুর হ'য়ে সতী শেষে মহাসুখে
শ্বশুরে ধরিল গিয়া স্বামীর সম্মুখে।'

কদাচিৎ পাঞ্চালী বিপিনভুবি ভীমেন বহুশঃ
কৃশাঙ্গি শ্রান্তাঽসি ক্ষণমিহ নিষীদেতি গদিতা।
শনৈঃ শীতচ্ছায়ং তটবিটপিনং প্রাপ্য মুদিতা
"পুরঃ পত্যুঃ কামাৎ শ্বশুরমিয়মালিঙ্গতি সতী"॥ (১)

বনে বনে ঘুরে ঘুরে দিবস-যামিনী
ক্লান্ত হ'য়ে পড়িলেন দ্রুপদ-নন্দিনী।
ইহা দেখি দুঃখে ভীম কহেন "প্রেয়সি!
শ্রম দূর কর হেথা ক্ষণকাল বসি।
একে স্বভাবতঃ তব ক্ষীণ কলেবর,
বহু পরিশ্রমে তাহা হ'য়েছে কাতর।"
ইহা শুনি নদীতীরে বসি বৃক্ষতলে
পবনে কামনা ক'রে ধনী কুতূহলে!
'কামাতুর হ'য়ে সতী শেষে মহাসুখে
শ্বশুরে ধরিল গিয়া স্বামীর সম্মুখে!'

(৫)

সমস্যা—"যশঃ পুণ্যৈরবাপ্যতে"

'পুণ্য থাকিলেই লোক যশোলাভ করে!'

---

(১) ব্যাখ্যা। পবন ভীমের পিতা, অতএব দ্রৌপদীর শ্বশুর।

পঞ্চভিঃ কামিতা কুন্তী তদ্বধূরথ পঞ্চভিঃ।
সতীং বদতি লোকোঽয়ং "যশঃ পুণ্যৈরবাপ্যতে" ॥ (১)

কিবা কুন্তী, কি দ্রৌপদী, এই দুই জনে
প্রণয় রাখিয়া ছিলা পঞ্চ স্বামী সনে।
তবু তাঁহাদের নাম সতী এ সংসারে,
পুণ্য থাকিলেই লোক যশোলাভ করে!

(৬)

সমস্যা—"সিন্দূরবিন্দুর্বিধবাললাটে।"
'সিন্দূরের বিন্দু হায় বিধবার ভালে!'

রে পুত্র সৎসঙ্গমবাপ্নুহি ত্ব-
মসৎপ্রসঙ্গং ত্বরয়া বিহায়।
ধন্যোঽপি নিন্দাং লভতে কুসঙ্গাৎ
"সিন্দূরবিন্দুর্বিধবাললাটে" ॥

ওরে ছাড়িয়া কুসঙ্গ ওরে ছাড়িয়া কুসঙ্গ
ধর পুত্র! ত্বরা করি সাধু-জন-সঙ্গ।
ওরে বহু গুণ যার ওরে বহু গুণ যার
কুসঙ্গে থাকিলে তবু নিন্দা হয় তার।
ওরে বিধবার ভালে ওরে বিধবার ভালে
সিন্দুরের বিন্দু নাহি শোভে কোন কালে!

(১) ব্যাখ্যা। সূর্য্য, পাণ্ডু, ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র এই পাঁচ দেবতা কুন্তীর, এবং যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব এই পাঁচ জন দ্রৌপদীর প্রণয়ে আসক্ত ছিলেন।

(৭)

সমস্যা—"উপাধির্ব্যাধিরেব স্যাদ্ যদি বিদ্যা ন বিদ্যতে"

'উপাধি বিষম ব্যাধি স্কন্ধে চাপে তার ;
কিছুমাত্র বিদ্যা-বুদ্ধি নাহি থাকে যার !'

রূপঞ্চাপি বৃথা নার্য্যাঃ সতীত্বরহিতা যদি।
"উপাধির্ব্যাধিরেব স্যাদ্ যদি বিদ্যা ন বিদ্যতে ॥"

(৺শশিভূষণ স্মৃতিরত্নস্য) (১)

সুন্দরী নারীর রূপে কিবা প্রয়োজন,
যদি নাহি থাকে তার সতীত্ব-রতন !
'উপাধি বিষম ব্যাধি স্কন্ধে চাপে তার,
কিছুমাত্র বিদ্যা-বুদ্ধি নাহি থাকে যার' !

(৮)

গোদাবরী-নদীর তীরবর্ত্তী নেল্লোর-নগর-নিবাসী বেমুরী শ্রীরাম শাস্ত্রি-নামক জনৈক সুকবি শ্রুতিধর বিগত ১৩০৮ সালের প্রারম্ভে

---

(১) মহারাজ স্যার স্বর্গত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে, সি, এস্, আই বাহাদুর স্বর্গত জননীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে ভারতের বহুদূর হইতে অনেক বড় বড় অধ্যাপক আসিয়াছিলেন। সেই সময় দক্ষিণ-বিক্রমপুরের অন্তর্গত নড়িয়া-গ্রাম-নিবাসী, মদীয় পরম-বন্ধু, স্বর্গত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয়, মহারাজ বাহাদুরের সভা-পণ্ডিত দুর্গাচরণ তর্করত্ন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। আমি সেই সময় মহারাজের উদ্যান-গৃহস্থ চতুষ্পাঠী-গৃহে বসিয়া স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে এই সমস্যাটী পূরণ করিতে দিলে তিনি এইরূপে ইহা পূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি অকালে পরলোক-গমন করায় বিক্রমপুরের পণ্ডিত-সমাজ একটী অমূল্য রত্ন হারাইয়াছেন।

কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। টাকীর সুপ্রসিদ্ধ জমীদার, বরাহনগর-নিবাসী, মদীয় পরম-বন্ধু সুপণ্ডিত স্বর্গত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্ মহাশয় তাঁহার শ্রুতিধরত্ব ও কবিত্ব-শক্তির পরিচয় লইবার নিমিত্ত বরাহ-নগরের বাটীতে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। পরম-পূজ্য-পাদ বিদ্বৎ-কুল-চূড়ামণি মহা-মহোপাধ্যায় স্বর্গত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায় স্বর্গত গোবিন্দ শাস্ত্রী, কবিরাজ স্বর্গত বিজয়রত্ন সেন, স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ; স্বর্গত প্রসন্নকুমার তর্কনিধি প্রভৃতি অনেকগুলি কৃতবিদ্য অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন। স্বর্গত তর্কালঙ্কার মহোদয়, শ্রীরাম শাস্ত্রী মহাশয়কে প্রশ্ন করিবার নিমিত্ত আমাকে কয়েকটী কঠিন সমস্যা দিতে বলেন। স্বয়ং তর্কালঙ্কার মহোদয় এবং অন্যান্য অধ্যাপক মহাশয়-গণ উপস্থিত থাকিতে সমস্যা-সূচক প্রশ্ন দিলে আমার প্রকৃত পাপ আছে বলায়, তর্কালঙ্কার মহাশয় স্বয়ং কয়েকটী প্রশ্ন রচনা করেন। তিনি শ্রীরাম শাস্ত্রি-মহাশয়কে প্রথমতঃ এই প্রশ্ন করেন যে, "স্রগ্ধরা-ছন্দে এমন একটী কবিতা রচনা করুন, যাহা উষ্ম-বর্ণ-বিবর্জ্জিত হইবে, অর্থাৎ যাহাতে শ, ষ, স, হ থাকিবে না"। এই উপলক্ষে আমি নিম্ন-লিখিত শ্লোকটী রচনা করিয়াছিলাম :—(১)

(১) শ্রীযুক্ত বেমুরী শ্রীরাম শাস্ত্রি-মহাশয়কেই সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। সমবেত পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যেও কেহ কেহ এই প্রশ্নগুলির উত্তর-সূচক শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বেমুরী শ্রীরাম শাস্ত্রী এবং মহামহোপাধ্যায় স্বর্গগত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, স্বর্গত গোবিন্দ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় এই উপলক্ষে যে কয়েকটী শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন,

যে কলিকাতায় কোথাও বা গীত-বাদ্য, কোথাও বা রোদন-ধ্বনি হইতেছে; কোথাও বা পতিপ্রাণ রমণী-সমূহ, কোথাও বা পিচাশী-সম বারাঙ্গণা-গণ বিরাজ করিতেছে; কোথাও বা মহামহোপাধ্যায় স্বর্গত চন্দ্রকান্ত ও স্বর্গগত গোবিন্দ শাস্ত্রি-প্রভৃতি সুপণ্ডিত ও পূর্ণচন্দ্র প্রভৃতি অজ্ঞান লোক বিরাজ করিতেছে, সেই কলিকাতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজধানী বলিয়া গণ্য! ইহাই এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয় :—

গীতৈর্বাদ্যৈঃ ক্বচিদ্ বা ক্বচিদপি রুদিতৈর্ভূরিভিঃ পূর্য্যমাণা
কান্তাভিঃ কান্তহৃদ্ভিঃ পরপতিমতিভী রাজধানী প্রধানা।
গোবিন্দশ্রীযতীন্দ্রপ্রমথবিজয়যুক্পার্ব্বতীচন্দ্রকান্ত-
প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ণা চ পূর্ণাদিভিরপমতিভিঃ কোলিকাতা বিভাতি॥ (১)

(উদ্ভটসাগরস্য)

তাহা স্বর্গত যতীন্দ্রনাথ চোধুরী মহাশয় আমাকে দিয়াছিলেন। কিন্তু শ্লোক-রচনা তাড়াতাড়ি হইয়াছিল বলিয়া ইহা অত্যন্ত বিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। তাহাদের যথাযথ উদ্ধার সাধন করিয়া এইস্থলে এখন একসঙ্গে দিতে না পারায় অত্যন্ত মর্ম্মাহত রহিলাম।

(১) গোবিন্দ—মহামহোপাধ্যায় স্বর্গত গোবিন্দ শাস্ত্রী। যতীন্দ্র—মহারাজ স্বর্গত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর। প্রমথ—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ। বিজয়—কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন। পার্ব্বতী—মহারাজ বাহাদুরের সভাপণ্ডিত নৈয়ায়িক স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ। চন্দ্রকান্ত—পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় স্বর্গত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার। পূর্ণ—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর। সভাস্থলে মহারাজ ভিন্ন অন্য সকলে উপস্থিত ছিলেন।

কোথাও বা গীত-বাদ্য হইতেছে শুনি,
কোথাও বা হইতেছে ক্রন্দনের ধ্বনি;
কোথাও বা সতী সাধ্বী রমণী সকল,
কোথাও পিশাচী-সম গণিকার দল;
কোথাও গোবিন্দ শাস্ত্রী দার্শনিক-বর,
দাক্ষী-সুত বলি যিনি খ্যাত নিরন্তর;
কোথাও বা মহারাজ যতীন্দ্রমোহন,
লক্ষ্মী সরস্বতী যাঁর গৃহে সর্ব্বক্ষণ;
কোথাও প্রমথ-নাথ, পণ্ডিত পিতার
অনুরূপ পুত্র বলি গণ্য অনিবার;
কোথাও বা নৈয়ায়িক পার্ব্বতী-চরণ
মহারাজ-সভা-গৃহ করেন শোভন;
কোথাও বা চন্দ্রকান্ত বিনয়-আধার,
সবিশেষ অধিকার সর্ব্বশাস্ত্রে যাঁর;
কোথাও বা পূর্ণচন্দ্র উদ্ভট-বিহ্বল,
অজ্ঞান যাহার মত বড়ই বিরল;
রাজধানী-শিরোমণি হেন কলিকাতা,
নানা মূর্ত্তি রে'খেছেন যথায় বিধাতা!

(৯)

তৎপরে স্বর্গত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়, বেমুরী শাস্ত্রি-মহাশয়কে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে আমিও এই সমস্যাটী নিম্ন-লিখিত-রূপে পূরণ করিয়াছিলাম:—

সমস্যা—"চন্দ্রোদয়ং বাঞ্ছতি চক্রবাকী।"

'চক্রবাকী বাঞ্ছা করে চন্দ্রের উদয়!'

দুরন্ত শত্রু পরাজিত হইলে সকলেরই পরম আনন্দ হইয়া থাকে। যতীন্দ্রনাথের শুভ্র যশ চন্দ্রোদয়কে শুভ্রতায় পরাজিত করুক, ইহাই এই শ্লোকে বিরহ-পীড়িতা চক্রবাকীর বাসনাঃ—

শত্রৌ দুরন্তে পরিভূয়মানে
ন কস্য হর্ষঃ সমুদেতি চিত্তে।
তিরস্কৃতং ত্বদ্‌যশসা যতীন্দ্র (১)
"চন্দ্রোদয়ং বাঞ্ছতি চক্রবাকী॥"

(উদ্ভটসাগরস্য)

বিষম দুরন্ত শত্রু পরাজিত হ'লে,
কার না আনন্দ হয় এই ভূমণ্ডলে?
চন্দ্রোদয়ে বিরহের কিরূপ যন্ত্রণা,
চকীর হৃদয়ে তাহা আছে বেশ জানা!
শুন হে যতীন্দ্র-নাথ! সুযশে তোমার
চন্দ্রোদয় তিরস্কৃত হোগ্ অনিবার।
সহিতে না পারি আর বিরহ-যন্ত্রণা
চক্রবাকী তাই এই করিছে কামনা!

(১০)

স্বর্গত বেমুরী শ্রীরাম শাস্ত্রি-মহাশয় একজন সুদক্ষ শ্রুতিধর।

---

(১) যতীন্দ্র—রায় স্বর্গত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

উপস্থিত অধ্যাপক মহাশয়-গণ তাঁহাকে একসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তখন শ্রুতিধর মহাশয় অনন্যোপায় হইয়া পরীক্ষক-গণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি-লাভের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে অন্যমনস্ক রাখিবার বাসনায় এই সমস্যাটী পূরণ করিতে দিয়াছিলেন। আমি নিম্ন-লিখিত-রূপে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিয়াছিলাম :—

সমস্যা—

"নিদ্রা নৈতি নিশা ন যাতি তরুণী নায়াতি কা যাতনা।"

'নিদ্রা নাহি আসিতেছে, রাত্রি না পোহায়,
নায়িকাও না আসিল,—এ কি পোড়া দায়!'

বর্ষাকালে নায়ক ও নায়িকার মিলন যেরূপ সুখকর, বিচ্ছেদও সেইরূপ দুঃখজনক। মহাকবি কালিদাসের "মেঘদূত"-গ্রন্থ ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ-স্থল। কোনও এক নায়ক বর্ষাকালের রাত্রিতে এক নায়িকাকে কোন এক সঙ্কেত-স্থানে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। নায়ক সমস্ত রাত্রি অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু নায়িকা আসিয়া উপস্থিত হইলেন না; অথচ নায়কেরও নিদ্রা আসিল না, এবং রাত্রিও শীঘ্র অতীত হইল না। ইহাই এই শ্লোকে নায়কের খেদোক্তি :—

বাতা বান্তু তড়িদ্ বিভাতু শিখিনঃ কুর্ব্বন্তু কেকারবং
ধারা ঘোরতরা ধরা জলভরা ধারাধরা দুর্ভরাঃ।
কিন্তু স্বং হৃদয়ং বিষীদতি পরং বর্ষাসু হর্ষঃ কথং
"নিদ্রা নৈতি নিশা ন যাতি তরুণী নায়াতি কা যাতনা॥"

(উদ্ভটসাগরস্য)

পবন প্রবল-বেগে হোগ্ প্রবাহিত,
বিদ্যুৎ করিয়া দিগ্ সবে চমকিত;
করিতে থাকুক্ শব্দ ময়ূরের দল,
পড়ুক প্রবল-বেগে জলদের জল;
প্লাবিত হউক ধরা বরষার জলে,
জল-পূর্ণ থাক্ সদা জলদ সকলে;
লোকে বলে বর্ষাকালে সুখ সাতিশয়,
বিদীর্ণ হ'তেছে কিন্তু আমার হৃদয়;—
'নিদ্রা নাহি আসিতেছে, রাত্রি না পোহায়,
নায়িকাও না আসিল,—একি পোড়া দায়!'

(১১)

অনন্তর তর্কালঙ্কার মহাশয়, বেমুরী শাস্ত্রি-মহাশয়কে প্রশ্ন করিলেন "দৃযদুপলবর্ণনং ভবতা ক্রিয়তাম্" অর্থাৎ "কোন স্ত্রীলোক শিল নোড়া লইয়া বাট্না বাটিতেছে, এইরূপ কোন বিষয়ে একটী সুন্দর ভাব দিয়া একটী কবিতা রচনা করুন"। এতদুপলক্ষে আমি এই শ্লোকটী রচনা করিয়াছিলাম:—

বর্ষাকালে কোন এক বিরহিণী, প্রবাসী পতির বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া দৃষদ্ ও উপলের (শিল ও নোড়ার) মধ্যে মাষ-কলায় রাখিয়া তাহা পেষণ করিবার ছলে মহাদেব, রামচন্দ্র, হনুমান্, অরুণ, বাসুকি ও অগস্ত্যকে মনে মনে মহা-ক্রোধ-ভরে পেষণ করিতেছিলেন। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত মহাশয়-গণ এইরূপ ভাবগর্ভ শ্লোককে "অন্তরালাপ" কহেন:—

কাচিৎ কান্তা বিরহবিধুরা প্রোষিতস্য প্রিয়স্য
প্রাবৃট্‌কালে প্রবলজলদৈঃ পীড্যমানা পিনষ্টি।
রুদ্রং রামং হনুমদরুণৌ বাসুকিং কুম্ভজঞ্চ
ক্ষিপ্‌ত্বা মধ্যে দৃষদুপলয়োর্মাষপেষচ্ছলেন॥ (১)

(উদ্ভটসাগরস্য)

প্রবাসি-পতির ঘোর বিরহ-যন্ত্রণা
সহিতে ছিলেন এক বিরহি-ললনা।
বর্ষাকাল উপস্থিত,—জলদের দল
করিতে লাগিল ঘোর শব্দ অবিরল।

---

(১) ব্যাখ্যা। রুদ্র (মহাদেব)—"মদন" বিরহিণীর বিষম শত্রু। এজন্য বিরহিণী প্রথমতঃ মদনকেই নিন্দা করিতেছেন। মহাদেব নেত্রানলে মদনকে ভস্ম করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে অনঙ্গ করিয়া রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার দুর্জ্জয় শক্তিটুকু হরণ করিতে পারেন নাই। সেই সময় মহাদেব মদনের শক্তিটুকু নষ্ট করিলেই বিরহিণী-গণের এইরূপ অসহ্য যন্ত্রণা হইত না। এজন্য মহাদেবের প্রতি বিরহিণীর বিষম আক্রোশ।

রাম—"কোকিল" বিরহিণীর পরম শত্রু। যখন জয়ন্ত কাক সীতা-দেবীর স্তনে আঁচড় দিয়াছিল, তখন রামচন্দ্র তাহার একটীমাত্র চক্ষু নষ্ট করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তৎকালে জয়ন্তের প্রাণবধ করিলে কাকের বংশ নির্ম্মূল হইয়া যাইত। সুতরাং কোকিল-গণেরও আর প্রাণে বাঁচিবার উপায় থাকিত না, এবং বিরহিণীকেও এরূপ দুর্জ্জয় যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না। এই হেতু রামচন্দ্রের প্রতি বিরহিণীর বিষম আক্রোশ।

হনুমান্—"চন্দন" বিরহিণীর পরম শত্রু। হনুমান্ সমস্ত পর্ব্বত উৎপাটিত করিয়াছিল, কিন্তু মলয়-পর্ব্বত উৎপাটিত করিতে পারে নাই। মলয়কে উৎপাটিত করিতে পারিলে মলয়জও (চন্দনও) আর কিছুতেই জন্মিতে পারিত না, এবং

একে বর্ষাকাল, তায় বিরহ পতির,—
দুই দেখি বিরহিণী হ'লেন অস্থির।
শিল নোড়া দিয়া মাষ-পেষণের ছলে
পেষণ করিলা এই দেবতা সকলে;—
মহাদেব, রামচন্দ্র, আর হনুমান্,
অরুণ, বাসুকি, পুনঃ কুম্ভের সন্তান!

বিরহিণীরও এত যন্ত্রণা হইত না। এই হেতু হনুমানের প্রতি বিরহিণীর বিষম কোপ।

অরুণ—"রাত্রিকাল" বিরহিণীর প্রবল শত্রু। সূর্য্য-সারথি অরুণ দিবাভাগে যেরূপ দ্রুতবেগে অশ্ব-তাড়না করিয়া তাঁহার রথ চালাইয়া থাকে, সন্ধ্যাকাল হইলেই আর সেরূপ বেগে রথ চালাইতে চাহে না। এই কারণে দিবাভাগ অপেক্ষা রাত্রিকালই বিরহিণীর পক্ষে দীর্ঘতর বলিয়া বোধ হয়। অরুণ রাত্রিকালে দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইলে রাত্রিও দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইত না, এবং বিরহিণীরও এত কষ্ট হইত না। এই হেতু অরুণের প্রতি বিরহিণীর ভয়ঙ্কর ক্রোধ!

বাসুকি—"মলয়-বায়ু" (দক্ষিণানিল) বিরহিণীর আর এক শত্রু। সর্পের একটী নাম "বায়ুভুক্"। সর্পগণ বায়ু ভক্ষণ করিয়াও জীবিত থাকে। বিশেষতঃ বাসুকি সমস্ত সর্পেরই রাজা, এবং সে অন্য সমস্ত বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকে, কিন্তু মলয়-বায়ুটা কিছুতেই ভক্ষণ করিতে চাহে না। বাসুকি মলয়-বায়ু ভক্ষণ করিলে বিরহিণীর এত যন্ত্রণা হইত না। এই কারণে, বাসুকির প্রতি বিরহিণীর বিষম আক্রোশ!

কুম্ভজ (অগস্ত্য-ঋষি)—"মেঘ" ও "চন্দ্র" বিরহিণীর বিষম শত্রু। কুম্ভ-যোনি অগস্ত্য-মুনি সমুদ্র-পান করিয়াও পুনর্ব্বার তাহা উদ্গিরণ করিয়াছিলেন। তাহা না করিলে সমুদ্র হইতে আর মেঘ ও চন্দ্রের উৎপত্তি হইত না, এবং বিরহিণীরও এরূপ যন্ত্রণা হইত না। এই হেতু কুম্ভ-যোনি অগস্ত্যের প্রতি বিরহিণীর বিষম ক্রোধ!

প্রহেলিকা-দ্বাদশকম্

(অর্ভক-বিরচিতম্)

(১)

"সরস্বতি নমস্তুভ্যম্" এই মহামন্ত্রটী মুখে নিত্য উচ্চারণ করিয়া প্রত্যেক মনুষ্যেরই জীবন সার্থক করা উচিত। এই বালক-কবি আশ্চর্য্য কৌশল-সহকারে প্রহেলিকা-চ্ছলে এই কথাটী নিম্ন-লিখিত শ্লোকে সন্নিবেশিত করিয়া পাঠক-গণকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন :—

কঃ কর্ণারিপিতা কিমিচ্ছতি জনঃ কিং প্রাপ্তবান্ বামনঃ
কো জানাতি পরেঙ্গিতং বিষমগুঃ কুত্রাস্তি বা কামিনাম্।
সীতা কস্য বধূঃ প্রিয়ং কিমু হরের্বর্জ্জ্যঃ কফে কো নৃণাং
তৎ প্রত্যুত্তরমধ্যমাক্ষরমহামন্ত্রো মুখে রাজতাম্॥ (১)

---

(১) ব্যাখ্যা। কর্ণশত্রু অর্জ্জুনের পিতা কে?—"বাসবঃ"। লোকের প্রার্থনীয় সামগ্রী কি?—"হরত্বম্" (শিবত্বম্)। বামন-মূর্ত্তি ধরিতে গিয়া হরিকে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল?—"হ্রস্বত্বম্"। অপরের মনের কথা কে বুঝিতে পারে?—"মন্তিমান্"। কোথায় গিয়া মদন উপস্থিত হয়?—"মনসি"। সীতাদেবী কাহার বধূ?—"রামস্য"। হরির প্রিয় সামগ্রী কি?—"কৌস্তুভঃ।

কর্ণের শত্রুর পিতা কেবা এ সংসারে?
কি ধন পাইতে লোক সদা ইচ্ছা করে?
কিবা পাইলেন হরি বামন হইয়া?
অপরের অভিপ্রায় কে লয় বুঝিয়া?
কামীর কোথায় গিয়া জনমে মদন?
কাঁহার বা সীতাদেবী প্রিয় ব-জন?
হরির পরম প্রিয় কোন্ বস্তু রয়?
কিবা ত্যাগ করে লোক কফের সময়?
এ সব প্রশ্নের মোর উত্তর করিয়া
যে মন্ত্র পাইবে তুমি মধ্যবর্ণ দিয়া,
সেই এক মহামন্ত্র বদনে তোমার
বিরাজ করুক নিত্য,—বাসনা আমার!

(উত্তর—"সরস্বতি নমস্তুভ্যম্")

(২)

"গরুড়ধ্বজ" নারায়ণের আশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন করিয়া অদ্ভুত কৌশল সহকারে নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কবি এই একটী প্রহেলিকা দিয়াছেন :—

কফের সময় মনুষ্যের কি পরিত্যাগ করা উচিত?—"অভ্যঙ্গঃ"। এখন ৮টী উত্তরে যে ৮টী পদ হইল, তাহাদের মধ্যমাক্ষর লইলেই "সরস্বতী নমস্তুভ্যম্" এই মহামন্ত্র প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

লক্ষ্ম্যাঃ কো জনকোঽথ কো দিনমণেঃ সূতশ্চ কংসদ্বিষঃ
কে দেবাঃ ক নু ভুঞ্জতে ক্রতুভুজোঽক্রুরোঽপি কেষু ব্রজম্।
গচ্ছন্ কৃষ্ণপদাঙ্কিতেষু বহুলপ্রেম্ণাঽলুঠৎ সম্মতি-
র্মৎপ্রশ্নোত্তরমধ্যবর্ণঘটিতো দেবো মুদে বোঽস্তু সঃ॥ (১)

লক্ষ্মীর জনক কেবা, পড়ে কি তা মনে?
সূর্য্যের সারথি কেবা এই ত্রিভুবনে?
কৃষ্ণের পরম-পূজ্য দেবতা কে রন্?
কোথায় দেবতা-গণ করেন ভোজন?
অক্রূর কৃষ্ণের ভক্ত সাধু-জন-বর
যাইতে যাইতে ব্রজ-ধামের উপর
কৃষ্ণ-পদ-চিহ্ন-যুক্ত কোন বস্তু ছিল,
প্রেমভরে গিয়া যার উপরি পড়িল?
এ সব প্রশ্নের মোর উত্তর করিয়া
পাইবে যাঁহার নাম মধ্যবর্ণ দিয়া,
তোমাদের সকলের তিনি সর্ব্বক্ষণ
নির্ম্মল আনন্দ-রাশি করুন বর্দ্ধন!

(উত্তর—"গরুড়ধ্বজ")

---

(১) ব্যাখ্যা। লক্ষ্মীর জনক=সাগর। সূর্য্যের সারথি=অরুণ। কংসদ্বেষী কৃষ্ণের আরাধ্য দেবতা-গণ=বাড়বাঃ (ব্রাহ্মণ-গণ)। দেবগণের ভোজন-স্থান=অধ্বর (যজ্ঞ)। কৃষ্ণপদাঙ্কিত কোন্ বস্তুতে—রজঃসু (ধূলির উপর)। এই পাঁচটী উত্তরের মধ্যবর্ণ সংযোগ করিয়া "গরুড়ধ্বজ" পদ নিষ্পন্ন হইল। সুতরাং "গরুড়ধ্বজ" নারায়ণই এই শ্লোকে আনন্দ-বর্দ্ধনের একমাত্র কর্ত্তা।

(৩)

এমন কি আছে, যাহা চোর নয়, অথচ সর্ব্বস্ব হরণ করে; রাক্ষস নয়, অথচ রক্ত শোষণ করে; সর্প নয়, অথচ গর্ত্তে বাস করে; ভূত প্রেত নয়, অথচ রাত্রি-কালেই চরিয়া বেড়ায়; বাণ নয়, অথচ মুখে তীক্ষ্ণ ধার আছে? ইহাই এই প্রহেলিকার জিজ্ঞাস্য বিষয়:—

সর্ব্বস্বাপহরো ন তস্করবরো রক্ষো ন রক্তাশনঃ
সর্পো নৈব বিলেশয়োঽখিলনিশাচারী ন ভূতোঽপি চ।
অন্তর্দ্ধানপটুর্ন সিদ্ধপুরুষো নাপ্যাশুগো মারুত-
স্তীক্ষ্ণাস্যো ন তু সায়কস্তমিহ যে জানন্তি তে পণ্ডিতাঃ॥

চোর নয়, কিন্তু হায় সর্ব্বস্বাপহর,
রক্ষঃ (রাক্ষস) নয়, কিন্তু শুষে শোণিত-নিকর,
সর্প নয়, কিন্তু থাকে গর্ত্তের ভিতরে,
ভূত প্রেত নয়, কিন্তু রাত্রিকালে চরে,
অন্তর্দ্ধানে পটু, কিন্তু নয় সিদ্ধ জন,
বায়ু নয়, কিন্তু দ্রুত করয়ে গমন,
বাণ নয়, কিন্তু আছে তীক্ষ্ণ মুখখানি,
যে বলিবে, তারে আমি পণ্ডিত বাখানি!

(উত্তর—"মৎকুণ," "ছারপোকা")

(৪)

এমন কি বস্তু আছে, যাহা বৃক্ষাগ্রে বাস করে, অথচ পক্ষিরাজ নয়; তিনটী চক্ষু ধারণ করিয়া থাকে, অথচ মহাদেব

নয়; ত্বগ্-বসন পরিধান করিয়া থাকে, অথচ সিদ্ধ যোগী নয়; জল সঞ্চয় করিয়া রাখে, অথচ কুম্ভ বা মেঘ নয়? ইহাই এই শ্লোকের প্রশ্ন:—

বৃক্ষাগ্রবাসী ন চ পক্ষিরাজ-
স্ত্রিনেত্রধারী ন চ শূলপাণিঃ।
ত্বগ্বস্ত্রধারী ন চ সিদ্ধযোগী
জলঞ্চ বিভ্রৎ ন ঘটো ন মেঘঃ॥

পক্ষী নয়, কিন্তু থাকে বৃক্ষের উপরি,
শিব নয়, কিন্তু থাকে তিন চক্ষুঃ ধরি।
সর্ব্বদাই ত্বগ্-বসন করয়ে ধারণ,
কিন্তু তবু সিদ্ধ যোগী নহে কদাচন!
উদরে ধরিয়া রাখে জল অবিরাম,
ঘট নয়, মেঘ নয়, কিবা তার নাম?

(উত্তর—"নারিকেল-ফল")

(৫)

এ সংসারে এমন কি আছে, যাহা গোপাল অথচ শ্রীকৃষ্ণ নয়? ত্রিশূলী অথচ মহাদেব নয়, এবং চক্রপাণি অথচ নারায়ণ নয়? ইহাই এই শ্লোকের জিজ্ঞাস্য বিষয়:—

গোপালো নৈব গোপালস্ত্রিশূলী নৈব শঙ্করঃ।
চক্রপাণিঃ স নো বিষ্ণুর্যো জানাতি স পণ্ডিতঃ॥

গোপাল বটেন, কিন্তু নহেন গোপাল,
ত্রিশূলী বটেন, কিন্তু নন্ মহাকাল,
চক্রপাণি বটে, কিন্তু নন্ নারায়ণ,
কিবা তাহা? জানে শুধু পণ্ডিত যে জন!

(উত্তর—"উৎসৃষ্ট বৃষ")

(৬)

এই পৃথিবীতে এমন কি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা "চক্রী" অথচ বিষ্ণু নয়; "ত্রিশূলী" অথচ মহাদেব নয়; "বলিষ্ঠ" অথচ ভীম নয়; "স্বচ্ছন্দচারী" অথচ রাজা বা সন্ন্যাসী নয়; এবং "সীতাবিরহী" অথচ রামচন্দ্র নয়? ইহাই এই শ্লোকের প্রহেলিকা:—

চক্রী ত্রিশূলী ন হরো ন বিষ্ণু-
র্মহান্ বলিষ্ঠো ন চ ভীমসেনঃ।
স্বচ্ছন্দচারী নৃপতির্ন যোগী
সীতাবিয়োগী ন চ রামচন্দ্রঃ॥

চক্রী বটে, কিন্তু কভু নয় নারায়ণ,
ত্রিশূলীও বটে, কিন্তু নয় ত্রিলোচন,
হৃষ্ট পুষ্ট দেহ তার, বহু বল তায়,
কিন্তু কভু ভীম নয়, কহিনু তোমায়।

কিবা রাজা, কিবা যোগী, কিছুই সে নয়,
স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করে সকল সময়,
রাম নয়, কিন্তু আছে সীতার বিরহ,
এ রহস্য, পার যদি, খুলে দাও কেহ!

(উত্তর—"উৎসৃষ্ট বৃষ")

(৭)

এমন কি স্ত্রী-জাতি আছে, যাহা নর ও নারী হইতে উৎপন্ন, অথচ তাহার দেহখানি নাই; অথচ বিলক্ষণ শব্দ করে; এবং জন্মিবামাত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়? ইহাই এই শ্লোকের প্রহেলিকা :—

নরনারীসমুৎপন্না সা স্ত্রী দেহবিবর্জ্জিতা।
অমুখী কুরুতে শব্দং জাতমাত্রং বিনশ্যতি॥ (১)

নর নারী হ'তে জন্ম ক'রেছে গ্রহণ,
স্ত্রী বটে, শরীর কিন্তু না আছে কখন,
মুখ নাই, কিন্তু শব্দ করে অনিবার,
জন্মিলেই মৃত্যু হয়,—কি নাম তাহার?

(উত্তর—"ছোটিকা" অর্থাৎ "তুড়ি")

(৮)

এমন কি আছে, যাহা "পদশূন্য" অথচ বহুদূরগামী; "সাক্ষর" অথচ অপণ্ডিত; "মুখশূন্য" অথচ স্পষ্টবক্তা? ইহাই এই শ্লোকের প্রশ্ন :—

(১) ব্যাখ্যা। নর—বৃদ্ধাঙ্গুলি; নারী—মধ্যমাঙ্গুলি।

অপদো দূরগামী চ সাক্ষরো ন চ পণ্ডিতঃ।
অমুখঃ স্ফুটবক্তা চ যো জানাতি স পণ্ডিতঃ॥

পদ নাই, কিন্তু বহু দূরে চ'লে যায়,
সুপণ্ডিত নয়, কিন্তু অক্ষর তাহায়,
মুখ নাই, কিন্তু বলে অনেক বচন,
কিবা তাহা? বুঝে শুধু সুপণ্ডিত জন!

(উত্তর—"লেখপত্র")

(৯)

এমন কি বস্তু আছে, যাহা "বনে" জন্মিয়া ও "বনে" পরিত্যক্ত হইয়া "বনেই" সর্ব্বদা পড়িয়া থাকে? ইহাই এই শ্লোকের জিজ্ঞাস্য বিষয়:—

বনে জাতা বনে ত্যক্তা বনে তিষ্ঠতি নিত্যশঃ।
পণ্যস্ত্রী ন তু সা বেশ্যা যো জানাতি স পণ্ডিতঃ॥ (১)

বনে তার জন্ম, লোকে ফে'লে দেয় বনে,
বনেই সর্ব্বদা থাকে, জানে সর্ব্ব জনে।
ধন দিলে সেই নারী ভোগ করা যায়,
বেশ্যা কিন্তু নহে, কেবা ব'লে দাও তায়!

(উত্তর—"নৌকা")

---

(১) ব্যাখ্যা। বনে—অরণ্যে, (পক্ষে) জলে। পণ্যস্ত্রী—বেশ্যার ন্যায় মূল্য দান করিলেই ভোগ্যা।

(১০)

এমন কি পদার্থ আছে, যাহা "একচক্ষুঃ" অথচ কাক নয়; "গর্ত্তান্বেষী" অথচ সর্প নয়; "বৃদ্ধিশীল" ও "ক্ষয়শীল" অথচ সমুদ্র বা চন্দ্র নয়? ইহাই এই শ্লোকের প্রশ্ন :—

একচক্ষুর্ন কাকোঽয়ং বিলমিচ্ছেৎ ন পন্নগঃ।
ক্ষীয়তে বর্দ্ধতে চৈব ন সমুদ্রো ন চন্দ্রমাঃ॥

কাক নয়, কিন্তু তার এক চক্ষু রয়,
গর্ত্ত ভাল বাসে, কিন্তু সর্প কভু নয়।
হ্রাস বৃদ্ধি আছে বটে তার নিরন্তর,
কিন্তু তাহা চন্দ্র নয় অথবা সাগর!

(উত্তর— ?)

(১১)

এমন কি আছে, যাহাতে অনেক গর্ত্ত থাকে; যাহার প্রথমে "বকার" ও শেষে "ককার" দেখিতে পাওয়া যায়; এবং যাহা সর্প-গণের নিবাস-ভূমি? ইহাই এই শ্লোকের প্রশ্ন :—

অনেকসুষিরং বাদ্যং কান্তং চ মুনিসংজ্ঞিতম্।
চক্রিণা চ সদারাধ্যং যো জানাতি স পণ্ডিত॥ (১)

---

(১) ব্যাখ্যা। অনেকসুষিরং—বহু-গর্ত্ত যুক্ত। বাদ্যং—প্রথমে "ব"কার-বিশিষ্ট। কান্তং-শেষে "ক"কার-যুক্ত। মুনিসংজ্ঞিতং—ঋষি (বল্মীক)-নাম-বিশিষ্ট। চক্রিণা —সর্প দ্বারা।

বহু গর্ত্ত রহে তায়, প্রথমে "ব"কার,
ঋষি-নাম রহে তার, শেষেও "ক"কার,
সর্প-গণ রহে তার মধ্যে অবিরাম,
পণ্ডিত হইলে তবে বলে তার নাম!

(উত্তর—"বল্মীক")

(১২)

এমন কি আছে, যুবতী-গণ যাহার কণ্ঠদেশ আশ্রয় করিয়া নিতম্বে রাখিয়া দেয়; এবং গুরুজনের সম্মুখে থাকিয়াও মুহুর্মুহুঃ সঙ্কেত-ধ্বনি করে? ইহাই এই শ্লোকে জিজ্ঞাস্য বিষয়ঃ—

তরুণ্যালিঙ্গিতঃ কণ্ঠে নিতম্বস্থলমাশ্রিতঃ।
গুরূণাং সন্নিধানেঽপি কঃ কূজতি মুহুর্মুহুঃ॥

যুবতী ধরিয়া কণ্ঠ করে আলিঙ্গন,
নিতম্বে রাখিয়া দেয় করিয়া যতন,
গুরু জন থাকিলেও চক্ষের উপরে
লাজ লজ্জা পরিহরি কত শব্দ করে!

(উত্তর—"কলস")

অপহ্নুতি।

(১)

রাধিকা ও সখীর কথোপকথন-চ্ছলে কবি এই শ্লোকে কয়েকটী শ্লিষ্ট পদ দিয়া অপহ্নুতির উদাহরণ দিয়াছেন :—

যো গোপীজনবল্লভঃ স্তনতটব্যাসঙ্গলব্ধাস্পদ-
শ্ছায়াবান্ নবরক্তকো বহুগুণশ্চিত্রশ্চতুর্হস্তকঃ।
কৃষ্ণঃ সোঽপি হতাশয়া ব্যপহৃতঃ কান্তঃ কয়াপ্যদ্য মে
কিং রাধে মধুসূদনো ন হি ন হি প্রাণাধিকশ্চোলকঃ॥ (১)

রাধিকা—গোপ-বধূ-মহা-প্রিয়, বক্ষোজ-বিহারী,
ছায়াবান্, নব-রক্ত, বহু-গুণ-ধারী,
চিত্র, চতুর্ভুজ, কান্ত মোর কৃষ্ণ ধনে
হরিল রে কোন্ পোড়া-কপালী এক্ষণে?

সখী——হে রাধিকে! চুরি গেছে শ্রীকৃষ্ণ তোমার?
রাধিকা—না না সখি! প্রাণাধিক "চোলক" আমার!

---

(১) টিপ্পনী। চোলকঃ—কঞ্চুকা, কাঁচুলীতি ভাষা। "কূর্পাসে চোলকঃ পুমান্" ইতি মেদিনী।

(২)

কোন কবি, ভিক্ষুক ও গৃহস্থের উক্তি-প্রত্যুক্তি-চ্ছলে কয়েকটী শ্লিষ্ট-পদ প্রয়োগ করিয়া নিম্ন-লিখিত শ্লোকে অপহ্নুতির উদাহরণ দিতেছেন :—

তন্বী চারুপয়োধরা সুবদনা শ্যামা মনোমোহিনী
নীতা নিষ্করুণেন কেনচিদহো দেশান্তরাদাগতা।
উৎসঙ্গোচিতয়া তয়া রহিতয়া কিং জীবনং প্রেক্ষসে
ভিক্ষো তে দয়িতাস্তি কিং নহি নহি প্রাণপ্রিয়া তুম্বিকা॥ (১)

ভিক্ষুক—তন্বী চারু-পয়োধরা সুরম্য-বদনী,
শ্যামা সে যে, তাহা পুনঃ মানস-মোহিনী;
বহু দূর হ'তে তারে আনিলাম ঘরে,
হায় তাহা হ'রে নিল দয়াহীন চোরে!
উৎসঙ্গে রাখিনু তারে করিয়া যতন,
তাহারে ত্যজিয়া মোর আছে কি জীবন?

গৃহস্থ— হে ভিক্ষু! কি হারায়েছ গৃহিণী তোমার?
ভিক্ষুক—না না না না,—হারায়েছি তুম্বীটী আমার!

---

(১) টিপ্পনী। চারুপয়োধরা—নির্ম্মল-জল-ধারিণী; (পক্ষে) সুন্দর-স্তনী। শ্যামা—শ্যামবর্ণা; (পক্ষে) যৌবন-মধ্যস্থা; কিংবা "শীতে সুখোষ্ণসর্ব্বাঙ্গী গ্রীষ্মে চ সুখশীতলা। তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা"॥ উৎসঙ্গোচিতা—সমীপে রক্ষণযোগ্যা; (পক্ষে) ক্রোড়ে রক্ষণ-যোগ্যা। জীবনং—জলং; (পক্ষে) প্রাণাঃ।

(৩)

কয়েকটী শ্লিষ্ট পদের প্রয়োগে নায়িকা ও সখীর কথোপকথন-চ্ছলে এই শ্লোকে অপহ্নুতির উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে :—

রাগী ভিনত্তি নিদ্রাং তল্পং ন জহাতি নিষ্ঠুরং দশতি।
চতুরে কিং প্রাণেশো নহি নহি সখি মৎকুণব্রাতঃ॥

নায়িকা—সাতিশয় রাগী, দেয় ঘুম ভাঙ্গাইয়া;
কিছুতেই নাহি যায় বিছানা ছাড়িয়া;
এরূপ নিষ্ঠুর হায় না দেখি কখন;
দংশন করিয়া মোরে করে জ্বালাতন!

সখী— কহ লো চতুরে! ইনি তব প্রাণেশ্বর?
নায়িকা—না না সখি! তাহা নয়,—মৎকুণ-নিকর!



গণিত-কবিতা।

(১)

পরম-পূজনীয় বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ডক্টার স্বর্গত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, এম্, এ; ডি, এল্; এফ্, আর্, এ, এস্; এফ্, আর্, এস্, ই মহোদয় এই শ্লোকে ১২০ অঙ্ক বাহির করিবার একটী অদ্ভুত কৌশল ("ফর্মিউলা") দেখাইয়া পাঠকগণের মঙ্গল-কামনা করিতেছেন :—

ইষ্টং কার্ত্তিকদর্শনৈশ্চ গুণিতং রুদ্রেণ যুক্তং তথা
ব্রহ্মাস্ত্রপ্রহতং জলাধিপতিনা যচ্ছেষিতং তৎ পুনঃ।
বেদাঙ্গেন হৃতং তদব্দমনিশং বিশ্বেশভক্তিব্রতা-
স্তিষ্ঠেয়ুর্ভুবি পাঠকাঃ সুকৃতিনঃ শ্রীআশুতোষোঽর্থয়ে॥

(ডক্টার শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বত্যাঃ)

যে কোন একটী অঙ্ক করিয়া গ্রহণ
বার দিয়া তাহা তুমি করহ গুণন।
গুণন করিয়া তুমি যে অঙ্ক পাইবে,
এগার তাহার সনে সংযোগ করিবে।
যোগফলে চারি দিয়া করিয়া গুণন
তাহারে চব্বিশ দিয়া করহ হরণ।

তাহা করি ভাগশেষ যা কিছু থাকিবে,
ছয় দিয়া তাহা তুমি গুণন করিবে।
যে অঙ্ক পাইবে তাহে, হে পাঠক-গণ!
তত বর্ষ তোমাদের হউক জীবন।
হৃদয়ে পরম ব্রহ্মে করিয়া ভাবনা
সুখে থাক,—আশুতোষ করিছে কামনা!

(২)

কোন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিৎ কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে গণিত-শাস্ত্রের কৌশল দেখাইয়া পাঠক-গণের ১২০ বৎসর-ব্যাপী পূর্ণ পরমায়ুর কামনা করিতেছেন :—

ইষ্টং শরেণ গুণিতং গুণসংযুতং তৎ
পঞ্চাহতং যুগহতং নিহতং করেণ।
যচ্ছেষিতং শরকরেণ রসঘ্নমব্দং
হে পাঠকা ভবতু বো বসতির্ধরায়াম্।

(মৈথিল-জ্যোতির্ব্বিৎ-স্বগত দীননাথ মিশ্রস্য) (১)

যে কোন একটী অঙ্ক করিয়া গ্রহণ
পাঁচ দিয়া তাহা তুমি করিবে গুণন।
পরে সেই গুণফলে তিন যোগ দিয়ে
পাঁচ চারি দুই গুণ কর ক্রমান্বয়ে।

---

(১) পরম পূজনীয় স্বর্গত দীননাথ মিশ্র মহাশয় একজন সুপণ্ডিত জ্যোতির্ব্বিৎ মৈথিল ব্রাহ্মণ। ইনি জ্যোতির্ব্বিৎ-প্রবর মহামহোপাধ্যায় স্বর্গত সুধাকর দ্বিবেদি-

সেই গুণফল পুনঃ করিয়া গ্রহণ
তাহারে পঁচিশ দিয়া করিবে হরণ।
পরে শুধু ভাগশেষ গ্রহণ করিয়া
গুণন করিবে তাহা ছয় অঙ্ক দিয়া।
যে অঙ্ক পাইবে তাহে, হে পাঠক-গণ!
তত বর্ষ এই ভবে কর বিচরণ!

(৩)

কোন জ্যোতির্ব্বিদ কবি এই শ্লোকে রাজরাজেশ্বরী স্বর্গতা ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু-শকাব্দ (১৮২২) বাহির করিবার একটী অদ্ভুত কৌশল দেখাইয়াছেন :—

ইষ্টং বিংশহতঞ্চ বিশ্বসহিতং বাণেন যচ্ছেষিতং
দ্বিষ্ঠং যুক্তবিযুক্তভক্তগুণিতং কেনাথ দিগ্‌ভির্হতম্।
রামৈর্যুগ্ দ্বিশতীহতং দশশতীসংশেষিতং পূর্ব্বত-
স্তন্নিঘ্নং দ্বিকরৈর্যুতং স্বরগমৎ শাকেঽত্র ভিক্টোরিয়া॥

(কাশীধাম-জ্যোতির্ব্বিৎ-কবি-স্বর্গত-হরকুমার শাস্ত্রিণঃ) (১)

মহাশয়ের ছাত্র। গুরু ও শিষ্য উভয়েই তৎকালে ৺কাশীধামস্থ গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে জ্যোতিঃশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন।

(১) মদীয় পরম-বন্ধু স্বর্গত হরকুমার শাস্ত্রি-মহাশয়, স্বর্গতা ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু-শকাব্দ ও খৃষ্টাব্দ বাহির করিবার কৌশল-যুক্ত শ্লোক দুইটী ৺কাশীধাম হইতে আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, এবং "হিতবাদী"তে ইহা আমি প্রকাশিত করিয়াছিলাম। শাস্ত্রি-মহাশয়, ভট্টপল্লী-নিবাসী নৈয়ায়িক-কুল-পণ্ডিত পরম-পূজ্য-পাদ মহামহোপাধ্যায় স্বর্গত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র। পিতা যেরূপ পরম

তোমার যে সংখ্যা ইচ্ছা, সেই সংখ্যা লও,
কুড়ি দিয়া গুণ কর, তের যোগ দাও।
পাঁচ ভাগ ক'রে যাহা ভাগশেষ দেখ,
"গুণক" তাহার নাম,—দুই স্থানে রাখ।
দুই স্থানে রে'খে, তার এক স্থানে গিয়া
তোমার যে সংখ্যা ইচ্ছা, কর তাহা দিয়া
যোগ কি বিয়োগ হোক্, হোক্ গুণ ভাগ,
যাহা তব অভিলাষ, যাহে অনুরাগ।
মনোমত ক্রিয়া করি যে সংখ্যাটী পাও,
দশ দিয়া গুণ ক'রে তিন যোগ দাও।
দুই শত সংখ্যা দিয়া গুণ কর তায়,
গুণফল ভাগ কর সহস্র সংখ্যায়।
ভাগশেষ যাহা পাবে, "গুণ্য" নাম তার,
পূর্ব্বেই রেখেছ ক'রে "গুণক" তাহার।
"গুণ্য" "গুণকেতে" গুণ করিয়া তখন
বাইশ তাহার সনে কর সংযোজন।
পাবে যাহা, সেই শকে ধরা শূন্য করি
স্বর্গগতা ভিক্টোরিয়া রাজরাজেশ্বরী!

নৈয়ায়িক ও সুকবি, পুত্রও সেরূপ পরম জ্যোতির্ব্বিৎ ও সুকবি। শাস্ত্রি-মহাশয়-কৃত "বৃন্দাবন-কল্প-লতিকা" ও "শঙ্করাচার্য্য" পাঠ করিলে যথাক্রমে তাঁহার সংস্কৃত ও বাঙ্গালা-ভাষায় কবিতা লিখিবার মহীয়সী শক্তি বুঝিতে পারা যায়। পিতা ও পুত্র উভয়েই বারাণসী-ধামে গিয়া ৺বিশ্বনাথের পাদ-পদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। *

(৪)

পূর্ব্বোক্ত জ্যোতির্ব্বিৎ কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে রাজরাজেশ্বরী স্বর্গতা ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু-খৃষ্টাব্দ (১৯০১) বাহির করিবার কৌশল দেখাইতেছেন :—

ইষ্টং খাভ্রখসংযুতং খখযমব্যস্তং খখেশান্বিতং
খাকাশাশুগভাজিতং দ্বিগুণিতং যচ্ছেষিতং দৃগ্‌হতম্।
খাকাশাগ্নিসমাযুতং শশিযুতং যৎ তত্র খৃষ্টীয়কে
বর্ষেঽস্মান্ সমপাস্য নাকমগমদ্ ভিক্টোরিয়া ভূতলাৎ॥

(কাশীধাম-জ্যোতির্ব্বিৎ-কবি-স্বর্গত-হরকুমার শাস্ত্রিণঃ)

তোমার যে সংখ্যা ইচ্ছা, সেই সংখ্যা লও,
তিনটী তাহার পার্শ্বে শূন্য যোগ দাও।
দুই শত বাদ দিয়া সংখ্যা থাকে যত,
তার সহ যোগ কর একাদশ শত।
পাঁচ শত দিয়া পুনঃ ভাগ কর তারে,
ভাগশেষ লও তার দুই গুণ ক'রে।
তাহারে দ্বিগুণ করি যাহা তুমি পাও,
তাহে তিন শত পুনঃ এক যোগ দাও।
যে খৃষ্টাব্দ পাবে, তাহে ধরা শূন্য করি
স্বর্গগতা ভিক্টোরিয়া রাজরাজেশ্বরী!

(৫)

নিম্ন-লিখিত শ্লোকে অঙ্ক-শাস্ত্রের একটি সুন্দর কৌশল দেখাইয়া পাঠক-গণের ১০০০ (সহস্র) বৎসর পরমায়ুর কামনা করা হইতেছে :—

ইষ্টং শিবাস্যগুণিতং নিধিনা সমেতং
কৃষ্ণাবতারনিহতং বিয়দিন্দ্রিয়েণ।
যচ্ছেষিতং শরকরেণ হতং তদব্দং
হে পাঠকা বিহরত স্বজনৈঃ পৃথিব্যাম্॥

(এম্-এ-উপাধিধারিণঃ শ্রীবটুকদেব মুখোপাধ্যায়স্য) (১

যে কোন একটী অঙ্ক গ্রহণ করিয়া
গুণন করহ তারে পাঁচ অঙ্ক দিয়া।
সেই গুণফলে নয় অঙ্ক যোগ দিবে,
যোগফলে দশ দিয়া গুণন করিবে।
তাহারে পঞ্চাশ দিয়া করিয়া হরণ,
ভাগশেষ লবে তুমি তাহার তখন।
তাহারে পঁচিশ দিয়া গুণন করিলে
যত হবে, তত বর্ষ এই ভূমণ্ডলে
আত্মীয় জনের সনে, হে পাঠক-গণ!
সুখ শান্তি সহ নিত্য কর বিচরণ!

---

(১) প্রাতঃস্মরণীয় ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়, গোবিন্দদেব ও মুকুন্দদেব নামক দুইটী অনুরূপ সুপণ্ডিত গুণশালী পুত্র রাখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু গোবিন্দদেব অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সুপণ্ডিত বুদ্ধিমান্ গণিতজ্ঞ পুত্র শ্রীযুক্ত বটুকদেব মুখোপাধ্যায় এম্-এ মহাশয় এই কৌশলটী বাহির করিয়াছেন।

(৬)

কোন এক গণিতজ্ঞ প্রাচীন কবি এই শ্লোকে কৌশল-সহকারে কোন রাজার ১২০ বৎসর-ব্যাপী পূর্ণ পরমায়ুর কামনা করিতেছেন :—

ইষ্টং খচন্দ্রগুণিতং শশিনা সমেতং
রামান্বিতং যুগযুতং নিহতং শরেণ।
যচ্ছেষিতং শরকরেণ বসুঘ্নমব্দং
ত্বং জীব ভূপ তনয়ৈঃ সহ কামিনীভিঃ॥

যে কোন একটী অঙ্ক করিয়া গ্রহণ,
দশ দিয়া তাহা তুমি করহ গুণন।
তাহাতে পাইবে তুমি গুণফল যাহা,
এক তিন চারি সনে যোগ কর তাহা।
যোগফলে পাঁচ দিয়া করিয়া গুণন
তাহারে পঁচিশ দিয়া করহ হরণ।
পরে শুধু ভাগশেষ গ্রহণ করিয়া
গুণন করহ তাহা আট অঙ্ক দিয়া!
যত হবে, তত বর্ষ, ওহে মহারাজ!
স্ত্রী-পুত্র লইয়া সুখে করুন্ বিরাজ।

চাটুকবিতা

(১)

কথিত আছে, প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ৺কালীমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া তাঁহার সেবার নিমিত্ত হরনাথ-নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে পুরোহিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ৺কালীমূর্ত্তি-খানি নানা-বিধ বহুমূল্য মণি-কাঞ্চনে মণ্ডিত থাকিত। কিছুদিন পরে ভগবতীর মস্তকস্থিত একখানি মহামূল্য মুকুট চুরি যায়! অনেকে পুরোহিত-ঠাকুরের উপর সন্দেহ করায়, মহারাজ তাঁহার প্রতি কোন এক কঠিন দণ্ডের আদেশ করেন। তখন মহারাজের কর্ম্মচারি-গণ ব্রাহ্মণকে পরামর্শ দিলেন যে, যদি আপনি মহারাজের পরম-প্রিয় সভা-পণ্ডিত গুপ্তিপাড়া-নিবাসী বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকট হইতে একখানি অনুরোধ-পত্র লইয়া আসিতে পারেন, তাহা হইলেই আপনার দণ্ড রহিত হইয়া যাইতে পারে। তখন পুরোহিত ঠাকুর, বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের বাটী গিয়া আপনার দুঃখের কথা জানাইলে, পরম সুকবি বিদ্যালঙ্কার মহাশয় যুগপৎ ভক্তি ও কৌতুক সহকারে নিম্ন-লিখিত শ্লোকটী মহারাজকে লিখিয়া দিয়াছিলেন। [এই শ্লোকটীর সম্বন্ধে অন্যরূপ প্রস্তাবও শুনিতে পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যেরূপ উদার-চেতাঃ ও বিদ্যানুরাগী, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ও সেইরূপ একজন প্রত্যুৎপন্ন-মতি সুকবি ছিলেন। ইহা এই শ্লোকে বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়]

জলে লবণবল্লীনং মানসং তন্মনোহরম্।
মনোজিহীর্ষয়া দেব্যাঃ কিরীটং হরতে হরঃ॥ (১)

(বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারস্য)

লবণ পড়িলে জলে ক্রমশঃ যেমন
তাহাতেই লীন হ'য়ে রহে সর্ব্বক্ষণ,
সেরূপ "হরের" মন দেবীর উপর
তন্ময় হইয়া প'ড়ে ছিল নিরন্তর।
দেবীও ফেরৎ নাহি দিলেন সে মন,
চিন্তিত থাকিয়া তাই "হর" অনুক্ষণ
অবশেষে মনে মনে দেখিলা বিচারি
আমিও দেবীর মন লব চুরি করি;
দেবীর মনটী কিন্তু দেবীতেও নাই,—
মহামূল্য মুকুটেই র'য়েছে সদাই,
সে মুকুট খানি যদি লই এ সময়,
দেবীর মনটী আমি পাইব নিশ্চয়।
মুকুটের তরে নয়, মনটীর তরে,
মুকুট লয়েছে "হর" পড়িয়া ফাঁপরে!

---

(১) টীকা।—মানসং মদীয়ং ইতি শেষঃ জলে লবণবৎ দেব্যাং লীনং তন্ময়ং আসীৎ। অতস্তৎ প্রতিহর্ত্তুং ন শক্নোমি, ইতি পরাভবং প্রতিকর্ত্তুং হরঃ মহাদেবঃ (পক্ষে) হর-নামকঃ পুরোহিতঃ দেব্যা মনোজিহীর্ষয়া চিত্তং হর্ত্তুমিচ্ছয়া তন্মনোহরং তস্যা দেব্যা মনোহরং চিত্তাকর্ষকং কিরীটং হরতে চোরয়তি।

(২)

দান-সাগর-কালে ভূমি, স্বর্ণ, হস্তী প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য-সম্পত্তি দান করিতে হয়। তদনুসারে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একদিন শীতকালে স্বর্গতা জননীর দান-সাগর-উপলক্ষে বহুবিধ মূল্যবৎ বস্তু ও বহুসংখ্যক হস্তীকে স্নান করাইয়া তাহা সভামণ্ডপে সজ্জিত করিয়া রাখিলে, হস্তিগণ শীতের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কাঁপিতে ছিল। তখন মহারাজ স্বীয় সভাপণ্ডিত কবিবর বাণেশ্বর বিদ্যা-লঙ্কার মহাশয়কে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তদুত্তরে কহিয়াছিলেন :—

হস্তন্যস্তকুশোদকে ত্বয়ি ন ভূঃ সর্ব্বংসহা কম্পতে
দেবাগারতয়ৈব কাঞ্চনগিরিশ্চিন্তে ন ধত্তে ভয়ম্।
অজ্ঞাতদ্বিপভক্ষ্যভিক্ষুভবনপ্রস্থানদুস্থাশয়া
বেপন্তে মদদন্তিনঃ পরমমী ভূমীপতে তাবকাঃ ॥

(বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারস্য)

বাসনা ক'রেছ ;—হস্তে কুশোদক ল'য়ে
সর্ব্বস্ব করিব দান কল্পতরু হ'য়ে।
শুনিয়া দানের কথা কাঁপিত মেদিনী,
কিন্তু সর্ব্বংসহা ব'লে কাঁপিছে না ;—জানি !
স্বর্ণগিরি সুমেরুতে থাকে দেবগণ,
তজ্জন্য সুমেরু নাহি কাঁপিছে এখন !
কিন্তু রাজভোগ ছাড়ি দরিদ্রের ঘরে
কি খাদ্য খাইয়া মোরা রব প্রাণ ধ'রে,
এই ভয় পে'য়ে মনে তাই, মহারাজ !
মদমত্ত হস্তিগণ কাঁপিতেছে আজ !

(৩)

শুনিতে পাওয়া যায়, কবিবর ভারতচন্দ্র রায় "বিদ্যাসুন্দর" রচনা করিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে উপহার প্রদান করিলে, মহারাজ সেই গ্রন্থপাঠে পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, "ভারতচন্দ্র! আপনি যথার্থই ভারতের চন্দ্র"। ইহা শুনিয়া সুরসিক ও সুপণ্ডিত কবি ভারতচন্দ্র তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "মহারাজ! আমি ভারতের চন্দ্র হইতে পারি, কিন্তু এই সমগ্র ত্রিভুবনে যদি কোন অপরূপ চন্দ্র থাকে, তবে সে স্বয়ং আপনি।" এই কথা বলিয়া ভারতচন্দ্র তৎক্ষণাৎ এই শ্লোকটী রচনা করিয়া মহারাজকে উপহার দিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই শ্লোকটী উপহার পাইবার পরেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, ভারতচন্দ্রকে "গুণাকর" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন :—

নিষ্কলঙ্কো নিরাতঙ্কঃ পদ্মিনীপ্রাণবল্লভঃ।
চতুঃষষ্টিকলঃ কৃষ্ণচন্দ্রো ভাতি সদা ভুবি॥ (১)

(ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরস্য)

এক চন্দ্র দেখি বটে আকাশ উপরি,
কিন্তু এই কৃষ্ণচন্দ্রে অপরূপ হেরি'!
কলঙ্ক ইহার দেহে নাহি বিদ্যমান,
আতঙ্ক ইহার মনে নাহি পায় স্থান!

---

(১) ব্যাখ্যা। আকাশের চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, রাহু-ভয় আছে ও পদ্মিনীর (পদ্মিনী-নামক পুষ্পের) সহিত অপ্রণয় আছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রে কলঙ্ক নাই, কোন রূপ ভয় নাই, এবং তিনি পদ্মিনীর (পদ্মিনী-জাতীয়া রমণীর) প্রাণপ্রিয়

পদ্মিনী-গণের ইনি প্রাণ-প্রিয় ধন,
চৌষট্টি কলায় ইনি পূর্ণ অনুক্ষণ!
দুই পক্ষে দিবা নিশি কিরণ ইঁহার,
পৃথিবীর পৃষ্ঠে ইনি করেন বিহার!

(৪)

এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, পূর্ব্ব-বঙ্গ-নিবাসী কোন এক ব্রাহ্মণ-সন্তান ত্রিবেণী-নিবাসী প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত, নৈয়ায়িক ও শ্রুতিধর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের নিকটে ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে গিয়াছিলেন। ছাত্রটীর রূপ ও গুণ দুইটীই সমান; তাঁহার বুদ্ধিটুকু যেরূপ স্থূল, দেহখানিও সেইরূপ যাবতীয় জল-দোষ-রোগে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এই কারণে চতুষ্পাঠীস্থ অন্যান্য ছাত্রগণ তাঁহাকে অত্যন্ত বিদ্রূপ করিত, এবং কুশাগ্রীয়-বুদ্ধি তর্কপঞ্চানন মহাশয়ও তাঁহাকে পড়াইয়া সুখ পাইতেন না। অবশেষে একদিন বিরক্ত হইয়া ছাত্রটী গুরু-দেবের নিকটে গিয়া কহিলেন, "আমি আর ত্রিবেণীতে বাস করিব না। মহারাজ নবকৃষ্ণ আপনার বন্ধু; আপনি একখানি সুপারিস্-পত্র দিন; আমি তাহা দেখাইয়া মহারাজের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ জমি লইয়া কলিকাতায় বাস করিব।" ইহা

ধন। আকাশের চন্দ্রে ষোড়শ কলা মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহার হ্রাসও আছে; কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র চৌষট্টি কলায় পরিপূর্ণ এবং তাহার কিছুমাত্র হ্রাস নাই। আকাশের চন্দ্র দিবাভাগে ও কৃষ্ণপক্ষে অদৃশ্য থাকে, কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, কি দিন কি রাত্রি, কি শুক্লপক্ষ ও কি কৃষ্ণপক্ষ, সকল সময়েই বিরাজমান আছেন। আকাশের চন্দ্র আকাশে থাকায় সকলেরই দুর্লভ, কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পৃথিবীর পৃষ্ঠে থাকায় সকলেরই সুলভ।

শুনিয়া তর্কপঞ্চানন মহাশয় তাঁহাকে এই শ্লোকটী লিখিয়া দিয়াছিলেন :—

দ্বিতীয়ভূতভূয়িষ্ঠা মূর্ত্তিরস্মাদৃশসম্ভবা।
অস্যাঃ পার্থিবসম্বন্ধে যতনীয়ং ক্ষিতীশ্বরৈঃ॥

(জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননস্য)

ভূমি জল অগ্নি বায়ু এবং আকাশ,
এ পঞ্চ ভূতের নিত্য র'য়েছে বিকাশ।
এই পঞ্চ ভূতগণে করি উপাদান,
ঈশ্বর মানব-দেহ করেন নির্ম্মাণ;
ভূমি-অংশ বেশী থাকে, জল-অংশ কম,
ইহাই মানব-দেহে তাঁহার নিয়ম।
কিন্তু এই নিবেদন, ওহে মহারাজ!
এই মূর্ত্তিখানি আমি পাঠাইনু আজ;—
ইহাতে ভূমির অংশ বড়ই বিরল,
কেবল জলের অংশ র'য়েছে প্রবল।
তিনিও ঈশ্বর এক করেন বিরাজ,
তুমিও ত ভূমীশ্বর, ওহে মহারাজ!
সেই ঈশ্বরের ভ্রম হ'লেও কখন,
অবশ্য উচিত তব তাহার শোধন।
এই ব্রাহ্মণের মনে সদা অসন্তোষ,
তোমা বিনা কেবা তার নাশে জলদোষ?
ওহে ভূমীশ্বর! তাই কিছু ভূমি দিয়া,
জলদোষ টুকু তার দাও কাটাইয়া!

(৫)

কোন কবি নিম্ন-লিখিত দুইটি শ্লোকে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের দান, যশ ও প্রতাপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

দানাম্বুসেকশীতার্ত্তা যশোবসনবেষ্টিতা।
ত্রিলোকী তে প্রতাপার্কং প্রতাপাদিত্য সেবতে॥

(অবিলম্ব-সরস্বত্যাঃ) (১)

শুন হে প্রতাপাদিত্য রাজন্! প্রবল,
তব দান-জল-ধারা পরম শীতল।
যে কেহ তাহারে নিজ অঙ্গে পরশিল,
থর্ থর্ করি শীতে কাঁপিতে লাগিল।
তাই তব যশো-বস্ত্র দেহে জড়াইয়া,
এত শীত কিসে যাবে দেখিল ভাবিয়া,—
দেখিল উপায় এক সবে অতঃপর,—
তোমার প্রতাপ-সূর্য্য মহা খরতর।
ত্রিলোকের লোক তাই শীত-নাশ তরে,
আশ্রয় ল'য়েছে তার প্রফুল্ল-অন্তরে।

---

(১) অবিলম্ব-সরস্বতী, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সভাপণ্ডিত ও পুরোহিত ছিলেন, এরূপ জনশ্রুতি আছে। তিনি সংস্কৃত কবিতা অতি দ্রুত লিখিতে পারিতেন বলিয়া "অবিলম্ব-সরস্বতী" তাঁহার উপাধি ছিল, এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহার প্রকৃত নাম কি, তাহা জানা যায় না।

(৬)

প্রতাপাদিত্য ভূপাল ভালং মম বিলোকয়।
স্বেদেন প্রোঞ্ছিতাঃ সন্তু বিধের্দুর্লেখপংক্তয়ঃ॥

(অবিলম্ব-সরস্বত্যাঃ)

কি কব প্রতাপাদিত্য! প্রতাপ তোমার,
মোর কপালের দিকে চাহ একবার।
দর দর করি ঘর্ম্ম-বিন্দু দিগ্ দেখা,
ঘুচে যাগ্ যত পোড়া বিধাতার লেখা!

(৭)

কথিত আছে, সুপ্রসিদ্ধ গায়ক "নায়ক-গোপাল" আকবর বাদসাহের দরবারে থাকিয়া তাঁহাকে সঙ্গীত শুনাইতেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, আকবর চিতোর জয় করিলে "নায়ক-গোপাল" তাঁহার প্রতাপ-সূচক এই কবিতাটী তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন:—

বিধিনা তুলিতাবেতৌ সেকেন্দরপুরন্দরৌ।
গুরুঃ সেকেন্দরঃ পৃথ্বীং লঘুরিন্দ্রো দিবং যযৌ॥

(নায়ক-গোপালস্য)

সেকেন্দর বাদসাহ, দেব পুরন্দর,
এ দু'য়ের কেবা বড় না বুঝিল নর।
তুলা-দণ্ড ল'য়ে তাই বিধাতা তখন
দুই দিকে দুই জনে করেন ওজন।
সেকেন্দর ভারী বলি রহেন ধরায়,
পুরন্দর লঘু বলি স্বর্গ-পুরে যায়!

(৮)

ময়মনসিংহ-জেলার অন্তঃপাতী সুসঙ্গের মহারাজ রাজসিংহ সিংহ শর্ম্ম-বাহাদুর সংস্কৃত-ভাষায় সবিশেষ অনুরাগী ও স্বয়ং একজন সুকবি ছিলেন। সমগ্র বাঙ্গালা দেশের অধ্যাপকদিগকে আহ্বান করিয়া শাস্ত্র-সম্বন্ধে আলাপ করিতে তিনি অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিতেন। দানকালেও তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার রাজবাটী, পণ্ডিত-গণের একটী আশ্রয়-ভূমি হইয়াছিল। তাঁহার বাটীতে কোন একটী বহু-ব্যয়-সাপেক্ষ কার্য্যোপলক্ষে বহুসংখ্যক অধ্যাপকের সমাগম হইয়াছিল। কথিত আছে, ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ইদিলপুর-নিবাসী, পণ্ডিত-প্রবর সুকবি চন্দ্রমণি ন্যায়ভূষণ মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়া মহারাজের সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমি আপনার ক্রিয়া-কলাপের সমস্ত কথাই পথিমধ্যে একটী চক্রবাক ও চক্রবাকীর মুখে শুনিয়া আসিলাম।" ইহা কহিয়াই ন্যায়ভূষণ মহাশয় মহারাজকে এই শ্লোকটি শুনাইয়া ছিলেন :—

ইত্যূচে চক্রবাকং বচনমনুদিনং দুঃখভাক্ চক্রবাকী
কশ্চিদ্ দেশোঽস্তি পৃথ্ব্যাং ন ভবতি রজনী যত্র হে প্রাণনাথ।
কান্তে চিন্তাং ত্যজ ত্বং দিনকরকিরণাচ্ছাদকস্যাদ্য মেরো-
র্মূলে দত্বাস্তি হস্তং বিবিধকৃতিমুদে রাজসিংহঃ প্রদাতা॥

(চন্দ্রমণি ন্যায়ভূষণস্য) (১)

কবি—রাত্রিতে বিরহ-জ্বালা কিরূপ ভীষণ,
চক্রবাকী বুঝিয়াছে তাহা বিলক্ষণ।

(১) সুসঙ্গের মহারাজ-গণের সুনির্ম্মল বংশ অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। ইঁহারা পাঠান-সম্রাট্‌দিগের রাজত্ব-কালে কান্যকুব্জ হইতে আসিয়া সুসঙ্গে অবস্থিতি

চক্রবাকী হেন জ্বালা কতই সহিল,
অবশেষে চক্রবাকে কহিতে লাগিল,—
চক্রবাকী—এ জগতে হেন স্থান কোথা প্রাণেশ্বর!
রাত্রি নাহি হয় যথা,—দিন নিরন্তর?
চক্রবাক—শুন ওলো প্রাণেশ্বরি! চিন্তা কেন আর?
নিশ্চিত পূরিবে আজ বাসনা তোমার।
যে সুবর্ণ-মেরু-শৃঙ্গ ঢাকে দিবাকরে,
আপাদ-মস্তক তার সানন্দ-অন্তরে
কল্প-তরু-সম "রাজসিংহ মহারাজ"
সুপণ্ডিত জনে দান করিবেন আজ!

করিতে আরম্ভ করেন। মহাত্মা মহারাজ কিশোর সিংহ ও রাজসিংহই এই বংশ সমুজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। কিশোর সিংহ পরলোক গমন করিলে রাজসিংহই রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতেন। রাজসিংহের প্রপৌত্র পরম-পূজনীয় স্বর্গত কমলকৃষ্ণ সিংহ শর্ম্ম-মহোদয় এই বংশের অভিভাবক ছিলেন। ইনি পরম উদার-চেতাঃ ও সুপণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় ইঁহার সবিশেষ অধিকার ছিল। ইঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম যে, পাঠান-সম্রাট্‌দিগের রাজত্ব-কাল হইতে জাহাঙ্গীরের রাজত্ব-কাল পর্য্যন্ত ইঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজা ছিলেন। মোগল-সম্রাট্‌দিগের নানাবিধ সনন্দও ইঁহাদের বাটীতে অদ্যাবধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। জাহাঙ্গীরের পর হইতে নবাবী আমল পর্য্যন্ত ইঁহারা যৎকিঞ্চিৎ কর-দান করিয়া আসিতে ছিলেন। সুকবি মহারাজ রাজসিংহ, "রাগ-মালা", "সংক্ষিপ্ত-মনসা-পাঁচালী", "ভারতী-মঙ্গল" প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি উপরি-উক্ত কবিতাটী শুনিয়া প্রীতিবশতঃ ন্যায়ভূষণ মহাশয়কে একটী সুবৃহৎ উৎকৃষ্ট হস্তী উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।

চিত্র-কবিতা।

(১)

সংস্কৃত ভাষার শক্তি কিরূপ বলবতী, তাহা এই শ্লোকটী পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ঠিক একরূপ শব্দ-যোজনা করিয়াই চারি চরণে শ্লোকটী রচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রত্যেক চরণেরই বিভিন্ন অর্থ :—

বালা নব্যজনং মনোজবিহিতে তাপে হিতং মন্যতে
বালা নব্যজনং মনোজবিহিতে তাপে হিতং মন্যতে।
বালা নব্যজনং মনোজবিহিতে তাপে হিতং মন্যতে
বালা নব্যজনং মনোজবিহিতে তাপে হিতং মন্যতে॥ (১)

---

(১) টীকা।—শ্লোকস্যাস্য পাদচতুষ্টয়ং সমানরূপমপি ভিন্নার্থমেব প্রতীয়তে। প্রথমতঃ—মনোজবিহিতে মদনজনিতে তাপে সতি বালা নবযৌবনা কামিনী নব্যজনং যুবজনং হিতং সুখজনকং মন্যতে নিশ্চিনোতি। মদনপীড়িতায়া নবযুবত্যা যুবজনসঙ্গমঃ পীড়াশান্তিকারকঃ সুখজনকশ্চ এব। দ্বিতীয়তঃ—মনোজবিহিতে তাপে সতি বালা ব্যজনং তালবৃন্তাদিসঞ্চালনং হিতং ন মন্যতে। মদনতাপোত্তপ্তায়া নবযৌবনায়া রমণ্যাঃ তালবৃন্তাদিসঞ্চালনেন তাপোপশমনং ব্যর্থমেব ইত্যর্থঃ। তৃতীয়তঃ—মনসি ন জায়তে যৎ তৎ মনোঽজং তেন বিহিতং দৈহিকমিত্যর্থঃ। মনোঽজবিহিতে দৈহিকে তাপে সতি বালা নব্যজনং অহিতং (লুপ্তাকারচিহ্নস্য বৈকল্পিকত্বাৎ) মন্যতে। দৈহিকতাপোত্তপ্তায়া রমণ্যা নব্যজনঃ কদাচিদপি ন সুখকর ইতি ভাবঃ। চতুর্থতঃ—মনোঽজবিহিতে দৈহিকে তাপে সতি বালা ব্যজনং ন অহিতং মন্যতে অপি তু হিতমেব মন্যতে। দৈহিকতাপেন তপ্তায়া বালায়াস্তালবৃন্তাদিসঞ্চালনং সুখকরমেব ইত্যর্থঃ।

যে বালা মদন-তাপে পরিতপ্ত হয়,
সেই ভাবে নব্যজনে সুখের নিলয়।
মদনের তাপে তপ্ত হয় যে যুবতী,
নাহি তার অনুরাগ ব্যজনের প্রতি।
দেহজ ব্যাধিতে বালা যদি তপ্ত হয়,
নব্যজন তার কাছে কভু প্রিয় নয়।
দেহজ ব্যাধির তাপে তপ্ত যে যুবতী,
ব্যজন তাহার পক্ষে সুখকর অতি। (১)

(২)

সংস্কৃত ভাষায় এক একটী শব্দের শক্তি অতি আশ্চর্য্য! একই শব্দের নানা অর্থ থাকায় একই শ্লোকে নানারূপ অর্থ-সংঘটন করা যাইতে পারে। কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকটীতে এরূপ

---

(১) প্রসিদ্ধ "হিতবাদি"-পত্র-সম্পাদক মদীয় পরম-হিতৈষী সুপণ্ডিত বন্ধু স্বর্গত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়, "উদ্ভট-সমুদ্র" এই নাম দিয়া ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে মদ্দত্ত বহুসংখ্যক উদ্ভট-শ্লোক মৎ-কৃত বঙ্গ-পদ্যানুবাদ সহ "হিতবাদী"তে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া এই সব শ্লোক বাহির হইয়াছিল। কাব্য-বিশারদ মহাশয় সংস্কৃত-ভাষায় সবিশেষ অভিজ্ঞ এবং বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় কবিতা লিখিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনিই স্বয়ং এই শ্লোকটীর বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। আমি যে সকল শ্লোক "হিতবাদী"তে বাহির করিতাম, তাহা তিনি স্বয়ং, এবং মদীয় পরম বন্ধু স্বর্গত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় সবিশেষ যত্ন করিয়া প্রুফ দেখিয়া দিতেন। এই সংস্কৃত কবিতাটীর প্রত্যেক চরণে যেরূপ স্বতন্ত্র অর্থ আছে, পদ্যানুবাদেও ঠিক তদ্রূপ অর্থ, অতি প্রাঞ্জল ও সুললিত-ভাবে রক্ষিত হইয়াছে।

কৌশলের সহিত শব্দ-বিন্যাস ও ব্যাকরণ-বৈচিত্র্য-প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহার মধ্যে তিনটী পৃথক্ পৃথক্ অর্থ গুপ্তভাবে নিহিত রহিয়াছে :—

যো ভজেদ্ মধুনা শ্যামাং কাত্যায়নি মম প্রিয়ে।
বিষমেষুব্যথাস্তস্য ন ভবন্তি কদাচন॥ (১)

(আয়ুর্ব্বেদ-পক্ষে)

শুন শুন প্রাণেশ্বরি! শুন হে শঙ্করি!
নিগূঢ় রহস্য এক নিবেদন করি;—
মিশাইয়া পিপ্পলীর চূর্ণ মধু সনে,
যে জন ভক্ষণ করে পরম যতনে,
থাকুক বিষম জ্বরে গাত্রব্যথা তার,
লেশমাত্র নাহি কভু রহিবেক আর!

(ভক্তিরস-পক্ষে)

শুন শুন প্রাণেশ্ববি! শুন হে শঙ্করি!
নিগূঢ় রহস্য এক নিবেদন করি;—
তুমি শ্যামা ভগবতী, তোমায় যে জন
মদ্য দিয়া আরাধন করে আজীবন,

(১) টীকা।—শ্লোকস্যাস্য বিভিন্নার্থত্রয়ং বর্ত্ততে। শিবানীং প্রতি শিবস্যেয়মুক্তিঃ। প্রথমতঃ (আয়ুর্ব্বেদ-পক্ষে)—হে মম প্রিয়ে কাত্যায়নি ভবানি যো জনঃ মধুনা (সহার্থেঽত্র তৃতীয়া) সহ শ্যামাং পিপ্পলীং ভজেৎ ভক্ষেৎ, বিষমেষু জ্বরেষু সৎসু তস্য ব্যথাঃ গাত্রাদিবেদনাঃ কদাচন কদাচিৎ ন ভবন্তি। দ্বিতীয়তঃ (ভক্তিরস-পক্ষে)—হে মম প্রিয়ে কাত্যায়নি যো জনঃ মধুনা মদ্যেন সহ শ্যামাং

অন্তিম সময় তার যখন আসিবে,
মনের বেদনা তার কভু নাহি রবে!

(আদিরস-পক্ষে)

শুন শুন প্রাণেশ্বরি! শুন হে শঙ্করি!
নিগূঢ় রহস্য এক নিবেদন করি :—
সর্ব্বাঙ্গ সুখোষ্ণ যার শীতের সময়,
গ্রীষ্মকালে যাহা সুখ-সুশীতল হয়,
তপ্ত কাঞ্চনের মত যাহার বরণ,
সেই রমণীর সঙ্গে থাকি অনুক্ষণ,
যে জন বসন্ত-কালে করয়ে বিহার,
পঞ্চশর ব্যথা দিয়া কি করিবে তার?

(৩)

কোন গুণগ্রাহী লোক কোন এক গুণবান্ লোকের প্রতি পরম প্রীতি-প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাই এই শ্লোকের বক্তব্য

ভগবতীং ত্বামেব ইত্যর্থঃ ভজেৎ আরাধয়েৎ, বিষমেষু আধিভৌতিকাদিষু তাপেষু সৎসু তস্য ব্যথাঃ মানস্যঃ ইতি ভাবঃ কদাচিৎ ন ভবন্তি। তৃতীয়তঃ (আদিরস-পক্ষে)—হে মম প্রিয়ে কাত্যায়নি যো জনঃ মধুনা মধুমাসেন বসন্তকালে ইত্যর্থঃ শ্যামাং যৌবনমধ্যস্থাং রমণীং ভজেৎ সেবেত, তস্য বিষমা ইষবো যস্য স মদনস্তস্য ব্যথাঃ মদন-যন্ত্রণা ইতি ভাবঃ কদাচিৎ ন ভবন্তি। "শ্যামা যৌবনমধ্যস্থা" ইতি উৎপলমালায়াম্ (নৈষধচরিতে ৩।৮; শিশুপালবধে ৮।৩৬; মেঘদূতে ৮২ শ্লোকে মল্লিনাথঃ)। অথবা "শীতে সুখোষ্ণসর্ব্বাঙ্গী গ্রীষ্মে চ সুখশীতলা। তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণাভা সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা" (ভট্টিকাব্যে ৫।১৮; ৮।১০০ শ্লোকে মল্লিনাথ-জয়মঙ্গল-ভরতমল্লিকাঃ)।

বিষয়। শ্লোকটীতে কোন বিশিষ্ট ভাব নাই। কিন্তু সংস্কৃত ভাষা কিরূপ ঐশ্বর্য্যশালিনী এবং সংস্কৃত কবির শক্তি কিরূপ অদ্ভুত, তাহা এই শ্লোকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। এই শ্লোকটীর প্রথম চরণের প্রথম বর্ণ হইতে দ্বিতীয় চরণের শেষ বর্ণ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রথম দুই চরণ যেরূপ ভাবে সজ্জিত হইয়াছে, চতুর্থ চরণের শেষ বর্ণ হইতে তৃতীয় চরণের প্রথম বর্ণ পর্য্যন্ত সমস্ত শেষ দুই চরণও ঠিক সেইরূপ ভাবেই সজ্জিত হইয়াছে। ইহাই অতি আশ্চর্য্য যে, একটী বর্ণেরও কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। দুই চারিটী ক্ষুদ্র ছন্দের শ্লোকে এরূপ চাতুর্য্য দেখা যায় বটে, কিন্তু স্রগ্ধরা-বৃত্তাত্মক সুদীর্ঘ শ্লোকে এরূপ চাতুর্য্য প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না ঃ—

বেদাপন্নে স শক্রে রচিতনিজরুগুচ্ছেদযত্নেঽরমেরে
দেবাসক্তেঽমুদক্ষো বলদমনয়দস্তোদদুর্গাসবাসে।
সেবাসর্গাদুদস্তো দয়নমদলবক্ষোদমুক্তে সবাদে
রেমে রত্নেঽযদচ্ছে গুরুজনিতচিরক্লেশসন্নেঽপদাবে ॥ (১)
(রুদ্রটস্য)

থাকিতেও নেত্র-জিহ্বা-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়,
রূপ-রস-আদি যাঁর নাহি ছিল প্রিয় ;
কিবা শক্তি, কিবা শাস্তি, নীতি-শিক্ষা আর,
এই সব দান ছিল বিধান যাঁহার ;

(১) টীকা। স কশ্চিৎ গুণগ্রাহী জনো রত্নে কস্মিংশ্চিৎ গুণবতি জনে রেমে "জাতৌ জাতৌ যদুৎকৃষ্টং তদ্রত্নমিতি কথ্যতে"। স কীদৃশঃ? ন মোদন্তে প্রমোদং

কখনই না হইয়া পরের অধীন
স্বাধীন-ভাবেই যিনি যাপিতেন দিন;
হেন এক গুণগ্রাহী জন নিরন্তর
প্রসন্ন ছিলেন কোন গুণীর উপর;—
বেদে তাঁর অধিকার ছিল বিলক্ষণ,
মুখে তাঁর ছিল সদা মধুর বচন;
আপনার রাগ-দ্বেষ-রোগ-নিবারণে
তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল মনে মনে;

ন যান্তীত্যমূন্দি অক্ষীণীন্দ্রিয়াণি যস্য সোঽমূদক্ষো জিতেন্দ্রিয়ঃ। তথা বলদমনরদঃ শক্ত্যুপশমনীতিদাতা। তথা সেবায়াং পরপ্রণতৌ সর্গঃ উৎসাহস্তস্মাৎ উদস্তো নিবৃত্তঃ স্বাধীন ইত্যর্থঃ। রত্নে কীদৃশে? বেদানাপন্নো বেদাপন্নস্তত্র অধীতবেদে ইত্যর্থঃ। তথা শক্তে প্রিয়ংবদে। তথা রচিতঃ কৃতো নিজায়া রুজো রাগদ্বেষাত্মিকায়া বাধায়া উচ্ছেদে উন্মূলনে যত্নো যেন তস্মিন্ রচিতনিজরুগুচ্ছেদযত্নে। তথা ন রমন্তে সুজনেষু ধর্ম্মে বা যে তে অরমা দুর্জ্জনাস্তানীরয়তি দূরীকরোতি যস্তস্মিন্ অরমেরে দুর্জ্জনদূরীকারকে ইত্যর্থঃ। তথা দেবেষু আসক্তো দেবাসক্তস্তস্মিন্ দেবাসক্তে দেবপূজানিরতে ইত্যর্থঃ। তথা তোদস্য ব্যথায়া দুর্গাঃ দুর্গমাঃ পরানভিভূতাস্তান-প্যস্যন্তি ক্ষিপন্তীতি তোদদুর্গাসাস্তেষাং বাসে নিকেতনে; শূরাণামপি শূরা যমাশ্রিতাঃ তস্মিন্ ইত্যর্থঃ। তথা দয়নং দানং রক্ষা বা, যো মদলবো গর্ব্বকণিকা তেন যঃ ক্ষোদঃ পরিবেদনা তেন মুক্তে রহিতে, প্রিয়ং কৃত্বাপি অগর্ব্বিত ইত্যর্থঃ। তথা বাদেন সহ বর্ত্ততে সবাদস্তস্মিন্ প্রমাণশাস্ত্রজ্ঞে ইত্যর্থঃ। তথা অযন্ অগচ্ছন্ অচ্ছো নির্ম্মলতা যস্মাৎ তস্মিন্ অযদচ্ছে শুদ্ধিমতীত্যর্থঃ। তথা গুরুভিঃ গুরুসেবাভির্জ্জনিতো যশ্চিরং ক্লেশঃ শ্রমস্তেনৈব সন্নে শ্রান্তে, অথবা সন্নে আসক্তে। তথা অপদান্ পদভ্রষ্টান্ অবতীতি অপদাবঃ, যদ্বা অপগতো দাবঃ উপতাপো যস্মাৎ তস্মিন্নিতি।

দুর্জ্জনের দর্প তিনি করিতেন হত,
ঈশ্বর-সেবায় তিনি থাকিতেন রত;
শক্র-সুদুর্জ্জয় জনে যারা করে জয়,
তারাও লইত সদা তাঁহার আশ্রয়;
বহু দান করিয়াও সদা দুঃখি-জনে
লেশমাত্র গর্ব্ব তাঁর না হইত মনে;
প্রমাণ-শাস্ত্রজ্ঞ তিনি ছিলেন সতত,
মন তাঁর সুনির্ম্মল থাকিত নিয়ত;
গুরু-সেবা-শ্রমে তাঁর সুখ হ'ত মনে;
রক্ষা করিতেন তিনি পদভ্রষ্ট জনে।

পরিশিষ্ট-শ্লোকাঃ

(দেবতা-বিষয়কাঃ)

(১)

নিম্ন-লিখিত শ্লোকে "প"-বর্ণের অনুবন্ধ দিয়া দেবাধিদেব মহাদেবের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে :—

পৃথ্বীপাতকিপাপপর্ব্বতপবী পাপাব্ধিপারপ্লবৌ
পাপপ্রান্তরপাংশুপক্কপথিকপ্রাণপ্রদৌ পাদপৌ ।
পাপপ্রাজ্যপয়োদপালিপবনৌ পাপেভপঞ্চাননৌ
পাদৌ পাশুপতৌ প্রপূজয় পরৌ প্রাক্ পূর্ণচন্দ্র প্রগে ॥

(উদ্ভটসাগরস্য

বিষম উন্নত পাপ-পর্ব্বত সকল
ভগ্ন করিবার যাহা কুলিশ প্রবল ;
পাপ-সমুদ্রের পারে যাইতে হইলে
একমাত্র তরি যাহা এই ভূমণ্ডলে ;
পাপ-মরুভূমি-পৃষ্ঠে করি বিচরণ
শ্রান্ত হ'য়ে পড়ে যবে জীব-পান্থ-গণ ;
তখন তাদের শ্রান্তি দূর করিবারে
সুশীতল ছায়াপ্রদ বৃক্ষ বলি যারে ;

উড়াইয়া দিতে পাপ-মহামেঘ-চয়
প্রবল পবন বলি যাহা গণ্য হয়;
পাপ-ভয়ঙ্কর-করী নিধন করিতে
বিষম দুর্দ্দান্ত-সিংহ যাহা এ জগতে;
প্রাতঃকালে সেই শিব-চরণ-যুগল
ভক্তিভরে পূর্ণচন্দ্র! পূজ অবিরল।

(২)

কোন কবি কৌশল-ক্রমে "ক"-বর্ণের অনুবন্ধ দিয়া নিম্ন-লিখিত শ্লোকে দেবাধিদেব মহাদেবের আশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন করিতেছেন:—

কল্পান্তক্রূরকেলিঃ ক্রতুকদনকরঃ কুন্দকর্পূরকান্তিঃ
ক্রীড়ন্ কৈলাসকূটে কলিতকুমুদিনীকামুকঃ কান্তকায়ঃ।
কঙ্কালক্রীড়নোৎকঃ কলিতকলকলঃ কালকালীকলত্রঃ
কালিন্দীকালকণ্ঠঃ কলয়তু কুশলং কোঽপি
কাপালিকঃ কো॥ (১)

(ভল্লটস্য)

(১) প্রায় ৩৭ বৎসর অতীত হইল, "হিতবাদি"-পত্রে বাঙ্গলা পদ্যানুবাদ সহ উদ্ভট-কবিতা লিখিতাম। একদিন বন্ধুবর সখারাম গণেশ দেউস্কর ও আমি উভয়ে "হিতবাদি"-অফিসে বসিয়া প্রুফ্ দেখিতেছি, এমন সময়ে স্বনাম-ধন্য পুরুষ মাননীয় স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বর্গত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হাসিতে হাসিতে কাব্যবিশারদ মহাশয় আমার নামের একখানি চিঠি আমারই হস্তে দিলেন। চিঠিখানি খুলিয়া দেখি; পার্থসারথি আয়েঙ্গার নামক একটী পণ্ডিত উল্লিখিত ভল্লট-কৃত সংস্কৃত শ্লোকটী ত্রিভিন্দ্রাম হইতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমি হাসিতে হাসিতে শ্লোকটী পাঠ

কল্পান্ত-কালেও কত কত ক্রূর কেলি,
ক্রতু-কালে কত কাণ্ড করেন কপালী।
কুন্দ-কর্পূরের কান্তি কিবা কলেবরে,
করেন কতই ক্রীড়া কৈলাস-কন্দরে।
কুমুদিনী-কান্তে কৃপা,—কি কব কাহায়,
কিবা কান্ত কমনীয় কপালীর কায়।
করিতে কঙ্কাল-কেলি কতই কুশল,
কল্লোলিনী করিতেছে কিবা কল কল।
কপালীর কাল কণ্ঠে কালিন্দী-কালিমা,
কামিনী কালীর কিবা কহিব কান্তিমা।
কপালীর কৃপাময় কটাক্ষ কেবল
কল্যাণ-কামীর কুলে করুন কুশল!

(৩)

দেবাধিদেব মহাদেব দুর্জ্জয় শীতে যেরূপ কষ্ট পাইতেছেন, আমি নরাধম হইয়া অসহ্য উত্তাপে সেইরূপ কষ্ট পাইতেছি।

করিতে লাগিলাম। তখন সুরেন্দ্রনাথ বাবু আমাকে ইহার ব্যাখ্যা করিতে বলেন। ব্যাখ্যা শেষ হইলে তিনি কহিলেন "পূর্ণ বাবু। সংস্কৃত শ্লোকটীর প্রত্যেক কথার পূর্ব্বে যেরূপ 'ক' আছে, ইহার বাঙ্গালা-পদ্যানুবাদেরও প্রত্যেক কথার পূর্ব্বে 'ক' রাখা চাই।" শুনিয়াই আমার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। মানের ভয়ে ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়াই বাটীতে আসিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে ৬টার সময় আরম্ভ করিয়া বেলা ৫টার সময় পদ্যানুবাদটুকু শেষ করিয়াছিলাম। তৎপর দিবসে ইহা সুরেন্দ্রনাথ বাবুকে ও কাব্য-বিশারদ মহাশয়কে দেখাইয়াছিলাম। তাঁহারা ,,অনুবাদটুকু শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।—গ্রন্থকার

উভয়েরই যন্ত্রণা অসহ্য। মহাদেব আমার হৃদয়ে নিরন্তর বাস করিলে তিনিও উত্তাপ লাভ করিয়া আরাম পাইবেন, এবং আমিও শৈত্য লাভ করিয়া আরাম পাইব। ইহাই স্তুতিচ্ছলে উদ্ভট-ভাবে এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

গঙ্গাজলং শিরসি তে
হৈমবতী বামভাগসম্পন্না।
ভালে তুষারকিরণো
মমেহি গিরিশ ত্রিতাপতপ্তং হৃৎ॥
(উদ্ভটসাগরস্থ)

নিবেদন করি আমি ওহে মহেশ্বর!
তব দুঃখ দেখি মোর ফাটিছে অন্তর।
শীতে কাঁপিতেছ সদা ছট্‌ফট্ করি',
এক-গঙ্গা-জল তব মাথার উপরি।
হিমালয়-কন্যা সেই দেবী ভগবতী
তোমার বামাঙ্গে সদা করেন বসতি।
তুষার-কিরণ সেই দেব নিশাকর
ধরিয়া রেখেছ নিজ ভালে নিরন্তর।
কৈলাস-গিরিতে বাস করি' সর্ব্বক্ষণ
পেয়েছ 'গিরিশ'-নাম,—জানে ত্রিভুবন।
তোমার শীতের কষ্ট বলিনু যখন,
আমার তাপের কষ্ট শুন হে এখন,—
অসহ্য ত্রিতাপ-জ্বালা হৃদয় ভিতরে
দিবানিশি জ্বলিতেছে ধক্ ধক্ ক'রে।

তোমার দুর্জ্জয় শীত, আমার উত্তাপ,
উভয়েই করিতেছি বাপ্ রে বাপ।
ছাড়িয়া কৈলাস-গিরি শীঘ্রই এখন
আমার হৃদয়ে বাস কর সর্ব্বক্ষণ।
আমার হৃদয়ে যদি রহ অবিরাম,
তুমিও আরাম পাবে, আমিও আরাম!

(৪)

দেবাধিদেব মহাদেবের স্তুতি-কীর্ত্তন করাই এই শ্লোকের উদ্দেশ্য :—

জয় জয় হে শিব দর্পকদাহক দৈত্যবিঘাতক ভূতপতে
দশমুখনাশকশায়কদায়ক কালভয়ানক বালগতে।
ত্রিভুবনকারকধারকমারক সংস্থিতিসারক ধীরমতে
হরিগুণগায়ক তাণ্ডবনায়ক মোক্ষবিধায়ক যোগরতে॥ (১)

(উদ্ভটসাগরস্য)

---

(১) এই শ্লোকটী যে ছন্দে রচিত, তাহা "পিঙ্গল", "ছন্দোমঞ্জরী", "বৃত্তরত্নাকর", "শ্রুতবোধ" প্রভৃতি প্রচলিত সংস্কৃত ছন্দোগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই ছন্দের নাম "পুষ্পাঞ্জলি"। শঙ্করাচার্য্য-কৃত "ভগবতী-পুষ্পাঞ্জলি-স্তোত্রম্" এই ছন্দে রচিত। "বৃত্তচন্দ্রিকা"-নামক একখানি অতি প্রাচীন ছন্দোগ্রন্থে ইহার এইরূপ লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে;—"নকারমাদৌ বিনিধায় রম্যং, জকারষট্কং পরতো লগৌ চ। যতিং ত্রিরূপৈর্দশভিশ্চ কৃত্বা, প্রতীহি পুষ্পাঞ্জলিনাম বৃত্তম্"। এই ছন্দের প্রত্যেক পদে ২৩টী অক্ষর থাকে; তন্মধ্যে প্রথমে একটী নগণ, তৎপরে ছয়টী জগণ ও তার পরে একটী লঘু ও একটী গুরু বর্ণ থাকে। প্রথম হইতে ১৩শ অক্ষরের পরে যতি পড়ে।

জয় জয় ওহে শিব! জয় তব জয়,
দুষ্ট মদনের দর্প করিয়াছ ক্ষয়।
কিবা সে ত্রিপুরাসুর গজাসুর আর,
করিয়াছ তাহাদের জীবন সংহার।
মৃত্যুঞ্জয় বর যবে মাগিল রাবণ,
মৃত্যু-বাণ তারে তুমি করিলে অর্পণ।
তোমারে হেরিলে যম পায় মহাভয়,
তুমিই করিয়া থাক সৃষ্টি স্থিতি লয়।
সংসার-যন্ত্রণা হ'তে করহ নিস্তার,
হরি-গুণ-গানে তুমি মত্ত অনিবার!
তাণ্ডব-নৃত্যেই তব আনন্দ নির্ম্মল,
তোমারি কৃপায় জীব পায় মোক্ষফল।
তুমি দেব ভূতনাথ, অজ্ঞানের গতি,
তুমিই পরম যোগী, তুমি ধীরমতি!

(৫)

"দ"-বর্ণের অনুবন্ধ দিয়া এই শ্লোকে ত্রিভুবনতারিণী দুর্গা-দেবীর মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করা হইতেছে :—

দীর্ঘাক্ষী দীপ্রদন্তা দনুজদলদলা দেবতাদুঃখদাত্রী
দিব্যাস্ত্রৈর্দিব্যকান্তির্দরদবদমনা দীপ্তদেহা দুকূলৈঃ।
দৃপ্তানাং দর্পদাত্যৈ দিশি দিশি দধতী দৃপ্তদুর্দ্দম্যদোবো
দেবী দুর্গা দুরন্তং দলয়তু দুরিতং দুর্গতিদ্রাবদক্ষা॥

(উদ্ভটসাগরস্থ)

সুদীর্ঘ-নয়না যিনি সুদীপ্ত-দশনা,
দৈত্যের উপরি যিনি ক্রোধ-পরায়ণা;
দেবতার দুঃখ যিনি করেন হরণ,
দিব্য-অস্ত্রে যাঁর কান্তি পরম শোভন।
দমন করেন যিনি ভয়-দাবানল,
ক্ষৌম বস্ত্রে যাঁর দেহ শোভে অবিরল;
দলিতে দুষ্টের দর্প দশদিকে যাঁর
বিস্তৃত প্রচণ্ড বাহু রহে অনিবার;
দুর্গতি নাশিতে যিনি দক্ষ বিলক্ষণ,
সে দুর্গা দুর্গতি-রাশি করুন দলন।

(৬)

মানুষ বিবাহ করিলেই তাহার পুত্র-পৌত্রাদি জন্মে। তখন তাহাদের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত সে ব্যাকুল হইয়া স্বীয় আরাধ্য দেবতার আরাধনা করিয়া থাকে। ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ :—

জাতোঽহং দ্বিপদশ্চতুষ্পদ ইহ প্রাপ্তো বিবাহং যদা
পুত্রোঽতঃ সতি ষট্পদেন বিধৃতা বৃত্তির্ময়া ষাট্পদী।
পৌত্রে চাষ্টপদেন চিন্তিতমহো চাষ্টাপদং সন্ততং
জালে বদ্ধপদং সদা স্বরচিতে মাং রক্ষ দাক্ষায়ণি॥ (১)

(উদ্ভটসাগরস্থ)

(১) টিপ্পনী। ষাট্‌পদী—মাধুকরী। অষ্টাপদ—স্বর্ণ, এখানে ধনমাত্র।

ভূমিষ্ঠ হইনু আমি দ্বিপদ হইয়া,
চতুষ্পদ হইলাম বিবাহ করিয়া।
ষট্‌পদ হইনু যবে জন্মিল তনয়,
ষাট্‌পদী বৃত্তি আমি করিনু আশ্রয়।
অষ্টপদ হইলাম পৌত্র জনমিলে,
অষ্টাপদ হেতু ছুটোছুটি ভূমণ্ডলে।
আপনার জালে বদ্ধ হইনু আপনি,
বন্ধন-মোচন কর, ওমা দাক্ষায়ণি!

(৭)

মাতৃগর্ভে বাস করিয়া মানব অশেষ-বিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু ত্রিলোকতারিণী গঙ্গাদেবীর গর্ভে বাস করিলে তাহাকে আর মাতৃগর্ভে আসিয়া এরূপ দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। এই হেতু, গঙ্গা-গর্ভে আশ্রয়-গ্রহণ করাই মানবের প্রার্থনীয় বিষয় :—

জঠরবসতিকালে কীদৃশী যন্ত্রণা স্যাৎ
সকৃদপি মনসি স্বে জহ্নুজে চিন্তয় ত্বম্।
জঠরবসতিনাশে সাভিলাষো জনন্যা-
স্তব জঠরনিবাসং যাচতে পূর্ণচন্দ্রঃ॥

(উদ্ভটসাগরস্য)

মানবের গর্ভবাসে কিরূপ যন্ত্রণা,
জাহ্নবি! জহ্নুর গর্ভে আছে তব জানা।

অশেষ যন্ত্রণাময় মাতৃগর্ভে পশি,
সহিয়াছি কত কষ্ট তথা দিবানিশি।
তাই মাতৃ-গর্ভ-বাস করিতে বিনাশ
পূর্ণচন্দ্র মাগিতেছে তব গর্ভে বাস!

(৮)

জগজ্জননী গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য কিরূপ, তাহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

যদ্‌গর্ভে সুখদে স্থিতস্য ন পুনর্গর্ভাগতির্দুঃখদা
গর্ভক্লেশনিবেদনায় মুনিনা গর্ভে ধৃতা যৈকদা।
যা সেব্যাপি চ সেবকোপপদগা পুত্রস্য যা ক্রোড়দা
সা বৃন্দারকবৃন্দবন্দিতপদা মাতাঽর্চ্চ্যতে সর্ব্বদা॥

(উদ্ভটসাগরস্য)

যাঁহার সুখদ গর্ভে লইলে আশ্রয়,
দুঃখপ্রদ মাতৃগর্ভে আসিতে না হয়;—
জানাইতে গর্ভবাস-যন্ত্রণা ভীষণ
জহ্নু যাঁরে নিজ গর্ভে করেন ধারণ;—
ভক্ত রাখে নিজ নাম উপাস্যের নামে,
এই প্রথা চিরদিন আছে বিশ্বধামে,
ভক্ত ভগীরথ প্রতি প্রসন্না হইয়া
তাঁরি নামে 'ভাগীরথী' নিজ নাম লৈয়া
বাৎসল্যের পরিচয় প্রদান করিতে
যিনি সেই চিরপ্রথা লঙ্ঘিলা জগতে;—

এই ত্রিভুবন-মধ্যে দেবতা সকল
অবিরল পূজে যাঁর চরণ-কমল ;
সে গঙ্গা-দেবীর ক্রোড় লভিবার তরে
তাঁহার চরণ-চিন্তা করি ভক্তিভরে !

(৯)

দেবদেব গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করাই এই শ্লোকের উদ্দেশ্য :—

শ্রীনন্দনয়নানন্দং যশোদানন্দকন্দুকম্ ।
গোপোপগোপিকাগোপং গোপীনাথং নমাম্যহম্ ॥

(উদ্ভটসাগরস্থ)

নেত্র-সুখ-কর যিনি শ্রীনন্দ রাজার,
আনন্দ-কন্দুক যিনি যশোদা মাতার,
কিবা গোপ, কিবা গোপী, অথবা গোধন,
এ সবার রক্ষাকর্ত্তা যিনি সর্ব্বক্ষণ ;
যিনি গোপীনাথ,—যিনি পূর্ণব্রহ্ম হরি,
তাঁহার চরণে আমি প্রণিপাত করি ॥

(১০)

নারায়ণের পাদ-পদ্মস্থ মধু অতি অদ্ভুত। কেন ইহা অদ্ভুত, তাহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

মধুসূদনপাদাব্জজাতং মধু কিমদ্ভুতম্ ।
যৎপায়িনো ন মুহ্যন্তি মুহ্যন্তি যদপায়িনঃ ॥

হরি-পাদ-পদ্ম-মধু অদ্ভুত নিশ্চয়,
তার মত অপরূপ বস্তু নাহি রয়।
এ মধু যে পিয়ে, তার নেশা কভু নাই,
কিন্তু যে না পিয়ে, তার নেশা সর্ব্বদাই। (১)

(১১)

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ-নদীতে নানাবিধ ভীষণ বাধা-বিঘ্ন ছিল। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই নদীতে খেয়া দিয়াছিলেন বলিয়া পঞ্চ-পাণ্ডব ইহার পরপারে যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কি কি বাধা-বিঘ্ন ছিল, তাহাই এই শ্লোকে লিখিত হইয়াছে :—

ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারশৈবালকা
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।
অশ্বত্থামবিকর্ণঘোরমকরা দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্ত্তকঃ কেশবঃ ॥

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ-নদী বিষম সঙ্কট,
ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মদেব দ্রোণাচার্য্য তট,
সিন্ধুরাজ মহারথী জয়দ্রথ জল,
গান্ধার নৃপতি-বর শৈবালের দল,

---

(১) ব্যাখ্যা। নারায়ণের পাদ-পদ্মে যে মধু থাকে, তাহা অতি অদ্ভুত বস্তু। এই মধু পান করিলে মানুষের নেশা হয় না, অর্থাৎ তাহার বিষয়-বাসনা থাকে না। কিন্তু যে মানুষ ইহা পান করে না, তাহারই বিষম নেশা হইয়া থাকে, অর্থাৎ সে বিষয়-বাসনায় তন্ময় হইয়া পড়ে।

মদ্ররাজ শল্য মহা দুরন্ত কুম্ভীর,
পরম দুর্জ্জয় স্রোত কৃপাচার্য্য বীর,
বেলাভূমি কর্ণদেব বীর-ধুরন্ধর,
দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা বিকর্ণ মকর,
পরম-কুটিল-বুদ্ধি দুষ্ট দুর্য্যোধন
বিষম আবর্ত্ত-চক্র তাহে সর্ব্বক্ষণ,
হায় রে এ হেন নদী ভীষণ অপার,
পার পেলে পাণ্ডবেরা তবু দেখ তার।
কেশব কৈবর্ত্ত যদি না থাকিত তায়,
পঞ্চ-পাণ্ডবের কিবা হইত উপায়!

(১২)

এই ত্রিভুবনে এরূপ কোন বস্তু নাই, যদ্দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া ভক্তের পূর্ণ তৃপ্তিলাভ হয়। ইহাই এই শ্লোকে ভক্ত কবির খেদোক্তি :—

কিং পাদ্যং পদপঙ্কজে সমুচিতং যত্রোদ্গতা জাহ্নবী
কিং বার্ঘ্যং মুনিপূজিতে খলু সদা ভক্ত্যা শিরে যত্নতঃ।
কিং পুষ্পং ত্বয়ি শোভতে ব্রজপতে সৎপারিজাতার্চ্চিতে
কিং স্তোত্রং গুণসাগরে ত্বয়ি হরে কেনার্চ্চয়েৎ ত্বাং নরঃ॥

পাদ-পদ্মে কোন্ পাদ্য দিব,—নাহি জানি,
জন্ম লইলেন যথা দেবী সুরধুনী!
কোন্ অর্ঘ্য যত্ন করি' দিব তব শিরে,
মুনিগণ পূজে যাহা সদা ভক্তিভরে।

পারিজাত-পুষ্পে তব শোভা অনিবার,
কোন্ পুষ্প দিয়া শোভা করিব তোমার!
গুণের সাগর তুমি,—নাহি তার সীমা,
কোন্ স্তব করি' তব ঘোষিব মহিমা!
হেন বস্তু ত্রিভুবনে নাই, নারায়ণ!
যা দিয়া করিবে লোক তোমার অর্চ্চন!

(১৩)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কখন্ কি করেন, তাহা বুঝা যায় না। ইহাই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয়:—

বাসাংসি ব্রজচারিবারিজদৃশাং হৃত্বা হঠাদুচ্চকৈ-
র্যঃ প্রাগ্ ভূরুহমারুরোহ স পুনর্বস্ত্রাণি বিস্তারয়ন্।
ব্রীড়াভারমপাচকার সহসা পাঞ্চালজায়াঃ স্বয়ং
কো জানাতি জনো জনার্দ্দনমনোবৃত্তিঃ কদা কীদৃশী॥

প্রস্ফুটিত-পদ্ম-নেত্র-গোপ-বধূ-গণ
বিহার করিত সুখে ব্রজে অনুক্ষণ;
লজ্জা দিব সে সবারে, ইহাই ভাবিয়া
সুন্দর বসনগুলি তাদের লইয়া,
হাসিতে হাসিতে যিনি মহা কুতূহলে
উঠিয়াছিলেন উচ্চ কদম্বের ডালে,
কি আশ্চর্য্য দেখ সেই দেব নারায়ণ,
হরিতে লাগিল বস্ত্র যবে দুঃশাসন,

তখনি প্রদান করি অনন্ত বসন
করিলেন দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ।
কখন্ কি ভাবে রন্ দেব নারায়ণ,
কেহই সন্ধান তার না পায় কখন্!

(১৪)

কাশীধামনিবাসী "শ্রীপাদ"-নামা কোন এক শৈব কবি বৃন্দাবননিবাসী কোন এক পরম-বন্ধু বৈষ্ণব কবিকে বৃন্দাবন অপেক্ষা কাশীধামের মাহাত্ম্য ও উৎকর্ষ দেখাইবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত শ্লোকটী লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন:—

যত্রাস্তে মণিকর্ণিকাঽমলসরঃ স্বর্দীর্ঘিকা দীর্ঘিকা
রত্নং তারকমক্ষরং তনুভৃতে শম্ভুঃ স্বয়ং যচ্ছতি।
তস্মিন্নদ্ভুতধামনি স্মররিপোর্নির্ব্বাণমার্গে স্থিতে
মূঢ়োঽন্যত্র মরীচিকাসু পশুবদ্ মুক্তীচ্ছয়া ধাবতি॥

কাশীর মহিমা কভু বলা নাহি যায়,
বিরাজ করেন মণি-কর্ণিকা যথায়,
যে মণি-কর্ণিকা অতি স্বচ্ছ সরোবর,
যে কাশীতে মন্দাকিনী দীর্ঘিকা সুন্দর।
যেখানে স্বয়ং শিব থাকি বিদ্যমান
প্রাণীরে তারক-মন্ত্র করেন প্রদান।
যেখানে নির্ব্বাণ-মুক্তি সহজেই মিলে,
অদ্ভুত নগরী যাহা এই ভূমণ্ডলে,

সেই পুণ্য কাশীধাম বর্জ্জন করিয়া
পশুর মতন মরীচিকায় পড়িয়া
নির্ব্বোধ মানব-গণ কি কারণে হায়
অন্য স্থানে ঘুরে মরে মোক্ষের আশায়!

(১৫)

উল্লিখিত শ্লোকটী পড়িয়া সেই বৈষ্ণব কবি, কাশীধাম অপেক্ষা বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য ও উৎকর্ষ দেখাইবার নিমিত্ত নিম্ন-লিখিত শ্লোকটী পাঠাইয়াছিলেন :—

ধর্ম্মাম্ভো মণিকর্ণিকা ভগবতঃ পাদাম্বু ভাগীরথী
কাশীনাং পতিরংশমস্য ভজতে শ্রীবিশ্বনাথঃ স্বয়ম্।
এতস্যৈব হি নাম শম্ভুনগরে নিস্তারকং তারকং
তস্মাৎ কৃষ্ণপদাম্বুজং ভজ সখে শ্রীপাদ নির্ব্বাণদম্॥

ভগবান্ বলি যিনি খ্যাত মহীতলে,
মণি-কর্ণিকার জন্ম যাঁর ঘর্ম্মজলে;
যাঁর পাদজল মাত্র গঙ্গা-কলেবর,
অংশভাগী মাত্র যাঁর স্বয়ং শঙ্কর;
যাঁহার তারক-ব্রহ্ম নাম উচ্চারিলে
জীবগণ মুক্তিলাভ করে কাশীতলে,
ধন্য সে নির্ব্বাণ-প্রদ কৃষ্ণের চরণ
হে মিত্র শ্রীপাদ! তাহা কর হে অর্চ্চন!

(১৬)

শ্রীকৃষ্ণের চূড়া বামদিকে নিরন্তর হেলিয়া থাকে কেন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারকে এই প্রশ্ন করিলে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় নিম্ন-লিখিত শ্লোকে ইহার উত্তর দিয়াছিলেন :—

যদ্ ধ্যায়েৎ সততং বিধিঃ পদযুগং নাভ্যম্বুজে সংস্থিতো
গঙ্গাং যৎপদসম্ভবাং স্মররিপুর্ধত্তে হি শীর্ষে সদা।
যদ্ ভক্ত্যা চ সুসেবতে হি কমলা বামে স্থিতা সন্ততং
তদ্ দ্রষ্টুং কমলাপতেঃ সুকুটিলা বামা চ চূড়া চিরম্॥

(বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারস্য)

বসতি করিয়া নাভি-পদ্মের উপর
যে পদ করেন চিন্তা ব্রহ্মা নিরন্তর;
যে পদ হইতে জাত গঙ্গারে লইয়া
সাদরে রাখেন শিব মাথায় তুলিয়া;
যে পদ স্বয়ং লক্ষ্মী বামদিকে বসি
সমাদরে সেবিছেন দেখি দিবানিশি,
সে পদ দর্শন যদি করি একবার,
সার্থক হইবে এই জীবন আমার।
হায় রে কৃষ্ণের চূড়া ইহাই ভাবিয়া
বামদিকে নিরন্তর রয়েছে হেলিয়া।

(১৭)

লক্ষ্মীর অনুগ্রহে ও নিগ্রহে যাহা যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহা কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

যাবদেব কমলা কৃপান্বিতা
তাবদেব ভবনং বধূঃ সুখম্।
পৌরুষান্বিততনুর্জনাদরো
নাস্তি চেৎ প্রথমবর্ণবর্জ্জনম্॥

(রামজীবন ন্যায়ালঙ্কারস্য)

যতদিন কমলার কৃপা থাকে নরে,
ততদিন এইগুলি সদা দেন তারে;—
বধূ সুখ জনাদর (পুনশ্চ) ভবন
পৌরুষ-অন্বিত-তনু;—এই পাঁচ ধন।
কিন্তু যদি কৃপা তাঁর ফুরাইয়া যায়,
আদ্যবর্ণ বাদে লোক বাকী টুকু পায়;—
বধূ যিনি ভার তিনি, সুখ হয় শূন্য,
জনাদর অনাদর, ভবন অরণ্য,
পৌরুষ-অন্বিত-তনু রুষান্বিত রয়,
তাঁর থাকা, না থাকায়, এই সব হয়।

(১৮)

ব্রাহ্মণ চিরকালই দরিদ্র। কারণ, তাঁহাদের উপর লক্ষ্মীর চিরকালই বিষদৃষ্টি। একদিন ব্রাহ্মণেরা মিলিয়া নারায়ণের নিকটে দরখাস্ত করিলেন যে, আপনি একবার কৃপা করিয়া লক্ষ্মী ঠাকুরাণীকে আমাদের গৃহে পদার্পণ করিতে অনুরোধ করুন। তাহা হইলে আর পোড়া পেটের নিমিত্ত আমাদিগকে "হা হা" করিতে হইবে না। ইহা শুনিয়া লক্ষ্মী ঠাকুরাণী চটিয়া গিয়া

কহিলেন, ব্রাহ্মণ-গণ আমার চিরশত্রু; আমি কখনই তাহাদের গৃহে পদার্পণ করিব না। পদার্পণ না করিবার অনেক কারণ আছে। কারণ গুলি এই:—

পীতোঽগস্ত্যেন তাতশ্চরণতলহতো বল্লভোঽন্যেন রোষাদ্
আবাল্যাদ্ বিপ্রবর্গৈঃ স্ববদনবিবরে ধারিতা বৈরিণী মে।
গেহং মে চ্ছেদয়ন্তি প্রতিদিবসমুমাকান্তপূজানিমিত্তং
তস্মাৎ খিন্না সদাঽহং দ্বিজকুলভবনং নাথ নিত্যং ত্যজামি॥

পিতা মোর রত্নাকর পিতা মোর রত্নাকর
অগস্ত্য পূরিল তাঁরে পেটের ভিতর!
স্বামী তুমি নারায়ণ স্বামী তুমি নারায়ণ
ভৃগু তব বুকে লাথি করিল অর্পণ!
মোর ভারতী সতীন মোর ভারতী সতীন
ব্রাহ্মণেরা তার গুণ গায় প্রতিদিন!
পূজিবারে উমাপতি পূজিবারে উমাপতি
পদ্মবন ছিঁড়ি তারা বাড়ায় দুর্গতি!
দেখি এই সব দোষ দেখি এই সব দোষ
হ'য়েছে আমার মনে পরম আক্রোশ!
তাই ওহে নারায়ণ তাই ওহে নারায়ণ
ব্রাহ্মণের বাড়ী নাহি করি পদার্পণ!

(১৯)

ভীষণ সমুদ্র-মন্থন হইয়াছে। সমুদ্র ও তাঁহার কন্যা লক্ষ্মীদেবী নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। উভয়ে উঠিয়াই দেখিলেন,

লক্ষ্মীকে লাভ করিবার নিমিত্ত দেবতাগণ লালায়িত ও সম্মুখে উপস্থিত। তখন লক্ষ্মী কাহার গলে বরমাল্য দিবেন, মনে মনে এই চিন্তা করিয়া বিষম ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। সমুদ্র ইহা বুঝিতে পারিয়া কৌশল-সহকারে একপক্ষে লক্ষ্মীকে মন্থন-জনিত দীর্ঘ-নিশ্বাস ও অবসাদ প্রভৃতি ত্যাগ করিতে বলিতেছেন, এবং অন্যপক্ষে বরুণ-দেব, বৃহস্পতি, মহাদেব ও ইন্দ্রকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়া নারায়ণকেই পতিত্বে বরণ করিবার উপদেশ দিতেছেন। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে:—

মাতঃ কম্পং গুরুমপি কমলে সংত্যজ ত্বং বিষাদং
মা যাহি ত্বং বলভিদমপি সংজৃম্ভমত্রৈব তিষ্ঠ।
মা গা স্ত্বং বা শ্বসনমুরুরয়ং মন্থমুগ্ধঃ সরস্বান্-
ইত্যুক্ত্বা যাং প্রশমনমনয়ৎ পাতু সা লোকমাতা॥ (১)

(উদ্ভটসাগরস্য)

ওমা লক্ষ্মি! গুরু কম্প করহ বর্জ্জন,
বিষাদ বর্জ্জন পুনঃ করহ এখন।
ত্যজ বল-বিনাশন সংজৃম্ভ তোমার,
শ্বসন ত্যজহ, তিষ্ঠ অত্র অনিবার।

---

(১) টিপ্পনী। কম্পং=কম্পনং, (পক্ষে) বরুণ-দেবম্ [কং (জলং) পাতি যস্তং] গুরুং=মহৎ, (পক্ষে) বৃহস্পতিম্। বিষাদং=দুঃখং (পক্ষে) মহাদেবং (বিষং অস্তি যস্তম্)। বলভিদং সংজৃম্ভং=বলভিদং বল-বিনাশকং গ্লানিসূচকং বা সংজৃম্ভং জৃম্ভণং, (পক্ষে) লালায়িতং ইন্দ্রদেবম্ (সম্যক্ জৃম্ভা জৃম্ভণং উৎকটলাভেচ্ছা বা যস্য তং; বলভিদং ইন্দ্রদেবম্)। অত্র=অস্মিন্ স্থানে, (পক্ষে) নারায়ণে (অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্টঃ)। শ্বসনং=শ্বাসক্রিয়াম্, (পক্ষে) পবন-দেবম্।

একথা বলিয়া ক্ষুব্ধ সমুদ্র তথন
যে লক্ষীর হৃদি শান্তি করিলা স্থাপন,
জগৎ-তারিণী সেই লক্ষ্মী অবিরল
সর্ব্বদা করুন জগতের সুমঙ্গল।

শিলালিপি-শ্লোকাঃ।

(২০)

(১) ভুবনেশ্বর-মন্দির।

উড়িষ্যার অন্তর্গত ভুবনেশ্বরের মন্দির অত্যন্ত প্রাচীন। ভুবনেশ্বর-ধামের আর একটী নাম 'একাম্র কানন'। এই মন্দিরের মনোহর কারুকার্য্য দেখিলে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। বহুকাল পূর্ব্বে হিন্দুগণ কিরূপ সভ্য, সুরুচি-সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিশালী ছিলেন, তাহা ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখিলেই স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। এই মন্দির কোন্ বৎসরে, কোন্ দেবতার উদ্দেশে, কোন্ মহাপুরুষ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা মন্দিরের অন্তর্গত একখানি প্রস্তর-ফলকে ক্ষোদিত একটী সংস্কৃত-শ্লোকে স্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যায়। শ্লোকটী এই :—

গজাষ্টেন্দুমিতে জাতে শকাব্দে কৃত্তিবাসসঃ।
প্রাসাদং কারয়ামাস ললাটস্থেন্দুকেশরী ॥

একশত-অষ্ট-আশি শকাব্দ ধরায়
কিরূপ বিখ্যাত,—তাহা বলা নাহি যায়।
উৎকল-দেশীয় মহামতি নরপতি
ললাটেন্দু-কেশরীর হইল সুমতি,—
যিনি শিব,—পরিধানে যাঁর চর্ম্মাম্বর,
উক্ত বর্ষে দিলা তাঁর প্রাসাদ সুন্দর!

অর্থ। গজাষ্টেন্দুমিতে শকাব্দে—গজ = ৮, অষ্ট = ৮, ইন্দু = ১। "অঙ্কস্য বামা গতিঃ,"—এই নিয়মানুসারে ১৮৮ শকাব্দ পাওয়া গেল। এখন ১৮৫৫ শকাব্দ চলিতেছে। অতএব ১৮৫৫-১৮৮ = ১৬৬৭ বৎসর হইল, মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছে। সুতরাং এখন মন্দিরের বয়স্ ১৬৬৭ বৎসর। অতএব ফলিতার্থ হইল যে, এই মন্দিরটী ১৮৮ শকাব্দে, ৩২৩ সংবতে বা ২৬৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দির-নির্ম্মাণ-কালে বঙ্গাব্দ, হিজরী, ফস্‌লী, মগী, বগ্‌ড়ী, ত্রিপুরাব্দ, চৈতন্যাব্দ বা শঙ্করাব্দ প্রভৃতি কোন বৎসরেরই জন্ম হয় নাই।

ললাটস্থেন্দু-কেশরী—যে উৎকল-দেশীয় মহারাজ ভুবনেশ্বরের মন্দির-নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার প্রকৃত নাম ললাটেন্দু-কেশরী। ললাটেন্দু তাঁহার নাম ও তিনি কেশরি-বংশের সন্তান ছিলেন। তিনি কেশরি-বংশের ষষ্ঠ নৃপতি। ছন্দো-রক্ষার নিমিত্তই কবি "ললাটস্থেন্দুকেশরী" পদ ব্যবহার করিয়াছেন।

কৃত্তিবাসসঃ প্রাসাদং—শিব চিরদিনই চর্ম্মাম্বরধারী, নিঃস্ব ও গৃহশূন্য। 'ললাটেন্দু' শব্দের অর্থ 'শিব'। নামে নামে মিলন হইয়াছে। এই কারণেই মহারাজ ললাটেন্দু-কেশরী শিবের প্রতি যেন সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াই তাঁহার নিমিত্ত এই বৃহৎ সুরম্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। কাব্যভাবে ধরিতে গেলে এই ধ্বনিটুকুও আসিয়া পড়ে।

এখন ফলিতার্থ হইল যে, উড়িষ্যা-দেশীয় কেশরি-বংশের সন্তান মহারাজ ললাটেন্দু ১৮৮ শকাব্দে, ৩২৩ সংবতে বা ২৬৬ খৃষ্টাব্দে ভুবনেশ্বর-ধামে ভুবনেশ্বর শিবের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং এখন মন্দিরের বয়স্ ১৬৬৭ বৎসর।

মদীয় পরম-সুহৃৎ, ৺পুরীধাম-নিবাসী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত স্বর্গত সদাশিব মিশ্র কাব্যকণ্ঠ মহোপদেশক মহাশয় উক্ত সংস্কৃত শ্লোকটী ভুবনেশ্বর-মন্দিরস্থ প্রস্তর-ফলক হইতে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত স্বর্গত সদাশিব মিশ্র মহাশয় কহেন, উড়িষ্যা-প্রদেশে "মাদ্‌লা-পঞ্জিকা"-নামক একখানি গ্রন্থ আছে। এই পঞ্জিকা লম্বা লম্বা ভাবে তালপত্রে লিখিত হইয়া মর্দ্দলাকারে (মাদলের মত) আবদ্ধ থাকায় ইহার নাম "মাদ্‌লা-পঞ্জিকা" হইয়াছে। ইহাতে জগন্নাথ-দেবের মন্দিরের ইতিহাস ও উড়িষ্যার নৃপতি-গণের ইতিবৃত্ত লিখিত আছে। ইহাতে উক্ত হইয়াছে যে, কেশরি-বংশীয় ষষ্ঠ নৃপতি ললাটেন্দু-কেশরী ৫৮৮ শকাব্দে ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহার সমর্থক শ্লোক এই :—

গজাষ্টেষুমিতে জাতে শকাব্দে কৃত্তিবাসসঃ।
প্রাসাদমকরোদ্ রাজা ললাটেন্দুশ্চ কেশরী॥

পাঁচ-শত-অষ্ট-আশি-শকাব্দে, সুমতি
কেশরি-বংশীয় ললাটেন্দু নরপতি,
যিনি চর্ম্মাম্বর, সেই শিবের কারণ
করিয়া দিলেন রম্য মন্দির গঠন।

অর্থ। গজ=৮, অষ্ট=৮, ইষু=বাণ=৫; "অঙ্কস্য বামা গতিঃ" নিয়মানুসারে ৫৮৮ শকাব্দ আসিয়া পড়ে। কিন্তু প্রস্তর-ফলকে ক্ষোদিত শ্লোকে লিখিত আছে যে, ইহা ১৮৮ শকাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সুতরাং ঠিক ৪০০ বৎসরের তফাৎ দেখা যাইতেছে। মাদ্‌লা-পঞ্জিকার মতে ভুবনেশ্বর-মন্দিরের বয়স্ এখন ১২৬৭ বৎসর। কোন্ মত ঠিক, তাহা বলা যায় না। প্রস্তর-ফলকে লিখিত শ্লোকটীই প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, এ বিষয় সুধীগণের বিবেচ্য।

(২১)

(২) পুরী-মন্দির।

পুরীধামে জগন্নাথ-দেবের মন্দিরও অতি প্রাচীন। ইহার অপরূপ সৌন্দর্য্য ও নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। পুরীধাম মহাতীর্থ। সমগ্র ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে আসিয়া হিন্দুগণ এই পরম-পবিত্র পুণ্য-তীর্থ-দর্শন-পূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়া চলিয়া যান। কোন্ বৎসরে, কোন্ মহাপুরুষ এই পবিত্র মনোহর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা জানিতে দর্শক-গণের মহৎ কুতূহল

জন্মিতে পারে। প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে যখন পুরীধাম দর্শন করিতে যাই, তখন পুরীধাম-নিবাসী মহামহোপাধ্যায় স্বর্গত পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র মহাশয়ের সহিত আমার পরম সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল। তিনি এখন জীবিত নাই। তিনি তৎকালে উড়িষ্যা-প্রদেশীয় অনেক কবির রচিত অনেক সংস্কৃত উদ্ভট-কবিতা আমাকে দিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি আমাকে আর একটী সংস্কৃত শ্লোকও দিয়া বলিয়াছিলেন—"পূর্ণ বাবু! এই শ্লোকটী পুরী-মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ একখানি প্রস্তর-ফলক হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি।" তখন সময়াভাব-বশতঃ শ্লোকটী স্বচক্ষে দেখিয়া ও পড়িয়া আসিতে পারি নাই। শ্লোকটী স্বচক্ষে দেখিবার নিমিত্ত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পুরীধামে গিয়াছিলাম। শুনিলাম, মহামহোপাধ্যায় জগন্নাথ মিশ্র মহাশয় পরলোক-গত হইয়াছেন। অগত্যা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সদাশিব মিশ্র কাব্যকণ্ঠ মহোপদেশক মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গেলাম। তাঁহার সহিত আমার বিশেষ আলাপ ও পরিচয় ছিল। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত লোকনাথ মিশ্র এম-এ মহাশয়ের মুখে শুনিলাম, তাঁহার পিতা সদাশিব মিশ্র মহাশয় ৺কাশীধামে ব্রাহ্মণ-সভায় গিয়াছেন। তিনি সুপণ্ডিত ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ। মনে করিয়াছিলাম, তাঁহাকে মন্দিরের অভ্যন্তরে লইয়া গিয়া শ্লোকটী পড়িয়া আসিব। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য-বশতঃ তিনি পুরীধামে না থাকায় ব্যথিত-হৃদয়ে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইলাম। অনেক পাণ্ডাকে শ্লোকটীর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু কেহই কিছু বলিতে পারিলেন না। যাহা হউক, জগন্নাথ মিশ্র মহাশয় মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ প্রস্তর-ফলকে ক্ষোদিত যে শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া আমাকে দিয়াছিলেন, তাহা এই:—

"শকাব্দে রন্ধ্রশুভ্রাংশুরূপনক্ষত্রনায়কে।
প্রাসাদঃ কারিতোঽনঙ্গভীমদেবেন ধীমতা॥"

শকাব্দ এগার-শত-উনিশ ভারতে
কিরূপ বিখ্যাত,—তাহা বুঝ বিধিমতে।
উৎকলে অনঙ্গ-ভীম-দেব নরপতি,
জগন্নাথ-দেব তাঁরে দিলেন সুমতি।
তখন অনঙ্গ-ভীম-দেব বুদ্ধিমান্
পুরীতে করিলা তাঁর মন্দির নির্ম্মাণ।

অর্থ। শকাব্দে রন্ধ্রশুভ্রাংশুরূপনক্ষত্রনায়কে—রন্ধ্র = ৯; শুভ্রাংশু = চন্দ্র = ১; রূপ = ১; নক্ষত্র-নায়ক = চন্দ্র = ১। অতএব ৯১১১ অঙ্ক হইল। এখন "অঙ্কস্য বামা গতিঃ",—এই নিয়মানুসারে ১১১৯ শকাব্দ প্রাপ্ত হওয়া গেল। এক্ষণে ফলিতার্থ হইল যে, উড়িষ্যা-নিবাসী মহারাজ অনঙ্গভীম দেব ১১১৯ শকাব্দে, ১২৫৪ সংবতে, ৬০৪ বঙ্গাব্দে বা ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে পুরীধামে জগন্নাথ-দেবের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। এখন ১৮৫৫ শকাব্দ চলিতেছে। সুতরাং এক্ষণে পুরীর মন্দিরের বয়স্ ৭৩৬ বৎসর।

এস্থলে একটী বক্তব্য আছে। উক্ত মহামহোপাধ্যায় জগন্নাথ মিশ্র মহাশয় একদিন আমাকে তাঁহার বাটীতে লইয়া গিয়া একখানি সংস্কৃত পুঁথি দেখাইয়াছিলেন। আমার ঠিক স্মরণ নাই,—উড়িয়া-অক্ষরে ইহা লিখিত ছিল বলিয়াই আমার মনে হয়। এই পুঁথিখানি পুরীধামস্থ "মুক্তিমণ্ডপ-পুস্তকালয়ে" থাকিলেও থাকিতে পারে। পুঁথি খানির নাম "গঙ্গবংশানুচরিতম্"। ইহা একখানি নাটক। বাসুদেব রথ ইহার রচয়িতা। 'অনঙ্গ-

সুন্দর' এই নাটকের নায়ক। কোন্ বৎসরে কোন্ রাজা পুরীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা নায়ক, নায়িকাকে নিম্ন-লিখিত শ্লোক বলিয়া জানাইতেছেন। শ্লোকটী এই :—

"অঙ্কক্ষৌণিশশাঙ্কেন্দুসম্মিতে শকবৎসরে।
অনঙ্গভীমদেবেন প্রাসাদঃ শ্রীপতেঃ কৃতঃ॥"

শকাব্দ এগার-শত-উনিশের মত
পবিত্র বৎসর নাই,—জানে এ ভারত।
শ্রীঅনঙ্গ-ভীম-দেব রাজা উড়িষ্যার,
জগন্নাথ কৈলা তাঁর সুমতি-সঞ্চার।
উক্ত বর্ষে পুরীধামে রাজা পুণ্যবান্
করিলেন জগন্নাথ-মন্দির-নির্ম্মাণ।

অর্থ। অঙ্কক্ষৌণিশশাঙ্কেন্দুসম্মিতে শক-বৎসরে—অঙ্ক=৯; ক্ষৌণি=পৃথিবী=১; শশাঙ্ক=চন্দ্র=১; ইন্দু=১; অতএব ৯১১১ অঙ্ক হইল। এখন "অঙ্কস্য বামা গতিঃ",—এই নিয়মানুসারে ১১১৯ শকাব্দ প্রাপ্ত হওয়া গেল। এক্ষণে ভাবার্থ হইল যে, মহারাজ অনঙ্গভীম দেব ১১১৯ শকাব্দে, ১২৫৪ সংবতে, ৬০৪ বঙ্গাব্দে বা ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে পুরীধামে জগন্নাথ-দেবের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

এখন পাঠকগণ বুঝিয়া দেখুন যে, মন্দিরের মধ্যে প্রস্তর-ফলকে ক্ষোদিত শ্লোকে যে ১১১৯ শকাব্দ পাওয়া যায়, "গঙ্গ-বংশানুচরিত"-গ্রন্থেও ঠিক সেই ১১১৯ শকাব্দ প্রাপ্ত হওয়া

যাইতেছে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, পুরীর মন্দির ১১১৯ শকাব্দেই নির্ম্মিত হইয়াছে।

ভুবনেশ্বরের মন্দির, পুরীর মন্দির অপেক্ষা বহু প্রাচীন। ভুবনেশ্বরের মন্দির ১৮৮ শকাব্দে এবং পুরীর মন্দির ১১১৯ শকাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে। সুতরাং আজ ভুবনেশ্বরের মন্দিরের বয়স্ ১৬৬৭ বৎসর এবং পুরীর মন্দিরের বয়স্ ৭৩৬ বৎসর। ভুবনেশ্বরের মন্দির, পুরীর মন্দিরের ৯৩১ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে।

---

(৩) কোণারক (কোণার্ক)-মন্দির।

কোণারক, ৺পুরীধামের প্রায় ১৯ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। সংস্কৃত-ভাষায় কোণার্ক এবং প্রচলিত কথায় কোণারক বলে। এই . কোণারক-মন্দিরে সূর্য্যদেব প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দিরের কারুকার্য্য, ভুবনেশ্বর ও পুরীর মন্দিরের কারুকার্য্য অপেক্ষা আরও বিচিত্র ও রমণীয়। আকবর বাদসাহের সুপণ্ডিত পারিষদ "আইন আকবরী"-গ্রন্থ-প্রণেতা আবুল ফাজল উক্ত ৩টী মন্দির দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি এই সমস্ত মন্দিরের, বিশেষতঃ কোণারক-মন্দিরের, সৌন্দর্য্য ও কারুকার্য্য-কৌশলে দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিলেন। ভুবনেশ্বরে যেরূপ শিব-মন্দির, পুরীতে যেরূপ বিষ্ণু-মন্দির, কোণারকেও সেইরূপ সূর্য্য-মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। কোন্ বৎসরে কোন্ মহাত্মা ইহা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা নিম্ন-লিখিত সংস্কৃত-শ্লোক পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়ঃ—

"সপুচ্ছনরসিংহেন ক্ষ্মেশ্বরেণাংশুমালিনঃ।
প্রাসাদঃ কারিতো রাজ্ঞা শকে দ্বাদশকে শতে।"

লাঙ্গুলিয়া নরসিংহ দেব নরপতি
উড়িষ্যার রাজা বলি' ছিল তাঁর খ্যাতি।
বার-শত শকাব্দেই এই বর্ত্তমান
সূর্য্যের মন্দির তিনি করেন নির্ম্মাণ।

অর্থ। সপুচ্ছনরসিংহেন—নরসিংহ-দেব (প্রথম) গঙ্গাবংশীয় রাজা ছিলেন। ইনি নৃসিংহ-দেব বলিয়াও কথিত। ইহাঁর উপাধি ছিল 'লাঙ্গুলিয়া'। এই হেতু এই শ্লোকে 'সপুচ্ছ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। রাজার একটী ল্যাজ ছিল,—এরূপ অর্থ নহে। 'লাঙ্গুলিয়া' ইহাঁর উপনাম মাত্র।

ক্ষ্মেশ্বরেণ রাজ্ঞা—ভূমিপতি দ্বারা; অংশুমালিনঃ প্রাসাদঃ—সূর্য্যদেবের মন্দির। "প্রাসাদো দেবভূভুজাম্" (অমরসিংহঃ)।

দ্বাদশকে শতে শকে—১২০০ শকাব্দে, (৬৮৫ বঙ্গাব্দে বা ১২৭৮ খৃষ্টাব্দে)

কোণারকের মন্দিরে কোন প্রস্তর-ফলকে কোন সংস্কৃত শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বর্গত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় "মাদ্‌লা-পঞ্জিকা" হইতে উক্ত সংস্কৃত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই পঞ্জিকার মতে কোণারক-মন্দির ১২০০ শকাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে। গঙ্গাবংশীয় রাজগণের তাম্র-শাসন-ফলক দ্বারা জানিতে পারা যায়, নরসিংহ-দেবের রাজত্বের অষ্টাদশ-বর্ষে এই মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। নরসিংহ দেব ১২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুতরাং ১২৫৮+১৮=১২৭৬ খৃষ্টাব্দে কোণারক-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। "মাদ্‌লা-পঞ্জিকার" মতে ১২৭৮ খৃষ্টাব্দ এবং তাম্র-শাসন-ফলকের মতে ১২৭৬ খৃষ্টাব্দ। এই দুই বিভিন্ন মতের পার্থক্য ২ বৎসর মাত্র।

আকবর-বাদসাহের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত আবুল-ফাজেল, কোণারক-মন্দির দেখিতে আসিয়া ও ইহার অদ্ভুত কারু-কার্য্য-কৌশল দেখিয়া স্বীয় "আইন-আকবরী"-গ্রন্থে ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে কোণারক-মন্দির ৮৫০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত

হইয়াছিল। তিনি কহেন, কোণারক-মন্দির পুরীর মন্দিরের বহু পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত স্বর্গত মনোমোহন গাঙ্গুলী মহাশয় "উড়িষ্যায় ভগ্নাবশেষ" (Orissa and her Remains)-নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, আবুল-ফাজেল দিল্লী ও আগরায় থাকিয়া উড়িষ্যাস্থ কোণারক-মন্দিরের নির্ম্মাণ-কাল-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আদৌ বিশ্বাস-যোগ্য নহে। বিশেষতঃ, তিনি স্বীয় গ্রন্থে কোনরূপ প্রমাণ-প্রয়োগ করিয়া যান নাই। যখন "মাদ্‌লা-পঞ্জিকায়" ও "তাম্র-শাসন-ফলকে" কেবল ২ বৎসরের প্রভেদ দেখা যায়, তখন "মাদ্‌লা-পঞ্জিকাই" রাজেন্দ্র লাল মিত্রের মতে প্রামাণিক।

"মাদ্‌লা-পঞ্জিকার" মতে কোণারক-মন্দির ১২০০ শকাব্দে, ১৩৩৫ সংবতে, ৬৮৫ বঙ্গাব্দে বা ১২৭৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সর্ব্বাগ্রে ভুবনেশ্বর-মন্দির, তৎপরে পুরী-মন্দির এবং তাহারও পরে কোণারক-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল।

আবুল-ফাজেল শতমুখে কোণারক-মন্দিরের প্রশংসা করিয়া "আইন-আকবরী"-গ্রন্থে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার মর্ম্মার্থ এই :—

"কোণারক-মন্দির, জগন্নাথ-দেবের মন্দিরের অনতিদূরে অবস্থিত। ইহাতে সূর্য্যদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন। সমগ্র উড়িষ্যা-প্রদেশ হইতে বৎসরে বৎসরে যে রাজস্ব আদায় হয়, সেইরূপ ১২ বৎসরের রাজস্বের টাকা লইয়া এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল।" তখন উড়িষ্যায় বাৎসরিক রাজস্ব ৩ কোটী টাকা ছিল। সুতরাং আবুল-ফাজেলের মতে এই মন্দির-নির্ম্মাণে ৩৬ কোটী টাকা ব্যয়িত হইয়াছে।

(২৩)

(৪) বাগবাজারে অন্নপূর্ণা-ঘাটের মন্দির।

বাগবাজার-ষ্ট্রীট্ ও চিৎপুর রোডের সংযোগ-স্থলের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অন্নপূর্ণার গৃহ ও পাঁচটী শিব-মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানের পশ্চিম-দিকে গঙ্গাতীরে স্নান করিবার একটী বহু প্রাচীন ঘাট আছে। ইহার নাম "অন্নপূর্ণার ঘাট।" উক্ত দ্বিতীয় শিব-মন্দিরের উপরি-ভাগে একটী সংস্কৃত-শ্লোক লিখিত আছে। শ্লোকটী এই:—

শাকে বিলেশয়বিলর্ত্তুবিধৌ বিধায়
চিত্তে বিলাসফলদং গুরুপাদপদ্মম্।
ঈশস্য সংস্থিতিকৃতো দ্বিজবিষ্ণুরামোঽ-
কার্ষীদ্ধি মন্দিরমিদং পরমিষ্টকীর্ত্তিঃ॥ (১)

---

(১) এই শ্লোকটী উদ্ধার করিতে আমাকে বিলক্ষণ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। শ্রীমান্ মানদাপ্রসন্ন সেন, এম্-এ, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীকালীপ্রসন্ন মিত্র ও আমি,—এই কয়েক জনে মই লাগাইয়া ও "কার্বন্-পেপার" দিয়া মন্দির হইতে শ্লোকটী পাড়িয়া আনিলাম। সমস্তই পড়িলাম ও অর্থ করিলাম। এখন দেখিতে পাওয়া গেল, শ্লোকটী "বসন্ততিলক"-ছন্দে রচিত।

মন্দির-প্রতিষ্ঠাতার পরিচয়। "দ্বিজবিষ্ণুরামঃ",—ইনিই বাগবাজার-নিবাসী প্রসিদ্ধ "বিষ্ণুরাম চক্রবর্ত্তী"। ইনি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর অধীনতায় আমীনের কার্য্য করিয়া বিলক্ষণ সম্মান ও ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। চক্রবর্ত্তি-বংশ অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত। বিষ্ণুরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তৎকালে কলিকাতায় একজন সম্মানিত পুরুষ ছিলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ২৭ ফেব্রুয়ারি (১১৭১ বঙ্গাব্দে, ১৯ ফাল্গুন, বুধবার) দিবসে কুমারটুলী-নিবাসী প্রসিদ্ধ গোবিন্দরাম মিত্রের পৌত্র রাধাচরণ মিত্রের ফাঁসির হুকুম হইয়াছিল। ইহা

ভোগ-সুখ-প্রদ গুরু-চরণ-কমল
স্মরণ করিয়া মনে মনে অবিরল
দ্বিজ বিষ্ণুরাম শিব-স্থাপন করিয়া
নিজ অভিলাষ তাহে মিটাইয়া দিয়া
ষোল-শত-অষ্ট-নব্বই শকের বৎসরে
নির্ম্মিলা মন্দির এই মহা-ভক্তি-ভরে।

অর্থ :—"শাকে বিলেশয়বিলর্ত্তু বিধৌ" বিলেশয়=সর্প=৮; বিল=গর্ত্ত=রন্ধ্র=৯; ঋতু=৬; বিধু=চন্দ্র=১। ইহা হইতে ৮৯৬১ রাশি প্রাপ্ত হওয়া গেল। "অঙ্কস্য বামা গতিঃ",—এই নিয়মানুসারে ১৬৯৮ শকাব্দ পাওয়া যাইতেছে। এখন ১৮৫৫ শকাব্দ চলিতেছে। অতএব মন্দিরের বয়স্ এখন ১৫৭ বৎসর। এক্ষণে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই শিব-মন্দিরটী ১৬৯৮ শকাব্দে, ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে বা ১১৮৩ বঙ্গাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তখন ওয়ারেণ-হেষ্টিংস গভর্ণর-জেনারল ছিলেন।

মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির ১০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। রাধাচরণকে বাঁচাইবার জন্য মহারাজ নবকৃষ্ণ প্রভৃতি ৯৫ জন, ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জের নিকটে দরখাস্ত দেওয়ায় রাজা তাঁহার ফাঁসি মকুব করিয়া দিয়াছিলেন। এই ৯৫ জনের মধ্যে শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্যামাচরণের বংশধর রায় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী বাহাদুর ও শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় এখনও এই বংশের গৌরব রক্ষা করিতেছেন। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় চক্রবর্ত্তি-বংশের কৃতী সন্তান। ব্রজেন্দ্রবাবুরই চেষ্টায় শ্লোকটী সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম। বিষ্ণুরাম চক্রবর্ত্তীর বংশধর-গণের মুখে শুনিয়াছি যে, ওয়ারেণ হেষ্টিংস বিলাত যাইবার সময়ে বিষ্ণুরামকে ৫২ বিঘা ভূমি দান করিয়া গিয়াছিলেন।

(২৪)

(৫) কোন্নগরের দ্বাদশ মন্দির।

শ্রীরামপুরের দক্ষিণ ও বালী-উত্তরপাড়ার উত্তর দিকে কোন্নগর গ্রাম গঙ্গাতীরে অবস্থিত। ইহার প্রকৃত নাম 'কোণ-নগর'। কলিকাতার অন্তর্গত হাটখোলার সুপ্রসিদ্ধ মদনমোহন দত্ত মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র হরসুন্দর দত্ত মহাশয় কোন্নগরে দ্বাদশ শিব-মন্দির, চাঁদনী ও বাঁধাঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। এরূপ সুন্দর মন্দির ও ঘাট বর্ত্তমান সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না। ঘাটের উপরিস্থ চাঁদনীর পূর্ব্বভাগে একখানি কৃষ্ণবর্ণ-প্রস্তর-ফলকে নিম্ন-লিখিত শ্লোকটী এখনও দেখিতে পাওয়া যায়:—

"শাকেঽক্ষিবেদধরভূগণিতে তপস্যে
গ্রামেঽত্র কোণনগরে শিবমন্দিরাণি।
সংনির্ম্মমে কলিকত্তানগরীনিবাসী
সশ্রীকদত্তহরসুন্দর ইষ্টনিষ্ঠঃ ॥ (১)

---

(১) উক্ত দ্বাদশ মন্দির, ঘাট ও চাঁদনী নির্ম্মাণ করিতে হরসুন্দর বাবুর অজস্র অর্থ-ব্যয় হইয়াছিল। কত টাকা যে তিনি গঙ্গাগর্ভে ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। স্বর্গত সার্থকচন্দ্র দে মহাশয় কোন্নগরের দক্ষিণ-দিগ্‌বর্ত্তী 'ভদ্রকালী' গ্রামে একটী বৃহৎ ইটখোলার কারবার করিয়াছিলেন। তিনিই মন্দির-নির্ম্মাণের সময় উক্ত দ্বাদশ মন্দির, চাঁদনী ও ঘাট নির্ম্মাণের উপযোগী যাবতীয় ইট, টালি, চূণ, সুরকী প্রভৃতি উপাদান-সামগ্রী দিয়াছিলেন। মন্দির-প্রতিষ্ঠার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে হরসুন্দর বাবু হাসিতে হাসিতে সার্থকচন্দ্রকে বলিলেন, "সার্থক বাবু! আমি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতেছি। আপনার প্রদত্ত জিনিসে আমার মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। আপনি কি উপহার পাইলে সন্তুষ্ট

কলিকাতা (হাটখোলা) নগর-নিবাসী
শ্রীহরসুন্দর দত্ত ইষ্ট-অভিলাষী
সতের-শ-বিয়াল্লিশ-শকাব্দে ফাল্গুনে
সুরধুনী-তীরে 'কোণ-নগর'-পত্তনে
শাস্ত্রের বিধান মত করি প্রতিষ্ঠান
করিল দ্বাদশ-শিব-মন্দির নির্ম্মাণ।

অর্থ। অক্ষি=চক্ষুঃ—২। বেদ=৪। ধর=পর্ব্বত ৭। ভূ=পৃথিবী=১। তপস্যে—ফাল্গুন মাসে। জ্যোতিষ শাস্ত্রের এই অঙ্কগুলি দ্বারা ২৪৭১ শকাব্দ প্রাপ্ত হওয়া গেল; এবং "অঙ্কস্য বামা গতিঃ",—এই নিয়মানুসারে ১৭৪২ শকাব্দ বাহির হইল।

হন, তাহা বলুন। ঝাড়, লণ্ঠন, শাল-দোশালা যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই লউন।" ইহা শুনিয়া সার্থকচন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'আমি এ সকল বস্তু চাহি না। আমার একটী মাত্র চাহিবার বস্তু আছে। আপনার এই বৃহৎ সমারোহে আমি এইমাত্র চাহি যে, প্রত্যহ একখানি করিয়া আপনার দেব-সেবার জন্য যে নৈবেদ্য হইবে ও তাহার আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি থাকিবে, তাহার একদিনের সামগ্রী আমার গুরু-বংশীয় কোন লোক মাসে মাসে বংশানুক্রমে পাইবেন, এইটুকু আমি ইচ্ছা করি।" দত্ত মহাশয় তাহাতেই সম্মত হইলেন। "ভদ্রকালী"-গ্রামে নিস্তারিণী দেবী নাম্নী একটী বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যা ছিলেন। তিনি আমাদের গুরুবংশীয়া। বাল্যকালে আমি তাঁহার সঙ্গে গিয়া দ্বাদশ-মন্দির হইতে নৈবেদ্য ও অন্যান্য জিনিষ আনিতাম। আমরা দুইজনে এত জিনিষ আনিতে পারিতাম না। একটী মুটে করিয়া আনিতে হইত। কথা এই যে, এই নৈবেদ্যাদি দ্বারা একটী ব্রাহ্মণের এক মাসের বিলক্ষণ আহার চলিত। এখন আর সেদিন নাই। মহাত্মা সার্থকচন্দ্র আনুমানিক ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে দেহ-ত্যাগ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামচাঁদ, তৎপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎপুত্র এই প্রবন্ধ-লেখক শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর।—গ্রন্থকার

পূর্ণ শ্লোকটীর অর্থ এই :—"কলিকাতা (হাটখোলা)-নিবাসী যাগ-যজ্ঞ-কর্ম্মাভিলাষী শ্রীহরসুন্দর দত্ত, ১৭৪২ শকাব্দে ফাল্গুন মাসে এই 'কোণনগর'-গ্রামে দ্বাদশ-শিব-মন্দির নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করিলেন।" সুতরাং ১২২৭ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন-মাসে বা ১৮২১ খৃষ্টাব্দে ১১ ফেব্রুয়ারি হইতে ১২ মার্চ্চের মধ্যেই এই দ্বাদশ-শিব-মন্দির নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

(২৫)

(৬) গঙ্গাবাসে হরিহর-মন্দির।

কথিত আছে যে, একদিন একজন শৈব ও একজন বৈষ্ণব নবদ্বীপাধিপতি 'মহারাজ-রাজেন্দ্র' কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় আসিয়া এক জন স্বীয় উপাস্য দেবতা হর, এবং আর একজন নিজ উপাস্য দেবতা হরির পক্ষ অবলম্বন করিয়া ঘোরতর তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিলেন। মহারাজ স্বয়ং এবং সভাস্থ পণ্ডিত-মহাশয়-গণ নিরতিশয় বিরক্ত ও ব্যথিত-হৃদয় হইয়া উঠিলেন। সেই দিনই কৃষ্ণচন্দ্র, জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রকে কহিলেন—"তুমি অদ্যই গঙ্গাতীরে আমার জমিদারীর মধ্যে একটী পবিত্র রম্য স্থান নির্ব্বাচন করিয়া আইস। আমি সত্বর সেই স্থানে হরি-হর-মূর্ত্তি-স্থাপন করিব"। শিবচন্দ্র নবদ্বীপের অনতিদূরে পূর্ব্বদিকে একটী স্থান নির্ব্বাচন করিয়া আসিলেন। স্থানটীর নাম 'গঙ্গাবাস'। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই গঙ্গাবাস-নামক স্থানে একটী অদ্ভুত হরিহর-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া স্বীয় সভা-পণ্ডিত, প্রসিদ্ধ কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয় দ্বারা হরি-হর-মূর্ত্তির অভেদ-সূচক একটী সংস্কৃত কবিতা রচনা করাইয়া

লইলেন এবং মন্দিরের গাত্রে একখানি প্রস্তর-ফলকে ইহা সংস্থাপিত করিয়া দিলেন। শ্লোকটী এই :—

গঙ্গাবাসে বিধিশ্রুত্যনুগতসুকৃতক্ষৌণিপালে শকেঽস্মিন্
শ্রীযুক্তো বাজপেয়ী ভুবি বিদিতমহারাজরাজেন্দ্রদেবঃ।
ভেত্তুং ভ্রান্তিং মুরারিত্রিপুরহরভিদামজ্ঞতাং পামরাণা-
মদ্বৈতব্রহ্মরূপং হরিহরমুময়াঽস্থাপয়ল্লোলয়া চ ॥

(বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারস্য)

হরি এক বস্তু, আর এক বস্তু হর,—
এই ভেদ মনে যারা রাখে নিরন্তর,
সে সব পাপীর ভ্রান্তি দূর করিবারে
বাসনা হইল কৃষ্ণচন্দ্রের অন্তরে।
কৃষ্ণচন্দ্র 'মহারাজ-রাজেন্দ্র' নৃপতি,
বাজপেয় যজ্ঞে যাঁর বিপুল সুখ্যাতি,
শকাব্দ ষোড়শ-শত-অষ্ট-নব্বইয়েতে
গঙ্গাতীরে 'গঙ্গাবাস'-নামক স্থানেতে
হরি-হর-মূর্ত্তি তিনি করেন স্থাপন,
পরম অদ্ভুত কিবা ইহার গঠন।
দুর্গাকে হরির কোলে স্থাপন করিয়া,
লক্ষ্মীকে হরের কোলে বসাইয়া দিয়া,
দেখালেন কোন ভেদ নাই হরি-হরে,
রে পামর! ভেবে দেখ বারেক অন্তরে!

গঙ্গাবাসে—নবদ্বীপের অনতিদূরে পূর্ব্বদিকে 'গঙ্গাবাস'-নামক একখানি গ্রামে।

বিধিশ্রুত্যমুগতসুকৃতক্ষৌণিপালে শকে—বিধিশ্রুতি = ব্রহ্মার কর্ণ = ৮; সুকৃত = পুণ্য = ৯; ক্ষৌণি-পাল = রাজা = ১৬। অতএব 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ,' এই নিয়মানুসারে ১৬৯৮ শকাব্দ পাওয়া গেল। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ১৬৯৮ শকাব্দে, ১৮৩৩ সংবতে, ১১৮৩ বঙ্গাব্দে বা ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে হরি-হর-মন্দিরটী স্থাপিত হইয়াছিল।

বাজপেয়ী—মহারাজ-রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র বহুব্যয় করিয়া বাজপেয়-যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া 'বাজপেয়ী' উপাধি তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মহারাজ-রাজেন্দ্র-দেবঃ—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং বিদ্বান্ ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তিনি বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণকে বহু ব্রহ্মত্র-ভূমি প্রদান করিয়া স্বীয় বদান্যতা দেখাইয়া ছিলেন। তাঁহার সভা, বিক্রমাদিত্যের সভার ন্যায়, নবরত্নে বিভূষিত ছিল। তাঁহারই সময়ে বিদ্যাপীঠ নবদ্বীপ ন্যায়-শাস্ত্র-শিক্ষা-দানের কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল। ধনকুবের ফতেচাঁদ জগৎশেঠ কৃষ্ণচন্দ্রের পরম-বন্ধু ছিলেন। তিনি দিল্লীর বাদসাহকে কৃষ্ণচন্দ্রের গুণগ্রাম বর্ণনা করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহার ফলে, দিল্লীর বাদসাহ, জগৎশেঠের মারফৎ কৃষ্ণচন্দ্রকে 'মহারাজ-রাজেন্দ্র' এই উপাধি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র তৎকালে সমগ্র বাঙ্গালা-দেশে ব্রাহ্মণ-সমাজের শিরোমণি ছিলেন বলিয়া কবি এই শ্লোকে তাঁহাকে 'দেব' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শেষোক্ত দুই চরণের অর্থ এই:—যাঁহারা হরি ও হর,—এই দুই দেবতার মধ্যে প্রভেদ-কল্পনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা অতি

পামর ও অজ্ঞানান্ধ। তাঁহাদের ভ্রান্তি দূরীভূত করিবার নিমিত্তই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, হরের গৃহিণী দুর্গাকে হরির ক্রোড়ে, এবং হরির গৃহিণী লক্ষ্মীকে হরের ক্রোড়ে স্থাপন করাইয়া হরি-হর-মূর্ত্তির অদ্বৈত-ব্রহ্ম-রূপ কল্পনা করিয়াছেন।

ইতিহাস-শ্লোকাঃ

(২৬)

কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজ।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেকলে-সাহেব কলিকাতাস্থ বর্ত্তমান সংস্কৃত-কলেজ উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন। তৎকালে প্রসিদ্ধ কাব্য-শাস্ত্রাধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার এবং তাঁহার বিখ্যাত আলঙ্কারিক ছাত্র প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় সংস্কৃত-কলেজের অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন। হোরেস্-হেম্যান্ উইল্‌সন্ সাহেব সংস্কৃত-কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি কিছুদিন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকটে মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত-ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। কলেজ উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইলে তর্কালঙ্কার মহাশয় মনের দুঃখে নিম্ন-লিখিত শ্লোকটী লিখিয়া অক্সফোর্ডে উইল্‌সন্ সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন :—

অস্মিন্ সংস্কৃতপাঠসদ্মসরসি ত্বৎস্থাপিতা যে সুধী-
হংসাঃ কালবশেন পক্ষরহিতা দূরং গতে তে ত্বয়ি।
তত্তীরে নিবসন্তি সংহিতশরা ব্যাধাস্তদুচ্ছিত্তয়ে
তেভ্যস্তান্ যদি পাসি পালক তদা কীর্ত্তিশ্চিরং স্থাস্যতি॥

(জয়গোপাল তর্কালঙ্কারস্য)

হে সাহেব উইল্‌সন্! করি নিবেদন,
কৃপা করি' তুমি ইহা করহ শ্রবণ,—
"সংস্কৃত-পাঠশালা" রম্য জলাশয়,
নির্ম্মাণ করিয়া তাহা ওহে মহাশয়!
সুপণ্ডিত-হংস-গণে রেখেছ পুষিয়া,
তাঁদের দুর্গতি আজ দেখহ আসিয়া!
বহুদূরে গিয়া তুমি করিছ বিরাজ,
কাল-বশে পক্ষ-হীন তাঁরা সবে আজ।
হায় রে কয়েক জন দুষ্ট ব্যাধ আসি
লইয়া শাণিত শর তীরে আছে বসি'।
সেই সুধী-হংস-গণে বধিবার তরে
তাহাদের অভিলাষ হ'য়েছে অন্তরে।
সেই হংস-গণে রক্ষা করিয়া এখন
রেখে দাও নিজ কীর্ত্তি, ওহে উইল্‌সন্!

তৎকালে মহাত্মা উইল্‌সন্ সাহেব "অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে" সংস্কৃত-ভাষায় "বোডেন্ প্রোফেসর" ছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি স্বীয় গুরু জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মর্ম্ম-বেদনা-সূচক পত্রখানি পাইয়া অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ

হইতে সংস্কৃত-ভাষা কথনই উঠিবে না,—এই মর্ম্মে উইল্‌সন্ সাহেব অক্সফোর্ড হইতে নিম্ন-লিখিত ৪টী শ্লোক লিখিয়া কলিকাতায় জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন:—

(ক)

বিধাতা বিশ্বনির্ম্মাতা হংসাস্তৎপ্রিয়বাহনম্।
অতঃ প্রিয়তরত্বেন রক্ষিষ্যতি স এব তান্॥

যাহা কিছু নিরীক্ষণ কর এই ভবে,
ব্রহ্মার সৃষ্টির মধ্যে জেনো সেই সবে।
হংসও হইল তবে ব্রহ্মার রচন,
পুনশ্চ ব্রহ্মার তাহা হইল বাহন।
তাই ত ব্রহ্মার হংস দেখি প্রিয়তর,
ব্রহ্মা রক্ষা করিবেন তাঁরে নিরন্তর!

(খ)

অমৃতং মধুরং সম্যক্ সংস্কৃতং হি ততোঽধিকম্।
দেবভোগ্যমিদং যস্মাদ্ দেবভাষেতি কথ্যতে॥

অমৃত মধুর বস্তু জানিও সতত,
তা হ'তে মধুরতর ভাষা সংস্কৃত।
তাই ত দেবতা-গণ পরম-আদরে
সংস্কৃত-ভাষা-রস পিয়ে প্রাণ-ভ'রে।
এই কথা মনে তুমি রেখো অবিরাম,—
সংস্কৃত পাইয়াছে 'দেবভাষা' নাম!

(গ)

ন জানে বিদ্যতে কা সা স্বাদুতাঽত্রৈব সংস্কৃতে।
সর্ব্বদৈব সমুন্মত্তা যয়া বৈদেশিকা বয়ম্॥

না জানি বা সংস্কৃত ভাষার কি রস,
এ রস করিলে পান সবাই অবশ।
আমরা বিদেশী লোক বিদেশে থাকিয়া
এই রস-পানে আছি উন্মত্ত হইয়া!

(ঘ)

যাবদ্ ভারতবর্ষং স্যাদ্ যাবদ্ বিন্ধ্যহিমাচলৌ।
যাবদ্ গঙ্গা চ গোদা চ তাবদেব হি সংস্কৃতম্॥

(হোরেস্-হেম্যান্-উইল্‌সন্-সাহেবস্য)

থাকিবে ভারত-বর্ষ যতকাল ধরি,'
থাকিবেক যতকাল বিন্ধ্য-হিম-গিরি,
গঙ্গা গোদাবরী নদী যতকাল রবে,
ততকাল 'সংস্কৃত' জীবিত রহিবে!

যে দিন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় অক্সফোর্ডে উইল্‌সন্-সাহেবকে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই দিনই তদীয় ছাত্র প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ও লর্ড মেকলে-সাহেবের প্রতি কটাক্ষপাত-পূর্ব্বক নিম্ন-লিখিত শ্লোকটী লিখিয়া উইল্‌সন্ সাহেবের নিকটে অক্সফোর্ডে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন :—

গোলশ্রীদীর্ঘিকায়া বহুবিটপিতটে কোলিকাতানগর্য্যাং
নিঃসঙ্গো বর্ত্ততে সংস্কৃতপঠনগৃহাখ্যঃ কুরঙ্গঃ কৃশাঙ্গঃ।
হন্তুং তং ভীতচিত্তং বিধৃতখরশরো 'মেকলে'-ব্যাধরাজঃ
সাশ্রু ব্রূতে স ভো ভো উইলসনমহাভাগ মাং রক্ষ রক্ষ॥

(প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশস্য)

কলিকাতা-নগরীতে গোলদীঘি-তীরে
বহুবিধ বৃক্ষগণ রহে থরে থরে।
"সংস্কৃত-পাঠশালা"-নামক কুরঙ্গ
কৃশাঙ্গ হইয়া তথা রহিছে নিঃসঙ্গ।
"মেকলে-সাহেব"-নামে এক ব্যাধ-রাজ
লইয়া শাণিত শর করিছে বিরাজ।
কুরঙ্গ প্রাণের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া
কহিতেছে অশ্রুজল নিক্ষেপ করিয়া,—
হায় হায় প্রাণ যায়, ওহে উইল্‌সন্!
কৃপাময়! কৃপা করি' রক্ষ হে এখন!

উইল্‌সন্ সাহেব, কিছুদিন প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের সতীর্থ্য ছিলেন, কারণ উভয়েই জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ছাত্র। বাল্যবন্ধু তর্কবাগীশ মহাশয়ের শ্লোকটী পাইয়া তদুত্তরে তিনিও নিম্ন-লিখিত শ্লোকটী লিখিয়া তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন :—

নিষ্পিষ্টাপি পরং পদাহতিশতৈঃ শশ্বদ্ বহুপ্রাণিনাং
সন্তপ্তাপি করৈঃ সহস্রকিরণেনাগ্নিস্ফুলিঙ্গোপমৈঃ।
ছাগাদ্যৈশ্চ বিচর্ব্বিতাপি সততং মৃষ্টাপি কুদ্দালকৈ-
দূর্ব্বা ন ম্রিয়তে কৃশাপি নিতরাং ধাতুর্দয়া দুর্ব্বলে ॥ (১)

(হোরেস্-হেম্যান্-উইল্‌সন্-সাহেবস্য)

কি দুর্ব্বল দূর্ব্বা-ঘাস ভাব একবার,
সহিতেছে দিবানিশি কত অত্যাচার!
তাহার উপর দিয়া শত শত প্রাণী
মাড়াইয়া যাইতেছে দিবস-যামিনী।
অগ্নি-সম কর-জাল বিস্তার করিয়া
দিতেছে প্রচণ্ড সূর্য্য তাহা ঝলসিয়া।
মুড়াইয়া খাইতেছে ছাগাদির পাল,
চাঁচিয়া ফেলিছে লোক লইয়া কোদাল।
দূর্ব্বার অদৃষ্টে হায় কত কষ্ট রয়,
তথাপি তাহার দেখ মৃত্যু নাহি হয়।
পৃথিবীতে দুর্ব্বলের না আছে সম্বল,
একমাত্র বিধাতাই দুর্ব্বলের বল!

(২৭)

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কাউয়েল সাহেব কলিকাতাস্থ সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ইহার কিছু পূর্ব্বে সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

(১) পূজ্যপাদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে ৫২ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত শ্লোক গুলি সংগ্রহ করিয়াছিলাম।—গ্রন্থকার

মহাশয় সরকারী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার বহুপূর্ব্ব হইতেই প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক ও সাহিত্যজ্ঞ সুপণ্ডিত প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় সংস্কৃত-কলেজে অধ্যাপনা করিয়া আসিতেছিলেন। তর্কবাগীশ মহাশয় যখন অলঙ্কার-শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতেন, তখন কাউয়েল-সাহেব কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াও ছাত্রগণের সঙ্গে একত্র বসিয়া পাঠ শ্রবণ ও গ্রহণ করিতেন। সাহেব মহোদয়, প্রেমচন্দ্রের নিরতিশয় সারল্য ও কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছিলেন কিন্তু সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রেমচন্দ্রের বিরুদ্ধে সাহেবের নিকটে দুই এক কথা বলিয়াছিলেন। প্রেমচন্দ্র সরল-স্বভাব ও নিরপরাধ। তিনি সাহেবের সম্মুখে দোষারোপের কোনরূপ প্রতীকারের চেষ্টা না করিয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি সাহেবকে মেঘ ও আপনাকে চাতক সাজাইয়া নিম্ন-লিখিত শ্লোকটী সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছিলেনঃ—

ত্বামেবাভ্যুদিতং নিরীক্ষ্য দুরবগ্রাহোগ্রতাপাকুলঃ
ক্ষামানুৎক্রমণোন্মুখান্ কথমপি প্রাণানহং ধারয়ে।
ত্বঞ্চেদঞ্চসি বারিবাহ বহতো বাতস্য দুশ্চেষ্টয়া
বৈমুখ্যং তদহো ত্বদেকগতিকো হাহা হতশ্চাতকঃ।

(প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশস্য)

দুঃসহ গ্রীষ্মের তাপে হইয়া তাপিত
মোর ক্ষীণ প্রাণ-বায়ু হ'ল ওষ্ঠাগত।
হে মেঘ! তোমারি জল খাইব বলিয়া
প্রাণ ধ'রে আছি শুধু তোমারে চাহিয়া।

হায় যদি তুমি দুষ্ট বায়ুর ছলনে
বিমুখ আমার প্রতি হও হে এক্ষণে,
তবে আর আশ্রিতের কে আছে আশ্রয়,
মরিল চাতক হায়! মরিল নিশ্চয়!

(২৮)

প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর-মাস হইতে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর-মাস পর্য্যন্ত কলিকাতাস্থ সংস্কৃত-কলেজে সাহিত্য, অলঙ্কার ও ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে জুলাই-মাসে ন্যায়-শাস্ত্রের অধ্যাপক নাথুরাম শাস্ত্রী ৬ মাসের ছুটী লইলেন। অলঙ্কারের অধ্যাপকের পদ শূন্য হওয়ায় সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ হোরেস্ হেম্যান্ উইলসন্ সাহেব একদিন কলেজে আসিয়া উপস্থিত লইলেন। তখন প্রেমচন্দ্র ন্যায়-শ্রেণীতে বসিয়া ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে-ছিলেন। সাহেব মহাশয় হাসিতে হাসিতে প্রেমচন্দ্রকে বলিলেন, "তুমি অদ্য হইতেই অলঙ্কার-শাস্ত্র পড়াইতে আরম্ভ কর।" তখন প্রেমচন্দ্র হৃষ্টচিত্তে অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি স্থায়িভাবে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবসর গ্রহণ-কালে সংস্কৃত-কলেজে একটি সভা হইয়াছিল। তাৎকালিক অধ্যক্ষ ই-বি কাউয়েল সাহেব সভাপতি ছিলেন। প্রেমচন্দ্রের প্রতি তাঁহার নিরতিশয় শ্রদ্ধা ও সম্মান ছিল। প্রেমচন্দ্রের অভাবে সংস্কৃত-কলেজের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইবে, ইহা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার চক্ষু দিয়া জল আসিল তখন সাহেব মহাশয়

নিম্ন-লিখিত স্বরচিত দুইটী শ্লোক দিয়া প্রেমচন্দ্রকে অভিনন্দিত করিলেন। শ্লোক দুইটী এই ;—

(ক)

আশাঃ সর্ব্বাস্তিমিরবলিতা অস্তলীনোঽংশুমালী-
ত্যুৎকণ্ঠাধোমুকুলিতদৃশোঽপ্যাকুলায়া নলিন্যাঃ।
অন্তঃপুষ্পং প্রতিনিধিরভূৎ স্বর্ণবর্ণাভরেণু-
শ্চিন্তারূঢ়া বিরহিহৃদয়ে প্রোষিতস্যেব মূর্ত্তিঃ॥

(কাউয়েল সাহেবস্য)

চলিলেন অস্তাচলে সূর্য্য ধীরে ধীরে,
দশ দিক্ পরিপূর্ণ হ'ল অন্ধকারে।
ব্যাকুল হইয়া তাই নলিনী এখন
মনোদুঃখে অধোমুখে মুদিল নয়ন।
নলিনীর হৃদি রেণু সুবর্ণ-বরণ
প্রতিনিধি রাখি' সূর্য্য করিলা গমন।
বিরহিণী-হৃদি যথা বিরহী প্রবাসী
রেখে যায় নিজ মূর্ত্তি-চ্ছায়া দিবানিশি!

(খ)

অধীয়ানস্তর্কবিদ্যাং বিদ্যামন্দিরমধ্যগঃ।
অলঙ্কারাধ্যাপনায়াং উইল্‌সননিয়োজিতঃ॥

(কাউয়েল সাহেবস্য)

ছাত্র হইয়াও সংস্কৃত-কলেজেতে
ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে করিতে
অলঙ্কার-শাস্ত্র-শিক্ষা-দান করিবারে
উইল্‌সন নিয়োজিত করেন তাঁহারে।

মন্তব্য। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ২৩ জানুয়ারী কাউয়েল-সাহেবের জন্ম হয়। বাল্যকালে তিনি স্যার্ উইলিয়ম্ জোন্সের সংস্কৃত গ্রন্থগুলি পড়িয়া সংস্কৃত-ভাষার প্রতি নিতান্ত অনুরাগী হইয়াছিলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হোরেস্ হেম্যান্ উইল্‌সন্-সাহেবের নিকটে তিনি সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

কাউয়েল-সাহেব সংস্কৃত-ভাষায় কিরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তাহা (ক) শ্লোকটী পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। শ্লোকটী যেরূপ সরল ও মধুর, সেইরূপ স্বভাব-ঘটিত ও হৃদয়গ্রাহী। পাঠকগণ এখন বুঝিয়া দেখুন, সাহেব হইয়াও কাউয়েল এরূপ সুন্দর কবিতা লিখিতে পারিতেন।

(২৯)

কথিত আছে যে, আলীবর্দ্দী খাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার দৌহিত্র সিরাজ-উদ্দৌলা মাতামহের শ্রাদ্ধোপলক্ষে হিন্দুদিগের ন্যায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে বিদায় দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তৎকালে ব্রাহ্মণ-সমাজের নেতা ছিলেন। সিরাজ মুরশিদাবাদ-দরবারে কৃষ্ণচন্দ্রকে ডাকাইয়া আনিয়া কহিলেন, “রাজা কৃষ্ণচন্দ্র! হিন্দুদিগের ন্যায় আমিও মাতামহের শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায় করিব। তোমরা সংস্কৃত শ্লোক লিখিয়া যেরূপে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-গণকে নিমন্ত্রণ কর, আমিও সেইরূপ করিব। অতএব এক

মাসের মধ্যেই শ্লোক লিখিয়া আমার দরবারে আসিবে, এবং কত টাকা খরচ পড়িবে তাহাও বলিবে।” মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র “যে আজ্ঞা, জাঁহাপনা!” বলিয়া চলিয়া আসিলেন। গুপ্তিপাড়া-নিবাসী ৺বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্রের সভা-পণ্ডিত ছিলেন। তিনিই নিম্ন-লিখিত শ্লোকটী রচনা করিয়াছিলেন:—

খোদাপাদারবিন্দদ্বয়ভজনপরো মাতৃতাতো মদীয়
আলীবর্দ্দীনবাবো বিবিধগুণযুতোঽল্লামুখঃ পশ্চিমাস্যঃ।
মর্ত্ত্যং দেহং জহৌ স্বং মুনসরমুলুকঃ সীরজদ্দৌলনামা
যাচেঽহং মাং ভবন্তো গলধৃতবসনো শুদ্ধতাং সংনয়ন্তাম্॥

(বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারস্য)

আলীবর্দ্দী-খাঁ নবাব বাঙ্গালার পতি,
মহা গুণবান্ বলি' ছিল তাঁর খ্যাতি।
খোদার শ্রীপাদ-পদ্মে মন স'পে দিয়া
পশ্চিমে মক্কার দিকে মুখ ফিরাইয়া
'আল্লা' 'আল্লা' পুণ্য-নাম বলিতে বলিতে
দেহত্যাগ ক'রেছেন তিনি বিধিমতে।
শ্রাদ্ধের সময় তাঁর উপস্থিত প্রায়,
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-গণে করিব বিদায়।
তিনি মাতামহ,—আমি দৌহিত্র সিরাজ,
গল-লগ্নী-কৃত-বাসে এই ভিক্ষা আজ,—
কৃপা করি' মোর গৃহে করি' পদার্পণ
শুদ্ধ করি' দাও মোরে হে ব্রাহ্মণ-গণ!

নীতি-শ্লোকাঃ।

(৩০)

মূর্খ লোক বহুবাক্য বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করে, কিন্তু বিদ্বান্ লোক অধিক কথা বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করে না। ইহাই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয় :—

সম্পূর্ণকুম্ভো ন করোতি শব্দম্
অর্দ্ধো ঘটো ঘোষমুপৈতি নূনম্।
বিদ্বান্ কুলীনো ন করোতি গর্ব্বং
গুণৈর্বিহীনা বহু জল্পয়ন্তি ॥

জলপূর্ণ কুম্ভ হ'তে শব্দ নাহি সরে,
কিন্তু অর্দ্ধজল ঘট মহাশব্দ করে।
বিদ্বান্ কুলীন নাহি করে অহঙ্কার,
হায় রে মূর্খের কিন্তু মুখখানি সার!

(৩১)

মহাবিদ্বান্, অল্পবিদ্বান্ ও মহামূর্খ,—এই তিন জনের পার্থক্য কিরূপ, তাহাই কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে নির্ণয় করিতেছেন :—

শব্দায়তে শ্রুতিকঠোরমলং জলেন
হীনো ঘটোঽর্দ্ধসলিলাদপি রৌতি ঘোরম্।
পূর্ণোঽরবো ভবতি যৎ তদয়ং বিশেষো
বিদ্যাবতোঽল্পবিদুষঃ খলু বালিশস্য ॥

জলশূন্য ঘট কাণ ঝালাপালা করে,
অর্দ্ধজল থাকিলেও কটুরব ধরে।
কিন্তু যদি সেই ঘট জলপূর্ণ রয়,
কিছুমাত্র শব্দ তার কভু নাহি হয়।
তাই বলি এসংসারে হেন মনে লয়,
এই তিনরূপ ঘটে প্রভেদ যা রয়,
বিষম গোমূর্খ, আর অত্যল্প বিদ্বান্,
পরম পণ্ডিত,—তিনে তাই বিদ্যমান!

(৩২)

লোকে পুত্রকে "সুখের সামগ্রী" বলিয়া থাকে। কি কারণে তাহাকে প্রকৃত সুখের সামগ্রী বলা যাইতে পারে না, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে:—

জায়মানো হরেদ্ দারান্ বর্দ্ধমানো হরেদ্ ধনম্।
ম্রিয়মাণো হরেৎ প্রাণান্ কথং পুত্রঃ সুখাবহঃ॥

জননীর প্রাণ হরে জন্মিতে জন্মিতে,
জনকের ধন হরে বাড়িতে বাড়িতে;
মরিতে মরিতে হায় অমনি তখন
জনকের জননীর হরিবে জীবন।
পুত্রের হইল যদি হেন ব্যবহার,
তাহারে সুখের বস্তু কে বলিবে আর!

(৩৩)

সুপুত্রের কি কি গুণ থাকে, তাহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে:—

পাত্রং ন তাপয়তি নৈব মলং প্রসূতে
স্নেহং ন সংহরতি নৈব গুণান্ ক্ষিণোতি।
দ্রব্যাবসানসময়ে চলতাং ন ধত্তে
সৎপুত্র এব কুলসদ্মনি কোঽপি দীপঃ॥

যে পাত্রে থাকিবে, তাহা তপ্ত নাহি করে,
কারেও মলিন নাহি করে এ সংসারে;
নাহি করে কিছুমাত্র স্নেহের ব্যত্যয়,
যত গুণ থাকে, তার নাহি করে ক্ষয়;
যত কিছু সার দ্রব্য হ'লে অবসান,
কিছুতেই কভু নাহি হয় ম্রিয়মাণ;
সদ্বংশে সুপুত্র-দীপ কি আশ্চর্য্য হায়,
নিবিয়াও কভু দেখ নিবিতে না চায়!

(৫৪)

কুপুত্রের কি কি দোষ থাকে, তাহাই এই শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে :—

পিত্রোর্নৈব বচঃ শৃণোতি দিবসত্যাগে ব্রজত্যালয়ং
যান্তীভির্যুবতীভিরধ্বনি মুহুঃ কৌতূহলং বিন্দতি।
বন্ধূনামুপদেশবাচি বদতি ক্রোধৈকতানং বচঃ
সাধূন্ নিন্দতি দুর্জনঞ্চ মনুতে মিত্রং কুপুত্রঃ সদা॥

পিতার মাতার কথা গ্রাহ্য নাহি করে,
রাত্রিকালে ঘরে ফিরে সারাদিন রে;

সুন্দরী রমণী যত যায় পথ দিয়া,
রঙ্গভঙ্গ করে তাহাদিগকে দেখিয়া;
বন্ধু যদি হিত কথা কহে কাছে গিয়া,
ক্রোধভরে কত কথা দেয় শুনাইয়া;
দুষ্টের উপরি তুষ্ট, শিষ্টে করে রোষ,
কুপুত্র হইলে তার এই সব দোষ!

(৩৫)

সন্দেহ উপস্থিত হইলে কোন্ দুইটী কার্য্য করা উচিত, এবং কোন্ দুইটী কার্য্য করা অনুচিত, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে ঃ—

দ্বে কুর্য্যাদ্ দ্বে ন কুর্য্যাচ্চ সন্দেহে সমুপস্থিতে।
কুর্য্যাদ্ মূত্রপুরীষে দ্বে ন কুর্য্যাদ্ গমনাশনে॥

করিবে দুইটী কার্য্য সন্দেহ যখন,
অন্য দুটী কার্য্য কিন্তু না ক'রো কখন।
ইচ্ছা হ'লে মল-মূত্র ত্যাগ করিবার,
অমনি করিবে তাহা, বিলম্ব না তার।
কিন্তু কভু না করিবে গমন ভোজন,
এই উপদেশ নিত্য করিবে স্মরণ।

(৩৬)

কথিত আছে, একদিন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বলুন দেখি, ঘড়ী দিবানিশি

টক্‌টক্‌ শব্দ করিতেছে কেন?" তদুত্তরে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় এই শ্লোকটী বলিয়াছিলেন :—

অলভ্যং যদায়ুঃপলং স্বর্ণভারৈ-
রহো যাতি দণ্ডো বৃথা যাতি যামঃ।
দিনঞ্চ ত্রিযামা প্রমাদান্নরাণাম্
ইতীবানিশং ঘোষয়ন্তী ঘটীয়ম্॥

(বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারস্য)

রাশি রাশি স্বর্ণ-মুদ্রা কর বিতরণ,
তবু পল-মাত্র আয়ুঃ না হয় বর্দ্ধন।
কিবা দণ্ড, কি প্রহর, দিবস-যামিনী
বৃথা যাইতেছে, হায় দেখ মনে গণি!
ইহাই দেখায়ে দিতে চক্ষের উপর
টক্‌-টক্‌ শব্দ করে ঘড়ী নিরন্তর!

(৩৭)

ভূমণ্ডলের যাবতীয় জীব, জীবন-সংগ্রামে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকে ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ :—

ভেকো ধাবতি তঞ্চ ধাবতি ফণী সর্পং শিখী ধাবতি
ব্যাধো ধাবতি কেকিনং বিবিধশাদ্ ব্যাঘ্রোঽপি তং ধাবতি।
স্বস্বাহারবিহারসাধনবিধৌ সর্ব্বে জনা ব্যাকুলাঃ
কালস্তিষ্ঠতি পৃষ্ঠতঃ কচধরঃ কেনাপি নো দৃশ্যতে॥

ভেকের পশ্চাদ্-ভাগে ছুটিতেছে ফণী,
ময়ূর ফণীর পিছে ছুটিছে তখনি;
ময়ূরের পিছে ব্যাধ ছুটিছে সত্বর,
ব্যাধের পিছনে ব্যাঘ্র ছুটে নিরন্তর;
সাধিবারে নিজ নিজ আহার বিহার
এ সংসারে সকলেই ব্যস্ত অনিবার।
পশ্চাতে র'য়েছে যম কেশ-গুচ্ছ ধরি',
হায় রে কেহই ইহা না দেখে বিচারি'!

(৩৮)

যখন কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পতঙ্গ, ভৃঙ্গ ও মৎস্য, এই পঞ্চ জীবের প্রত্যেকেই এক এক ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণত্যাগ করে, তখন যে সুদুর্জয় পঞ্চ ইন্দ্রিয় একত্র হইয়া একটী মনুষ্যের প্রাণ সংহার করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি! ইহাই কোন কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন:—

কুরঙ্গমাতঙ্গপতঙ্গভৃঙ্গ-
মীনা হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ।
একঃ প্রমত্তো ন কথং হতঃ স
যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ॥

শ্রুতি-সুখ হেতু মৃগ প্রাণত্যাগ করে,
স্পর্শ-সুখ হেতু হস্তী প্রাণে যায় ম'রে।
দৃষ্টি-সুখ হেতু মরে পতঙ্গের দল,
ঘ্রাণ-সুখ হেতু মরে ভ্রমর সকল।

আস্বাদন-সুখ হেতু মৎস্যগণ মরে,
হায় রে ইন্দ্রিয়-সুখ! বলিহারি তোরে!
এ সংসারে এক এক ইন্দ্রিয় যখন
নষ্ট করে এক এক জীবের জীবন,
তখন যে এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দুর্জ্জয়
এক নরে বিনাশিবে, তাহে কি বিস্ময়!

(৩৯)

যখন কোন মহাত্মা লোক, অন্য কোন মহাত্মা লোকের আশ্রয়ে গমন করেন, তখন শেষোক্ত মহাত্মা লোক পূর্ব্বোক্ত মহাত্মা লোককে মাথায় তুলিয়া রাখেন। কিন্তু যখন শেষোক্ত মহাত্মা লোক পূর্ব্বোক্ত মহাত্মা লোকের আশ্রয়ে গমন করেন, তখন পূর্ব্বোক্ত মহাত্মা লোক শেষোক্ত মহাত্মা লোককে শিরোধার্য্য করিয়া রাখেন। রেফের সহিত মহাত্মার তুলনা করিয়া কবি এই শ্লোক রচনা করিয়াছেন:—

যাতঃ পরেণ স্বশিরে বিধার্য্যতে
য আগতে সদ্ম নিজং নতঃ স হি।
প্রায়ঃ পরস্য দ্বিগুণত্বমীহতে
রেফেণ তুল্যো হি মহাত্মপুরুষঃ॥ (১)

---

(১) টিপ্পনী—অকারান্ত "শির"-শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। "পিণ্ডং দদ্যাদ্ গয়াশিরে"। "শিরোবাচী শিরোহদন্তো রজোবাচী রজস্তথা"—ভানুজিদীক্ষিত

রেফ গিয়া যে বর্ণের আশ্রয় লইবে,
অমনি সে বর্ণ তারে মাথায় রাখিবে।
রেফের আশ্রয়ে কিন্তু যে বর্ণ আসিবে,
রেফ নীচে থাকি' তারে মাথায় তুলিবে।
যখনি বসিবে রেফ মাথায় যাহার,
দ্বিগুণ করিবে প্রায় অবস্থা তাহার;
তাই বলি, এ সংসারে মহাত্মা যে জন,
তাঁহার অবস্থা হয় রেফের মতন!

(৪০)

গুণী লোকই গুণীর গুণ বুঝিতে পারেন, কিন্তু নিগুর্ণ লোক গুণীর গুণ বুঝিতে পারে না। ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ:—

সংগৃহ্লাতি গুণী গুণং হি গুণিনো গৃহ্লাতি তং নাগুণী
দূরারণ্যনিকেতনোঽপি মধুপো প্রাপ্যৈব তৎ পঙ্কজম্।
তৎক্ষৌদ্রং পরিসেবতে হি নিতরামাকণ্ঠমুৎকণ্ঠিতো
ভেকস্তন্নিকটস্থিতোঽপি নিয়তং খাদত্যহো কর্দ্দমম্॥

গুণীই গুণীর গুণ বুঝে বিলক্ষণ,
অগুণী গুণীর গুণ না বুঝে কখন।
দূর বন হইতেও ভ্রমর আসিয়া
পদ্ম-মধু টুকু খায় আকণ্ঠ পূরিয়া।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য হায়, দেখ এ সংসারে,
নিকটেও থেকে ব্যাঙ্ কাদা খেয়ে মরে!

(৪১)

কিরূপ ছাত্রকে গুরুর শিক্ষাদান করা উচিত ও অনুচিত, তাহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

যশ্চাত্রঃ শ্রুতমাত্রমর্থমখিলং গৃহ্লাতি স শ্রাব্যতাং
যো বেত্তি দ্বিরুদাহৃতং কৃতফলং তত্রাপি বক্তুর্বচঃ।
যস্তু স্পষ্টমনেকশোঽপ্যভিহিতং নাবৈতি লেখ্যার্থতাং
ধিক্ তং তৎপিতরৌ ধিগেব নিতরাং ধিক্ তদ্গুরুং গর্দ্দভম্॥

যে ছাত্র শুনিবামাত্র অর্থ বুঝে মনে,
তাহারেই শিক্ষা দিবে বিশেষ যতনে।
যে ছাত্র দু-বার শুনি' অর্থ বুঝে লয়,
তাহাকেও শিক্ষা দেওয়া উচিত নিশ্চয়।
বার বার স্পষ্ট স্পষ্ট ক'রেও শ্রবণ,
যে ছাত্র প্রকৃত অর্থ না বুঝে কখন,
ধিক্ সেই ছাত্র, ধিক্ মাতাপিতা তার,
আর শত ধিক্ তার গর্দ্দভ মাষ্টার!

(৪২)

বিশেষ বিবেচনা করিয়া তবে মধ্যস্থ রাখা কর্ত্তব্য। মানুষ যতই শুচি ও গুণবান্ হউক না কেন, যদি তাহার স্বভাব অতি লঘু হয়, তাহা হইলে তাহাকে কদাপি মধ্যস্থ মানিতে নাই। তাহাকে মধ্যস্থ মানিলেই পরিণামে বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হইবে।

মাছ ধরিবার ফাৎনার উদাহরণ দিয়া ইহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন ঃ—

প্রকৃতিলঘৌ মধ্যস্থে
গুণিনি শুচাবপি ন বিশ্বাসঃ।
বোধয়তি বেধকালং
ভাসিতরঙ্গো হি মীনস্য॥

মধ্যস্থ মানিতে যদি হয় প্রয়োজন,
বিশেষ বিচার তুমি করিবে তখন।
যতই হউক লোক শুচি গুণী আর
কিন্তু যদি দেখ লঘু স্বভাব তাহার,
কিছুতেই তারে নাহি করিও বিশ্বাস,
বিশ্বাস করিলে শেষে হবে সর্ব্বনাশ!
ফাৎনার মত আর কে আছে কোথায়,
বিশ্বাস-ঘাতক হেন মধ্যস্থ ধরায়?
ফাৎনা পরম শুচি, জলে তার বাস,
বহুগুণে বিভূষিত রহে বারমাস।
কিন্তু অতি লঘু বলি' জলের ভিতর
কিছুতেই না থাকিয়া ভাসে নিরন্তর।
মানুষ ধরিতে মাছ ব'সে আছে স্থলে,
খেলা করিতেছে মাছ জলে কুতূহলে।
টোপ্ ধরে গিয়া মাছ হায় রে যখন,
ত্যজিয়া তাহার পক্ষ অমনি তখন

সেই মানুষের পক্ষ করি বলবান্
ঘাড় নেড়ে ইষারায় বলে 'মার্ টান্'!

(৪৩)

অন্নচিন্তা থাকিলে পুরুষের বুদ্ধি শুদ্ধি কিরূপ লোপ পাইয়া যায়, তাহাই কবি কৌশল-ক্রমে এই শ্লোকে কহিতেছেন ঃ—

তাবদ্ বিদ্যাঽনবদ্যা গুণগণমহিমা শৌর্য্যগাম্ভীর্য্যবীর্য্যং
স্বস্থানে সর্ব্বশোভা পরগুণকথনে বাক্পটুত্বং তাবদেব।
যাবৎ পাকাকুলাভিঃ স্বগৃহযুবতিভিঃ প্রেষিতাপত্যবক্ত্রাদ্-
ধে বাবা নাস্তি তৈলং ন চ লবণমপীত্যাদিবাচাং প্রচারঃ॥

তত দিন পুরুষের বিদ্যা শোভা পায়,
তত দিন গুণ তার শোভে এ ধরায়;
তত দিন শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্য তাহার,
তত দিন গৃহ তার শোভার আধার;
তত দিন পর-গুণ করিতে কীর্ত্তন
শত মুখে রত থাকে নিত্য সেই জন,—
যত দিন তার পুত্র কিংবা কন্যা গিয়া
না করে পাগল তারে ইহা শুনাইয়া,—
"শুন বাবা! আমি এই করি নিবেদন,
মা আমার হ'তেছেন বড় জ্বালাতন,
তেল নাই, নুণ নাই, কিছু নাই ঘরে,
গিয়া দেখে এস বাবা! অন্দর-ভিতরে!"

(৪৪)

প্রেমের স্বরূপ কি, তাহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

দৃঢ়ঃ প্রেমা ভগ্নঃ সদসিরিব সন্ধিং ন লভতে
লভেতাপি প্রায়ঃ স্খলতি বহুযত্নৈরপি ধৃতঃ।
স্খলেন্নো বা সাম্যং ন ভজতি ভজেদ্ বা চ্যুতিভয়ং
চ্যুতাশঙ্কা ন স্যাৎ স্মৃতিমুপগতোঽপি ব্যথয়তি॥

একবার দৃঢ় প্রেম যদি ভেঙে যায়,
অসি সম যোড়া আর নাহি লাগে তায়।
যোড়া লাগিলেও তাহা, যতন করিয়া
রাখিয়া দিলেও, তাহা যাইবে খসিয়া।
খসিয়াও নাহি যায় যদিও কখন,
ঠিক যোড়া নাহি লাগে পূর্ব্বের মতন।
ঠিক যোড়া লাগিলেও তবু ভয় তায়,—
পাছে বা আবার সেই যোড়া খুলে যায়!
সে ভয় না থাকে যদি, আছে এক কথা,—
সেই প্রেম মনে হ'লে প্রাণে বড় ব্যথা!

(৪৫)

যে সকল স্ত্রৈণ পুরুষ শ্রীমতীর অঞ্চল ধরিয়া গৃহে বসিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের প্রতি তীব্র কটাক্ষ-পাত করিয়া কবি কহিতেছেন :—

আলোকী গুপ্তজল্পী চ বন্দী ক্ষিতিবিদারকঃ।
গ্রামনিন্দী সভাকারী প্রবাসী বিত্তবঞ্চকঃ॥
ধর্ম্মদ্বেষ্যুপবাসী চ স্বয়ং পক্তাত্মঘাতকঃ।
এতানি মাসচিহ্নানি স্ত্রৈণানাং হি প্রচক্ষতে॥

শুধু সেই মুখখানি দেখিছে সতত,
কাণে কাণে ফুস্-ফাস্ করে অবিরত,
বন্দি-ভাবে যোড় হাতে সদাই দাঁড়ায়,
কথায় কথায় যেন মেদিনী ফাটায়,
গ্রামে লোক নাই বলি' কত নিন্দা করে,
লোক ডেকে জড় করে বাড়ীর ভিতরে,
আছে আছে ব'লে উঠে,—যাব দেশ ছেড়ে,
টাকা কড়ি দেছে যাহা, নিতে যায় কেড়ে,
শুধু বলে,—পৃথিবীতে ধর্ম্ম নাই আর,
অনাহারে কত দিন কেটে যায় তার,
কখন স্বয়ং অন্ন পাক করি' খায়,
আত্মঘাতী হ'তে যায় কথায় কথায়।
হায় রে সংসারে স্ত্রৈণ হয় যেই জন,
থাকিবে তাহার এই বারটী লক্ষণ!

(৪৬)

ধনী লোকের বাটীতে দরিদ্র লোক ভিক্ষা করিতে যাইলে, তাহাকে কত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, তাহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন:—

নিদ্রাতি স্নাতি ভুঙ্‌ক্তে চরতি কচভরং শোধয়ত্যন্তরাস্তে
দীব্যত্যক্ষৈর্ন চায়ং গদিতুমবসরঃ সায়মায়াহি যাহি।
ইত্যুদ্দণ্ডৈঃ প্রভূণামসকৃদধিকৃতৈর্বারিতান্ দ্বারি দীনান্
অস্মান্ পশ্যাব্ধিকন্যে সরসিরুহরুচামন্তরঙ্গৈরপাঙ্গৈঃ ॥

(প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশস্য)

নিদ্রা যেতেছেন প্রভু, ব'সেছেন স্নানে,
খেতেছেন, ভ্রমিছেন প্রমোদ-কাননে,
চুলের কেয়ারি ল'য়ে আছেন বিরলে,
এখন আছেন তিনি অন্দর-মহলে,
দাবাখেলা লয়ে তিনি ব্যস্ত এ সময়,
কোন কথা কহিবার এ সময় নয়,
সন্ধ্যার সময় এস, যাও ত এখন,
তার পর যাহা হয়, হইবে তখন,—
এরূপে প্রহরি-গণ চটিয়া উঠিয়া
লাঠি ল'য়ে দ্বার হ'তে দেয় তাড়াইয়া।
ওমা লক্ষ্মি! ভিক্ষা এই দরিদ্র জনার,
পদ্মনেত্র ফিরাইয়া চাহ একবার!

(৪৭)

জ্বর-গ্রস্ত লোকের যে সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, ধনবান্ লোকেরও সেই সমস্ত লক্ষণ সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে। কোন কবি এই শ্লোকে শ্লিষ্টভাবে উভয়ের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন :—

ভক্তে দ্বেষো জড়ে প্রীতিরুচিতং গুরুলঙ্ঘনম্।
মুখে চ কটুতা নিত্যং ধনিনাং জ্বরিণামিব॥ (১)

(আনন্দবর্দ্ধনস্য)

পরম-বিদ্বেষ-ভাব ভক্তের উপর,
জড়ের (জলের) উপর মহাপ্রীতি নিরন্তর;
গুরু-লঙ্ঘনেও নিত্য পরম পটুতা,
মুখের ভিতর সদা বিষম কটুতা,
কিবা ধনী জন, কিবা জ্বর-গ্রস্ত জন,
উভয়েরি হয় এই সমস্ত লক্ষণ!

(৪৮)

কথিত আছে, এক দিন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় সভাপণ্ডিত গুপ্তিপাড়া-নিবাসী ৺বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া এক সরোবরের তীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সে স্থানে একটী প্রস্ফুটিত পদ্ম দেখিয়া মহারাজ কহিলেন, "বিদ্যালঙ্কার মহাশয়! এমন দুইটী শ্লোক বলুন, যাহার একটীতে পদ্মপত্রের প্রশংসা ও অন্যটীতে পদ্মপত্রের নিন্দা থাকিবে।" বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তৎক্ষণাৎ এই দুইটী শ্লোক তাঁহাকে শুনাইয়াছিলেন:—

(১) ব্যাখ্যা। (জ্বরীর পক্ষে) ভক্ত—ভাত; জড়—জল; গুরুলঙ্ঘন—দীর্ঘ উপবাস; কটুতা—অপ্রিয় আস্বাদন। (ধনীর পক্ষে) ভক্ত—অনুগত জন; জড়—মূর্খ; গুরুলঙ্ঘন—গুরু জনের অবমাননা; কটুতা—অপ্রিয় কথা।

(ক) পদ্ম-পত্রের প্রশংসা।

হে পাদ্মিনীপত্র ভবচ্চরিত্রং
চিত্রং প্রতীমো বয়মত্র কিঞ্চিৎ।
ত্বং পঙ্কজন্মাঽপি যদচ্ছভাবা-
দপি স্পৃশস্যম্বু ন পঙ্কসঙ্গি॥

(৺বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারস্য)

শুন হে পদ্মিনী-পত্র! চরিত্র তোমার
রম্য বলি সবে মোরা করিব স্বীকার,
পঙ্ক হইতেও জন্ম করিয়া গ্রহণ
যেরূপ ভাবেই তুমি থাকহ যখন,
পঙ্কের সংসর্গে জল থাকে অনিবার,
তাই নাহি স্পর্শ কর তারে একবার!

(খ) পদ্ম-পত্রের নিন্দা।

রে পদ্মিনীদল ভবাত্র ময়া চরিত্রং
দৃষ্টং বিচিত্রমিব যদ্ বিদিতং ধ্রুবং ত্বৎ।
যৈরেব শুদ্ধসলিলৈঃ পরিপালিতস্ত্বং
তেভ্যঃ পৃথগ্ ভবসি পঙ্কভবোঽসি যস্মাৎ॥

(শার্ঙ্গধরস্য)

শুন ওরে পদ্ম-পত্র! তোমার চরিত্র
যা শুনেছি, যা দেখিনু, সকলি বিচিত্র,

আজন্ম ধরিয়া তুমি যে নির্ম্মল জলে
পালিত হইয়া নিজ কার্য্য উদ্ধারিলে,
সে নির্ম্মল জলে, আজ সময় পাইয়া,
পৃথক্ করিয়া দাও;—কিছু না ভাবিয়া!
পঙ্কে জন্ম হইয়াছে যখন তোমার,
তোমাতেই সাজে হেন বিচিত্র ব্যাপার!

(৪৯)

বক-ধার্ম্মিক লোকের অবস্থা কিরূপ, তাহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে:—

ন ভ্রূণাং স্ফুরণং ন চঞ্চুচলনং নো চূলিকাকম্পনং
ন গ্রীবাচলনং মনাগপি ন যৎ পক্ষদ্বয়োৎক্ষেপণম্।
নাসাগ্রেক্ষণমেকপাদদমনং কষ্টৈকনিষ্ঠং পরং
যাবৎ তিষ্ঠতি মীনহীনবদনস্তাবদ্ বকস্তাপসঃ॥

ভুরু দুটী নাহি নড়ে, ঠোঁট না কাঁপায়,
মাথায় যে শিখা রয়, না কাঁপায় তায়;
ঘাড় না ফিরায়, ডানা মেলিতে না চায়,
দৃষ্টিখানি রেখে দেয় নাকের ডগায়;
একখানি পদ তুলি দাঁড়াইয়া রয়,
তাহাতে যে কত কষ্ট, কে করে নির্ণয়?
যতক্ষণ মুখে মাছ না রাখে পূরিয়া,
ততক্ষণ থাকে বক তপস্বী সাজিয়া!

(৫০)

কোন কবি কৌতুক-সহকারে স্বীয় ভৃত্যের গুণগ্রাম বর্ণন করিতেছেন :—

আহ্বানেষু গৃহীতমৌননিয়মঃ স্তেয়ব্রতে দীক্ষিতঃ
পঙ্গুঃ পর্য্যটনে নিরন্তরমৃষাজল্পে তু পঞ্চাননঃ।
নিদ্রায়াং খলু কুম্ভকর্ণবিজয়ী হস্তী তথা ভোজনে
কোলঃ শৌচবিধাবহো বহুগুণঃ প্রাপ্তো ময়া কিঙ্করঃ॥

ডাকিলে পোড়ার মুখে কথা নাহি সরে,
বেমালুম্ চুরি করে চক্ষের উপরে,
কোথাও যাইতে হ'লে খোঁড়া হ'য়ে যায়,
মিথ্যা কথা রহিয়াছে জিবের ডগায়।
ঘুম দে'খে কুম্ভকর্ণ হ'তেন অবাক্,
খোরাক সহজ নয়, হাতীর খোরাক।
শূকরের মত ঠিক আচার তাহার,
কত যে তাহার গুণ, কি কহিব আর!
কত পুণ্য করিয়াছি জন্ম-জন্মান্তর,
তাই পাইয়াছি হেন সোণার চাকর!

(৫১)

একটী চাতক-পক্ষী মৃতপ্রায় হইয়া ঊর্দ্ধমুখে গঙ্গাবক্ষে ভাসিয়া যাইতেছিল। তদ্দর্শনে কোন কবি সেই চাতককে একবিন্দু গঙ্গাজল পান করিয়া জীবন সার্থক করিতে অনুরোধ করিলে চাতক-পক্ষী তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিল। নিম্ন-লিখিত শ্লোকে

কবির উক্তি ও চাতকের প্রত্যুক্তি বর্ণিত হইয়াছে। বংশের সুনাম রক্ষা করাই সন্তানের উচিত, ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ :—

রে রে চাতক পাতিতোঽসি মরুতা গঙ্গাজলে চেত্তদা
পেয়ং নীরমশেষপাতকহরং কাশা পুনর্জীবনে।
মৈবং ব্রূহি লঘীয়সো যমভয়াদুদ্গ্রীবতামুজ্ঝতা
গঙ্গাম্ভঃ পিবতা ময়া নিজকুলে কিং স্থাপ্যতে দুর্যশঃ॥

কবি—রে চাতক! পড়িয়াছ যদি গঙ্গাজলে,
বিন্দুমাত্র কর পান মরিবার কালে।
পাপ-তাপ যম-ভয় থাকিবে না আর,
পক্ষি-জন্ম নাহি হবে,—পাইবে উদ্ধার!
চাতক—বারংবার এ কথাটা ব'লো না আমায়,
গঙ্গাজল খাই যদি,—কিবা ফল তায়?
মাথা হেঁট কেবা কোথা বংশে মোর করে?
তাই বলি কেন তুচ্ছ যম-ভয় তরে
গঙ্গাজল পান হেতু মাথা করি' হেঁট
ভরাইতে যাব আমি এই পোড়া পেট?
যে কুলে কলঙ্ক নাই, সদাই সুনাম,
সে কুলে রাখিয়া যাব কেন বা দুর্নাম?

আদিরস-শ্লোকাঃ

(৫২)

সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে কাহারাই বা বিরহ-দুঃখে দুঃখী এবং কাহারাই বা মিলন-সুখে সুখী হয়, তাহাই কবি এই শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন :—

ঈষন্মুদ্রিতমম্বুজং কুমুদিনী কিঞ্চিৎ সমুল্লাসিনী
চক্রী চক্রবিয়োগিনী পতিভয়াদ্ বালা বধূস্ত্রাসিনী।
যূনী বেশবিধায়িনী বিরহিণী নেত্রাম্বুসংবাহিনী
ভানৌ যাতি নগেন্দ্রকোণকুহরে পশ্যামি চেত্যদ্ভুতম্॥

দিনমণি চলে যায় কে আর রাখিবে তায়
মনোদুঃখে কমলিনী মুদিছে নয়ন।
বহু বিচ্ছেদের পর আসিতেছে নিশাকর
মহানন্দে কুমুদিনী খুলিছে বদন।
দিবসের সুখ যত এখনি হইবে হত
এই ভয়ে চক্রবাকী প্রাণে ম'রে রয়।
যেতে হবে পতিপাশে কি ঘটিবে সহবাসে
বালিকা বধূর এই হইতেছে ভয়।
সাজ সজ্জা নানা মত করিছে যুবতী যত
সহবাসে ভুলাইতে যুবকের মন।

এ পোড়া কপালে হায় নাহি আর পাব তায়
এই ভেবে বিরহিণী করিছে রোদন।
সন্ধ্যাকাল যবে আসে, কেহ কাঁদে, কেহ হাসে,
বিধির বিচিত্র লীলা কে বুঝিতে পারে।
কারো ভাগ্যে মহাসুখ কারো ভাগ্যে মহাদুখ
সুখ দুঃখ এসংসারে চক্রবৎ ফিরে।

(৫৩)

ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশের রমণীগণের কোন্ অঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর, তাহাই কবি এই শ্লোকে নির্দ্দেশ করিতেছেন :—

দন্তে গৌড়াঙ্গনানাং সুললিতজঘনে চোৎকলপ্রেয়সীনাং
তৈলঙ্গীনাং নিতম্বে সুঘনঘনরুচৌ কেরলীকেশপাশে।
বাচি শ্রীমাথুরীণাং জনকজনপদস্থায়িনীনাং কটাক্ষে
কর্ণাটীনাং কটৌ চ স্ফুরতি রতিপতির্গুর্জ্জরীণাং স্তনেঽসৌ॥

কোথায় কি মদনের অতি প্রিয় স্থান,
এই কবিতায় মিলে তাহার প্রমাণ।
গৌড়-দেশ-নিবাসিনী নারীর দশন,
উড়িষ্যার রমণীর সুরম্য জঘন;
তৈলঙ্গ-নারীর রম্য নিতম্ব-প্রদেশ,
কেরলীয়-রমণীর ঘন-শ্যাম কেশ,
কর্ণাট-নারীর কটি পরম শোভন,
গুর্জ্জর-নারীর ঘন পীনোন্নত স্তন;

মথুরার রমণীর বাক্য মনোহর,
মিথিলার রমণীর কটাক্ষ সুন্দর!

(৫৪)

চন্দ্র বিরহিণীর পরম শত্রু। তাই বিরহিণী ক্রোধভরে চন্দ্রকে লক্ষ করিয়া কহিতেছেন:—

ন যাতশ্চূর্ণত্বং কথমহহ পাথোধিমথনে
ন বা ভস্মীভূতঃ স্মরবিজয়িনো নেত্রশিখিনা।
সুধাংশো স্বর্ভানোরপি চ কবলাজ্জীবসি পুন-
র্দুরাত্মা দীর্ঘায়ুর্ভবতি কলিকালস্য মহিমা॥

হায় রে হইল যবে সমুদ্র-মন্থন,
চূর্ণ নাহি হ'লি চন্দ্র! তুই রে তখন!
মদন হইল ভস্ম হর-নেত্রানলে,
পুড়ে ছাই হলি নাই থাকি' তাঁর ভালে।
দুরন্ত রাহুর মুখ হইতে ফিরিয়া
এখনো আছিস্ তুই প্রাণেতে বাঁচিয়া!
এ সংসারে বহুদিন বাঁচে দুষ্ট জন,
কলির মহিমা ইহা, বুঝিনু এখন!

(৫৫)

কোন এক বিরহিণী রমণী চন্দ্র-কিরণে নিরতিশয় সন্তাপতা হইয়া বিদেশ-গত পতিকে নিম্ন-লিখিত শ্লোকটী লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন:—

বিজ্ঞপ্তিরেষা মম জীববন্ধো
তত্রৈব নেয়া দিবসাঃ কিয়ন্তঃ।
সম্প্রত্যযোগ্যস্থিতিরেষ দেশঃ
করা হিমাংশোরপি তাপয়ন্তি॥

প্রাণনাথ! রাখ মোর এই নিবেদন,—
কিছুদিন সেই দেশে করহ যাপন।
এ দেশে বসতি করা হ'লো বড় দায়,
হিমাংশুর কর হেথা দহিছে আমায়!

(৫৬)

উল্লিখিত শ্লোকটী প্রাপ্ত হইয়া বিদেশ-গত পতি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার রমণী তাঁহার বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া চন্দ্র-কিরণের দাহিকা শক্তি অনুভব করিতেছেন। তখন তিনি রমণীর ভ্রান্তি-দূরীকরণ-চ্ছলে এই শ্লোকে স্বীয় নিদারুণ বিরহ-যন্ত্রণা জ্ঞাপন করিতেছেন;—

নৈতৎ প্রিয়ে চেতসি শঙ্কনীয়ং
করা হিমাংশোরপি তাপয়ন্তি।
বিয়োগতপ্তং হৃদয়ং মদীয়ং
তত্র স্থিতা ত্বং পরিতাপিতাহসি॥

হিমাংশুর হিমকর দহিছে তোমায়,
এরূপ আশ্চর্য্য কথা শুনা নাহি যায়!
তোমার বিরহানলে হৃদয় আমার
এত তপ্ত হইয়াছে,—সীমা নাই তার।

তাই প্রিয়ে! থাকিয়াও দূরে সাতিশয়
সেই তাপে তপ্ত তব হ'য়েছে হৃদয়!

(৫৭)

নবোঢ়া বধূর স্বভাব কিরূপ, তাহাই এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে :—

হস্তে ধৃতাপি শয়নে বিনিবেশিতাপি
ক্রোড়ে কৃতাপি যততে বহিরেব গন্তুম্।
জানীমহে নববধূরথ তস্য বশ্যা
যঃ পারদং স্থগয়িতুং ক্ষমতে করেণ॥

বালিকা-বধূর ভাব অতি চমৎকার,
যে ঠেকেছে, সেই জানে তার ব্যবহার।
হাতে পায়ে ধর আর বিছানায় লও,
কোলেও ধরিয়া রাখ,—নাহি বাগ্ পাও।
বালিকা-বধূরে বাগে আনা বড় দায়,
পারাকে ধরিতে পারা কোথা শুনা যায়!

(৫৮)

কোন কবি এই শ্লোকে যুবতী রমণীকে কুরুক্ষেত্রের সহিত তুলনা করিতেছেন :—

পার্শ্বে নার্জ্জুনতাং জহাসি নয়নে মধ্যে তথা কৃষ্ণতাং
দ্বে রূপে দধতাঽমুনা বিরচিতঃ কর্ণেন তে বিগ্রহঃ।
তৎ কৃষ্ণানর্জ্জুকর্ণবিগ্রহবতী সাক্ষাৎ কুরুক্ষেত্রতাং
যাতাঽসি ত্বদবাপ্তিরেব তরুণি শ্রেয়ঃ কিমন্যৎ পরম্॥

এই নিবেদন করি, শুন লো রমণি!
তুমি কুরুক্ষেত্র-ধাম,—হেন মনে গণি।
নয়নের চতুর্দ্দিকে দেখি অর্জ্জুনতা,
মধ্যভাগে দেখিতেছি সদাই কৃষ্ণতা;
সদা এই দুটী রূপ করিয়া ধারণ
কর্ণ সনে দ্বন্দ্ব করে তোমার নয়ন,
কৃষ্ণার্জ্জুন-কর্ণ ল'য়ে বিগ্রহ তোমার,
তুমি পুণ্য কুরুক্ষেত্র,—বুঝিলাম সার।
তোমারে পাইলে মোর কুরুক্ষেত্র-ফল,
যত কিছু অন্য তীর্থ সকলি বিফল!

(৫৯)

এ জগতে অনেক ধনুর্দ্ধর আছেন বটে, কিন্তু মদনের মত ধনুর্দ্ধর আর নাই। ইহার কারণ কি, তাহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

একং বস্তু দ্বিধা কর্ত্তুং বহবঃ সন্তি ধন্বিনঃ।
ধন্বী স মার এবৈকো দ্বয়োরৈক্যং করোতি যঃ॥

এক বস্তু দুই খানা ক'রে দেয় বাণে,
কত শত ধনুর্দ্ধর হেন ত্রিভুবনে।
ধন্য হে মদন! তব বলিহারী শরে,
দুই খানা কাটা বস্তু একখানা করে!

(৬০)

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে বৃন্দাবনে রাধিকার কিরূপ দুরবস্থা হইয়াছে,

তাহাই উদ্ধব নিম্ন-লিখিত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বর্ণনা করিতেছেন ;—

যস্যাং যস্যাং ভবতি হি তিথৌ মাংসলাংসঃ শুধাংশু-
স্তস্যাং তস্যাং রতিরসময়ী ক্ষীয়তে সা মৃগাক্ষী।
মন্যে ধাতা রচয়তি বিধুং সারমাকৃষ্য তস্যা-
স্তস্মাদ্ যাবন্ন ভবতি তিথিঃ পূর্ণিমা তাবদেহি॥

যেই যেই তিথিতেই বাড়ে চাঁদখানি,
সেই সেই তিথিতেই তোমার মানিনী,
রতিরস-বিরহিতা রাধিকা স্বন্দরী
ক্ষীণ হ'তেছেন দেখি বহুদিন ধরি'।
বোধ হয়, শ্রীমতীর সার টুকু নিয়া
চাঁদখানি গড়ে বিধি বিরলে বসিয়া।
পূর্ণিমার আগে তাই, শুন হে শ্রীহরি!
শ্রীমতীকে দেখে এস বিলম্ব না করি'।

(৬১)

কোন বিরহিণী রমণী মদনকে নিন্দা করিয়া কহিতেছেন :—

মনোবন্ধো দত্তঃ প্রিয়তমমনোঽমূল্যবস্তুনা
স্মরঃ সাক্ষী লভ্যং প্রতিদিনমিদং নূতনবয়ঃ।
ন লব্ধং তদ্ বিত্তং নিজমপি গতং যাতু যদভূ-
দহো সাক্ষী কস্মান্নিরবধি জনো মাং ব্যথয়তি॥

প্রিয়তম-মনোরূপ মহামূল্য ধন
পাইব বলিয়া মোর বাঁধা দিনু মন।

প্রতিদিন বৃদ্ধি-প্রাপ্ত এ নব-যৌবন
সুদ দিব,—এ কথাও হইল তখন।
এই সব বন্দোবস্ত যখন হইল,
মদন-নামক এক সাক্ষী তথা ছিল।
সেই ধন না পেলাম, আশা ছিল যার,
আমারো নিজের ধন না আসিল আর।
যা হবার তাহা হলো, কি করিব তায়,
শত্রুতাও নাহি কিছু তাহায় আমায়।
কিন্তু কি কারণে সেই সাক্ষীটা মদন
নিরবধি করিতেছে মোরে নিপীড়ন!

(৬২)

নারী নষ্ট-চরিত্রা হইলে তাহার প্রকৃতি বড়ই ভয়ঙ্করা হয়। শাশুড়ী, ননদ, যা প্রভৃতি সংসারের সকলেই তাহার চক্ষুঃশূল হইয়া উঠেন। বস্তুতঃ, শ্বশুর-বাড়ী তাহার পক্ষে প্রকৃত জেলখানা বলিয়াই বোধ হয়। সে তখন আপনার প্রকৃত-ভাব গোপন করিবার নিমিত্ত বাটীর সকলেরই উপর যে কিরূপ দোষারোপ করিয়া থাকে, তাহা কোন সহৃদয় কবি তাহারই মুখ দিয়া বলাইতেছেন :—

কার্য্যেণাপি বিলম্বনং পরগৃহে শ্বশ্রূর্ন সংমন্যতে
শঙ্কামারচয়ন্তি যুনি ভবনং প্রাপ্তে মিথো যাতরঃ।
বীথীনির্গমনেঽপি তর্জ্জয়তি চ ক্রুদ্ধা ননান্দা পুনঃ
কষ্টং হন্ত মৃগীদৃশাং পতিগৃহং প্রায়েণ কারাগৃহম্॥

কাজেও বিলম্ব যদি হয় কারো বাড়ী,
অমনি চটিয়া যায় আমার শাশুড়ী।
বাটীতে আসিলে কভু কোন যুবা জন,
যায়েরা মিলিয়া করে সন্দেহ তখন।
পথে যদি একবার যাই ক্ষণকাল,
বাঘিনী ননদী মহা চ'টে হয় লাল।
হায় রে শ্বশুর-বাড়ী ঠিক জেলখানা,
যে ঠেকেছে, বিলক্ষণ আছে তার জানা!

(৬৩)

নব-বিবাহিতা বধূ পতিকে দেখিয়া যেরূপ অসন্তুষ্ট হয়, ধনবান্ লোকেও ভিক্ষুককে দেখিয়া সেইরূপ অসন্তুষ্ট হয়। ইহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন:—

আনম্রাননমাগতে বিতনুতে নো ভাষতে ভাষিতে
স্থানাদ্ গন্তুমপীহতে ন কুরুতেঽপ্যালাপমাত্রং ক্বচিৎ।
রুদ্ধে বর্ত্মনি বক্তি নিষ্ঠুরতরং গুপ্তাক্ষরং জল্পতি
ভিক্ষুং বীক্ষ্য ধনী ধবং নববধূর্যদ্বৎ সদা চেষ্টতে॥

মুখ খানি নীচু করে সম্মুখে পড়িলে,
কথা কহিলেও কোন কথা নাহি বলে,
বিধিমতে চেষ্টা করে সরিয়া পড়িতে,
দুটা মিষ্ট কথা বলি' না চায় তুষিতে,
পথ রোধ করিলেই কটু কথা কয়,
বিড় বিড় শব্দ কত করে সে সময়।

নব-বধূ করে যাহা পতি-দরশনে,
ভিক্ষুকে দেখিয়া তাহা করে ধনী জনে!

(৬৪)

কোন বিরহিণী রমণী মদনের বাণে বিদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিনয় করিয়া কহিতেছেন, "হে মদন! মহাদেব তোমার শত্রু, এই হেতু তুমি আমাকে মহাদেব মনে করিয়াই কি শরবিদ্ধ করিতেছ? মহাদেবের সহিত আমার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য থাকিলেও আমি মহাদেব নহি।" কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে এই ভাবটী বিশেষ দক্ষতার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন:—

ফণী নায়ং বেণীকৃতকচকলাপো ন গরলং
গলে কস্তূরীয়ং শিরসি শশিলেখা ন কুসুমম্।
ইয়ং ভূতির্নাঙ্গে প্রিয়বিরহজন্মা ধবলিমা
পুরারাতিভ্রান্ত্যা কুসুমশর কিং মাং ব্যথয়সি॥

মাথায় যা দেখিতেছ, তাহা নয় ফণী,
কেশগুলি জড়াইয়া বাঁধিয়াছি বেণী।
গলায় গরল নয়,—কস্তূরী-লেপন,
শিরে নয় শশিলেখা,—কুসুম শোভন।
অঙ্গে যাহা দেখিতেছ, ভস্ম তাহা নয়,
বিরহ-চিন্তায় দেহ ধবলিমময়।
হর নই, বিরহিণী আমি, রে মদন!
তবে কেন এত মোরে করিছ পীড়ন?

(৬৫)

রূপজীবা গণিকা, পিতার মৃত্যু হইলে তাহার নামোচ্চারণেও অনাদর প্রকাশ করিয়া স্বীয় রূপ ও সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে সমধিক চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহাই এই শ্লোকে কৌশল-ক্রমে কথিত হইয়াছে :—

খদিরভুজঙ্গমবল্লী-
জনিতাধররাগভঙ্গভয়ভীতা।
পিতরি মৃতে সতি বেশ্যা
রোদিতি মম তাত তাত তাতেতি॥

কোন এক গণিকার পিতা গেছে ম'রে,
"বাবা বাবা" ব'লে কিন্তু সে কাঁদিতে নারে!
তাম্বূল-খদির রাগ ওষ্ঠাধরে তার
পাছে নষ্ট হয়,—এই ভয়ের সঞ্চার!
"বাবা বাবা" না বলিয়া তাই সে এখন
"তাত তাত" বলিয়াই করিছে রোদন! (১)

(৬৬)

কোন এক গুড়ুক-খোর কবি নব-যুবতীর সহিত হুঁকার সাদৃশ্য দেখাইয়া কহিতেছেন :—

---

(১) ব্যাখ্যা। "বাবা বাবা" বলিলেই ওষ্ঠাধরের সংঘর্ষণে তাম্বূলের রাগ নষ্ট হইয়া যাইবে; কিন্তু "তাত তাত" বলিলে সেই রাগনাশের ভয় নাই। ইহাই এই শ্লোকের মর্ম্মার্থ। খদির=খয়ের। ভুজঙ্গমবল্লী—(নাগবল্লী)—পান।

তল্পানল্পবিভূষণা রসজুষাং যূনাং মনোমোহিনী
নেত্রান্তৈরপি দৃশ্যতে সুরসিকৈঃ স্তোকং গুরূণাং ভিয়া।
অন্তর্লোলরসা বহিঃ কঠিনতা স্পর্শাৎ প্রমোদপ্রদা
হুক্কেয়ং নবকামিনীব রমতে ক্রোতে কলং চুম্বিতা॥

শয্যায় থাকিলে বসি' শোভা যায় বেড়ে,
রসিক যুবার মন প্রাণ লয় কেড়ে।
গুরু-জন-সম্মুখেও থাকেন যখন,
কটাক্ষে রসিক যুবা করে দরশন।
ঢল্ ঢল্ করে রস সর্ব্বদা ভিতরে,
হায় রে কঠিন কিন্তু বড়ই বাহিরে।
স্পর্শ করিলেই মনে প্রীতি নিরন্তর,
চুম্বন করিলে করে কল কল স্বর।
তাই বলি হুঁকা আর নবীনা রমণী,—
দুইটীই একরূপ,—হেন মনে গণি!

(৬৭)

ধন, মদ্য ও রমণী,—এই তিনটীর মধ্যে কাহার মাদকতা-শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে:—

ইন্দিরা মদিরা নারী বিজ্ঞেয়াস্ত্রিবিধাঃ সুরাঃ।
স্মৃতৈবোন্মাদয়ত্যেকা পীতা ভুক্তা তথাঽপরা॥

মদ্যও মাতায়ে দেয়, নারীও মাতায়,
এই দুই হ'তে ধন মাতায় সবায়।

উপভোগ করিলেই মদ্য আর নারী,
পুরুষ মাতিয়া উঠে—ইহাই নেহারি।
উপভোগ করিতে না হয় কিন্তু ধন,
মাতাইয়া দেয় শুধু করিলে স্মরণ!

(৬৮)

কোন কবি একটী সুন্দর রমণীকে দেখিয়া এই শ্লোকে তাঁহাকে 'মহাতীর্থ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন:—

অধরে মধুরা সরস্বতীয়ং
ননু কর্ণে মণিকর্ণিকাপ্রবাহঃ।
শিরসি প্রতিভাতি চ ত্রিবেণী
কথমেণীনয়না ন তীর্থরাজঃ॥

সুমধুরা 'সরস্বতী' অধরে যাহার,
প্রবাহ যাহার কর্ণে 'মণি-কর্ণিকার,'
মস্তকে 'ত্রিবেণী' যার করিছে বিরাজ,
সেই মৃগনেত্রা নারী নহে তীর্থরাজ?

মন্তব্য। উক্ত সংস্কৃত-শ্লোকটী পিঙ্গলাচার্য্যের মতে "ঔপচ্ছন্দসক"-চ্ছন্দে রচিত। কেদার-ভট্টের মতে এই ছন্দের নাম 'ঔপচ্ছন্দসিক।' 'বৈতালীয়'-চ্ছন্দের অন্তে যদি একটী 'গুরু'-বর্ণ থাকে, তাহা হইলে তাহার নাম 'ঔপচ্ছন্দসক' হয়। এই ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় চরণে ১১ অক্ষর এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে ১২ অক্ষর থাকে। গণ-রক্ষা করিবার নিয়ম পিঙ্গলেই লিখিত আছে। কেদার-ভট্টের "ঔপচ্ছন্দসিকের" নিয়ম পিঙ্গলের

'ঔপচ্ছন্দসকের" নিয়ম হইতে স্বতন্ত্র। মাঘের বিংশ-সর্গ এবং ভারবির ত্রয়োদশ-সর্গের প্রথমাংশ 'ঔপচ্ছন্দসক'-চ্ছন্দে রচিত।

(৬৯)

দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে কহিলেন, "দ্রৌপদি! তোমার মত নির্লজ্জ স্ত্রীলোক আর নাই। পঞ্চপতি লইয়া ঘর করিতে তোমার লজ্জা হয় না?" তখন দ্রৌপদী কহিলেন, "আমি তোমাদের বাড়ীতে আসিয়া পড়িয়াছি; তোমাদের বাড়ীর ব্যবস্থাই এইরূপ।" নিম্ন-লিখিত শ্লোকটী দ্রৌপদীর উক্তি:—

শ্বশ্রূশ্বশ্রূপতী দ্বৌ চ শ্বশ্রূপতিচতুষ্টয়ম্।
মমাপি পতয়ঃ পঞ্চ পতিবর্দ্ধি কুলং মম॥ (১)

শাশুড়ীর শাশুড়ীর ছিল দুটী পতি,
শাশুড়ীর চতুষ্টয় স্বামীর সংহতি।
আমিও পাঁচটি পতি ল'য়ে করি ঘর,
মোর বংশে পতি-বৃদ্ধি,—দেখ পর পর!

(৭০)

একদা সীতাদেবী একাকিনী অশোক-কাননে বসিয়া শ্রীরামচন্দ্রের চিন্তায় তন্ময় হইয়াছিলেন। তখন পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়া

(১) টিপ্পনী। দ্রৌপদীর শাশুড়ী কুন্তী। কুন্তীর শাশুড়ী অম্বালিকা। অম্বালিকার দুইটী স্বামী,—বিচিত্রবীর্য্য ও ব্যাসদেব। কুন্তীর চারিটী স্বামী,—সূর্য্য, ধর্ম্ম, পবন ও ইন্দ্র। দ্রৌপদীর পাঁচটী স্বামী,—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব।

সীতাদেবীর দেহে কর-জাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া সীতাদেবী আক্ষেপ করিয়া চন্দ্রকে কহিতেছেন :—

সন্তাপয় চিরং চন্দ্র ন তত্র প্রতিষিধ্যসে।
নিবারয় করস্পর্শং রামস্যাহং পরিগ্রহঃ॥ (১)

নিবেদন করি আমি, ওহে নিশাকর!
তোমার প্রচণ্ড তাপ চালি নিরন্তর
দগ্ধ ক'রে দাও তুমি আমার হৃদয়,
তোমার এ কার্য্যে মোর দুঃখ নাহি রয়।
তবে এই নিবেদন করিতেই পারি,
শ্রীরামচন্দ্রের আমি বিবাহিতা নারী।
মোর দেহে 'কর' নাহি করিও অর্পণ,
তোমার এরূপ কার্য্য সাজে কি কখন!

---

(১) ব্যাখ্যা। সন্তাপয়…চন্দ্র—হে চন্দ্র! শ্রীরামচন্দ্রের বিরহে আমার হৃদয় স্বভাবতঃ বিষম ব্যথিত রহিয়াছে। এস্থলে যদি তুমি আমাকে পুনর্ব্বার ব্যথা দাও, তবে আমি তাহাও কোনরূপে সহ্য করিতে পারি। নিবারয়…করস্পর্শং রামস্যাহং পরিগ্রহঃ—আমি শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহিতা স্ত্রী; অতএব আমার দেহে করস্পর্শ করিও না, কারণ পরস্ত্রীর দেহে করস্পর্শ করা পর-পুরুষের উচিত নহে। শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ এবং আমি যখন তাঁহার স্ত্রী, তখন আমিও সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। তুমি যখন স্বয়ং চন্দ্র, এবং আমি যখন স্বয়ং লক্ষ্মী, তখন সমুদ্র-মন্থনের কথা মনে করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবে যে, তুমি আমার ভ্রাতা ও আমি তোমার ভগিনী। এরূপ স্থলে ভগিনীর দেহে করস্পর্শ করা তোমার মত গুণধর ভ্রাতার শোভা পায় না!

(৭১)

কোন বিরহিণী নায়িকা নায়কের নিকটে স্বীয় বিরহ-দুঃখ জানাইবার নিমিত্ত একটী সংবাদ-বাহক অন্বেষণ করিতেছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত সংবাদ-বাহক না পাওয়ায় তিনি দুঃখ-প্রকাশ-পূর্ব্বক কহিতেছেন :—

রোলম্বো মধুপঃ পিকঃ পরভৃতো বায়ুশ্চ রন্ধ্রানুগো
হংসঃ কেবলপক্ষপাতনিরতশ্চন্দ্রোঽপি দোষাকরঃ।
চেতো নৈতি শুকঃ স একপঠিতাখ্যায়ী পয়োদো জড়ঃ
কং বাঽহং প্রহিণোমি হন্ত কঠিনস্বান্তায় কান্তায় মে ॥ (১)

আমি বিরহিণী,—পতি বিদেশে সদাই,
সেখানে পাঠাই কারে,—ভাবিয়া না পাই।
ভ্রমর সদাই দেখি মধুপানে রত,
কোকিল পরের অন্নে হ'য়েছে পালিত।
বায়ু সর্ব্বদাই ছিদ্র করে অন্বেষণ,
পক্ষপাতে দক্ষ দেখি হংস বিলক্ষণ।
চন্দ্রও যে দোষাকর,—কেনা জানে তায়,
চলিয়া যাইতে তথা চিত্ত নাহি চায়।

---

(১) টিপ্পনী। রোলম্বঃ—ভ্রমরঃ। মধুপঃ—পুষ্পরসপায়ী; (পক্ষে) মদ্যপায়ী। পিকঃ—কোকিলঃ। পরভৃতঃ—পরেণ কাকেন ভৃতঃ পালিতঃ। রন্ধ্রানুগঃ—ছিদ্রান্বেষী; (পক্ষে) দোষান্বেষী। পক্ষঃ—ডানা ইতি ভাষা; (পক্ষে) একদেশঃ। দোষাকরঃ—চন্দ্রঃ; (পক্ষে) দোষাণাং আধারঃ। জড়ঃ—নির্ব্বোধঃ; (পক্ষে) জলম্। কঠিনস্বান্তায়—কঠোরপ্রাণায়।

কাণে যাহা শুনে শুক, ঠিক তাই বলে,
জলধর জড় বস্তু,—খ্যাত ভূমণ্ডলে।
বিষম কঠিন প্রাণ পতির আমার,
কাহারে পাঠাই আজ নিকটে তাঁহার!

বিবিধ-শ্লোকাঃ।

(৭২)

কথিত আছে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যখন সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার নিমিত্ত মাতার নিকটে অভিলাষ জ্ঞাপন করেন, তখন তাঁহার মাতা জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি ৺কাশীধামে গমন করিলে আমাদের মত আত্মীয় লোক সেখানে কিরূপে পাইবে"? ইহা শুনিয়া শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছিলেন:—

বিশ্বেশো জনকঃ শিবা চ জননী গঙ্গা চ মাতুঃস্বসা
ঢুণ্ডিভৈরবদণ্ডপাণিবিবুধা জ্যেষ্ঠা মম ভ্রাতরঃ।
শ্রীকাশী মণিকর্ণিকা চ ভগিনী ভার্য্যা মমেয়ং মতিঃ
সৎকর্ম্মাণি সুতাঃ সদৈব ললিতং কাশ্যাং কুটুম্বং মম॥

কাশীতে যখন আমি করিব গমন,
তখন মিলিবে এই সব পরিজন;—

বিশ্বেশ্বর পিতা মোর, ভবানী জননী,
সুরধুনী গঙ্গাদেবী মাতার ভগিনী,
ঢুণ্টি ও ভৈরব দণ্ডপাণি সুরবর
রহিবেন সদা মোর জ্যেষ্ঠ সহোদর;
বারাণসী আর মণি-কর্ণিকা ভগিনী
স্বয়ং আমার মতি হইবে গৃহিণী;
পুণ্য কর্ম্ম গুলি মোর পুত্রগণ হবে,
কাশীধামে আত্মীয়ের অভাব না রবে।

(৭৩)

পরম-পুণ্যময় কাশীধামের মহিমার সীমা নাই। এ স্থানে জীবন-ধারণে যেরূপ সুখ হয়, মরণে তদপেক্ষা সুখ হইয়া থাকে। যে স্থানে হর-গৌরীর কৃপায় জীবের ভোগ-সঞ্চয় ও ভোগ-ক্ষয়, এই উভয়-বিধই কার্য্য সম্পন্ন হয়, সে স্থানের মহিমা বর্ণনাতীত। ইহাই এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয়:—

জীবনং সুখদং যত্র মরণঞ্চ ততোঽধিকম্।
নৌমি তাং মুক্তিদাং কাশীং যত্রাস্তে সশিবঃ শিবঃ॥

(উদ্ভটসাগরস্য)

যথায় পরম সুখ জীবন-ধারণে,
তা হ'তেও সুখ হয় যথায় মরণে,
বিরাজেন হর-গৌরী যথা অবিরাম,
ভজি সদা সেই মুক্তিদাত্রী কাশীধাম!

(৭৪)

ত্রিবেণী-নিবাসী নৈয়ায়িক-শিরোমণি ৺জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয় ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে জন্ম-গ্রহণ করিয়া ১১১ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। যখন ত্রিবেণীর ঘাটে গঙ্গাগর্ভে রাখিয়া তাঁহাকে গঙ্গা-নাম শ্রবণ করান হইতেছিল, তখন তাঁহার সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক ছাত্র ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেব! বহু-সংখ্যক ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ পড়াইয়া ঈশ্বর-তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন, কিন্তু ঈশ্বর কি পদার্থ, তাহা এপর্য্যন্ত এক কথায় বুঝাইয়া দেন নাই!" তখনও তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের পূর্ণ জ্ঞান ছিল। প্রশ্নটী শুনিয়া তিনি কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন, এবং নিম্ন-লিখিত শ্লোকটী তৎক্ষণাৎ রচনা করিয়া শিষ্যকে উত্তর-দান করিয়াছিলেন। শুনা যায়, এই শ্লোকটী আবৃত্তি করিবামাত্রই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়। যিনি জন্মের মত সংসারের মায়া কাটাইয়া অন্তিমের একমাত্র আশ্রয় সেই গঙ্গাদেবীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে সেই পতিত-পাবনী গঙ্গাদেবী ভিন্ন আর কি অন্য ঈশ্বর থাকিতে পারে!

নরাকারং বদন্ত্যেকে নিরাকারঞ্চ কেচন।
বয়ন্তু দীর্ঘসম্বন্ধাদ্ নারাকারাম্ (নীরাকারাম্) উপাস্মহে॥

(জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননস্য)

ঈশ্বরকে কেহ কেহ বলে নরাকার,
কেহ বা বলিয়া থাকে, তিনি নিরাকার।
বসতি করিয়া যাঁর তীরে সর্ব্বক্ষণ
এ দীর্ঘ সম্বন্ধ মোর জন্মেছে এখন,

কিবা 'নরাকার' আর কিবা 'নিরাকার',
এই দু'য়ে 'দীর্ঘ'-স্বর করিয়া সঞ্চার,
'নারাকারা' 'নীরাকারা' যে মূর্ত্তি পাইব,
তাঁহারেই দিবানিশি হৃদয়ে রাখিব।
তাঁহারেই মনে মনে গণিব ঈশ্বর,
তিনিই আমার সেই পূজ্য পরাৎপর!
আমাকে যাঁহার গর্ভে রেখেছ এখন,
তিনি ভিন্ন কেবা আর ব্রহ্ম সনাতন!

(৭৫)

কোন কবি পঞ্চভূতাত্মক শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকে হনুমানের লীলা বর্ণন করিতেছেন :—

চতুর্থজঃ পঞ্চমগো দৃষ্ট্বা প্রথমসম্ভবাম্।
তৃতীয়ং তত্র নিক্ষিপ্য দ্বিতীয়মতরৎ তদা॥ (১)

পবন-নন্দন সেই আকাশ-বিহারী
পৃথিবীর দুহিতায় নিরীক্ষণ করি
লঙ্কাধামে অগ্নিরাশি করিয়া ক্ষেপণ
অনন্ত জলধি-জল করিল লঙ্ঘন!

(৭৬)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমতী রাধিকা ও অন্যান্য গোপীকে লইয়া

---

(১) প্রথমসম্ভবাম্—পৃথিবীজাতাং সীতাম্। দ্বিতীয়ম্—জলম্। তৃতীয়ম্—অগ্নিম্। চতুর্থজঃ—পবন-পুত্রঃ হনুমান্। পঞ্চমগঃ—আকাশবিহারী।

নৌকাযোগে যমুনা-পারে যাইতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার তাৎকালিক উক্তি-প্রত্যুক্তি লইয়াই কোন কবি এই শ্লোকটী রচনা করিয়াছেন ঃ—

রাধে ত্বং পরিমুঞ্চ নীলবসনং প্রারুহ্য নাবং মম
বাতো বারিদসম্ভ্রমাদ্ যদি বহেদ্ মগ্না ভবেন্নৌরিয়ম্।
শুক্লং তৎ বসনান্তরং পরিদধাম্যাদৌ তবেদং বপুঃ
শ্যামং শ্যাম নবীননীরদসমং তক্রৈঃ সমাচ্ছাদ্যতাম্॥

কৃষ্ণ——নৌকার উপরে মোর উঠি শীঘ্রগতি
সুনীল বসনখানি ত্যজ লো শ্রীমতি!
পাছে বায়ু, মেঘ ভাবি সত্বর উঠিয়া
নৌকাখানি দেয় আজ জলে ডুবাইয়া!
রাধিকা—গোপীর কাণ্ডারী হরি! শুন হে এখন,
এখনি করিব শুভ্র বসন ধারণ।
কিন্তু নব ঘন-শ্যাম এই তব কায়
শাদা করি দিই আগে ঘোল ঢে'লে তায়!

(৭৭)

একদিন কৃষ্ণনগরে ৺গোপালের বাটীতে হরি-নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও সেই সঙ্গে খোলের বাদ্য হইতেছিল! মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, খোলে "ধিক্ তান্, ধিক্ তান্" এরূপ শব্দ হইতেছে কেন? তদুত্তরে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় কহিয়াছিলেন ঃ—

যেষাং শ্রীমদ্‌যশোদাসুতপদকমলে নাস্তি ভক্তির্নরাণাং
যেষামাভীরকন্যাপ্রিয়গুণকথনে নাঽনুরক্তা রসজ্ঞা।
যেষাং শ্রীকৃষ্ণলীলাললিতগুণরসে সাদরৌ নৈব কর্ণৌ
ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ ধিগেতান্ কথয়তি সততং কীর্ত্তনস্থো মৃদঙ্গঃ॥

(৺বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারস্য)

যশোদা-নন্দন যেই শ্রীমধুসূদন,
নাহি করে যারা তাঁর পূজা কদাচন;
গোপ-নারীদের গুণ বর্ণিতে কথায়
যাদের রসনা হায় রস নাহি পায়;
মিষ্ট কৃষ্ণ-লীলা-কথা করিতে শ্রবণ
কিছুতেই যাহাদের নাহি চায় মন;
ধিক্ তান্, ধিক্ তান্, ধিক্ তান্ ব'লে
মৃদঙ্গ কীর্ত্তন-কালে জানায় সকলে! (১)

(৭৮)

রামচন্দ্র স্বর্ণ-মৃগ-রূপী মারীচকে বধ করিতে ধাবিত হইলে রাবণ কিরূপ ছলনা করিয়া সীতার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাই এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে:—

(১) টিপ্পনী। ধিক্ তান্—তাহাদিগকে ধিক্। (পক্ষে) ধিক্ তান্, ধিক্ তান্,—খোলের এইরূপ শব্দ।

ডিম্ ডিম্ ডিম্ ডিম্ ডিডিম্ ডিম্ ডিমিমিতি
ডমরুং বাদয়ন্ সূক্ষ্মনাদং
বম্ বম্ বম্ বম্ ববম্ বম্ প্রবলগলবলৈ-
স্তালমালম্ব্য তুল্যম্।
কর্পূরাক্লৃপ্তভস্মাঞ্চিতসকলতনূ রুদ্রমুদ্রাসমুদ্রো
মায়াযোগী দশাস্যো রঘুরমণপুরপ্রাঙ্গণে প্রাদুরাসীৎ॥

ডিম্ ডিম্ ডিম্ ডিম্ ডিডিম্ করিয়া
বাজাইতে বাজাইতে ডমরু লইয়া;
বম্ বম্ বম্ বম্ বম্ বম্ করি'
প্রবল কণ্ঠের রবে তুল্য তাল ধরি';
শরীরে কর্পূর-ভস্ম করিয়া লেপন,
হরের অশেষ মুদ্রা ধরি' দশানন
মায়াবলে যোগিবেশে পুলকিত-মনে
উপস্থিত শ্রীরামের কুটীর-প্রাঙ্গণে॥

(৭৯-৮০)

কোন এক সঙ্গতিপন্ন কবি বিষম দারিদ্র্য-গ্রস্ত হইয়াও মানের ভয়ে কাহারও দ্বারস্থ হইতে পারেন নাই। পরিশেষে প্রার্থনা করা যখন একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল, তখন তিনি কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকটে গিয়া নিম্ন-লিখিত শ্লোকে স্বীয় অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন:—

নবীনদীনভাবস্য যাচমানস্য মানিনঃ।
বচোজীবিতয়োরাসীৎ পুরো নিঃসরণে রণঃ॥

হইয়াছে ধনহীন সংপ্রতি যে জন,
অথচ মানের ভয়ে ভীত যার মন,
সে জন কাহারো কাছে ভিক্ষা যদি চায়,
বাক্যে আর প্রাণে তার যুদ্ধ বেধে যায়,—
বাক্য বলে "থাক প্রাণ! আমি আগে যাই"
প্রাণ বলে "থাক বাক্য! আমি আগে ধাই।"

পূর্ব্বোক্ত কবি যাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতে গিয়া উপরি-লিখিত শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন, তিনিও সম্প্রতি দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং তিনি কৌশল-সহকারে শ্লোকটির ঈষৎ পরিবর্ত্তন-কল্পনা করিয়া বলিলেন,—"আপনার শ্লোকটি অতি সুন্দর হইয়াছে, কেবল ইহার দ্বিতীয় চরণে একটু দোষ আছে,—একটি 'য'-ফলা পড়িয়া গিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। 'যাচমানস্য' পদের দ্বিতীয় বর্ণে একটী 'য'-ফলা যোগ করিলেই আমার অভিপ্রায় আপনি বুঝিতে পারিবেন।" এই বলিয়া তিনি নিম্ন-লিখিত আকারে শ্লোকটির আবৃত্তি করিলেন:—

নবীনদীনভাবস্য যাচ্যমানস্য মানিনঃ।
বচোজীবিতয়োরাসীৎ পুরো নিঃসরণে রণঃ॥

ধনহীন হইয়াছে যে জন সংপ্রতি,
অথচ মানের ভয়ে ভীত যার মতি,
তার কাছে ভিক্ষা চায় যদি কোন জন,
বাক্যে আর প্রাণে তার বেধে যায় রণ,—
বাক্য বলে "থাক প্রাণ! আগে যাই আমি"
প্রাণ বলে "আমি আগে যাই, থাক তুমি!"

(৮১)

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয় গুপ্তিপাড়া হইতে কৃষ্ণনগরে গিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবামাত্র মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার বাটীর কুশল ত"? প্রত্যুত্তরে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় কহিলেনঃ—

দারিদ্র্যং বৃদ্ধতাতো বসতি মম গৃহে দুর্গতির্বৃদ্ধমাতা
ক্ষুত্তৃষ্ণে দ্বে ভগিন্যৌ পতিসুতরহিতে নিত্যশো মেহবলম্বে।
পঙ্গ্বন্ধৌ চ শ্রবণরহিতৌ ভ্রাতরৌ শোকমোহৌ
চিন্তাভার্য্যা ত্যজতি ন চ মাং কৌশলং কিং বদামি॥ (১)

(বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারস্য)

"দারিদ্র্য" আমার পিতা বয়সে প্রাচীন,
"দুর্গতি" জননী বৃদ্ধা গৃহে সমাসীন।
"ক্ষুধা" "তৃষ্ণা" এই দুটী আমার ভগিনী,
পতি-পুত্র-হীনা, মোর আশ্রয়-ভাগিনী।
"শোক" "মোহ" দুটী ভ্রাতা সংসারে আমার,
একে পঙ্গু, তাতে অন্ধ, বধির আবার।
"চিন্তা" মোর সতী ভার্য্যা হৃদয়ে থাকিয়া
বিরাজ করিছে নিত্য প্রাণ সঁপে দিয়া।
আমারে আশ্রয় করি, ওহে মহারাজ!
পরম কুশলে সবে করিছে বিরাজ!

---

(১) মন্তব্য। এই শ্লোকটীর প্রথম দুই চরণে স্রগ্ধরা ও শেষ দুই চরণে মন্দাক্রান্তা ছন্দঃ রহিয়াছে। এরূপ বিভিন্ন ধর্ম্মাত্মক বৃত্তদ্বয়ের সম্মেলনে যে উপজাতি হয়, তাহা অতি বিরল।

(৮২)

কথিত আছে, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয় কলিকাতায় বসাক বাবুদের দানগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এই হেতু বাধ্য হইয়া বিদ্যালঙ্কার মহাশয় কিয়ৎকাল বর্দ্ধমান-মহারাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদ্যালঙ্কারের সাংসারিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে বর্দ্ধমান-মহারাজকে এই উত্তর দিয়াছিলেন ঃ—

লজ্জা মানসুতা মমাদ্যবনিতা ভিক্ষাঽপরা দৈন্যজা
তাতৈশ্বর্য্যবিগর্ব্বিতা বলবতী ভিক্ষা প্রগল্ভাঽভবৎ।
সা লজ্জা নিহতা তয়ৈব তনয়াশোকেন মানো মৃতো
ভিক্ষা দৈন্যসুতা চিরাৎ পতিরতা নাদ্যাপি মাং মুঞ্চতি॥

(বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারস্য)

"মান"-সুতা "লজ্জা" মোর প্রথমা গৃহিণী,
"দারিদ্র্য"-দুহিতা "ভিক্ষা" দ্বিতীয়া রমণী।
পিতার প্রবল ভাব দর্শন করিয়া
"ভিক্ষা"ও উঠিল অতি প্রবল হইয়া।
"লজ্জা"র জীবন "ভিক্ষা" করিল হরণ,
পিতা "মান" কন্যাশোকে ত্যজিল জীবন।
নিশ্চিন্ত হইয়া তাই ভিক্ষা সতী হায়
কিছুতে আমারে আর ছাড়িতে না চায়!

(৮৩)

বর্ত্তমান কালে মানুষের ধর্ম্ম-ভাব কিরূপ, তাহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে ঃ—

ন সন্ধ্যাং সংধত্তে নিয়মিতনিমাজান্ ন কুরুতে
ন বা মৌঞ্জীবন্ধং কলয়তি ন বা সৌনতবিধিম্।
ন রোজাং জানীতে ব্রতমপি হরের্নৈব কুরুতে
ন কাশী মক্কা বা হরি হরি ন হিন্দুর্ন যবনঃ॥

ধন্য এই কলিকালে ধন্য হিন্দুস্থান,
হিন্দু হ'য়ে হিন্দু নয়, নয় মুসলমান।
নেমাজ না পড়ে, কিংবা সন্ধ্যা নাহি করে,
সৌনত না করে, উপবীত নাহি ধরে।
রোজাও না করে, নাহি করে একাদশী,
মক্কাও না যায়, নাহি যায় বারাণসী।
হরি! হরি! একি হায় তোমার বিধান,
এরা সব নয় হিন্দু, নয় মুসলমান!

(৮৪)

এই শ্লোকে ত্রিলোকতারিণী মাতা সরস্বতীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে :—

শ্রুত্বাপি মাধবঃ স্বামী সপত্নী চ হরিপ্রিয়া।
তস্মিন্নেব রতা যাস্তে তাং নমামি সরস্বতীম্॥ (১)

(উদ্ভটসাগরস্য)

---

(১) ব্যাখ্যা। নারায়ণের দুইটী স্ত্রী,—লক্ষ্মী ও সরস্বতী। সুতরাং লক্ষ্মী ও সরস্বতী পরস্পর সপত্নী। 'মাধব'-শব্দের অর্থ নারায়ণ, কারণ তিনি মার (লক্ষ্মীর) ধব (স্বামী)। 'মাধব'-শব্দ নারায়ণকে বুঝাইলে সরস্বতীর অভিমান ও ক্রোধ হইতে পারে; কারণ নারায়ণ কি কেবল লক্ষ্মীর স্বামী, এবং সরস্বতীর স্বামী

পতি মোর নারায়ণ পতি মোর নারায়ণ
তথাপি 'মাধব' তাঁরে বলে সর্ব্বজন।
কমলা সতীন যিনি কমলা সতীন যিনি
'হরিপ্রিয়া' নাম তবু পাইলেন তিনি।
ইহা ভাবি সরস্বতী ইহা ভাবি সরস্বতী
অপর পতির প্রতি নাহি দেন মতি।
পতি-পদে মতি যাঁর পতি-পদে মতি যাঁর
সে সরস্বতীর পদে প্রণাম আমার॥

(৮৫)

কোন কবি এই শ্লোক উক্তি-প্রত্যুক্তি-চ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের আশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন করিতেছেন :—

কস্ত্বং ভো নিশি কেশবঃ শিরসিজৈঃ কিং নাম গর্ব্বায়সে
ভদ্রে শৌরিরহং গুণৈঃ পিতৃগতৈঃ পুত্রস্য কিং স্যাদিহ।
চক্রী চন্দ্রমুখি প্রযচ্ছসি ন মে কুণ্ডীং ঘটীং দোহনী-
মিত্থং গোপবধূজিতোত্তরতয়া দুঃস্থো হরিঃ পাতু বঃ॥ (১)

নহেন? 'হরিপ্রিয়া-শব্দের অর্থ লক্ষ্মী; কারণ তিনি হরির (নারায়ণের) প্রিয়া (স্ত্রী)। 'হরিপ্রিয়া'-শব্দে কেবল লক্ষ্মীকে বুঝাইলে সরস্বতীর অভিমান ও ক্রোধ জন্মিতে পারে; কারণ তিনিও নারায়ণের প্রিয়া। 'মাধব' ও 'হরিপ্রিয়া' শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করিলে স্বামী নারায়ণের প্রতি সরস্বতীর ভীষণ অভিমান ও ক্রোধ জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কিন্তু তথাপি স্বামী নারায়ণের চরণে তাঁহার ভক্তি চিরদিনই অচলা। এই হেতুই, তিনি সর্ব্বলোকের পূজ্যা ও আরাধ্যা।

(১) টিপ্পনী—কেশবঃ—বিষ্ণুঃ, (পক্ষে) দীর্ঘকেশধারী পুরুষঃ। শৌরিঃ—বিষ্ণুঃ, (পক্ষে) শূরনামকযাদববিশেষস্য বংশোদ্ভূতঃ পুরুষঃ। চক্রী—বিষ্ণুঃ, (পক্ষে) কুম্ভকারঃ।

রাধিকা—কে হে তুমি রাত্রিকালে হেথায় আসিলে?
শ্রীকৃষ্ণ—'কেশব' আমার নাম, বিখ্যাত ভূতলে।
রাধিকা—'দীর্ঘকেশ' বলিয়াই এত অহঙ্কার?
শ্রীকৃষ্ণ—আমার নামটী 'শৌরি', জানে ত্রিসংসার।
রাধিকা—পিতার থাকিলে গুণ, পুত্রের কি ফল?
শ্রীকৃষ্ণ—'চক্রী' এই নাম মোর জানে ভূমণ্ডল।
রাধিকা—তুমি 'চক্রী' ইহা জানি, কি করিব আমি?
কুণ্ডী ঘটী দুগ্ধ-পাত্র যোগাও কি তুমি?
কবি—রাধার কথায় কৃষ্ণ হইয়া লজ্জিত
তোমাদের সুমঙ্গলে থাকুন নিরত!

(৮৬)

একদিন বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয় গুপ্তিপাড়া হইতে কৃষ্ণনগরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। মহারাজ বহুদিন পরে তাঁহাকে দেখিয়া রসিকতা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার ব্রাহ্মণীর কুশল ত?" প্রত্যুত্তরে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় কহিলেন,—"মহারাজ! আমার ব্রাহ্মণী 'প্রায়ই বিধবা' হইবার উপক্রম করিয়াছেন।" ইহা বলিয়াই তিনি এই শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়াছিলেন:—

ন ভালে সিন্দূরং ন চ নয়নয়োরঞ্জনরসো
ন গাত্রে স্নেহাদির্ন চ খদিররাগোঽধরপুটে।
অবৈধব্যং কিঞ্চিৎ কথয়তি মদম্ভোরুহদৃশো
লুঠত্যগ্রে বাহোর্বিগতকলহো লৌহবলয়ঃ॥

কপালে সিন্দুর তার না করি দর্শন,
নয়ন-যুগলে তার না দেখি অঞ্জন,
না দেখি তৈলাদি-লেপ তাহার শরীরে,
না দেখি খদির-রাগ তার ওষ্ঠাধরে,—
বিধবার যত চিহ্ন সব আছে তার,
একমাত্র চিহ্ন তার আছে সধবার,—
সে সুনেত্রা রমণীর হাতের ডগায়,
নিঃশব্দে লোহার বালা লুটায়ে বেড়ায়!

(৮৭-৮৯)

(ক)

শ্রীহট্টনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির একটী চক্ষুঃ নষ্ট হওয়ায় লোকে তাঁহাকে "কাণাভট্ট" বলিত। তিনি শ্রীহট্টে থাকিয়া কাব্য, অলঙ্কার ও ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া অবশেষে নবদ্বীপে আসিয়া সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকটে ন্যায়-শাস্ত্র পাঠ করিতে আসেন। কিন্তু তাঁহার নিকটে ন্যায়-শাস্ত্র-পাঠে তৃপ্তিলাভ না করায় তিনি মিথিলায় গিয়া নৈয়ায়িক-কুল-পতি পক্ষধর মিশ্রের নিকটে ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন। কিছুকাল পরে ন্যায়-শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্য-লাভ-পূর্ব্বক তিনি নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলে, বাসুদেব সার্ব্বভৌম কৌশল সহকারে নিম্ন-লিখিত শ্লোক দ্বারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথায় পড়িয়া অধিকতর সুখলাভ করিয়াছ?"

অপি দিবসমনৈষীঃ পদ্মিনীসদ্মনিস্থো
রজনিষু নিরতোঽভূঃ কৈরবিণ্যাং রমণ্যাম্।
কথয় কথয় ভৃঙ্গ স্বচ্ছভাবেন তাবৎ
কিমধিকসুখমৈষীরত্র বা তত্র বেতি॥

(বাসুদেব সার্ব্বভৌমস্য)

সারাদিন ছিলে তুমি পদ্মিনীর ঘরে,
সারা রাত ছিলে কুমুদিনীর মন্দিরে।
ওহে অলি! প্রাণ খুলি' বল, শুনি আমি,—
কোথায় অধিক সুখ পাইলে হে তুমি!

(খ)

বাসুদেব সার্ব্বভৌমের উক্ত শ্লোকটী শ্রবণ করিয়া রঘুনাথ শিরোমণি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে তাহার উত্তর দিয়াছিলেন:—

ত্বং পীযূষ দিবোঽপি ভূষণমসি দ্রাক্ষে পরীক্ষেত কো
মাধুর্য্যং তব বিশ্বতোঽপি বিদিতা মাধ্বীক মাধ্বীকতা।
কিন্ত্বেকস্তুপরস্তরুস্তদমপি ক্রমো ন চেৎ কুপ্যসি
যঃ কান্তাধরপল্লবে মধুরিমা নান্যত্র কুত্রাপি সঃ॥ (১)

(রঘুনাথ শিরোমণেঃ)

হে অমৃত! কিবা তব মিষ্ট আস্বাদন,
যথার্থই তুমি সদা স্বর্গের ভূষণ।

---

(১) ভাবার্থ। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পাণ্ডিত্য অপেক্ষা পক্ষধর মিশ্রেরই পাণ্ডিত্য অধিক, ইহাই এই শ্লোকের ধ্বনি।

শুন ওহে মধু! শুন হে আঙ্গুর ফল!
তোমরাও মিষ্ট,—ইহা জানে ভূমণ্ডল!
তোমাদের সবারেই এক কথা বলি,
কটু হইলেও কিন্তু নাহি দিও গালি,—
"রমণীর ওষ্ঠাধরে মাধুর্য্য যেমন,
হায় রে কুত্রাপি নাহি পাইনু তেমন!"

(গ)

রঘুনাথ শিরোমণির উক্ত শ্লোকটী শ্রবণ করিয়া বাসুদেব সার্ব্বভৌম অত্যন্ত আক্ষেপ সহকারে নিম্ন-লিখিত শ্লোকটী বলিয়াছিলেন :—

যস্যা জন্মান্যবংশে বসতিরপি তথা দূরদেশে পুরাসীৎ
সৈষা ভূত্বা বধূটী প্রকটিতবিনয়া বেশ্মমধ্যে প্রবিশ্য।
আজন্মপ্রাণতুল্যান্ গুরুজনজননীসোদরান্ বন্ধুবর্গান্
দূরীকৃত্য স্বগেহাৎ পতিমভিরমতে ধিক্ গৃহস্থাশ্রমং তম্॥

(বাসুদেব সার্ব্বভৌমস্য)

অন্য বংশে জন্ম-লাভ করিয়া যে জন
বসতি করিত পূর্ব্বে দূরে সর্ব্বক্ষণ,
হায় রে! সে জন আজ বিনয় প্রকাশি'
"বধূ"-নাম ল'য়ে দেখ গৃহ-মধ্যে পশি,'
আজন্ম যাহারা প্রিয় প্রাণের মতন
কিবা সহোদর, মাতা, গুরু, বন্ধু জন,
দূর করি' দিয়া সবে নিজ গৃহ হ'তে
লইয়া পতিরে ঘর করে বিধিমতে।

গৃহস্থ আশ্রমে দিই ধিক্ শত ধিক,
নারীর প্রভুত্ব যথা এতই অধিক! (১)

(৯০)

বৃদ্ধের যুবতী ভার্য্যা হাত-লণ্ঠনের মত। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে:—

পাণৌ গৃহীতাপি পুরস্কৃতাপি
স্নেহেন নিত্যং পরিবর্দ্ধিতাপি।
পরোপকারায় ভবেদ্ নবীনা
বৃদ্ধস্য ভার্য্যা করদীপিকেব॥

হাতে ধরি রাখ তারে, দাও যত ধন,
যত পার মন প্রাণ কর সমর্পণ,
পরের সুবিধা হেতু বৃদ্ধের যুবতী
হাত-লণ্ঠনের মত,—হেন লয় মতি!

(৯১)

ভগিনী-পতির নিকটে শ্যালক মহাশয়ের আদর কিরূপ, তাহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে:—

গৃহিণীসোদরস্যেহ গৃহিণ্যা আদরঃ পরঃ।
কৌস্তুভো বক্ষসি নিত্যং লক্ষ্মীঃ পাদতলে হরেঃ॥ (২)

(উদ্ভটসাগরস্য)

---

(১) গুরু-নিন্দক শিষ্যের গুরু ও শিষ্য উভয়কেই ধিক্! ইহাই এই শ্লোকের ধ্বনি।

(২) এই শ্লোকটী 'স-বিপুলা অনুষ্টুপ্ ছন্দে' রচিত।

এ সংসারে ধন্য শালা বাবু মহাশয়,
গৃহিণীও তাঁর মত আদরের নয়।
তার সাক্ষী দেখ, সেই দেব নারায়ণ
কৌস্তুভে দিলেন বক্ষঃ, লক্ষ্মীরে চরণ!

(৯২)

কোন একটী বাবু চাকরী করিবার অভিপ্রায়ে বাড়ী ছাড়িয়া একাকী কলিকাতায় আসিয়া স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করেন। এই শ্লোকে তিনিই দুঃখ করিয়া কহিতেছেন :—

অপূর্ব্বোঽহং বিধেঃ সৃষ্টিরেকাঙ্গেঽপি ত্রিলিঙ্গভাক্।
রন্ধনে স্ত্রী পুমান্ কার্য্যে শয়নে হি নপুংসকম্॥

(উদ্ভটসাগরস্থ)

আমি অপরূপ জীব এই ত্রিসংসারে,
'তিন লিঙ্গ' দিলা বিধি আমার শরীরে।
রান্না-বান্না করি যবে প্রভাত-সময়,
তখন 'স্ত্রীলিঙ্গ' আমি,—এই মনে লয়!
যখন আফিসে সারাদিন কর্ম্ম করি,
তখন 'পুংলিঙ্গ' বলি আমারে বিচারি!
রাত্রিকালে যবে গিয়া পড়ি বিছানায়,
'ক্লীবলিঙ্গ' বলি আমি বুঝাই আমায়!!!

(৯৩)

দুর্জ্জন ব্যক্তি দোষান্বেষণেই বিশেষ পটু, ইহাই কবি প্রকারান্তরে বলিতেছেন :—

কাব্যে ভব্যতমেঽপি বিজ্ঞনিবহৈরাস্বাদ্যমানে মুহু-
র্দোষান্বেষণমেব মৎসরজুষাং নৈসর্গিকো দুগ্রহঃ।
কাসারেঽপি বিকাসিপঙ্কজচয়ে খেলন্মরালে পুনঃ
ক্রৌঞ্চশ্চঞ্চুপুটেন কুঞ্চিতবপুঃ শম্বূকমন্বিষ্যতি॥

যে কাব্যের সুধারস পিয়া অবিরল
বিহ্বল হইয়া গেছে পণ্ডিতের দল;
যে কাব্য দাম্ভিক জন হেরিলে নয়নে
অমনি ছুটিবে তার দোষ-অন্বেষণে
খেলিতেছে রাজহংস যেই সরোবরে,
ফুটিয়াছে পদ্মগুলি যাহার উপরে,
তার তারে ধীরে ধীরে বক ঠোঁট দিয়া
শামুক খুঁজিতে থাকে ঘাড় বাঁকাইয়া!

(৯৪)

মানুষ মাতাল হইলে তাহার অবস্থা কিরূপ হয়, তাহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে। মাতাল বাবুর প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করাই এই শ্লোকে কবির উদ্দেশ্য :—

গচ্ছন্নেব পতন্ পতন্নপি হসন্ দোর্ভ্যাং ভজন্নম্বরং
ভ্রশ্যদ্বেষ্টনবন্ধনায় বিকলো ন স্যাৎ সমাপ্তিক্ষমঃ।
হস্তস্রস্তমিতস্ততোঽপি মৃগয়ন্নগ্রে স্থিতং চাষকং
জীয়াদ্ ঘূর্ণদপূর্ণভানুনয়নো মাধ্বীকমত্তো জনঃ॥

যেতে যেতে পড়িতেছে মাটীর উপরে,
পড়িতেছে, তবু মুখে হাসি নাহি ধরে!

থাড়া হ'য়ে আর নাহি দাঁড়াতে পারিয়া
আকাশ ধরিতে যায় দুই হাত দিয়া!
কাপড় খসিছে,—চেষ্টা পরিতে বিশেষ,
তথাপি কাপড় পরা নাহি হয় শেষ!
হাত হ'তে পড়িয়াছে সম্মুখে বোতল,
খুঁজিতে খুঁজিতে তবু হইবে পাগল!
সন্ধ্যা বা প্রভাত-কালে সূর্য্যের মতন
লাল লাল চক্ষুঃ দুটী ঘুরে অনুক্ষণ!
এ হেন মাতাল বাবু সকল সময়
থাকুন্ নেশায় মত্ত,—জয় তাঁর জয়!

(৯৫)

কোন ইলীশ-মাছ ভক্ত কবি এই শ্লোকে ইলীশ-মাছের গুণ-বর্ণনা করিতেছেন :—

বিশ্বাধারো হি বায়ুস্তদুপরি কমঠস্তত্র শেষস্ততো ভূ-
স্তস্যাং কৈলাসশৈলস্তদুপরি গিরিশো মস্তকে তস্য গঙ্গা।
স্নিগ্ধঃ পীযূষতুল্যস্তদুদরকুহরে শ্রীল্লিশোঽকিম্বিষোঽস্তি
প্রাধান্যং তস্য কো বা প্রকথয়িতুমলং ভক্ষণাদ্ যস্য মুক্তিঃ॥
(কবিচন্দ্রস্য)

বায়ুর উপরে রয় বিশ্ব অনিবার,
বিশ্বের উপরে রয় কূর্ম্ম অবতার,
কূর্ম্মের উপরে করে অনন্ত বসতি,
অনন্তের পৃষ্ঠোপরি পৃথিবীর স্থিতি,
পৃথিবীর উর্দ্ধে রয় সুরম্য কৈলাস,
কৈলাসের উর্দ্ধে শিব রন্ বারমাস,

শিবের মস্তকোপরি গঙ্গা অহর্নিশ,
হেন গঙ্গাগর্ভে বাস করেন ইলীশ!
কিছুমাত্র পাপ তাঁর দেহে কভু নাই,
তাঁর মত স্নেহশীল দেখিতে না পাই।
সাক্ষাৎ অমৃত-রস করেন প্রদান,
তাঁর মত রূপবান্ কেবা বিদ্যমান!
প্রবেশ করেন তিনি উদরে যাহার
হাতে হাতে মুক্তি-লাভ নিশ্চিত তাহার।
হেন জন কেবা কোথা রহে এ সংসারে,
ইলীশের গুণগ্রাম বর্ণিতে যে পারে!

(৯৬)

কোন কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে গঙ্গাদেবীর সহিত নখরঞ্জিনীর (নরুণের) সাদৃশ্য দেখাইয়া কহিতেছেন:—

অনন্তচরণোপান্তচারিণী মলহারিণী।
পুনর্ভবচ্ছেদকরী গঙ্গেব নখরঞ্জিনী॥ (১)

অনন্ত-চরণ-প্রান্তে বিহারকারিণী,
পুনর্ভব-নিবারিণী, মল-বিনাশিনী,
কি নখ-রঞ্জিনী আর কিবা সুরধুনী,
দু'য়ের প্রকৃতি এক,—হেন মনে গণি!

---

(১) ব্যাখ্যা। কবি গঙ্গাদেবীর সহিত নখরঞ্জিনীর (নরুণের) সাদৃশ্য দেখাইতেছেন। গঙ্গাদেবী অনন্তের (নারায়ণের) চরণ-প্রান্তে বিরাজ করেন, নরুণও অনন্ত (অসংখ্য) লোকের চরণ-প্রান্তে বিরাজ করে। গঙ্গাদেবী মল (পাপরাশি) বিনষ্ট করিয়া দেন, নরুণও মল (ময়লা) দূর করিয়া দেয়। গঙ্গাদেবী পুনর্ভব (পুনর্জন্ম) নিবারণ করিয়া দেন, নরুণও পুনর্ভব (নখ) বিনাশ করিয়া দেয়।

(৯৭)

কোন্ কোন্ বস্তুকে পরের হস্তে দিতে নাই, এবং পরের হস্ত হইতে ফিরিয়া আসিলেও তাহাদের পূর্ব্ববৎ অবস্থা থাকে না, তাহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছেঃ—

লেখনী পুস্তিকা রামা পরহস্তে গতা সকৃৎ।
নায়াতি যদি চায়াতি ভ্রষ্টা মৃষ্টা চ চুম্বিতা॥

কলম কেতাব আর সুন্দরী রমণী,
পরে যদি কভু পায়, না ছাড়ে তখনি।
ছাড়ে যদি কভু, আর তেমন না রয়,
ভেঙে চুরে চেপে চুপে ক'রে দেয় ক্ষয়।
কলম ভাঙ্গিয়া দেয় কেতাব ছিঁড়িয়া,
রমণীরে দেগে দেয় চুম্বন করিয়া!

(৯৮)

পরম-পণ্ডিত হইলেও রমণীর প্রলোভন অতিক্রম করা তাঁহার পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রের উদাহরণ দেখাইয়া কবি কহিতেছেনঃ—

হৃদয়তৃণকুটীরে দীপ্যমানে স্মরাগ্না-
বুচিতমনুচিতং বা বেত্তি কঃ পণ্ডিতোঽপি।
কিমু কুবলয়নেত্রাঃ সন্তি নো নাকনার্য্য-
স্ত্রিদিবপতিরহল্যাং তাপসীং যৎ সিষেবে॥

নরের হৃদয় তৃণ-কুটীরের প্রায়,
মদন-আগুন যদি কভু লাগে তায়,
বহুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত কেহ যদি হয়,
হিতাহিত-জ্ঞান তার আর নাহি রয়।

কত শত পদ্মনেত্রা সুন্দরী রমণী
স্বর্গধামে নিরন্তর বাস করে শুনি।
সে সব ছাড়িয়া কিন্তু দেখ দেবরাজ
তাপসী অহল্যা সনে করিল বিরাজ!

(৯৯)

অদৃষ্ট মন্দ হইলে মানুষের নিস্তার নাই। ইহাই কৌশল-ক্রমে এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে:—

রাহোর্ভয়াদ্ নিশানাথো লুক্কায়িতো বধূমুখে
অদৃষ্টদোষাৎ তত্রাপি পুমান্ দশতি নিত্যশঃ॥

পাছে রাহু গিলে ফেলে, ভয় পেয়ে মনে
লুকাইয়া রহে চন্দ্র নারীর বদনে।
সেখানেও গিয়া দেখে, পুরুষ সকল
দংশন করিছে তার বদন-কমল!
হায় রে অদৃষ্ট মন্দ হইবে যাহার,
যেখানেই যাগ্, তার নাহিক নিস্তার॥

(১০০)

উদ্ভট-কবিতা সংগ্রহ করিয়া না রাখিলে কি অসুবিধা হয়, তাহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন:—

উদ্ভটশ্লোকমাণিক্যসংগ্রহং ন করোতু যঃ।
প্রস্তাবযজ্ঞসংপ্রাপ্তৌ দক্ষিণাং কাং প্রদাস্যতি॥

উদ্ভট-কবিতা-রত্ন মূল্যবৎ অতি,
ইহার সংগ্রহে যেন সবে দেন মতি।
এ রত্ন-সংগ্রহে যার না আছে কামনা,
ঘটিলে প্রস্তাব-যজ্ঞ দিবে কি দক্ষিণা?

শেষোক্তিঃ

(১)

বস্ত্রং হিত্বা দিনমণিতনয়াতীরনীরান্তরালে
গোপস্ত্রীণাং জয়তি মৃদুহসো নীপশাখাবলম্বী।
স্বং স্বং বস্ত্রং জঘনকরগতা ভিক্ষমাণাঃ সলজ্জা
যাচন্ কশ্চিৎ করতলমিলনং গোপকন্যাভুজঙ্গঃ॥

(২-৪)

জনকঃ কৃষ্ণচন্দ্রো মে জননী বিন্ধ্যবাসিনী।
পিতামহো রামচন্দ্রঃ সার্থকঃ প্রপিতামহঃ॥
শোভারাম ইতি খ্যাতো মদ্‌বৃদ্ধপ্রপিতামহঃ।
'দে'-বংশখ্যাতিসম্পন্না ইমে মে পূর্ব্বপুরুষাঃ॥
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথো জ্যেষ্ঠো যবিষ্ঠশ্চ সুতো মম।
সত্যনারায়ণঃ শ্রীমান্ সুতা মে চ প্রভাবতী॥

(৫)

সংসারেঽস্মিন্নসারে কলিকলুষহরে ভাস্বরে সৌধনীরে
সর্ব্বস্থানৈকসারে সকলসুখকরে জাহ্নবীপুণ্যতীরে।
যস্যাং ভূতালিপালী নিবসতি নিতরাং লিঙ্গশালী কপালী
হুগ্‌লীজেলান্তরে সা মম সুজননভূ'র্ভদ্রকালী' সুখালিঃ॥

(৬)

রসাক্ষিগুরুভূশাকে কন্যারাশিং গতে রবৌ।
দশম্যাং শুক্লপক্ষস্য দিননাথদিনে দ্বিমে॥

(৭)

উদ্ভটশ্লোকমালেয়ং সুমনঃসুমনোভবা।
গুম্ফিতা গুণহীনেন পূর্ণচন্দ্রেণ কেনচিৎ॥